(ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব)

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

মুহম্মদ আবদুল হাই
এম. এ. (ঢাকা), এম. এ. (লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(মুহম্মদ আবদুল হাই)

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

মুহম্মদ আবদুল হাই

(ध्वनि विज्ञान और बांग्ला ध्वनि तत्व)

তৃতীয় প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮২
নবেম্বর ১৯৭৫

প্রকাশনায়
বর্ণমিছিল
তাজুল ইসলাম
৭০, মিউনিসিপ্যাল স্ট্রীট
ঢাকা-১

মুদ্রণে
বর্ণমিছিল
তাজুল ইসলাম
৪২-এ, কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : চল্লিশ টাকা

DHVANI VIJNAN O BANGLA DHVANI-TATTWA by Muhammad Abdul Hai and published by Tajul Islam, Barnamichhil, 70 Municipal Street, Dacca-1, Bangladesh.

Price · Taka 40'00

উৎসর্গ

প্রাচীন পাকিস্তানেব অধিবাসী বিশ্ববিশ্রুত ধ্বনিবিদ

পাণিনির অনুবক্ত

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বেব

পবলোকগত অধ্যাপক আমাব শিক্ষাগুরু

জনাব জন্‌. রুপার্ট ফার্থ

ও

পাক-ভাবত উপমহাদেশেব শ্রেষ্ঠ জীবিত ভাষাবিদদেব অন্যতম

জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র উদ্দেশ্যে

প্রকাশকের কথা

'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে'-র তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পেলো। এই অনন্য গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণে প্রকাশক হিসেবে আমার আনন্দের সীমা নেই। এই গ্রন্থটি যাঁর অমর কীর্তি হিসেবে চিরকাল বাঙালি জাতির প্রশংসা কুড়াবে তিনি আজ বেঁচে থাকলে তাঁরও আনন্দের সীমা থাকতো না।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের সময় এর ছাপার কাজে মনীষী মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়েছিল। এ সময় আমি উপলব্ধি করেছিলাম একজন সত্যিকার পণ্ডিত একটি মূল্যবান গ্রন্থের জন্য কিভাবে তাঁর দুর্লভ সময় ও শ্রম অকাতরে ব্যয় করে দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বলতে গেলে, তখন থেকেই আমি হাই সাহেবের একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। এ-আগ্রহের কথা সবিনয়ে একদিন তাঁর কাছে পেশও করেছিলাম। কিন্তু সে সময় তাঁর কোনো বই প্রকাশের সৌভাগ্য হয় নি আমার।

কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাকে লেখা হাই সাহেবের কয়েকটি চিঠি আমার হাতে আসে। বস্তুতঃ এ চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু ছিল আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে। এই চিঠিগুলোই আমাকে 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে'র মত একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে হাই সাহেবের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে—চিঠিগুলো তাই আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। উৎসর্গ-পত্র ও ভূমিকার কিছু শব্দ আছে, যে-গুলো বর্তমান প্রতিবেশে অচল ; পরলোকগত গ্রন্থকারের সমকালীন প্রতিবেশের স্মৃতিবাহী বলে আমরা শব্দ-গুলো পরিবর্তন করি নি। সহৃদয় পাঠকবর্গ শব্দগুলোর ঐতিহাসিকতা উপলব্ধি করবেন, আশা করি।

আল্লাহ্ মরহুমকে জান্নাতবাসী করুন।

তাজুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে'র মতো গ্রন্থের বছর তিনেকের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ আমাকেও বিস্মিত করেছে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় আমাদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশান্বিত বোধ করছি।

প্রথম সংস্করণে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (International Phonetic Alphabet) কোনো আলোচনা ছিল না। বর্তমান সংস্করণে IPA-র একটি চার্ট এবং উদাহরণসহ কিছু আলোচনা যোগ করে দিলাম। এতে শিক্ষক ও ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা হবে।

প্রথম সংস্করণ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংস্করণ প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ। ষ্টুডেণ্ট ওয়েজের মতো ব্যক্তি বিশেষের প্রকাশন সংস্থার পক্ষে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক এ ধরনের ব্যয় বহুল গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী হওয়া প্রশংসার্হ ব্যাপার। সেদিক থেকে ঢাকার বাংলা বাজারস্থ ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ গ্রন্থ প্রকাশ সংস্থা 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে শুধু আমার নয় বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

প্রস্তুত গ্রন্থটি প্রেসে দেবার সময় প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ প্রমাদের একটি তালিকা করে দিয়েছিলেন খুলনা দৌলতপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক আমার স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র কায়কোবাদ। এবারে প্রুফ দেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী প্রীতিভাজন অধ্যাপক আনোয়ার পাশা। তাঁদের দু-জনকেই আমি ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭

মুহম্মদ আবদুল হাই

পদানুসরণ ক'রে আমার গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করে গেলাম। ভবিষ্যতের বাঙালী ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের সাধনা আমার এ-গ্রন্থের ফলে যদি অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়, তা'হলে আমার দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হবে।

বাংলা-ভাষার যাবতীয় উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা করতে পারলে এ ভাষার একটি পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেত, কিন্তু কারও একার পক্ষে তা সম্ভব নয়—আমার পক্ষে তো নয়ই। কারণ, বাংলার চলিত উপভাষা ছাড়া অন্য কোনো উপভাষা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। সেজন্যে এ-গ্রন্থে আলোচিত সমস্যার বর্ণনায় আমি চলিত উপভাষাকেই উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি মুর্শিদাবাদে জন্ম গ্রহণ করি। বাল্যকালে রাজশাহী শহরে প্রতিপালিত হই। স্কুল জীবনও সেখানেই অতিবাহিত হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করি ঢাকা শহরে। বিভাগ-পূর্ব কালে অধ্যাপনা ব্যপদেশে বহুদিন কৃষ্ণনগরে কাটাই। কলিকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ অঞ্চলের যে-উপভাষাটি আজও শিক্ষিত বাঙালী মাত্রের মুখের এবং সাহিত্যের ভাষা, আমার শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে চলিত ভাষাটি আমি যে-ভাবে আয়ত্ত করেছি, এ-গ্রন্থে ধ্বনি-বিচারের জন্যে তা-ই হয়েছে আমার প্রধান উপকরণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন উপভাষার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা নিছক প্রাসঙ্গিক।

একটি মানুষের মুখের ভাষার মাধ্যমে একটি উপভাষার বর্ণনা করা বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের অধুনাতন পদ্ধতি। বর্তমান আলোচনায় আমি সে-পদ্ধতিই গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমার এ-গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষার চলিত (Standard colloquail) উপভাষার বর্ণনা হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভাষার আলোচনা—তা যে কোনো উপভাষারই হোক না কেন—অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, একটি উপভাষার আলোচনা হলেও তাতে ভাষা মাত্রেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। একটি উপভাষার তথা ভাষা মহাসমুদ্রের কোথায় যে সূচনা এবং কোথায় যে শেষ, তার আবিষ্কার সহজ সাধ্য নয়। সেজন্যে একালের Descriptive Linguistics বা বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগে ভাষার বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত বিভাগগুলো যে ভাষার মধ্যেই বর্তমান, তা নয়। সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে একটি ভাষার সামগ্রিক বর্ণনা করবার জন্যে ভাষাতাত্ত্বিকেরা ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), ব্যাকরণ (Grammar) এবং বাগর্থ-বিজ্ঞান (Semantics) প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় ভাষার বর্ণনাত্মক বিজ্ঞানকে বিভক্ত করে থাকেন। একটি ভাষার সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেবার জন্যে এ-ভাগগুলো ভাষাতাত্ত্বিকদেরই নিজস্ব সৃষ্টি। এদের যে-কোন একটির সাহায্যে একটি ভাষার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন হয়, পৃথক্‌ভাবে পরস্পর সমন্বিত এ ভাগগুলোর সব ক'টির পৃথক্ প্রয়োগ। সুতরাং বলা চলে, এ-বিভাগগুলোর প্রত্যেকটিই বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক স্তর গঠনে সহায়তা

করেছে। এদের মধ্যে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) এবং ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বর্ণনাভিত্তিক ভাষা-বিজ্ঞানের প্রথম দু'টি স্তর হিসেবে পরবর্তী স্তরগুলোর ভিত্তি রচনা করে। বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাহায্যে একটি ভাষার পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে তার প্রাথমিক স্তর দুটোর বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আমি এ-গ্রন্থে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের প্রাথমিক কাজ—অর্থাৎ সিঁড়ির প্রথম দুটো ধাপ নির্মাণেরই প্রয়াস পেয়েছি।

কোনো ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনার সুবিধার জন্যে কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রথমে একটি শৃঙ্খলা বা ছক ঠিক করে নেবার পক্ষপাতী। তার কারণ, তাঁদের মতে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছকের মধ্যে ফেলে ভাষা-বিশেষের ধ্বনিগুলোর বর্ণনা করা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়ে ওঠে। আমার 'Nasals and Nasalization in Bengali' গ্রন্থটিতে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব জন রুপার্ট ফার্থ প্রবর্তিত এ-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে হুবহু তা করিনি। পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতির মধ্যে কোন ভাষার ধ্বনিবিচারে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত, ধ্বনির অবস্থানগত ও ব্যবহারিক রূপ থেকে এক একটি সমস্যা বিচার করে মনে হয় এখানে সে-রকমের সিদ্ধান্তেই আমি পৌঁছেছি। উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে এ. মার্তিনের 'Phonology As Functional Phonetics'*-এর অনুসরণে ধ্বনির ব্যবহার ও অবস্থান হয়েছে আমার মূল অবলম্বন।

ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) এবং ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)-এর মধ্যে কোথায় মিল এবং কোথায় গরমিল রয়েছে এখানে সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। ব্যাপকতর অর্থে ধ্বনিবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—বিভিন্ন নামে একই বিষয়ের তারা এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মতর অর্থে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বাক্-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে ধ্বনির গঠন ও শ্রুতি-বিষয়ক যাবতীয় বর্ণনাই সংকীর্ণতর অর্থে Phonetics-এর বিষয়ভুক্ত; অর্থাৎ ধ্বনির গঠন, উচ্চারণরীতির বর্ণনা, ধ্বনির শ্রুতি এবং ধ্বনির শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে তথ্য উদ্ঘাটন এ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ। সেজন্যে ভাষার ধ্বনিদেহের প্রাথমিক সোপান নির্মাণের ব্যাপারটিও Phonetics-এর অন্তর্ভুক্ত। এর সাহায্যে ভাষার ধ্বনিসমষ্টির উচ্চারণ পরীক্ষা করে উক্ত ভাষার স্বতন্ত্র অর্থ-বোধক বিভিন্ন ধ্বনিমূলের আবিষ্কার এবং সেগুলোর অবস্থান (distribution) ও যাবতীয় ব্যবহার বিধির বর্ণনা Phonetics-এর পরবর্তী পর্যায় Phonology-র আওতাভুক্ত বলা যেতে পারে।

আমেরিকার ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা Phonology নামটির প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন নন; তাঁরা এই তত্ত্বটির নামকরণ করতে চান Phonemics. অবশ্য Phonemics এবং Phonology-তেও বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। বিভিন্ন পরিবেশে একটি ভাষার একটি ধ্বনির সম্ভাব্য

* A. Martinet, 'Phonology As Functional Phonetics', Oxford University Press, London, 1949.

সকল প্রকার উচ্চারণ-পার্থক্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্বতন্ত্র অর্থবোধক মূলধ্বনি নির্ণয় এবং তাদের লেখন-পদ্ধতি আবিষ্কার আমেরিকার ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের মতে Phonemics-এর আওতাভুক্ত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ Phonology-র সীমা এর-চেয়েও ব্যাপকতর মনে করেন। একটি ভাষার একটি মূলধ্বনি স্থাপন ও নির্ণয়কল্পে তার যাবতীয় উচ্চারণ বৈচিত্র্য বিচার করা ছাড়া, সমগ্র ভাষায় ধ্বনিটির অবস্থান, বিচিত্র রকমের ব্যবহারের ফলে তার নানা রকম পরিবর্তন লাভ, বাকস্রোতে অতিরিক্তি ধ্বনিমূল (Secondary phoneme) সৃষ্টিতে তার দানের পরিমাণ প্রভৃতি তথ্যের আবিষ্কারও Phonology-র বিচার সাপেক্ষ। Phonetics এবং Phonology এ-ভাবে মূলতঃ একার্থবোধক হ'য়েও সূক্ষ্মতর অর্থে ইউরোপীয় ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের কাছে পৃথক হ'য়ে গেছে। সেজন্যে বাংলায় Phonetics-কে ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতিঘটিত জ্ঞান. তথা ধ্বনিবিজ্ঞান এবং Phonology-কে ব্যবহার-বিধি বিচার তথা ধ্বনিতত্ত্ব নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে যে কোনো ভাষার ধ্বনি-দেহের সার্বিক বিচারে এ দুটো পরস্পরের পরিপূরক। এ-গ্রন্থে প্রতিটি বাংলা ধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার-জনিত বিবিধ সমস্যা পরীক্ষা করে তাদের যথার্থ ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বরূপ উদ্ঘাটনই ছিল আমার বিশেষ লক্ষ্য।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কতকগুলো ভাষার ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের এক ভাষার কয়েকটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার কয়েকটি ধ্বনির আপাত মিল থাকলেও অধিকাংশ ধ্বনির মধ্যেই রয়েছে অমিল। আবার যেগুলোর মধ্যে আপাত মিল রয়েছে তাদের ব্যবহার-বিধি বিচার করলে সে মিলটুকুও আর টেঁকে না। এজন্য প্রতিটি ভাষার ধ্বনি নির্ণয়ের ব্যাপারটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। এ বিরাট বিশ্বের প্রতিটি জাতির নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে এবং সমাজ-জীবন গঠনে 'ভাষা' নামক একটি সার্বজনীন সাধারণ বাহন থাকা সত্ত্বেও ভাষার সার্বজনীন ব্যাকরণ তথা বিশ্লেষণপদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্য কথায় 'ভাষা' সার্বজনীন বটে, কিন্তু ভাষা-বিশ্লেষণের জন্য সার্বজনীন ব্যাকরণ ব'লে কিছু নেই। প্রতিটি ভাষাই স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। আবার ভাষার ধ্বনি উচ্চারণের জন্য ফুস্‌ফুস্ থেকে শুরু করে ঠোঁট এবং নাক পর্যন্ত বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই প্রয়োজন হয়, কিন্তু যে-কোনো একটি ভাষার যাবতীয় ধ্বনি উচ্চারণে সব ক'টি বাক্‌প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis) এবং মুখ বিবরের কোনো স্থানে বায়ুপথ একই সঙ্গে রুদ্ধ করার ফলে উদ্ভূত অধিকাংশ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ভাষায় যে-সব Ejective[১] ব্যঞ্জনধ্বনি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কতকগুলো ভাষার এবং পূর্ব আফ্রিকার একটি[২] ভাষায় ঠোঁট ও মুখের সাহায্যে বাইরে থেকে বাতাস টেনে গরু-ঘোড়া তাড়ানোর

১. Hockett, Course in Modern Indian Linguistics, p 70

২. ঐ, p. 72.

মতো ‘প্ চ্, প্ চ্’ ধ্বনেব click বা শীৎকাব তথা প্রশ্বাসধ্বনিও স্বাভাবিক বাগ্‌ধ্বনি হিসেবে উল্লেখ কবা যেতে পাবে। স্বাভাবিক বাংলা বাগ্‌ধ্বনি হিসেবে না হ'লেও চুমু খেতে, পাখী পডাতে কিংবা ঘোড়া-গরু থামাতে গিযে দুই ঠোঁট বন্ধ কবে বাইবে থেকে বাতাস টেনে নিযে বাঙালীবা ওষ্ঠ্য শীৎকাব ধ্বনি উচ্চাবণ কবে। এটিকে ‘চুমকুডি’ ধ্বনি বলা যায। এ-ছাড়া জিভেব ডগা, দাঁত, দাঁতেব মাডি এবং অগ্রতালুব সঙ্গে লাগিযেও ভেতবেব দিকে বাতাস টেনে গরু-ঘোড়া তাড়াতে, গাডি চালাতে, গরু-মোষকে দ্রুত গমনে উৎসাহিত কবতে অগ্রতালব্য শীৎকাব ধ্বনিও (চ্ চ্ চ্ চ্) বাঙালীবা ক'বে থাকে।

এ থেকে মনে হয এক ভাষায যেটি স্বাভাবিক ভাবেই বাগ্‌ধ্বনি, অন্যভাষায তা ধ্বনি হিসেবে নিতান্তই অর্থহীন হ'তে পাবে। এছাড়া, পৃথিবীব প্রতি ভাষাভাষী মানুষই বাক্‌-প্রত্যঙ্গাদিব সাহায্যে শোক্-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হতাশা ও আনন্দেব বশবর্তী হ'যে বাগ্‌-ধ্বনিব অতিবিক্ত এমন অগণিত ধ্বনি উচ্চাবণ ক'বে থাকে, কোনো ভাষাতেই অর্থবোধক ধ্বনি হিসেবে যাব কোনো অস্তিত্ব নেই। আবাব পৃথিবীতে মানুষেব কণ্ঠজাত ধ্বনিব অতি-বিক্ত এমন বহু ধ্বনিই বর্তমান যা কেবল জীব-জানোযাব ও পশু-পাখীব মুখেই শোনা যায। মানুষ বড় জোব তাব অনুকবণ কবতে পাবে।

এজন্যে কোনো ভাষাব ধ্বনি বিচাব কবতে হলে, বিশেষভাবে সে-ভাষাব (বিশেষত তাব যে-কোনো একটি উপভাষাব) যাবতীয ধ্বনি-বিশ্লেষণ অপবিহার্য হযে ওঠে। এ-কাবণে সবাব আগে প্রযোজন হয বাক্‌প্রত্যঙ্গেব বর্ণনা ক'বে তাব কোন্ কোন্‌টিব সাহায্যে উক্ত ভাষাব কি কি ধ্বনি গঠিত হয এবং বাক্য ও শব্দেব বিভিন্ন পবিবেশে তাবা কি ভাবে ব্যবহৃত হয, তাব বিচাব ক'বে দেখা। প্রস্তুত গ্রন্থেব বিভিন্ন অধ্যায এ-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধাবাবাহিক ভাবে সাজানো হযেছে, লক্ষ কবলে দেখা যাবে বাংলাভাষাব ধ্বনি উচ্চাবণে স্ববযন্ত্রনিহিত স্ববতন্ত্রী, পশ্চাৎ জিহ্বা ও পশ্চাত্তালু, জিভেব পাতা ও দন্তমূল, জিভেব ডগা ও দন্তমূল, জিভেব ডগা ও ওপব-পাটি দাঁত এবং দুই ঠোঁটই প্রধানত সক্রিয অংশ গ্রহণ কবে।

ধ্বনি-বিশেষেব বিচাব প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে পৌঁছাব জন্য আমি প্রধানত আমাব অনুভূতি এবং বোধশক্তিব ওপবেই নির্ভব কবেছি। একটি শব্দেব এবং প্রযোজন হ'লে একটি বাক্যেব মধ্যে ব্যবহাব ক'বে ধ্বনিটি বাবংবাব উচ্চাবণ ক'বে এবং প্রযোজন বোধে টেপ-বেকর্ডাবে ধ'বে শুনেছি। ধ্বনিবিচাবে মানুষেব কানই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। এ বিশ্বাসেব বশবর্তী হ'যে আমি আমাব কানেব উপবেই নির্ভব কবেছি সবচেযে বেশী। তাছাড়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব ‘স্কুল অব্ ওবিযেণ্টাল এ্যাণ্ড এ্যাফ্‌বিকান ষ্টাডিজ’-এব ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা কবাব সময উক্ত বিভাগেব গবেষণাগাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহাব কবাব সুযোগও আমাব হযেছিল। সংশ্লিষ্ট ধ্বনি সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জনেব জন্য আমি কতকগুলি কাইমোগ্রাম ও প্যালেটোগ্রাম সযত্নে বক্ষা কবেছিলাম। বিভিন্ন ধ্বনি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আমি সেগুলোবও সাহায্য নিযেছি। তাদেব গুটি কতক এ-গ্রন্থে মুদ্রিত ক'বে দিলাম।

আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান সম্পর্কে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও পড়াশোনা ক'রে ১৯৫৩ সালে আমি যখন দেশে ফিরি, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-পথে একমাত্র যাত্রী ছিলাম আমি। কয়েক বছর যেতে না যেতে আমার কয়েকজন ছাত্র ও সহকর্মীকে এ-সাধনায় ব্রতী হবার প্রেরণা যোগাই। তাঁদের কাউকে লণ্ডনে এবং কাউকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ক'রে আনি। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দীন মুহম্মদ এবং অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লণ্ডনে আর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আমেরিকায় এ-বিষয়ে শিক্ষা লাভ ক'রে আসেন। এ-গ্রন্থ রচনায় কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের মত মেনে নিতে না পারলেও তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি উপকৃত হয়েছি।

পাক-ভারত উপমহাদেশে যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদই ধ্বনি-বিজ্ঞানের উদ্গাতা ছিলেন। আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পাণিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো এত বড়ো ধ্বনিবিদ পৃথিবীতে আজও কেউ জন্ম গ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ডের মতো পাণিনির ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' মানুষের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পাণিনি পশ্চিম পাকিস্তানের (প্রাক্তন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের) মার্দান জেলার সোয়াবী তহসিলের অন্তর্গত সালাতুর (আধুনিক 'লাহুর') গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এ-বিজ্ঞান সাধনায় ইউরোপের লণ্ডন-স্কুলে আমার হাতেখড়ি হলেও এর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপদ্ধতির ব্যাপারে পাণিনিই ছিলেন আমার আদর্শ।

আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশী। এ-দীর্ঘকালে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় এ-ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ সংক্রান্ত এমন বিশদ ও বর্ণনাত্মক আলোচনা আর হয়নি। এপথে অগ্রণী হিসেবে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীর হাতে আমার দীর্ঘদিনের সাধনার ফলটুকু সমর্পণ ক'রে দিলাম।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত অধিকাংশ নক্সা এঁকে ও ছবি তুলে দিয়েছেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূ-বিজ্ঞানী মনজুর হাসান, আর নির্ঘণ্টটি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র শামসুল আলম চৌধুরী। পরিশিষ্টে সংযোজিত ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক 'পরিভাষা' প্রণয়নে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন বাঙ্লা একাডেমী। সেজন্যে বাঙ্লা একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে এবং বিশেষভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বন্ধুবর সৈয়দ আলী আহ্সানকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা নভেম্বর, ১৯৬৪

মুহম্মদ আবদুল হাই

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ১০৮—১৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

ধ্বনিব অবস্থান ১৩৯—১৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ১৬৪—১৮২

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা বাক্‌প্রবাহ ১৮৩—২৬৯

অষ্টম অধ্যায়

ধ্বনিগুণ ২৭০—২৯৫

নবম অধ্যায়

ধ্বনি-তরঙ্গ ২৯৫—৩১২

দশম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব
মুহম্মদ আবদুল হাই

প্রথম অধ্যায়

বাক্-প্রত্যঙ্গ

[Organs of Speech]

আমরা জানি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা করা এবং রক্তশোধন করা ফুসফুসের অন্যতম কাজ। তবু ফুসফুসই শেষ পর্যন্ত মানুষের বাগ্‌ধ্বনি উৎপাদনের কেন্দ্র। প্রাণধারণের জন্য মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে এবং শ্বাস ত্যাগও করে। শ্বাসবায়ুর বহির্গমনকালে গলনালী ও মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সংঘর্ষের স্থান, রূপ ও পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের নির্গমনের ফলেই সাধারণতঃ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণের সময়ও ঠোঁট কিংবা মুখগহ্বরের স্থান বিশেষে বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ধ্বনিসৃষ্টির উদাহরণ বিরল নয়। 'বিপরীত স্পর্শ' (Implosive), 'শীৎকার' বা 'কাকুধ্বনি' (click) প্রভৃতি ধ্বনি এ পর্যায়ে পড়ে। সাধারণতঃ বাতাসের বহির্গমন এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্তর্গমন ধ্বনি সৃষ্টির প্রধান উপায়। সুতরাং ফুসফুস যে ধ্বনির উৎপাদক (generator) যন্ত্র এ থেকে তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ মানুষের ফুসফুস

শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের জন্য কি বিরামহীন পাম্পের কাজ করে নিম্নের ছবি থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধাবণা করা যাবে :—

২। ডান ফুসফুস (right lung)।
৩। বাম ফুসফুস (left lung)।
৪। শ্বাসনালী (bronchial tubes)।
৫। বায়ুনালী (wind pipe)।
৬। স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis)।
৭। অধিজিহ্বা (epiglottis)।
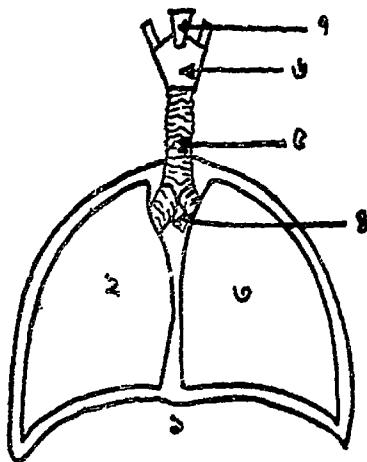
১। মধ্যচ্ছদা (diaphragm)

আর এ ছবিটি থেকে বায়ু প্রবেশের ও নিষ্কাশনের পথ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।
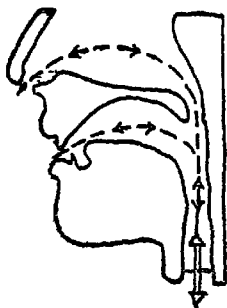
→→→→ বাতাসের প্রবেশ পথ
←←←← বাতাসের নিষ্কাশন পথ

নিম্নের চিত্র দু'টি থেকে মুখগহ্বর, গলনালী ও স্বরতন্ত্রী প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে :—
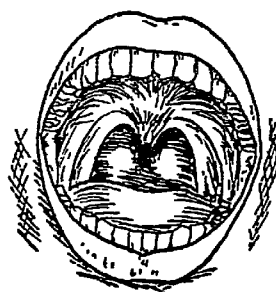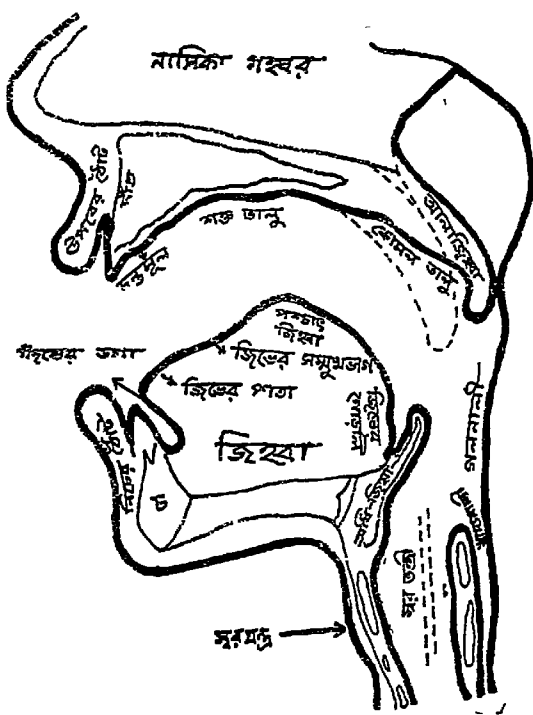
ধ্বনির উৎপত্তি ও শ্রুতির দিক থেকে বাক্-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে ফুসফুসের পরে সম্ভবতঃ স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীর (vocal cords) স্থান।

ওপরের ১ম চিত্রের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, গলার সামনের দিকের যে অংশটি উঁচু হয়ে আছে এটিকে ইংরেজীতে Adam's apple বলা হয়। পুরুষ মানুষ হ্যাংলা হলে অনেকের গলায় কাক-বকের ঠোঁটের মতো একটা ছুঁচলো কুচকুচে হাড় বেড়ে থাকতে দেখা যায়। এটিই Adam's apple বা কণ্ঠমণি। পুরুষ মানুষের গলায় এ অংশটুকু সাধারণতঃ যে ভাবে বেড়ে থাকে, নিতান্ত হ্যাংলা বা স্বাস্থ্যহীন না হলে মেয়েদের গলায় অশোভনভাবে এটা তেমন বেড়ে থাকতে দেখা যায় না। সে যা হোক, তার ভেতরের যন্ত্রপাতি সহ এই কণ্ঠমণি বা টুঁটিটিই larynx বা স্বরযন্ত্র। প্রাণিজগতের এ larynx বা স্বরযন্ত্রকে 'sound box' বা ধ্বনি মঞ্জুষা নাম দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বিবর্তনের পথ ধরে মানুষের larynx-ই পূর্ণতা পেয়েছে। সেজন্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির বিচিত্রতায় আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই।

নিম্নের ছবিটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে স্বরযন্ত্রের ভেতরে একটি আঙটির মতো কোমলাস্থির মধ্যে দুটো সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী রয়েছে। এ স্বরতন্ত্রী দুটো উল্টো

ক

খ
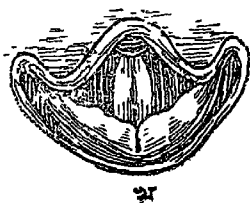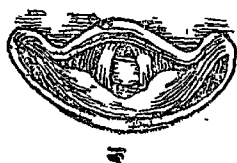
'ভি' (Λ) আকৃতির। ইংরেজীতে এ দুটোর নাম দেওয়া হয়েছে Vocal cords. কথা বলার সময় এরাও ঠোঁটের মতো কাজ করে দেখে কোনো কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক এগুলোর নাম দিতে চান Vocal lips বা 'স্বরোষ্ঠ'। স্বরতন্ত্রী দুটোকে Vocal cords বা Vocal lips যে নামেই অভিহিত করি না কেন, এদের মধ্যবর্তী স্থান-টুকুকে—অন্য কথায় তাদের অন্তর্বর্তী পথকে বলা হয় golttis. ফুসফুস-তাড়িত বাতাস মুখবিবর কিংবা নাসা পথে বের হয়ে যাবার আগে প্রথমেই স্বরতন্ত্রীর (Vocal cords) মধ্যবর্তী (glottis) পথে প্রবেশ ক'রে হয় এ দুটোকে প্রকম্পিত করে, না হয় তেমন প্রকম্পিত করে না, না হয় অনেকটা নিষ্ক্রিয় রাখে, না হয় পরস্পর

সংলগ্নতাব ফলে এদের রুদ্ধগতি সজোরে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিয়ে যায়। স্ববতন্ত্রীদ্বয়েব ভেতর দিয়ে বাতাস বের হযে যাবাব সময় তাদের মধ্যবর্তী পথের (glottis) রূপ বাগ্‌ধ্বনিব প্রকৃতি ও গুণ নির্ণয়ে সহায়তা কবে। Glottis-এব নিম্নে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের অবস্থান থেকে এ কথাব যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :—
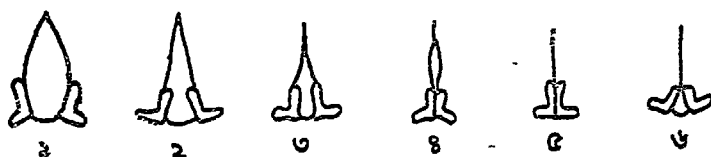
বাগ্‌ধ্বনির প্রকৃতি নির্ণয়ে স্বরতন্ত্রীদ্বয়েব বহুবিধ ক্রিয়াকর্ম স্বীকৃত হোলেও ধ্বনিকে ঘোষতা ও অঘোষতা গুণে বিভূষিত কবাব জন্য এদেব সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। অন্য কথায় তাদেব positive ও negative function তথা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই বাগ্‌ধ্বনিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ধ্বনি সৃষ্টির কালে তারা যদি বিশেষভাবে প্রকম্পিত হয় তবে সে ধ্বনি হবে ঘোষ তথা voiced বা নিনাদিত। কিন্তু যদি বাতাস শুধু তাদের দু'পাশ ছুঁয়ে বেড়িয়ে যায়, আর তাদের কাঁপন না লাগে, তা হলে সে ধ্বনি হবে অঘোষ বা voiceless, এদিক থেকে যে কোনো ভাষার সমস্ত ধ্বনিকে স্ববতন্ত্রীব সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিচাবে ঘোষ বা অঘোষ এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ ক'বে দেওয়া যায়। সে জন্যই বলা হয় বাগ্‌ধ্বনির উৎপাদন ও শ্রুতিবিচাবে স্ববযন্ত্রনিহিত এ স্ববতন্ত্রীদ্বয়েব ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বরতন্ত্রী দুটো ফুসফুসে বাতাসের প্রবেশ পথ। সে জন্যে তাদেব নিম্নবর্তী অংশের পাবিভাষিক নাম বায়ুনালী (wind-pipe)। এরই পাশে ঘাড়ের দেওয়াল সংলগ্ন ভিতরেব দিকে থাকে খাদ্যনালী (food-passage)। খাবারেব গ্রাস যাতে স্ববতন্ত্রীব মধ্যবর্তী পথ দিযে বায়ুনালীব ভেতর দিয়ে ফুসফুসে না প্রবেশ করে সেজন্য জিহ্বার একেবাবে নীচেকাব মাংসপিণ্ডের সঙ্গে উর্ধ্বাধ (vertical) ধরনের একটি মাংসপিণ্ড আছে। এটিকে Epiglottis বা অধিজিহ্বা বলা হয়। খাবারের গ্রাস এ-পথে প্রবেশ করতে গেলে অধিজিহ্বা ঢাকনার মতো শায়িত

অবস্থায় বায়ুনালীর মুখ আবৃত ক'রে দেয়; ফলে আহারেব গ্রাস ফুসফুসে প্রবেশ না ক'রে খাদ্যনালী ধরে পাকস্থলীব পথে রওয়ানা হয়। সময়ে সময়ে খাদ্য-কণিকা স্বরতন্ত্রীর পথে কোনো ক্রমে বায়ুনালীতে প্রবেশ ক'রলে বিষম লাগে। তাতে কথিত প্রবাদ মতে প্রিয়জনের স্মরণ তখন আর তাব পক্ষে আনন্দদায়ক হয় না, তাতে মানুষেব প্রাণান্তও ঘটে। সে যা হোক, বায়ুনালী ও ফুসফুসকে রক্ষা করা ছাড়া অধিজিহ্বা বাগ্‌ধ্বনির কোনো কাজে আসে না।

বায়ুনালীব কিছু ওপরে জিহ্বার গোড়ালি বা মূল (root) তথা অধিজিহ্বা বরাবর ঘাড়ের ভিতরের দেওয়াল-সন্নিহিত অংশ হচ্ছে pharynx বা গলনালী। তাব বিশেষণ pharyngeal বা গলনালীয়। গলনালীকে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় গলকক্ষও বলা যেতে পাবে। গলকক্ষ আমাদেব ভাষায় ধ্বনি উৎপাদনের কাজে না লাগলেও আববী ভাষায় ح خ ع ইত্যাদি ধ্বনি সৃষ্টির স্থান।

গলকক্ষ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত অংশ মুখবিবব। মুখবিবরের ওপরে তালু এবং নীচে জিহ্বা। এগুলোর ধারাবাহিক বিশ্লেষণের পূর্বে গলকক্ষেব উপরিভাগে কোমল বা পশ্চাত্তালু সংলগ্ন জিহ্বার মতো দোলায়মান অংশটুকুর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এইটি uvula, আলজিহ্বা বা উপজিহ্বা। আমাদের ভাষায় ধ্বনি সৃষ্টিতে এটি নিষ্ক্রিয় হ'লেও পৃথিবীর কোনো কোনো ভাষায় এটাকে নামিয়ে এবং জিহ্বার গোড়ালিকে উঠিয়ে এ দু'য়েব সংস্পর্শে ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ডাচ্, জার্মান ও ফরাসী 'র' এ-ভাবে উচ্চারিত হয়। সেজন্য এ ভাষাগুলোর 'র' ধ্বনিব নাম uvular 'র'।

গলকক্ষের ওপরে আলজিহ্বার অব্যবহিত পেছনেই নাসিকাগহ্বর। এ-নাসিকা গহ্বর বাংলা ছাড়াও পৃথিবীর বহুভাষার কতকগুলো ধ্বনি উৎপাদনে সহায়তা করে। অর্থাৎ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনে আলজিহ্বা সহ কোমল তালু কিছুটা ঝুলে পড়ে ব'লে সংশ্লিষ্ট বাতাস মুখবিবর দিয়ে বের না হ'য়ে নাসাপথে বের হয়। আর আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস উভয় পথে বের হয ব'লে তারা মুখ ও নাকের দ্যোতনা লাভ করে। নাক আপাতদৃষ্টিতে শুধু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিপোষক হ'লেও বাক্-প্রত্যঙ্গও যে বটে এ থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

এবারে মুখের উপরিভাগের বর্ণনা করা যাক। প্রথমেই আসে ওপরের ঠোঁটের কথা। ওপরের ঠোঁটের পেছনেই ওপর-পাটি দাঁত। দাঁতের মাড়ি। ইংরেজিতে

দাঁতের মাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে teeth-ridge ; ল্যাটিনে alveolum ; তা থেকে বিশেষণ করা হয়েছে alveolar। বিশুদ্ধ বাংলায় দাঁতের মাড়ির নাম দন্তমূল। বিশেষণে দন্তমূলীয়। সূক্ষ্মধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারের জন্য ওপর-পাটি দাঁতের শেষাংশ ও দন্তমূলের মাঝামাঝি অংশকে pre-alveolar বা অগ্রদন্তমূলীয়, সরাসরি দন্তমূলকে দন্তমূলীয় (alveolar) এবং দন্তমূলের সামান্য পেছনে এবং তালুর আরম্ভ স্থানকে post alveolar বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়, কিংবা pre-palatal বা অগ্রতালব্য ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। দাঁত ও তালুর মাঝখানের উত্তল (convex) অংশই দন্তমূল। জিভের ডগা দিয়ে এ অংশটুকুকে বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

উত্তল অংশের পরের ধনুকাকৃতি অবতল (concave) অংশ সবটুকুই ওপরের তালু। ধ্বনির সূক্ষ্ম বিচারের জন্যে ওপরের তালুকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। দন্তমূলের শেষাংশ থেকে ভেতরের দিকে যেতে অস্থিময় অংশ যেখানে শেষ হয়েছে সেটুকুর নাম শক্ত তালু (hard palate)। শক্ত তালুর সবটুকুই অস্থিময় ব'লে তা নমনক্ষম প্রত্যঙ্গাদির মতো নয়; তা স্থির। ধ্বনির চুল-চেরা বিশ্লেষণের জন্য শক্ত তালুকেও কয়েকভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। পশ্চাতে দন্তমূল (post alveolar) অংশ থেকে শক্ত তালুর আরম্ভ ; এজন্যে এ অংশটুকুকে pre-palate বা অগ্রতালু বলা হয়ে থাকে। তার বিশেষণ পাই pre-palatal অগ্রতালব্য বা অগ্রতালুজাত, তার পরেই শক্ত তালুর mid-palate বা মধ্যতালু, বিশেষণে mid-palate—মধ্যতালুজাত বা মধ্যতালব্য। এর পরে post-palate তথা শক্ত তালুর শেষাংশ বা মূর্ধা, যা থেকে বিশেষণ পাই মূর্ধন্য—cerebral, cacuminal ইত্যাদি।

তালুর অস্থি সমন্বিত অংশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মাংসল অংশ। তালুর অস্থিপ্রধান অংশের শেষ থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত প্রসৃত অংশের সবটুকুই কোমল তালু (soft palate)-র অংশীভূত। শক্ত তালু বা সম্মুখ তালুর পশ্চাদ্বর্তী অংশটুকুকে পশ্চাত্তালুও বলা হয়। পশ্চাত্তালুর গঠন মাংসল ব'লে শ্বাসবায়ুর চাপে তা কিছুটা ওঠানামা করে। সেজন্যে এ অংশটি নমনীয়। এ কারণেই পশ্চাত্তালু

বাগ্ধ্বনিব গঠন প্রকৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তাব কবে। ধ্বনিব সূক্ষবিচাবে পশ্চাত্তালুকেও সম্মুখ ও পশ্চাৎ এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

এরপরে মুখগহ্ববের নীচেব ভাগের বিশ্লেষণ কবতে হয়। প্রথমেই অধর বা নীচের ঠোঁট চোখে পড়ে। তাবপব নীচেব-পাটি দাঁত। তাবপবেই জিহ্বার অগ্রভাগ বা মুখগহ্ববেব সবচেয়ে বেশী নমনশীল (pliable) অংশ জিভের ডগা (Tongue tip)। জিভেব ডগা সংলগ্ন আধ ইঞ্চি পরিমাণ পেছনেব অংশ জিভের পাতা (blade)। জিভেব পাতাব শেষাংশ থেকে ভেতরেব দিকের মূর্ধা ববাবর অংশটি জিহ্বাগ্র (Front of tongue), সহজ কথায জিভের সামনেব ভাগ। মূর্ধার সীমানা থেকে পশ্চাত্তালু ও আলজিহ্বার সংযোগস্থলের সীমানা ববাবব জিহ্বার এ অংশটি পশ্চাৎ জিহ্বা (Back of tongue)। একেও সুবিধানুযাযী পশ্চাৎ জিহ্বাব সম্মুখ ও পশ্চাৎ জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে বিভক্ত কবা যেতে পাবে। তাবপবেই ভেতবেব দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেই tongue root বা জিহ্বামূল পাই। জিহ্বামূলেব সঙ্গেই বায়ুনালীর মুখাবরক epiglottis বা অধিজিহ্বাব স্থান।

কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীবা যে কোনো Medical College-এর Anatomy বিভাগে গিয়ে ফুসফুস থেকে শুরু ক'রে ঠোঁট পর্যন্ত বাক্-প্রত্যঙ্গাদি সংক্রান্ত মুখবিবব ও গলনালীব মডেল দেখে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পাবে। সে রকম সুযোগ না থাকলে, উচ্চে অবস্থিত কোনো বাতিব পযেন্টেব নীচে পিঠ লাগিযে দাঁড়িয়ে ভালো আয়না হাতে নিযে মুখ হাঁ ক'রে বাতিব ছটা আয়নাব সাহায্যে মুখেব মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে মুখগহ্বরেব বাক্-প্রত্যঙ্গগুলো সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যেতে পারে।

বাক্-প্রত্যঙ্গেব যে কোনো একটিব সাহায্যে কোনো ধ্বনিই উৎপন্ন হয় না। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস গলনালী ও মুখবিবব কিংবা নাসাপথ দিযে বেব হয়ে যেতে লেগে (কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে শ্বাস-গ্রহণেব সময় ভেতরে ঢুকতে লেগে) এ অঞ্চল গুলোর কোনো জায়গায় হয় আটকে গিয়ে, কিংবা বায়ুপথ সংকীর্ণ হবাব ফলে চাপা খেয়ে বিচিত্র ধ্বনি উৎপাদন করে। অর্থাৎ যে কোনো একটি ধ্বনি উচ্চাবণেব জন্য মুখগহ্ববেব ওপরেব বা নীচের এ বকম দুটো বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট

অংশ জড়িত হ'য়ে যায়। সে রকম ক্ষেত্রে ধ্বনি বিশেষের উচ্চারণের জন্য এ দুটো নির্দিষ্ট বাক্-প্রত্যঙ্গকে আমরা articulator বা উচ্চারক ব'লতে পারি। ওপরে যে বাক্-প্রত্যঙ্গগুলোর বর্ণনা করা হ'য়েছে পৃথিবীর কোনো না কোনো ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে তার সবগুলিই ব্যবহৃত হয়। ভাষার ধ্বনি গঠনে পৃথিবীব্যাপী এ সার্বজনীনতাটুকু লক্ষ করা যায়, কিন্তু যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনির উচ্চারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্-প্রত্যঙ্গই ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর প্রয়োজন হয় না।

কোন্ কোন্ বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় এবং সে সব ধ্বনিকে মোটামুটি কি নামে অভিহিত করা যায়, নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া গেলো :—

১। (ক) দুই ঠোঁঠ বন্ধ ক'রে কিংবা (খ) নীচের ঠোঁঠ ওপরের ঠোঁটের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলিকে বলা হয় bilabial বা ওষ্ঠ্যধ্বনি। উদাহরণ—(ক) আমাদের প-বর্গীয় ধ্বনি, (খ) আরবী [و] এবং ইংরেজী [w]।

২। নীচের ঠোঁট উপরের পাটি দাঁতের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো labio dental বা দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি। উদাহরণ—ইংরেজী [f, v] ইত্যাদি।

৩। জিহ্বাগ্রভাগ জাত (apical)—ওপর-পাটি দাঁতের সঙ্গে জিভের ডগা লাগিয়ে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো dental বা দন্ত্য। উদাহরণ—বাংলা 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ'। আর জিভের ডগা দু'পাটি দাঁতের মাঝে স্থাপন করার ফলে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো inter-dental বা অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি। উদাহরণ—ইংরেজী th (θ) the (ð)

৪। জিভের ডগা ওপরের পাটি দাঁতের গোড়া বা দন্তমূল স্পর্শ করার জন্যে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো alveolar বা দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদহারণ—বাংলা 'ন', 'র', 'ল'; ইংরেজী [l, d, n, r, s, z]।

৫। জিভের ডগা সামান্য পাল্‌টে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ ক'রলে আমরা পাই alveolo-retroflex বা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ড়', 'ঢ়'।

৬। জিভের পাতা দন্তমূল স্পর্শ করলে আমরা পাই post-alveolar তথা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'শ'।

৭। জিভের পাতা ও তৎসংলগ্ন সম্মুখ ভাগ পশ্চাৎ দন্তমূল তথা অগ্রতালুকে চেপ্টা-ভাবে স্পর্শ করলে পাওয়া যাবে অগ্রতালব্য [pre-palatal] বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় [dorso-alveolar] ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'।

৮। পশ্চাৎ জিহ্বা কোমল তালুকে স্পর্শ করলে পাওয়া যায়, জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত (velar) ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ'।

৯। আলজিহ্বা ও পশ্চাৎ জিহ্বার সংস্পর্শে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, সেগুলো আল-জিহ্বা বা uvular ধ্বনি। উদাহরণ—ফারসী, জার্মান [র]।

১০। জিহ্বার গোড়ালির সংকোচনের ফলে গলকক্ষে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়, সেগুলো pharyngeal, গলনালীয় বা গলকক্ষীয় ধ্বনি। উদাহরণ—আরবী [ح, خ, ع, غ]।

১১। স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সংস্পর্শজাত ধ্বনির নাম দেওয়া হয় glottal, laryngeal, আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত তথা স্বরযন্ত্র মধ্যবর্তী পথজাত কিংবা নিছক guttural* বা কণ্ঠমূলীয়। উদাহরণ—বাংলা [হ, ঃ] আরবী [ء]।

যে কোনো ভাষার কোনো একটি বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণে কমপক্ষে দু'টি নির্দিষ্ট articulator বা উচ্চারকের প্রয়োজন হয়। ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারণ করার সময়ও একথা যেমন সত্য, অবিরল কথাবার্তা ব'লতেও একথা তেমনি প্রযোজ্য। তবু বাক্য অসংলগ্ন কোনো একটি ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা যত সহজসাধ্য, বাক্যের

---

* of these terms only one is questioned today "gutturals" and its transliteration in the modern languages. . .. 'gutterals' or 'throat-sound' would be physiologically correct for 'h' the glottal stop, and the sound of whispering for these sounds are actually produced in the throat (Lat. guttur=Kehle)—more exactly in larynx, when they are properly called laryngeals.—(Jethro Bithell, *German pronunciation and phonology*, p. 59.)

ভেতরকার অবিরাম ধ্বনিস্রোতের অন্তর্বর্তী ধ্বনিগুলোর ভেতর থেকে কোনো একটি ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া নির্ণয় করা ততটা সহজ নয়। অবশ্য তখনও বাক্যের ভেতর-কার এ ধরনের একটি বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণে দু'টি বিশেষ উচ্চারকই ক্রিয়াশীল থাকে, তথাপি ধ্বনিতে ধ্বনিতে পারস্পরিক আসক্তি ও বহুবিধ সংক্রমণের ফলে উচ্চারক বিশেষের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মাংসপেশীর সক্রিয়তায় সেখানে অবর্ণনীয় ও অপরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হ'য়ে পারে না। এ হেন বাকস্রোতোধারায় বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণে মানুষের সংশ্লিষ্ট বাক্-প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত তার শিক্ষাদীক্ষা, জন্মগত রুচি ও পরিবেশ-শাসিত সমগ্র ব্যক্তিত্বই জড়িত হয়ে পড়ে। বাক্-স্রোতের মধ্যস্থিত একটি ধ্বনি উচ্চারণে দু'টি বিশেষ উচ্চারক সক্রিয় হোলেও বাক্-প্রবাহের ধ্বনিস্রোত উৎসারণে ব্যক্তি-মানুষের সমগ্র সত্তাই এমনিভাবে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে।

বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায়
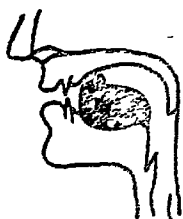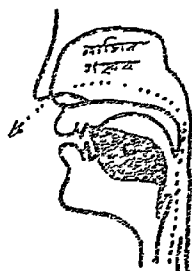
বাংলা স্বরধ্বনি

[Vowel Sounds]

স্বরধ্বনি

ধ্বনির সব চেয়ে বড়ো এবং প্রয়োজনীয় ভাগ হচ্ছে স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালাতে যে-ভাবে স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো পৃথক ক'রে সাজানো হয়, কথা বলার সময়ে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সে-রকম চক্ষুগ্রাহ্য রূপ পাওয়া যায় না কিংবা একটানা কথা বলার সময় কোন মানুষই পৃথক পৃথক ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে না। যেমন ভাষা সৃষ্টি হয় আগে, পরে লেখা হয় সে ভাষার ব্যাকরণ, তেমনি প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিগুলো সৃষ্টি হবার পরেই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা স্বর ও ব্যঞ্জন কিংবা ঘোষ, অঘোষ, স্বল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ইত্যাদি নানা নামে ধ্বনি বিশ্লেষণ করেন। এদিক থেকে বিচার করলে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ ভাষাও ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কাছে দুরূহতম হয়ে ওঠে। আমেরিকার ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক Kenneth L. Pike বলেন, "No other phonetic dichotomy entails so many difficulties as Consonant Vowel division; articulatory and acoustic criteria are there so thoroughly entwined with contextual and strictural function and problems of segmentation that only rigid descriptive order will separate them.—*Phonetics* p. 78 (Ann Arbor, 1943).

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি

প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা শ্রব্য বা acoustic দিক এবং একটা উচ্চার্য বা articulatory দিক আছে। বক্তা তার নিজের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উৎপাদন করলেও এ ধ্বনিগুলো তার শ্রোতার এবং তার নিজের কানে গিয়ে সমান-ভাবে আঘাত করে। এ কথা মনে রেখে ইংরেজ ধ্বনি-বিজ্ঞানী Daniel Jones বিশেষ করে গঠনগত (physiological) দিক থেকে এ-ভাবে

স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন : "A Vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound, in forming which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction."—*An outline of English Phonetics*, p. 23 (Heffer, 1950). এর সহজ অর্থ হচ্ছে : স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোনো জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদ্গত হয় তাই স্বরধ্বনি। কথাবার্তা স্বাভাবিক না হয়ে যদি অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয় তা হলে স্বরধ্বনি অঘোষও হ'তে পারে। Whisper বা ফিসফিসে কথাবার্তায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ অঘোষ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। স্বরধ্বনির উচ্চারণ কালে স্বরযন্ত্রের (larynx) অন্তর্নিহিত স্বরতন্ত্রী (vocal cords)-তে স্বাভাবিকভাবে কাঁপন লাগে। ফলে, স্বরধ্বনিগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘোষ বা নিনাদিত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে কানে কানে তথা ফিসফিসে কথাবার্তায় স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তীপথ (glottis) উন্মুক্ত থাকার জন্যে কিংবা তেমনি পাশাপাশি সন্নিহিত না থাকার জন্যে তাদের ভেতর দিয়ে বাতাস নির্গমনকালে তারা প্রকম্পিত হয় না। এ হেন অস্বাভাবিক অবস্থায় উত্থিত স্বরধ্বনিগুলো অঘোষ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ফিসফিসে স্বরধ্বনি
whispered vowel

কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে সব ধ্বনি ওপরের এ তালিকায় পড়ে না তার সবগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। কোনো স্বরধ্বনির এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, শ্রুতির দিক থেকেও এ বিশ্লেষণের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাগ্‌যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়না বলেই ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা অনেক বেশী।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় কথা বলার সময় মানুষের বাগ্‌যন্ত্রগুলোতে যে সব ধ্বনির সৃষ্টি হয় সে গুলোকে এভাবে বাছাই করলে তার কতকগুলো স্বরধ্বনি এবং কতকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনিতে স্থূলভাবে ভাগ হয়ে যাবে। স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করবার জন্যে এবং তাদের পৃথক নামকরণের জন্যে আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেকটি ধ্বনিই প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। কি ক'রে প্রত্যেকটি ধ্বনি

উচ্চারিত হচ্ছে তা অবহিত হ'তে পারলেই সূক্ষ্মভাবে কোন্ ধ্বনি কোন্ পর্যায়ে পড়বে তা আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাপকাঠি তিনটি; যথা—(১) স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তা খুঁজে বের করা, (২) জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তার পরিমাণ অর্থাৎ তা কতটুকু উঁচু হয়, তা জানা এবং (৩) স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

স্বরধ্বনি বিচারের এই তিনটি প্রক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে কোনো ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে হয় জিহ্বার সামনের ভাগ কিংবা পেছনের ভাগ যথাক্রমে তালুর সামনের কিংবা পেছনের দিকে উঁচু করতে হয়। এবং যে কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে হয় অবস্থাবিশেষে ঠোঁট দু টি নিষ্ক্রিয় থাকে না হয় গোলাকার হয়, না হয় প্রসৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ই' এবং 'এ' স্বরধ্বনির কথা ধরা যাক্। 'ই' এবং 'এ'র তফাৎ আমরা কানে শুনি। জিভের সামনের ভাগকে যে পরিমাণ উঁচু করলে আমরা 'ই' স্বরধ্বনি পাই তা থেকে জিভের অবস্থান সামান্য নীচু করলেই 'এ' পাই। উচ্চারণ পদ্ধতির দিক থেকে এ দুই স্বরধ্বনির মধ্যে তফাৎ এতই কম যে জিভের সামান্যতম আলস্যে কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি হয়ে যেতে পারে এবং শ্রোতার কাছে শব্দের ও শব্দার্থের ব্যতিক্রমও ঘটাতে পারে। এ কারণে স্বরধ্বনি সমূহের বিচার বিশ্লেষণ রীতিমতো শক্ত এবং তা আয়ত্ত করাও শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ নয়।

স্বরধ্বনির বিশ্লেষণের জন্য ধ্বনিতত্ত্বে এ কারণেই Cardinal Vowel-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। Cardinal Vowel বা মৌলিক স্বরধ্বনি কোনো এক বিশেষ ভাষার স্বরধ্বনি নয়। এক ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে জিহ্বার অবস্থান বিচার করে, একটির সঙ্গে অন্যটির যেমন পার্থক্য বিচার করা হয় তেমনি ধ্বনিতাত্ত্বিকদের খেয়াল হলো একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে স্বরধ্বনি রেখে [মুখবিবরে কোনো জায়গায় ঘষে দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত না করে কিংবা অতিরিক্ত মুখ বিকৃত ক'রে বাগ্‌ধ্বনি থেকে তাকে nonsense বা অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত না ক'রে (কোনো ভাষার ধ্বনি নয় বলে Cardinal Vowels যদিও বা অর্থহীন ধ্বনি)] জিহ্বার অবস্থান কতটুকু উঁচু বা নীচু করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। এ খেয়াল ও কৌতূহল থেকে আটটি Cardinal Vowel বা মৌলিক

Cardinal Vowels

স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। রোমান অক্ষরে সেগুলোর প্রতিলিপি যথা :—(১) i (২) e (৩) ɛ (৪) a (৫) ɑ (৬) ɔ (৭) o (৮) u ; প্রতিলিপি দেখে এগুলোর অবশ্য কিছুই বুঝা যাবেনা। ধ্বনিতাত্ত্বিকের কাছ থেকে এগুলো আয়ত্ত করতে হয়। সে ধরনের শিক্ষা না পাওয়া গেলে গ্রামোফোন রেকর্ড থেকেও শোনা যায়। লণ্ডনের Daniel Jones সাহেব কৃত Cardinal Vowels-এর রেকর্ডগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের নমুনা হিসেবে বহুল স্বীকৃত।

এ আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি এভাবে বাছাই করার কারণ এই যে উচ্চারণের দিক থেকে যে কোনো একটি ভাষার একটি স্বরধ্বনি তার অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিটির যেমন অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত, এ-মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর যে কোনো একটি তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটির তত নিকটবর্তী নয় ব'লে উচ্চারণের গোলযোগে তেমনি দুটো শব্দের মধ্যে কোনো গোলযোগ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা নেই। মৌলিক ১নং স্বরধ্বনি অর্থাৎ i সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনির মধ্যে সংবৃততম। জিভ্‌কে যদি আর একটু উঁচু
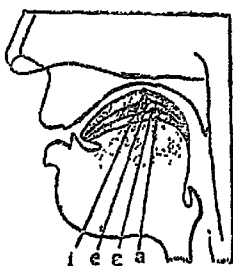
মৌলিক (Cardinal) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।
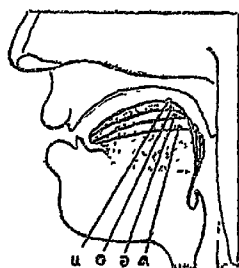
মৌলিক (Cardinal) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।

করা হতো তা হ'লে ওটা আর স্বরধ্বনি থাকতোনা, তালব্য শিস ব্যঞ্জনধ্বনি (j)তে পরিণত হয়ে যেত। ৫নং মৌলিক স্বরধ্বনি অর্থাৎ ɑ পশ্চাৎ পর্যায়ের বিবৃততম স্বরধ্বনি। জিভের পেছন দিককে যদি আরও একটু নীচু করা যেতো তা হলে কুলকুচা করতে গিয়ে যেমন শব্দ হয় সে-ধরনের ঘর্ষণজাত কণ্ঠ্য শিস্ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হত। মৌলিক স্বরধ্বনির ২, ৩ এবং ৪ নং অর্থাৎ e, ɛ এবং a, i এবং ɑ এর মাঝামাঝি একটা থেকে

আর একটায় শ্রুতির দিক থেকে সমান দূরবর্তী সম্মুখ পর্যায়ের স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি ɔ, o এবং u পশ্চাৎ পর্যায়ের। এদের উচ্চারণ শুনলে বোঝা যাবে যে, একটা থেকে আর একটার ধ্বনিদ্যোতনায় তারতম্য সমানুপাতিক (same scale of equal degrees of acoustic separation)।

এ আটটি মৌলিক স্বরধ্বনির প্রত্যেকটির জিহ্বার অবস্থান একবার ভালো ক'রে বুঝে নিতে পারলে তার সঙ্গে তুলনায় আপন-আপন মাতৃভাষার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনির জিহ্বার অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তখন কঠিন হয় না। কোনো ভাষার মূলধ্বনি নির্ণয় করার জন্যে আধুনিক ধ্বনি-বিজ্ঞানের পাঠ-প্রতিকল্পন (substitution within a text) প্রথার অনুসরণ করে কতকগুলো শব্দে শুধু স্বরধ্বনি বদলে দিয়ে অর্থাৎ এক স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়ার দিক থেকে চলিত বাংলায় মোট আটটি মূল স্বরধ্বনির বেশী পাওয়া যায় না। একটু নমুনা দিই, যেমন :—

বাংলার স্বরধ্বনি নির্ণয়-পদ্ধতি

আ। ট
ই। ট
উ। ট
ও। ট (ঠ্)
কোণে=ক (ও=ো)। ণে
ক'নে=ক (ও')। নে
কোরে=ক (ও=ো)। রে (ক্রোড়ে অর্থে)
ক'রে=ক (ও')। রে (করিয়া অর্থে)
বে। লা (বেলাভূমি অর্থে)
বে। লা (বেলা ব্যালা থাকতে কাজ সেরে নাও)

এখানে একাক্ষরিক (monosyllabic) চারটি শব্দের এবং শেষের দুই জোড়া দ্ব্যক্ষরিক (disyllabic) শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনি একই অথচ তার পূর্বে পর পর আটটি স্বরধ্বনি বদ্‌লে এখানে মোট দশটি শব্দ পাওয়া যেতে পারে। এমনি-ভাবে বাংলা ভাষার অন্যান্য শব্দের মধ্যে থেকে বহু শব্দ বাছাই করে পাঠ-প্রতিকল্পন (Substitution) পদ্ধতির মাধ্যমে চলিত বাংলায় আমরা 'ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও'

এবং উ' মোট আটটি স্বরধ্বনি পাই।* এ আটটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি Phoneme কিংবা Phonological unit অর্থাৎ মূলধ্বনি। যে কোনো একটি মূলস্বরধ্বনি উচ্চারণকালে নানাভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে। আবেগের প্রাবল্যে কোনো স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘ হ'তে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে মাঝামাঝি রকমের দীর্ঘ হ'তে পারে, কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘভাব আবার কিছুই দেখা যেতে না পারে। যেমন 'অপূর্ব' শব্দের 'উ' ধ্বনি। কেউ যদি মুগ্ধ হ'য়ে কোনো দৃশ্যের অপূর্বতার পরিচয় দিতে চায় তা হ'লে খুব টেনে বলে উঠল 'অপূ—র্‌ ব'। আবার আবেগের তারতম্যে 'অপূ—র্‌ ব' কিংবা 'অপূর্ব' শুনতেও পারি। তা হ'লে ধ্বনিটি মূলত দীর্ঘ নয়।

বাংলা স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা

বাংলা বর্ণমালায় আমরা ছেলেবেলা থেকে যে-দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ দেখে এবং শিখে আসছি বাংলার মূল স্বরধ্বনির ব্যবহারিক বিচারে আমাদের সেই দীর্ঘ 'ঈ' এবং দীর্ঘ 'ঊ' নেই। ইংরেজীতে 'sit' শব্দের হ্রস্ব 'ই' (ɪ) এবং 'seat' শব্দের দীর্ঘ 'ঈ' (iː), কিংবা 'full' শব্দের হ্রস্ব 'উ' (u) এবং 'fool' শব্দের দীর্ঘ 'ঊ' (uː) জাতীয় ধ্বনি বাংলায় নেই। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা বাংলা ভাষায় আভিধানিক পর্যায়ে কোনো শব্দের অর্থের তারতম্য ঘটায় না, যেমন ঘটায় ইংরেজী কিংবা উর্দু ভাষাতে। তবে আবেগের তারতম্যে একই শব্দের স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে হ্রস্ব ও দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে, তাতে শব্দের মূল অর্থের কোনো পার্থক্য ঘটে না। এ ছাড়া বাংলায় একাক্ষরিক (monosyllabic) শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয় অথচ দ্ব্যক্ষরিক (disyllabic) শব্দে প্রথম স্বরধ্বনির চেয়ে দ্বিতীয় স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ।

---

* পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক আ'জ কা'ল বা'ত প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে চলিত বাংলার 'আ'র অতিরিক্ত একটা আ' (aʸ) ধ্বনি পাই। এই আ' জিহ্বার সম্মুখস্থ বিবৃত ধ্বনি (front open vowel) এর মতো, এ ধ্বনিটি নিয়েই অনেকে বাংলার স্বরধ্বনি ন'টা মনে করেন। কিন্তু আ' কোনো শব্দের অর্থগত দিক থেকে 'আ'র সঙ্গে কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং অঞ্চলবিশেষে এর উচ্চারণগত (Phonetic) অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু একে মূলধ্বনি (Phoneme)-র অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে না। সেজন্যে বাংলার মূল স্বরধ্বনি আটটিই, ন'টা নয়। অনেকে অবশ্য ও'-কেও বাদ দিয়ে সাতটি ধরতে চান।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর ধ্বনিমাপক যন্ত্র-লিপি (Kymograph tracing) নিয়ে দেখেছি যত অক্ষরেরই শব্দ হোক না কেন প্রত্যেক শব্দের ultimate বা শেষ syllable-এর স্বরধ্বনি তার পূর্বের syllable গুলোর তুলনায় দীর্ঘ। এ কারণেই 'কাজ' শব্দের 'আ' দীর্ঘ, অথচ 'কাজ-কাম' একসঙ্গে উচ্চারণ করলে দেখা যাবে এখানকার 'কাজ' এর 'আ' পূর্ববর্তী 'কাজ' এর 'আ' অপেক্ষা তো হ্রস্ব বটেই, এমন কি তার পার্শ্ববর্তী 'কাম' শব্দের 'আ'-এর চেয়েও হ্রস্ব। এছাড়া একই স্বরধ্বনি একাক্ষরিক শব্দেও অঘোষ ধ্বনির পূর্বে হ্রস্ব কিন্তু ঘোষ ধ্বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ; যেমন 'আট' ও 'আজ' শব্দের 'আ' প্রথমটিতে হ্রস্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

জিভ ও ঠোঁটের অবস্থানের দিক্ থেকে স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের যে তিনটি মাপকাঠির কথা উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বাংলার 'ই', 'এ', 'এ্যা', 'আ', 'অ', 'ও', 'ও' ', এবং 'উ' এই আটটি স্বরধ্বনির প্রথম তিনটি 'ই', 'এ', 'এ্যা'কে সম্মুখ (front) পর্যায়ের এবং 'অ', 'ও', 'ও' ', 'উ'কে পশ্চাৎ (back) পর্যায়ের মধ্যে ফেলা যায়। 'আ' কে সম্মুখ পর্যায়ের মধ্যে না ফেলে জিভের সম্মুখের শেষ এবং পশ্চাৎ ভাগের যেখানে শুরু জিভের সেই মধ্যবর্তী স্থানে রাখা যেতে পারে। বাংলার 'আ' স্বরধ্বনি ইংরেজী central বা neutral vowel 'ə' নয়, উর্দুর হ্রস্ব 'আ' বা 'ə'ও নয়। জিভের সম্মুখ ও পশ্চাৎ মিলনস্থান থেকে উচ্চারিত হলেও এর ঝোঁক জিভের পেছনের দিকেই বেশী। সেজন্যেই বাংলার 'আ' জিভের মধ্যেকার ইংরেজী neutral বা উর্দুর 'ə' জাতীয় সংবৃত (close) ধ্বনি নয়, বিবৃত (open) ধ্বনিই। আরও পরিষ্কারভাবে স্বরধ্বনিগুলোকে ভাগ করতে হলে আমাদের উল্লিখিত তিনটি মাপকাঠির প্রথমটি অনুযায়ী 'ই', 'এ', 'এ্যা' উচ্চারণকালে জিভের সামনের ভাগ তালুর শক্ত অংশ hard palate-এর দিকে উঁচু করতে হয়। এ-কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের বৈয়াকরণগণ 'ই', 'এ' এবং 'এ্যা'র তালব্য স্বরধ্বনি নামকরণ করেছেন। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীদের কাছে সম্মুখবর্তী স্বরধ্বনি বা front vowels এর এ-নাম তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন নয় জিভের পশ্চাৎভাগ তালুর নরম অংশের (soft palate) দিকে উঁচু করে যে স্বরধ্বনিগুলো পাওয়া যায় সেই পশ্চাদ্বর্তী বা back vowels 'অ', 'ও', 'ও' ' এবং 'উ' এর কণ্ঠস্বরধ্বনি নামকরণ।

(১) জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় সেদিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনির পর্যায়ভাগ

স্বরধ্বনি বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি অনুসারে অর্থাৎ জিভ যতটুকু উঁচু কর যায়

সেদিক থেকে 'ই'কে সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front close vowel), 'এ'কে অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি (front half close vowel), 'এ্যা'কে অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (front half open vowel), এবং 'আ'কে সম্মুখ এবং পশ্চাতের মাঝামাঝি বিবৃত (open) স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। 'অ', 'ও', 'ও'' এবং 'উ' এই পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (বা back vowel) চারটির 'অ' অর্ধবিবৃত (half open), ও' সিকি সংবৃত, 'ও' অর্ধসংবৃত (half close) এবং 'উ' সংবৃত (close)।

(২) জিহ্বা উঁচু করার পরিমাণের দিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনির পর্যায়ভাগ

স্বরধ্বনি বিচারের তৃতীয় মাপকাঠি ঠোঁটের অবস্থান। সেদিক থেকে 'ই'র উচ্চারণে ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত (spread) হয় কিংবা নির্লিপ্তও থাকতে পারে এবং সে অনুপাতে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ (opening between the jaws) সঙ্কীর্ণ থাকে।

(৩) ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধ্বনির পর্যায়ভাগ
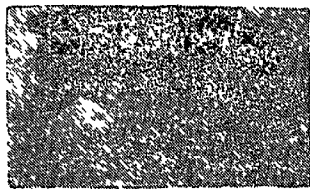
[ই]

'ই' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'এ'র উচ্চারণেও ঠোঁট নির্লিপ্ত থেকে ঈষৎ প্রসৃত (from neutral to slightly spread) হ'তে পারে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সঙ্কীর্ণ নয়, খোলাও নয়, এমন (opening between the jaws : medium) মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে পারে।
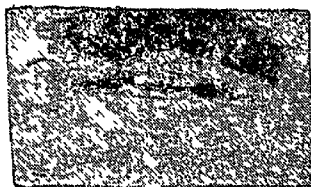
[এ]

'এ' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'এ্যা'র উচ্চারণেও ঠোঁটের অবস্থা নির্লিপ্ত থেকে প্রশস্ত এবং চোয়ালদ্বয় মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।
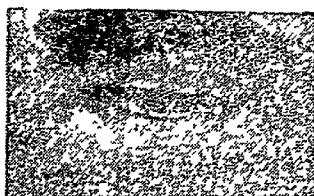
[এ্যা]

'এ্যা' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'আ'র উচ্চারণে ঠোঁট থাকে নির্লিপ্ত এবং দুই চোয়াল (medium to wide) মাঝামাঝি অবস্থা থেকে কিছু প্রশস্ত হয়।
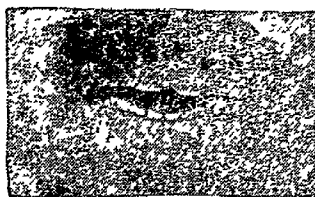
[আ]

'আ' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'অ'র উচ্চারণে ঠোঁট দুটো বেশ খোলা থাকে অথচ বেশ গোলাকারও হয়; পারিভাষিক দিক থেকে যাকে বিবৃত এবং কুঞ্চিতের মাঝামাঝি (between open and close lip-rounding) বলা যেতে পারে। দু' চোয়ালের মাঝের পথও সে-রকম মাঝামাঝিভাবে খোলা থাকে।

[অ]

'অ' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'ও' উচ্চারণে ঠোঁট দুটো গোল হয় কিন্তু ছুঁচলো হয়ে (rounded with no protrusion) সামনে বেড়ে যায় না। দু' চোয়ালের মাঝ পথের ফাঁকটুকু থাকে সঙ্কীর্ণ।

[ও]
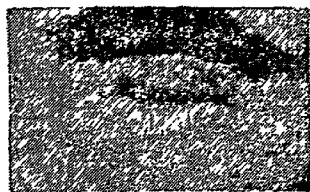
'ও' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'ও' উচ্চারণে 'ও'র তুলনায় ঠোঁট দুটো অপেক্ষাকৃত কম গোল হয় কিন্তু দু' চোয়ালের মাঝের ফাঁকের বিশেষ তারতম্য হয় না। 'ও'-র উচ্চারণে জিভের পশ্চাদভাগ 'ও'-র মত উঁচু হয় না। বরং জিভের পশ্চাদভাগের যে অংশ থেকে 'ও'' উচ্চারিত হয় তার গতি কিছুটা দ্রুত সম্মুখগামী হয়। এজন্যে ও'কে সিকি সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলেছি। সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিচারে জিভের পশ্চাদভাগের এ-রূপকে 'yotized' (o^y) বলা যেতে পারে। এ জন্যে বাংলায় এ-ধ্বনিটির নামকরণ করা যেতে পারে অভিশ্রুত ও'।

[ও']
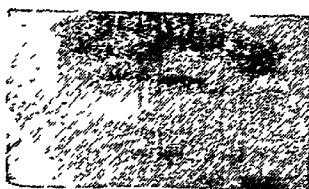
'ও'' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

'উ' উচ্চারণে ঠোঁট যথেষ্ট (fairly close lip-rounding) গোল হয় এবং চোয়ালদ্বয়ের মাঝপথের ফাঁক (opening between the jaws ; narrow) সংকীর্ণ-ভাবে থাকে।

[উ]
'উ' উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান

কার্ডিনাল বা মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলা 'ই' কার্ডিনাল স্বরধ্বনির ১ ও ২ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'এ' কার্ডিনাল ২ ও ৩ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'এ্যা' কার্ডিনাল ৩ ও ৪ নম্বরের মাঝখানে, বাংলা 'আ' কার্ডিনাল ৪ ও ৫ নং (পাঁচ নম্বরের দিকেই এর একটু হেলে থাকার প্রবণতা দেখা যায় অবশ্য)-এর মাঝখানে, বাংলা 'ও' কার্ডিনাল ৬ ও ৭ নম্বরের মাঝখানে এবং বাংলা অভিশ্রুত ও' কার্ডিনাল ৬ এবং বাংলা 'ও'র মাঝখানে এবং বাংলা 'উ' কার্ডিনাল ৭ ও ৮ নম্বরের মাঝামাঝি অবস্থিত।

কার্ডিনাল স্বরধ্বনির তুলনায় বাংলা স্বরধ্বনি

মুখবিবরের যথাযথ ছবি এঁকে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে স্বরধ্বনির অবস্থান চিহ্নিত করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তবু ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকারের নক্সার (diagram) সাহায্যে স্বরধ্বনির আনুপাতিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। সেগুলো অবশ্য ধ্বনির যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করে না, তবে পাঠক ও দর্শকের মনে ধ্বনিগুলোর পারস্পরিক এবং আনুপাতিক উচ্চারণগত তারতম্য নির্ণয়ে সাহায্য করে।

মৌলিক (cardinal) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণে জিভ যে-আকৃতি লাভ করে তাকে একটি রেখায় চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' উচ্চারণে জিভের পেছনের যে-অংশ উঁচু হয় 'ও', 'অ' এবং 'আ' উচ্চারণে তার অবস্থান

সমমাপের ব্যবধানে ক্রমেই নিম্নগামী হয়। এ রেখাটিতে কয়েকটি বিন্দুর সাহায্যে জিহ্বার পেছনের দিকের সে-রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে :—

ঠিক তেমনিভাবে মৌলিক সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য জিভের সম্মুখভাগের আকৃতির ক্রমনিম্নগামী রূপকেও এভাবে কয়েকটি বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করা যায় :—

এ দুটো রেখাকে একত্র করলে এ ভাবের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যেতে পারে :—
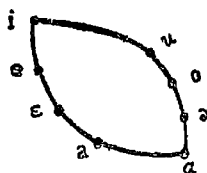
মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতিগত সমমাপের এ দূরত্বকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য

একটি নক্সায় চিহ্নিত করলে এ রকম একটি ছবি পাওয়া যেতে পারে :—
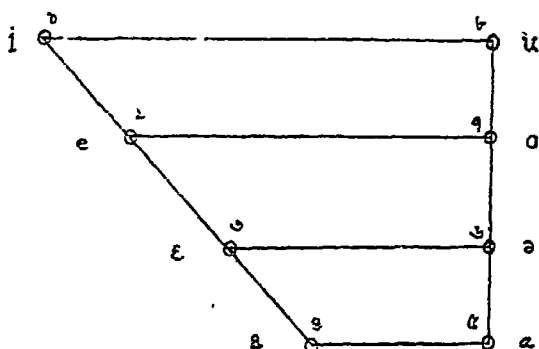
মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে এভাবে স্থাপন করা যায় :—
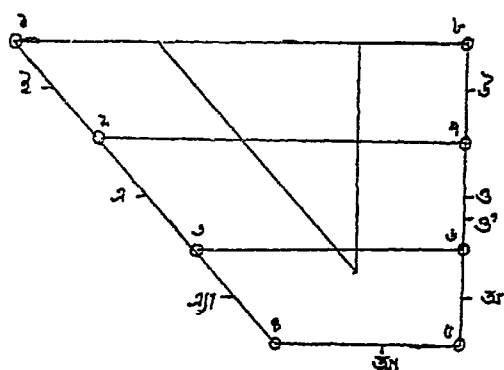
বাংলায় আটটি মূল স্বরধ্বনির অতিরিক্ত আর গোটাকতক অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে। এ গুলোর পারিভাষিক নাম দেওয়া যায় semi vowel। ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতে semi vowel বা অর্ধস্বরধ্বনি নামটি খুব বিজ্ঞানোচিত নয়, তাঁদের কেউ কেউ এ-রকম মত পোষণ করেন যে, যে অর্থে এগুলোকে semi vowel বলা হয় সে অর্থেই এগুলোর নাম দেওয়া যেতে পারে semi consonant।

অর্ধস্বরধ্বনি বা semi vowel

অর্ধস্বরধ্বনি * এবং দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong)-এর সংজ্ঞা এবং ভাষা-বিশেষের অর্ধস্বর ও দ্বি-স্বর তথা দ্বৈত স্বরধ্বনির সংখ্যা নিরূপণ এক দুরূহ ব্যাপার। সেজন্যে বিশেষত অর্ধস্বরধ্বনির তত্ত্ব ও সংজ্ঞা নির্ধারণে আটলান্টিকের উভয় পারের ধ্বনি-বিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ করা যায়।

---

* অর্ধস্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী Daniel Jones বলেন :—

'Semi-vowel : a voiced gliding sound in which the speech organs start by producing a vowel of compartively small prominence and immediately change to a more prominent vowel. Examples English ; j (as in yard), w (as in one:wʌn).' —*An outline of English Phonetics*, 1950, p. 47.

Ida C. Ward বলেন :—

'A semi-vowel may be defined as a gliding sound in which the tongue starts in the position of a close or half-close vowel and immediately leaves the position to take up one belonging to a more open vowel. There are two semi-vowels in English, w and j.' —*Phonetics of English*, Heffer & Sons, p. 151.

আমেরিকান ধ্বনিবিজ্ঞানী Bloch এবং Trager বলেন :—

'A sequence of sounds in a normal utterance is characterised by successive peaks and valleys of sonority. The sounds which constitute the peaks of sonority are called syllabic ; and the utterance has many syllables as it contains syllabic sounds.

The decisive factor is usually the distribution of the stress—whether each vowel is pronounced with a separate impulse of stress or whether a single impulse extends over both. In the latter case, either the first or the second vowel may be the more sonorous and act as the peak of the syllable ; the other is said to be non-syllabic.

.. If we examine a large number of diphthongs, we find that in many typical cases as in high (hai), how (hau), go (gou), boy (boi) the non-syllabic vowel has a higher tongue position than the syllabic. In view of what we have said about sonority, this is not surprising. It is useful to have a special name for a a non-syllabic vowel with this kind of relation to the contiguous syllabic ; we call it a Semi-Vowel. The semi-vowel may precede as well as follow a vowel.

—Bernard Bloch, George L. Trager : *Outline of Linguistic Analysis*, pp. 22-23.

ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মতে অর্ধস্বরধ্বনি এমন একটি gliding sound অর্থাৎ শ্রুতি বা পিচ্ছিল ধ্বনি যার উচ্চারণে জিহ্বার গতি উচ্চ ও সংকীর্ণতর একটি স্বরধ্বনির দিক থেকে প্রশস্ততর একটি স্বরধ্বনির দিকে অগ্রসর হয়। তাঁদের মতে জিহ্বার গতিশীলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমষ্টি হচ্ছে অর্ধস্বরধ্বনি। উদাহরণ ইংরেজী অর্ধস্বরধ্বনি *j* (তুলনীয় yard, ja:d) এবং w (তুলনীয় one: wʌn)। এখানে পূর্ণ স্বরধ্বনি a: এবং ʌ-র পূর্ববর্তী *j* এবং w-র সামগ্রিক উচ্চারণ প্রক্রিয়াটিই অর্ধস্বরধ্বনি।

যে-কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে তার জিহ্বার অবস্থান থাকে নির্দিষ্ট। সে জন্যে যে-কোনো একটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিব্যঞ্জনা শোনা যায়। কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর বেলায় এ-কথা খাটে না। ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্ধস্বরধ্বনির কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। প্রথমত জিহ্বার অবস্থানের দিক থেকে অর্ধস্বরধ্বনির নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। দ্বিতীয়ত উচ্চারণ সময়ের দিক থেকে তার স্থিতিকাল অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরী হ'তে না হ'তেই উচ্চারিত হয়ে যায়। তৃতীয়ত এ সকল অর্ধস্বরধ্বনির তুলনায় তার পূর্বের কি পরের স্বরধ্বনি অনেক বেশী অনুরণিত। এ-কারণে যে-কোনো একটি পূর্ণ স্বরধ্বনির তুলনায় তার অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর এবং বায়ুপথ সংকীর্ণতর হয়।

অর্ধস্বর দিয়ে বাংলায় অক্ষর এবং শব্দ সূচনা খুব কমই হয়। বিদেশী 'ইয়ার', 'এয়ার', 'ইয়োরোপ', 'ওয়াড়' ইত্যাদি শব্দে ছাড়া আদৌ হয় কিনা তা তর্কসাপেক্ষ।

বাংলা শব্দের মধ্যে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি একই স্বরধ্বনি থাকলে এক সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে বাগ্‌যন্ত্রগুলোর অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যে যে-সব অস্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হয় সেই gliding ধ্বনিগুলোই তার পরবর্তী স্বরধ্বনি সহযোগে জাত যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি।

বাংলায় 'য়'-শ্রুতি এবং অন্তঃস্থ 'ব'-শ্রুতির যথেষ্ট চল দেখা যায়। বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ য় আছে কিন্তু অন্তঃস্থ ব থাকলেও তার স্বতন্ত্র কোনো রূপ নেই। আর বাংলা বর্ণমালায় নেই অথচ ধ্বনি হিসেবে আর একটি অর্ধস্বরধ্বনি পাওয়া যায় তার নাম করা যেতে পারে 'ই'-শ্রুতি। এই তিনটি শ্রুতি (gliding) অর্ধস্বরধ্বনিকে

রোমান প্রতিলিপিতে যথাক্রমে y w এবং ɹ রূপে দেখানো যেতে পারে। বাংলার পায়া, মায়া, মেয়ে, নেয়ে, ছেয়ে, খেয়ে, দেয়ে, বেয়ে প্রভৃতি শব্দের প্রথম এবং শেষ স্বরধ্বনি যেমন 'পা'-এর 'া' এবং 'য়া'-র 'া' এ দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মুখবিবর ও জিহ্বার অস্বস্তিজনিত* একটা পিচ্ছিল gliding ধ্বনি অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্যে (হয়তো এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ কালপরিমাণের জন্যই) উত্থিত হচ্ছে। স্বরধ্বনি জাতীয় এ-পিচ্ছিলতাটুকুই তার পরবর্তী ধ্বনিটির সহযোগে এখানকার অর্ধস্বরধ্বনি 'য়'। এহেন শব্দের উচ্চারণে এর সার্বিক রূপ একটি অক্ষর (syllable) সৃষ্টি করলেও শেষপর্যন্ত তা জিহ্বার একটি গতিশীলতায় পর্যবসিত হয়। রোমান হরফে লিখলে উচ্চারণ কালের এ নবোত্থিত ধ্বনিটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যেমন paya, maya, meye, neye ইত্যাদি। 'মা আমার' ma^y amar জাতীয় পাশাপাশি দুই শব্দের এ-ধরনের শ্রুতি-ধ্বনি (glide) বাচক 'য়' অর্ধস্বর বেশ লক্ষযোগ্য।

অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতি দিয়ে বাংলায় প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়। যেমন 'মোয়া', 'কুয়া', 'পোয়া', 'নোয়া', 'রোয়া', 'হওয়া', 'তাওয়া', 'খাওয়া', 'দেওয়া', 'মেওয়া' ইত্যাদি। এ সব শব্দের হরফ বা letter অন্তঃস্থ য় অন্তঃস্থ 'ব'-শ্রুতি বা অর্ধস্বরধ্বনির স্থান দখল ক'রে আছে। আমাদের প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে এর কোনো প্রতীক নেই। 'নোয়া' শব্দের 'নো' এর 'ো' এবং 'য়া' এর 'া' এর মাঝখানে উচ্চারণ-কালে ঠোঁট যেভাবে গোল হয় এবং পরক্ষণে প্রসৃত হয়ে যায়, ঠোঁটের এ-রূপান্তরের মাঝখানেই গতিশীলতার ফলে উত্থিত ধ্বনিটিই এখানকার অর্ধস্বরধ্বনি। খুব খেয়াল ক'রে বার কয়েক আওড়ালে তা ধরা পড়ে। রোমানে লিখলে তা দাঁড়াবে nowa ; সে-ভাবেই rowa, hɔwa, hawa, tawa, khawa, dæwa, mæwa ইত্যাদি।

শ্রুতিধ্বনি বাচক বাংলা অর্ধস্বরসমূহ

---

* বাঙ্গালা শব্দের অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি থাকিলে, যদি দুইটি স্বর মিলিয়া একটি যৌগিক স্বরে বা সন্ধ্যক্ষরে পরিণত না হয়, তা হইলে এই দুইটি স্বরের মধ্যে Hiatus বা ব্যঞ্জনের অভাব-জনিত ফাঁকটুকুতে উচ্চারণ-সৌকর্যার্থ অন্তঃস্থ য (y) বা অন্তঃস্থ 'ব্' (w) =ওয়, ও এর আগম হয়। Euphony বা শ্রুতি সুখকরত্বের জন্য এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনির আগমকে (ইংরেজীতে এইরূপ ধ্বনিকে Glide বলে) য-শ্রুতি ও ব্-শ্রুতি (অন্তঃস্থ ব্-শ্রুতি) বলা হয়।

ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০৬।

অন্তঃস্থ 'য়' এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর অতিরিক্ত আর একটি অর্ধস্বরেব অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার কবলেও কবা যেতে পারে। সেটি 'ই' জাতীয়। ধ্বনি তো চোখে পড়াব কথা নয়, কানে শোনাব ব্যাপাব। একে বাংলা বর্ণমালায় নেই তার উপর আমাদেব দেশের প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতেও এ-সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই এবং এক ধ্বনি থেকে আর এক ধ্বনিকে আলাদা কবতে পাবাব মতো শিক্ষা এবং সজাগ কানও আমাদের খুব কম লোকেরই আছে; ফলে ধ্বনিব সূক্ষ্মতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তথ্যানুসন্ধান করার স্পৃহাও আমরা হারিয়েছি। ইংবেজী বানানের ধ্বনিগত প্রতিলিপি (Phonetic transcription) সাহায্যে দেখা যায় a:gju (argue), isju (issue), pətikjulə (particular), əpɔtj:unity (opportunity) প্রভৃতি শব্দে a'gju এবং isjuর 'i' এবং 'u' এর মধ্যে স্বল্পকালীন স্থিতিশীল স্বতউৎসাবিত (glide বা) পিচ্ছিলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এই 'ই'-জাতীয় ধ্বনি এখানকাব অর্ধস্বব। দ্রুত কথাবার্তায় বাংলায় 'পিউ', 'পিউলি', 'দিয়া', 'গিয়া', 'নিয়া' প্রভৃতি শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ববের মাঝখানে উচ্চাবকদ্বয়েব অজ্ঞাতে এ ধরনেব 'ই' জাতীয় একটা অর্ধ স্বরধ্বনি উত্থিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বোমানে লিখলে 'piju', 'pijuli', 'dija', 'gija' প্রভৃতি রূপে দুই মূল স্বরের মাঝখানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যেতে পাবে এবং চেষ্টা করলে এ-ধবনেব একটা পিচ্ছিল অর্ধস্বরেব অবস্থিতি অনুধাবনও কবা যেতে পারে।

যৌগিক বা দ্বিস্ববধ্বনি
diphthong

বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ এই দুটো বর্ণ দেখা যায। সাধাবণ্যে এ দুটোই দ্বৈতস্বর, দ্বিস্ববধ্বনি বা যৌগিক স্ববধ্বনি (diphthong) হিসেবে পবিচিত। দুইটি স্ববধ্বনি মিলে এক অক্ষর (syllable) তৈরী কবলেই সাধারণেব কাছে তা diphthong তথা যৌগিক বা দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি এক অক্ষর (syllable) হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই অবশ্য যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম শর্ত। এক নিশ্বাসের দুইবারের স্বতন্ত্র চেষ্টায় (by two separate breath-pulses) এ রকম দুই স্বর পাশাপাশি উচ্চাবিত হলে তা আব দ্বিস্বরধ্বনি থাকে না। যেমন যা-ই্ (whatever অর্থে) দ্বিস্বরধ্বনি নয়, অথচ এক নিশ্বাসে উচ্চারিত 'যাই্' দ্বিস্বরধ্বনি। এ ছাড়া দ্বিস্বরধ্বনি গঠনের আবও কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রথম স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা একটা নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ কবে এবং সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে এ রকম ক্ষেত্রে জিহ্বা যতটুকু সময় অপেক্ষা কবতো ততটুকু অপেক্ষা

না করেই পরবর্তী স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত এগিয়ে (পিছলে) যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত পরবর্তী স্বরধ্বনি মুখবিবরে পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করে না। জিহ্বার প্রথম স্বরধ্বনি গঠন এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত পেশী সঞ্চালনের মাঝখানে শোনা না গেলেও একটা পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনি (gliding sound) স্বতঃউৎসারিত হয়। যৌগিক স্বরধ্বনির মাঝখানে একটি স্বয়ম্ভু পিচ্ছিল ধ্বনি (an independent glide is expressly made) জিহ্বার পেশী সঞ্চালনের ফলে উদ্ভূত না হয়ে পারে না।

তা হ'লে একটি স্বরধ্বনি, জিহ্বার গতিশীলতা এবং তৎপরবর্তী সামগ্রিক প্রক্রিয়াসৃষ্ট অর্ধস্বরধ্বনি সমন্বয়ে জাত একটি অক্ষর (syllable)-কেই diphthong বলা যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে দ্বিস্বরধ্বনির শেষাংশ এক একটি অর্ধস্বরধ্বনির দাবীদার হ'য়ে ওঠে। এ বিচারে বাংলা নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনিগুলোর শেষাংশ —ই্,—এ্ (য়্), —ও্ এবং উ্-কেও অর্ধস্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এ-সম্পর্কে এ-বিভাগের শেষের দিকে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের বাংলা বর্ণমালা যে কত অপূর্ণ তা স্বরধ্বনি পর্যায়ের এ যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যানির্ণয়ের বেলায় বোঝা যায়। বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ (letter) আছে মাত্র দু'টি, যথা—ঐ এবং ঔ, কিন্তু বাংলা ভাষায় ধ্বনিগত (phonetic) দিক থেকে একত্রিশটি (৩১)টি পর্যন্ত যৌগিক স্বরধ্বনি হ'তে পারে। এদের মধ্যে ১৯টি নিয়মিত (regular) এবং ১২টি অনিয়মিত (irregular)।

নিম্নোক্ত উনিশটি যৌগিকস্বর নিয়মিত এবং অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ সতর্ক কিংবা অসতর্ক যে-কোনো রকমের উচ্চারণে তাদের দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক, যথা :—

মূলস্বর 'ই' দিয়ে :—

(১) ই-ই্ (i-i)—যেমন দিই্, কবিই্ (এটি বাংলার একটি বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দ্বৈতস্বর*)

(২) ইউ্ (iu)—যেমন পিউ্, মিউ্।

মূলস্বর 'এ' দিয়ে :—

(৩) এই্ (ei)—যেমন এই্, সেই্, খেই, দেই্।

* এ-দ্বিস্বরের উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ 'ঈ'র মতো অনুভূত হতে পারে।

(৪) * এও্ (eo)—যেমন মেও্, কেও্, খেও্, পেও্।

(৫) এউ্ (ɛu)—যেমন ঘেউ্ ঘেউ্, কেউ্ কেউ্।

মূলস্বর 'এ্যা' দিয়ে :—

(৬) এ্যাও্ (æo)—যেমন ছ্যাও্, ন্যাও্, ম্যাও্।

(৭) এ্যায়্ (æy)—যেমন ন্যায়্, ছ্যায়্।

মূলস্বর 'আ' দিয়ে :—

(৮) আই্ (ai)—যেমন খাই্, দাই্, গাই্, যাই, নাই্।

(৯) আও্ (ao)—যেমন দাও্ খাও্, যাও্ পাও্ যাও্।

(১০) আউ্ (au)—যেমন দাউ্ দাউ্।

(১১) (আয়্)—যেমন আয়্ (তোমার আয়্ কত) যায়্ গায়্।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে :—

(১২) অও্ (ɔo)—যেমন হও্, নও্, বও্, কও্।

(১৩) অয়্ (ɔy)—যেমন নয়্, হয়্, বয়্, সয়।

মূলস্বর 'ও' দিয়ে :—

(১৪) ও ও্ (o·o)—যেমন শোও্, বোও্ (এটিও বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক দ্বৈতস্বর**)

(১৫) ওউ্ (অউ্), ঔ (ou)—যেমন বৌ, (বউ্), নৌ, মউ্।

(১৬) ওই্, ঐ (oi)—যেমন বই, খৈ, দৈ (দই্)।

(১৭) ওয়্ (oy)—যেমন ধোয়্, শোয়্।

মূলস্বর 'উ' দিয়ে :—

(১৮) উই্ (ui)—যেমন রুই্, পুঁই, থুই্ উই্।

(১৯) *** উউ্ (u-u)—যেমন কুউ্ কুউ্।

---

* ডক্টর শহীদুল্লা 'এও্'-এর অতিরিক্ত 'এয়্'-কেও (যেমন 'পেয়্'—সে পান করে অর্থে) দ্বিস্বরধ্বনির পর্যায়ভুক্ত করতে চান।

দ্রষ্টব্য : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭, পৃ. ৩।

** এ দ্বিস্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ 'ও'র মতো অনুভূত হ'তে পারে।

*** এ দ্বিস্বরধ্বনির উচ্চারণও দীর্ঘ 'উ'র মতো অনুভূত হ'তে পারে।

নিম্নের বারোটি দ্বিস্বরধ্বনি অনিয়মিত অর্থাৎ তাদের উচ্চারণে দ্বৈতস্বরের প্রথম এবং প্রধান শর্ত একাক্ষরিকতা (monosyllabicity) যদি বজায় থাকে তা হলে তারা দ্বিস্বরধ্বনিই, কিন্তু কোনক্রমে তা ক্ষুণ্ণ হলে আর দ্বিস্বরধ্বনি থাকবে না। সতর্ক এবং স্বাভাবিক উচ্চারণে তাদের দ্বিস্বর না হওয়ারই কথা কিন্তু দ্রুত এবং অসতর্ক উচ্চারণে তারা দ্বৈতস্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হতেও পারে। উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই তাদের সংজ্ঞা নিরূপণের নিয়ামক হবে।

মূলস্বর 'ই' দিয়ে :—

(১) ইয়া (ia)—যেমন মিয়া, নিয়া, প্রিয়া, ইয়ার।

(২) ইয়ে (ie)—যেমন নিয়ে, গিয়ে, প্রিয়ে, পিয়ে।

(৩) ইও (io)—যেমন নিও, প্রিয়, দিও, ইয়োরোপ।

মূলস্বর 'এ' দিয়ে :—

(৪) এয়া (ea)—যেমন খেয়া, নেয়া, দেয়া, কেয়া।

(৫) এয়ো (eo)—যেমন এয়ো, যেয়ো, চেয়ো (চেও)।

মূলস্বর 'এ্যা' দিয়ে :—

(৬) এ্যায়া (æa)—যেমন দ্যায়া (দেওয়া), ন্যায়া (নেওয়া)।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে :—

(৭) অয়া (ɔa)—যেমন নয়া, সয়া, সওয়া, বওয়া।

মূলস্বর 'ও' দিয়ে :—

(৮) ওয়া (oa)—যেমন মোয়া, নোয়া, রোয়া, ওয়ার, পোয়া, খোয়া।

(৯) ওয়ে (oe)—যেমন ক'য়ে, স'য়ে, ব'য়ে।

মূলস্বর 'উ' দিয়ে :—

(১০) উয়ে (ue)—যেমন উয়ে, থুয়ে, রুয়ে, শুয়ে।

(১১) উয়া (ua)—যেমন নুয়া, পুয়া, জুয়া।

(১২) উয়ো (uo)—যেমন রুয়ো, থুয়ো।
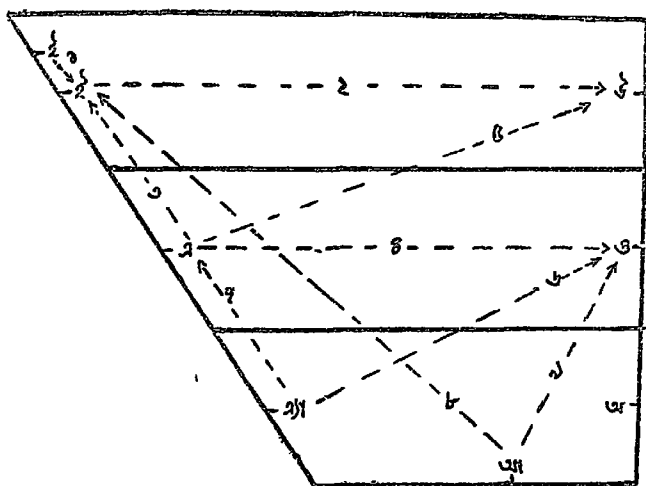
এক থেকে নয় সংখ্যক নিয়মিত বাংলা দ্বৈতস্বরধ্বনি-
উচ্চারণে জিহ্বার গতি (movement)-র চিত্র।
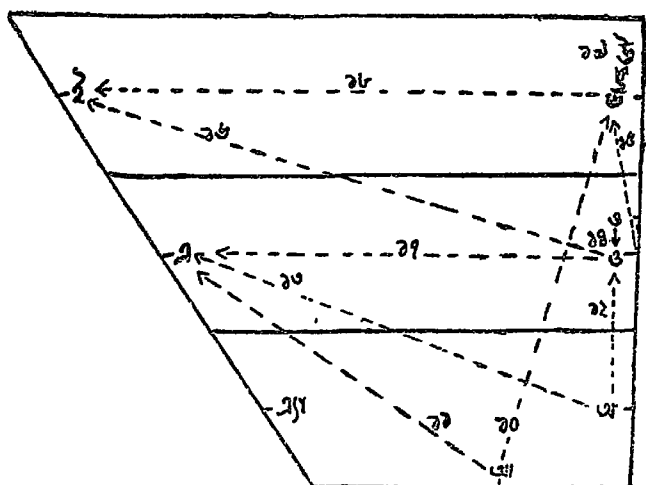
দশ থেকে উনিশ সংখ্যক নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি-
উচ্চারণে জিহ্বার গতি (movement)-র চিত্র।

এ-দ্বৈত যৌগিক তথা দ্বিস্বরধ্বনি ছাড়াও অত্যন্ত দ্রুত ও বেখেয়াল উচ্চারণে পাশাপাশি তিনটি কি চারটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এগুলো অবশ্য diphthong নয়। অবস্থাভেদে triphthong কি tetraphthong রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু সতর্কভাবে উচ্চারণ করলে পাশাপাশি স্বরধ্বনিগুলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। Triphthong-এর উচ্চারণ যেমন :—[iei , ইয়েই], [iae, ইয়ায়্], [eio, এইয়ো], [আওয়া (aoa), হাওয়া] [oeo, ওয়েও], [oie, ওইয়ে], [uie, উইয়ে], [uio, উইও], [uae, উযায]।

আর tetraphthong এর উদাহরণ যেমন :— [(eoai, এওয়াই), (aoae, আওয়ায্)]।

এ ছাড়া একই স্বরধ্বনি বাংলায়, পরিবর্তিত ও অমিলিত ভাবে পর পর দু'বারও উচ্চারিত হয়ে থাকে যেমন—ই-ই আমি তো রাজি-ই কিংবা দিই-ই ; তিনটি-ই, এ-এ, — খেয়ে দেয়ে, ও-ও,—শো-ও।

উ-উ—চু-উ (অর্থহীন ধ্বনি) তু-উ, তু-উ (অর্থহীন ধ্বনি)

ব্লক এন্ড ট্রেগার প্রদত্ত পূর্বোদ্ধৃত সংজ্ঞা অনুসরণ করে আমেরিকার ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক চার্লস্ ফার্গুসন এবং আমার সহকর্মী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী একটি

অর্ধস্বর

প্রবন্ধে বাংলায় ই্, এ্, (য়্) ও্ এবং উ্, এ চারটি অর্ধস্বর* নির্ধারণ করেছেন। একটি অক্ষর (syllable) নির্মাণে একটি চূড়া (peak) এবং একটি খাদ (valley)-এর প্রয়োজন। চূড়াটি অক্ষর গঠনে সহায়তা করে বলে তার নাম syllabic, আর অক্ষরটি খাদে পতিত হয় বলে তার পারিভাষিক নাম non-syllabic। এর ভূমিকা মোটামুটি consonantal। ব্লক এবং ট্রেগারের মতে স্বরধ্বনি দিয়ে অক্ষরের চূড়াটি নির্মিত হয়, সেক্ষেত্রে খাদটির সৃষ্টি হয় অর্ধস্বর ধ্বনিতে। অক্ষর গঠনে চূড়াটি প্রথমে এবং খাদটি সাধারণতঃ পরে বসে যেমন আই্, আয্ আও্, উউ্। এক্ষেত্রে অক্ষরটি হয় closed, এধরনের পাশাপাশি অবস্থান-জাত দ্বিস্বরধ্বনি-কেন্দ্রিক অক্ষরের শেষের দিকের খাদটিকে অর্ধস্বর ধ'রে অধ্যাপক ফার্গুসন এবং চৌধুরী বাংলায় উচ্চাবস্থিত তথা সংকীর্ণ ই্, উ্, এবং মধ্যাবস্থিত তথা অর্ধ সংকীর্ণ এ , ও্-কেই অর্ধস্বরধ্বনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

---

* দ্রষ্টব্য : *Phonemes of Bengali Language*, vol 36, number I (1960), pp 39-42.

এ পর্যায়ে একমাত্র 'উ্' ছাড়া 'ই্' 'এ (য়) এবং 'ও্' এ-তিনটি যথাক্রমে তাদের আপন-আপন পূর্ণ স্ববধ্বনি 'ই' 'এ (য়)' এবং 'ও' ব সঙ্গে শব্দার্থেব দিক দিয়েও নূতনত্ব সৃষ্টি করে বলে তাদেব মতে এ-ভাবে অর্ধস্বব ধ্বনিব বিচাব এবং ব্যাখ্যা সহজতব। তুলনীয়, একনিশ্বাসে-সৃষ্ট শব্দ 'চাই' এবং নিশ্বাসেব স্বতন্ত্র প্রয়াসে সৃষ্ট শব্দ 'চা-ই'। বাক্যে 'চা-ই চাই্' বললে আমরা চা ছাড়া অন্য কিছু চাই না বুঝি। তুলনীয়, যেমন—

নিশ্বাসের এক প্রয়াসে এবং	স্বতন্ত্র প্রয়াসে সৃষ্ট আবও কিছু শব্দ :—
যাই্ (আমি যাই্)	যা-ই (যা-ই বলনা কেন)
চাই্ (আমি চাই্)	চা-ই (আমি চা-ই চাই্)
গায় (সে গায়্)	গায়ে=গা-এ (শবীবে অর্থে)
যায়্ (উচ্চাবণ জায়্) সে যায়্	জায়ে=জা-এ (জা-এ জা-এ ঝগড়া)
দাও্ (তুমি দাও্)	দা-ও (তুমি দা-ও দাও্)
চাও্ (তুমি চাও্)	চা-ও (তুমি চা-ও চাও্) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষাব পশ্চাৎ সংকীর্ণ স্ববধ্বনি 'উ'-ও দ্বিস্ববধ্বনি-সৃষ্ট অক্ষবেব শেষে খাদ সৃষ্টি কবে, যেমন—দাউ্ দাউ্, ঘেউ্ ঘেউ্, কুউ্ কুউ্ ইত্যাদি শব্দে ; কিন্তু এ-পর্যায়ে পূর্ণ স্ববধ্বনি হিসেবে 'উ' ব্যবহৃত হযে এ-ধবনেব অর্ধস্বব সৃষ্ট কোনো শব্দের সঙ্গে অর্থেব পরিবর্তন ঘটায না। তা না হলেও বাংলা ভাষায় 'উ্' যে এপর্যাযে ব্যবহৃত হয সামান্য প্রয়াসে এ ভাষাভাষীমাত্রই তা উপলব্ধি কবতে পাবেন। 'জায়ে' (জা-এ জা-এ), 'গায়ে' (গা-এ গা-এ), 'মাযে' (মা-এ মা-এ) প্রভৃতি শব্দে 'এ' স্ববধ্বনিটি অবশ্য এখানে সপ্তমী বিভক্তি-প্রসূত, কিন্তু 'যা-ই', 'খা-ই', 'দা-ও' 'চা-ও' প্রভৃতি শব্দে শেষেব স্বরধ্বনি 'ই' এবং 'ও' গুরুত্ব বাচক। এদেব মাঝখানে হাইফেন দিলে সহজে অর্থ পবিস্ফুট হয় কিন্তু হাইফেন না দিলে পরিবেশ থেকে বাঙালী পাঠকেব অর্থ উদ্ধার কবতে তেমন অসুবিধা হয় না। তেমনি 'যাই্', 'চাই্', 'দাও্', 'গাও্', 'কুউ্,' প্রভৃতি শব্দে দ্বিস্ববধ্বনি-সমন্বিত অক্ষবেব শেষে বাংলা লিখন পদ্ধতিতে হসচিহ্ন কিংবা সম্পূর্ণ অক্ষবটি ঘিরে তার ওপরে কিংবা নীচে ⁀ ‿ এ-ধরনের কোনো বন্ধনী দেওয়ার রেওয়াজ নেই। থাকলে 'চা-ই-এর সঙ্গে চাই্ 'এর পার্থক্য-জাত অর্থ উদ্ধাব দেশী এবং বিদেশী সকল লোকেরই সুবিধা হতে।

'ই', 'এ্ (য়্)' 'ও্' এবং 'উ্' বাংলায় অক্ষরের চূড়া থেকে খাদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে অধ্যাপক ফার্গুসন এবং চৌধুরী এ চারটিকেই অর্ধস্বর হিসেবে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। অর্ধবিবৃত তথা নিম্নমধ্য 'এ্যা', 'অ' এবং বিবৃত তথা নিম্ন-অবস্থিত 'আ' অক্ষরের চূড়ার পরবর্তী খাদ এবং অক্ষরের শেষে ব'সে মুক্তাক্ষর এবং বদ্ধাক্ষরে অর্থগত তারতম্য সৃষ্টিতে কোনো সহায়তা করে না ব'লে তাঁরা এ-তিনটিকে অর্ধস্বর পর্যায়ভুক্ত করেন নি।

ব্লক এবং ট্রেগারের মতে আক্ষরিকতা (syllabicity) এবং অনাক্ষরিকতা (non-syllabicity) বিচারে খাদের অনাক্ষরিক স্বরধ্বনিটি যেমন অর্ধস্বর ধ্বনি, তেমনি স্বরধ্বনির শ্রুতিব্যঞ্জকতার পরিমাণ-বিচারে আক্ষরিক স্বরধ্বনিটি অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক এবং অনাক্ষরিকটি স্বল্পশ্রুতিব্যঞ্জক। অনাক্ষরিক স্বল্পশ্রুতিব্যঞ্জক অর্ধস্বর ধ্বনি 'hai' (high), 'nau' (now) প্রভৃতি দ্বিস্বরধ্বনিমূলক শব্দে যেমন অক্ষরের শেষে বসে, তেমনি 'yes', 'you', 'well' প্রভৃতি শব্দে অক্ষরের প্রথমেও আসে।* তাই শুধু শব্দার্থের পার্থক্যের দিক থেকে বিচার না ক'রে ধ্বনিগত প্রক্রিয়ার সাহায্যেই অর্ধস্বরধ্বনি যাচাই করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

বাংলায় 'ইয়ার,' 'এয়ার,' 'ইয়োরোপ', 'ওয়াড়' প্রভৃতি শব্দের দ্রুত ও অস্বাভাবিক পিষ্ট উচ্চারণের ওপর নির্ভর ক'রে এ-পরিবেশের অক্ষরের খাদ নির্মাণকারী স্বল্পশ্রুতিব্যঞ্জক 'ই', 'এ' এবং 'ও'কে ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো অর্ধস্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। আবার 'ইয়া', 'এয়া', 'ওয়া', 'উয়া', 'এ্যায়া', 'অয়া', ইযে', 'ওয়ে' 'উওে', 'ইও', 'এয়ো' 'উয়ো' এ-বারোটি অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির শেষের স্বরধ্বনি 'য়া', 'যে' এবং 'ও' অক্ষর-গঠনে খাদ সৃষ্টি না করলেও এরা স্বল্পশ্রুতিব্যঞ্জক অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয় ব'লে এরাও এ-পর্যায়ে অর্ধস্বর হিসেবে গণ্য হ'তে পারে।

তা হ'লে একটি গতিশীলতা (glide) এবং এক অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমন্বয়কে অর্ধস্বরধ্বনি নামে অভিহিত অধিকতর সঙ্গত ব'লে ধরা যেতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে বাংলায় তিন প্রকারের অর্ধস্বরধ্বনি পাই। প্রথম প্রকার—শ্রুতিধ্বনি বাচক, তথা 'ব্' শ্রুতি 'য়' শ্রুতি এবং 'ই' শ্রুতি। বাংলায় 'ব্' শ্রুতি এবং 'য়' শ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। 'ই' শ্রুতির ব্যবহার সীমিত।

---

* *Outline of Linguistic Analysis*—২.৯, পৃ. ২৩।

দ্বিতীয় প্রকার অর্ধস্বরধ্বনি পাই নিয়মিত দ্বিস্বর (diphthong) ধ্বনির শেষ উপাদান হিসেবে। এগুলো চারটি, যথা—'ই', 'এ্', (য়্) 'ও্' এবং 'উ্'। বাংলায় এ ক'টিই যথার্থ স্থিতিবাচক অর্ধস্বরধ্বনি।

তৃতীয় প্রকার অর্ধস্বর ধ্বনি হলো অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয় কিংবা (সীমিত-ভাবে) প্রথম উপাদানটি। চলিত বাংলায় এক 'এ্যা' এবং 'অ' ছাড়া অন্য সব ক'টি স্বরধ্বনিই অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে অর্ধস্বরধ্বনিতে পরিণত হ'তে পারে ; বাংলা ভাষায় অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার সম্ভাব্য কিন্তু খুব সুস্পষ্ট ও ব্যাপক নয়। সেজন্যে এ-ধরনের অর্ধস্বরের ব্যবহারও আপেক্ষিক—অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণে (বিশেষত কবিতায়) অনিয়মিত সন্ধ্যক্ষর গঠিত হ'লে এর দ্বিতীয় উপাদানটি এবং 'ইয়ার', 'এয়ার', 'ইওরোপ,' 'ওয়াড়' প্রভৃতি শব্দে প্রথম উপাদানটি অর্ধস্বর হবে, নইলে নয়।

Nasalized vowels
সানুনাসিক বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি

ফুসফুস থেকে যে বাতাস বের হয়, সাধারণতঃ তা নাক দিয়েই বের হয়। 'ম', 'ন' এবং 'ঙ' এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা অনুনাসিক স্বরধ্বনি ছাড়া অন্য যে-কোনো ধ্বনি উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ (soft palate) উঁচু হওয়ায় নাকের ছিদ্র পথ ভেতর থেকে ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ফুসফুস থেকে স্বাভাবিক নাসাপথে বাতাস না বেরিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ম' 'ন' এবং 'ঙ'-এর উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ উঁচু হয় না, বরং নীচে নেমে এসে নাসাপথে (naso-pharynx) বাতাস বেরোনোর সুযোগ করে দেয়। সাধারণ স্বরধ্বনি [অর্থাৎ অনুনাসিক নয়, মৌখিক (oral vowels) স্বরধ্বনি] উচ্চারণের সময়ও তালুর নরম ভাগ নাসাপথ বন্ধ করার জন্য উঁচু হয় ব'লে ফুসফুস-আগত বাতাস মুখ দিয়েই বের হয়। স্বরধ্বনি উচ্চারণে কতক অবস্থায় তালুর কোমল অংশ না-উঁচু, না-নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ফলে ফুসফুস-আগত বাতাস মুখ ও নাসাপথে বেরোতে পারে। যে-সব স্বরধ্বনি তালুর কোমল অংশের উঁচুও নয় নীচুও নয় এমন মাঝামাঝি অবস্থানের জন্য নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা (combined resonance of nose and mouth) লাভ করে, তারাই অনুনাসিক স্বরধ্বনি।

ইংরেজি ভাষায় স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ও পরের স্বরধ্বনি কিছুটা অনুনাসিক রূপে উচ্চারিত হ'তে পারে। একটি শব্দের

স্বাভাবিক উচ্চারণকালে প্রত্যেকটি ধ্বনি আলাদা আলাদা উচ্চারিত হয় না, একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এ-কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে যে বাতাস নাক দিয়ে বের হয় তার পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রায় একই নিশ্বাসে উচ্চারিত হয় ব'লে দুনিয়ার সব ভাষা সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি যে-সব ভাষায় নেই সে-সব ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবজাত (resultant nasalization of vowels) সানুনাসিক স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক স্বরধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো প্রয়োজন হয় না। সে কারণেই বোধ হয় এমন প্রভাবজাত স্বরধ্বনি দেখানোর কোনো চিহ্ন নেই যেমন ইংরেজি man শব্দ। 'm' এবং 'n' এই দুই ধ্বনির মাঝের স্বর 'এ্যা' সানুনাসিক, বাংলার 'মান' শব্দের 'আ' তেমনি সানুনাসিক; এ-রকম সানুনাসিকত্ব পৃথকভাবে দেখানোর দরকার হয় না।

স্বতন্ত্র সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায় ফরাসী ভাষায়। বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই সানুনাসিকভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে; এজন্যে বাংলাতেও সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রভাব কম নয়। বাংলায় স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করার চিহ্ন (ঁ) চন্দ্রবিন্দু; ইংরেজি নাম moon-dot। পূর্ব বাংলায় সানুনাসিক স্বরধ্বনির রেওয়াজ বড়ো বেশী নেই। তা ছাড়া পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারও নির্দিষ্ট ও নিয়মিত নয়। যেখানে প্রয়োজন, হয়ত সেখানে তার ব্যবহার দেখা যায় না, অপ্রয়োজনীয় স্থানে হয়ত নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাধু ভাষা এবং কলকাতা ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী নদে শান্তিপুরের ভাষার যে মৌখিক ভঙ্গী আজও পূর্ব বাংলাতে চলিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে সানুনাসিক স্বরধ্বনি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। শুধু বিদ্যমান বললেই যথেষ্ট বলা হলো না, শব্দের অর্থের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে এই সানুনাসিকত্বের উপর নির্ভর করে। এজন্যে চলিত-বাংলায় মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, যেমন:

পাক—রান্না	কাদা—কাদা (mud)	ছাদ—ছাদ (roof)
পাঁক—কাদা	কাঁদা—কান্না (weep)	ছাঁদ—ধরন
কাসা—কাস দেওয়া	চাই—আমি চাই	কুড়ি—বিশ
কাঁসা—এক রকম ধাতু	চাঁই—ঝানু, চাঙর	কুঁড়ি—মুকুল

বাস—সুগন্ধ, সৌরভ
বাঁশ—বাঁশ (bamboo) } স ও শ'র বানানের পার্থক্য থাকলেও উচ্চারণে এখানে কোনো পার্থক্য নেই।

এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনি-নিরপেক্ষ অনুনাসিক স্বরধ্বনি শব্দের প্রথম অক্ষরেই (syllable) বিশেষভাবে পাওয়া যায়। শব্দের মধ্যে বা অন্ত্যাক্ষরে কচিৎ দেখা যায়। গঁদ কি পঁচাশি প্রভৃতি অল্পসংখ্যক শব্দে ছাড়া 'অ' স্বরধ্বনিটি খুব কমই অনুনাসিকতা লাভ করে। অনুনাসিক 'আঁ' দিয়ে সব চেয়ে বেশী শব্দ পাওয়া যায়।

ধ্বনিই ভাষার মূল। ভাষার সেই ধ্বনির শ্রেণীবিচার করলে স্বর ও ব্যঞ্জন এ দুই প্রধান ভাগে প্রত্যেক ভাষারই ধ্বনিগুলো ভাগ হয়ে যায়। ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনিই সেই ভাষাদেহের এক একটা মূল্যবান একক (unit)। যে-ধ্বনিগুলোর সাহায্যে একটি ভাষা তৈরী হয়েছে ও স্থিতি পেয়েছে তার কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটার প্রশংসা করা যায় না। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির প্রাণশক্তি ও অনুরণন অনেক বেশী। এ কারণেই পতঞ্জলিপ্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদ্ বলেছিলেন স্বরই হচ্ছে ধ্বনির মধ্যে রাণীর মতো আর ব্যঞ্জন রাজার মতো।* স্বরধ্বনিরূপ রাণীকে তাঁরা তাই বৃন্তহীন পুষ্পসম স্বতঃবিকশিত উর্বশীর মতো ক'রে ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংজ্ঞামতে স্বরের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় না, অথচ স্বরধ্বনি ইচ্ছে করলে 'স্বয়ম্ভু হয়ে' কারুর সাহায্য না নিয়েই উচ্চারিত হয়। দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতেই স্বরধ্বনি অক্ষর (syllable) তৈরী করে। সিলেবল মুক্ত (open) যেমন 'আ', 'আ। টা' 'ম। শা' ইত্যাদি কিংবা বদ্ধ (close) যেমন 'বাক্', 'রাত্' ইত্যাদি যেমনই হোক না কেন, বাগ্ধ্বনির নিম্নতম unit সেই syllable-এর প্রাণশক্তিই হচ্ছে স্বরধ্বনি। এ ছাড়া যে-সব ভাষার কবিতার ছন্দ 'quantitative' বা কাল-পরিমাপক 'mora' বা মাত্রার উপরে নির্ভর করে সেই কালপরিমাপক মাত্রারও নির্ভরস্থল প্রতিটি অক্ষর (syllable)-এর স্বরধ্বনি। কবিতার কথা ছেড়ে দিলেও কথা ভাষায় সাধারণ কথাবার্তা বলতে গিয়ে বক্তা ও শ্রোতার মানসিক অবস্থা কিংবা সমাজ-জীবনের যে মুহূর্তে তারা কথাবার্তা বলছে তার একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষভাবে প্রস্ফুট করে তোলবার জন্যে যে-সব শব্দের উপর বক্তা বিশেষ জোর দেয়, শব্দ বিশ্লেষণে দেখা

*Varma: *The Phonetic observations of Indian Grammarians*, London, 1929, p. 56.

যাবে, সেই শব্দেব বিশেষ syllable-এব উপবেই জোবটা (stress) পড়েছে। এহেন stress ও prominence-এব আধাবও স্ববধ্বনি।

এ কাবণেই দেখা যায় দুনিয়াব যে-সব ভাষায় স্ববধ্বনিব আনাগোনা বা খেলা যত বেশী সে-সব ভাষাই ধ্বনি সম্পদেব দিক দিয়ে তত মোলায়েম এবং সেই পবিমাণেই মিষ্টি। এ দিক থেকে বিচাব কবলে স্ববধ্বনিব এবং সে কাবণেই ভাষার অন্যান্য ধ্বনির মাধুর্যেব দিক থেকে পর্তুগীজ, ফবাসী, ইটালীয় প্রভৃতি Romance ভাষাব পাশাপাশি বাংলা ভাষারও স্থান নির্দেশ কবা যেতে পাবে। আমার মাতৃভাষা বলেই যে বাংলা ভাষাব প্রতি আমাব এ স্বাভাবিক টান তা নয়, লণ্ডন প্রবাস-কালে ইউবোপেব বিভিন্ন দেশ থেকে লণ্ডনে অবস্থানকারী ধ্বনিবিজ্ঞান শিক্ষার্থী সতীর্থ বন্ধুদেব সাহায্যে এ সত্য পরীক্ষা ক বেই আমি এ বিনীত উক্তি কবছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

[Consonant Sounds]

এক

যে-কোনো ভাষার বাগ্‌ধ্বনিই অর্থবোধক ধ্বনি। ধ্বনি অর্থহীনও হতে পারে, কিন্তু তা কোনো ভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে-কোনো ভাষাব বাগ্‌ধ্বনিগুলোব মধ্যে স্বরধ্বনির বিপরীত ধ্বনিই ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবাব সময় কোনো জায়গায় বাধা না পেয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে যে ঘোষধ্বনি উদ্‌গত হয় তা-ই স্বরধ্বনি। এ থেকে বোঝা যায় যে-সব ধ্বনি এ সংজ্ঞাভুক্ত নয় স্বাভাবিক কথাবার্তায় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। অর্থাৎ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুসফুস-নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবব কিংবা মুখেব বাইবে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়াব কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যে-সব ধ্বনি উদ্‌গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে (১) যাবতীয় অঘোষ ধ্বনি, যেমন 'ক', 'চ', 'স', (২) বায়ুপথ রুদ্ধ হওয়াব জন্যে যত ধ্বনি উত্থিত হয়, যেমন 'গ', 'ট', 'ব', 'ল', (৩) যে-সব ধ্বনি উচ্চাবণে বাতাস মুখবিবব দিয়ে না বেবিয়ে নাসাপথে বেবোয়, যেমন 'ম', 'ন', 'ঙ', এবং (৪) শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণ লেগে যে সব ধ্বনি উৎপন্ন হয়, যেমন 'শ', 'স', এদেব সবগুলিই ব্যঞ্জনধ্বনি।

ধ্বনি উৎপাদনেব দিক থেকে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিব পার্থক্য নিতান্ত 'arbitrary' বা খামখেয়ালী নয়, এ পার্থক্য 'acoustics' বা শ্রুতিব দিক থেকেই সহজবোধ্য। ধ্বনি বিচাবে এবং ধ্বনির মর্মগ্রহণে মানুষের কানের মতো উপযোগী আর কোনো যন্ত্র নেই। ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ কিংবা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্যে কান যদি তৈরী থাকে তা হলে এক ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিব ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য মানুষেব কাছে

সহজবোধ্য হ'যে ওঠে। তখনই বোঝা যায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাগত পার্থক্য তাদেব অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে।

উচ্চারণকালে দেখা যায় ধ্বনিব দৈর্ঘ্য (length), শ্বাসাঘাত (stress accent) কি স্বরাঘাত (pitch-accent)-জনিত প্রাধান্য কিংবা উচ্চারণভঙ্গীর উঁচু নীচু অব-স্থানেব দিক থেকে বাক্য কি শব্দেব ভেতবের এক ধ্বনি অন্য ধ্বনিব তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু বাক্যেব ভেতরে উচ্চারণ না কবে স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি ধ্বনিকে কণ্ঠভঙ্গীর একই অবস্থায় উচ্চারণ করলে দেখা যাবে, একটি ধ্বনির প্রাণশক্তি অন্যধ্বনির প্রাণশক্তির তুলনায় অনেক কম কিংবা বেশী। সেদিক থেকে বাধাহীন ধ্বনি ব'লে যে কোনো স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় অনেক প্রাণময়. এবং স্বাভাবিকভাবেই অনুরণনশীল। শুধু তাই নয়, স্বরধ্বনিগুলোব মধ্যেও বিবৃত (open) স্বরধ্বনি সংবৃত (close) স্বরধ্বনির তুলনায় অধিক প্রাণময়, ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অধিক শ্রুতিব্যঞ্জক, এমনকি ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিব মধ্যে পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল' এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন' 'ম' 'ঙ' অন্যান্য ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির চেয়ে অনেক বেশী অনুরণিত। ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিব সঙ্গে তুলনায় অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রাণশক্তি (carrying power) অত্যন্ত অল্প এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনেব দিক থেকে এক অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে অন্য অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য এক রকম নেই বললেই চলে। ধ্বনিব ব্যাপারে বিশ্লিষ্টভাবে ধ্বনি উচ্চারণের স্বাভাবিকত্বই বিচারেব মাপকাঠি হওয়া উচিত, কেননা একথা সত্য যে, বাক্যেব ভেতরের ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যে যে-কোনো ধ্বনিই যে-কোনো ধ্বনির চেয়ে বেশী অনুরণিত হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় প্রাণশক্তির দিক থেকে গুরুত্ব বা প্রাধান্যও লাভ কবতে পারে , এমনকি বাক্যের মধ্যে ব্যবহার না করেও ইচ্ছা কবলেই একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্য একটি অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায়ও বেশী ক'বে জোর দিয়ে দীর্ঘ কবে, এককথায় দ্যোতনা দিয়ে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু বিভিন্নভাবে এক একটি ধ্বনিকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ কবতে গেলে দেখা যাবে স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় অনেক বেশী প্রাণময়—দ্যোতনাময় এবং তাব ঝঙ্কারও ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় বেশী দূর থেকে শোনা যায়। এ কারণেও বাগ্-ধ্বনির সবগুলিই ধ্বনির দুই মূল বিভাগ—স্বর ও ব্যঞ্জন পর্যায়ে ভাগ হয়ে যায়।

জিভেব স্থান, জিভের উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটেব অবস্থানের দিক থেকে

যেমন স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়, ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত করার এবং একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য সূচিত করার তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে। চারটি কি পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যেকার মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা বিন্যাস করা যায়। প্রক্রিযাগুলো যথাক্রমে ঃ—(ক) উচ্চারণের স্থান, (খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ, (গ) তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থা {(ক) এবং (খ)-এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না থাকে} (ঘ) স্বরযন্ত্রের অবস্থা {(ক) কিংবা (খ)-এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না করা হয়} এবং (ঙ) স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতার বিচার ক'রে।

(ক) প্রথম পদ্ধতি বা উচ্চারণের স্থান অনুসারে চলিত বাংলা (আঞ্চলিক নয়) ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এভাবে সাজানো যায় ঃ—

(১) কণ্ঠনালীয় তথা আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত (glottal) বা স্বরযন্ত্রজাত (laryngeal); যথা ঃ 'হ'

(২) জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত (velar); যথা ঃ 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ'

(৩) প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar); যথা ঃ 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'

(৪) পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (Post alveolar); যথা ঃ 'শ'

(৫) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (alveolo-retroflex); যথা ঃ 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ড়', 'ঢ়'

(৬) দন্তমূলীয় (alveolar); যথা ঃ 'র', 'ল', 'স', 'য' (z), 'ন', 'হ্ন', 'হ্ল', 'হ্র'

(৭) দন্ত (dental), যথা ঃ 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ'

(৮) ওষ্ঠ্য (labial); যথা ঃ 'প', 'ফ' (ph), 'ব' (b), 'ভ' (bh), 'ম' 'হ্ম', অন্তঃস্থ 'ব'='ওয়া'='w' (oy)

(৯) দন্তোষ্ঠ্য (labio-dental); যথা ঃ 'ফ' (f, ϕ) 'ভ' (v, β)

উচ্চারণ স্থান অনুসারে ধ্বনির উদ্ধৃত নামগুলোর এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ—

কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত তথা আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় ঃ স্বরযন্ত্র (larynx)-এর মধ্যে ঠোঁটের (vocal lips) মতো যে দু'টো তন্ত্রী (vocal cords) আছে তাদের সংকোচনের সাহায্যে বায়ুপথ সংকীর্ণ ক'রে, কিন্তু একেবারে বন্ধ না ক'রে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। 'হ'।

জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমল তালুজাত (velar) :— জিভের মূল বা গোড়ালী উঁচু ক'রে কোমলতালুর সামনের কি মাঝেব সঙ্গে লাগিয়ে যে-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। 'ক', 'খ' ইত্যাদি।

প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso alveolar) ঃ—জিভেব পাতাব (blade) দু'পাশ চ্যাপ্টা ও চওড়া করে উপর-পাটি দাঁতেব মাড়ি (teeth-ridge) ও শক্তভালুব অগ্রভাগ ও দু'পাশকে স্পর্শ করে যে-ধ্বনি উচ্চাবণ করা হয়। 'চ', 'ছ' ইত্যাদি।

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post-alveolar) :— দাঁতের গোড়ার শেষাংশ ও শক্ততালুর আরম্ভের স্থানে জিভেব পাতা উঁচু করে যে-ধ্বনি পাওয়া যায়। 'শ'।

দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত (alveolo-retroflex) : — উপব-পাটি দাঁতের গোড়া (teeth-ridge)-এর সঙ্গে জিভের ডগা একটু উল্টো কবে লাগিয়ে যে-ধ্বনি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে জিভেব এ অবস্থাকে বলা হয় 'curling up of the tip of the tongue', জিভের ডগা উল্টিয়ে দন্তমূলের সঙ্গে লাগানোব ফলে উদ্ভূত ধ্বনিটির ব্যঞ্জনা নিছক দন্তমূলোত্থিত ধ্বনির মতো সুস্পষ্ট হয় না, হয আড়ষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত। 'ট', 'ঠ' ইত্যাদি।

দন্তমূলীয় (alveolar) :— উপব-পাটি দাঁতের গোড়া-সংলগ্ন মাড়ি, তথা দন্তমূলেব সঙ্গে জিভের ডগা লাগিয়ে যে-ধ্বনির উচ্চাবণ কবা হয়। 'র', 'ল', 'ন' ইত্যাদি।

দন্ত্য (dental):—উপর-পাটি দাঁতের সঙ্গে জিভেব ডগা লাগিয়ে যে-ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। 'ত', 'থ' ইত্যাদি।

ওষ্ঠ্য (labial) :—দু' ঠোঁটেব সংস্পর্শে যে-ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। 'প', 'ফ' ইত্যাদি।

দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental) :—নীচেব ঠোঁট উপব-পাটি দাঁতের দিকে উঁচু ক'রে যে-ধ্বনি পাওয়া যায়। (*f*), (*v*)।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চাবণের রীতি অনুসাবে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এভাবে সাজানো যায় ঃ—

(১) স্পর্শ বা স্পৃষ্ট (plosive) :—

অঘোষ অল্পপ্রাণ ঃ—'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প', (k, c, ṭ, t, p)

অঘোষ মহাপ্রাণ ঃ—'খ', 'ছ', 'ঠ' 'থ', 'ফ', (kh, ch, ṭh, th, ph,)

ঘোষ অল্পপ্রাণ :—'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব', (g, j, ḍ, b)

ঘোষ মহাপ্রাণ :—'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', (gh, jh, ḍh, dh, bh)

(২) ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট (Affricate) :—

অঘোষ অল্পপ্রাণ :—'চ' (ts)

অঘোষ মহাপ্রাণ :—'ছ' (tsh)

ঘোষ অল্পপ্রাণ :—'জ' (dz)

ঘোষ মহাপ্রাণ :—'ঝ' (dzh)

(৩) নাসিক্য (nasal) :—'ঙ', 'ন', 'হ্ন', 'ম', 'হ্ম'

ঘোষ স্বল্পপ্রাণ :—'ঙ', 'ন', 'ম'

ঘোষ মহাপ্রাণ :—'হ্ন' (ন্‌হ), হ্ম (ম্‌হ)

(৪) পার্শ্বিক (lateral) :—ঘোষ স্বল্পপ্রাণ কিংবা তরল (liquid)—'ল'

ঘোষ মহাপ্রাণ —'হ্ল' (ল্‌হ)

(৫) কম্পনজাত (trill) :—ঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা তরল (liquid)—'র'

ঘোষ মহা প্রাণ—'হ্র' (র্‌হ)

(৬) তাড়ন-জাত (flapped) :—অল্পপ্রাণ ঘোষ—'ড়'

মহাপ্রাণ ঘোষ —'ঢ়'

(৭) শ্বাসজাত বা উষ্ম (তথা শিস্‌ধ্বনি) (fricative) :—

পশ্চাৎদন্তমূলীয় অঘোষ—'শ'—(তুঃ শোনা, সোনা)

দন্তমূলীয় কি অগ্রদন্তমূলীয় অঘোষ—'স' (তুঃ বস্তু, স্নান, শ্রী, শ্রাবণ)

দন্তমূলীয় অঘোষ মূর্ধন্য—'ষ' (তুঃ বৃষ্টি)

দন্তমূলীয় ঘোষ—'য' (z)

দন্তৌষ্ঠ্য অল্পপ্রাণ অঘোষ—'ফ' (f, ɸ)

দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ ঘোষ—'ভ' (v, β)

ঔষ্ঠ্য ঘোষ অল্পপ্রাণ—'ব'='ওয়' (w, oy), জিউ্‌হা (জিহ্বা), আও্‌হান (আহ্বান) ইত্যাদি শব্দে।

*কণ্ঠনালীয় বা আন্ত-স্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ—'হ' (h)

---

*উষ্মধ্বনির পর্যায়ে না ফেলে 'হ'কে স্পর্শহীন আন্তঃস্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিও (voiced glottal aspirate without stop) বলা যায়।

কণ্ঠনালীয় বা আন্ত-স্বরতন্ত্রীজাত অঘোষ 'ঃ' (বিসর্গ) (h)
(৮) অর্ধস্বর (ব্যঞ্জন বিভাগে consonantal vowel হিসেবে)—'ই্' 'এ্' 'য়্' ('ওয়'), 'উ্' যেমন—যায়্ (jai), যায়্ (jay), শোয়্ (soy), জাউ্ শব্দের সিলেবল্‌কে 'closed syllable' হিসেবে আটকে রাখার জন্যে।

(খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতি অনুসারে উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলোরও এভাবে ব্যাখা করা যায় :—

স্পর্শ বা স্পৃষ্টধ্বনি (Plosives) :—উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথ কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায়। যে প্রত্যঙ্গগুলো উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে, ফুসফুস-আগত বাতাস তার পেছনে এসে জমা হয় এবং মুহূর্তকাল পরেই অংশগ্রহণকারী প্রত্যঙ্গ দু'টোকে পৃথক করে দিয়ে সজোরে বের হয়ে যায়। বাতাস বের হওয়ার সময় দু'ঠোঁট কিংবা তালু ও জিভের যে-অংশ এ ধরনের বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণে অংশগ্রহণ করে, ফুসফুস-চালিত বাতাস পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সে-দুটোকে সজোরে পৃথক করে দেয় ব'লে ফটকার মত ধ্বনি হয়, উদাহরণ 'ক', 'ট', 'ত', 'প'। স্পৃর্শধ্বনির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তার প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় :—
(১) ধ্বনি সংগঠনের জন্য উচ্চারণ স্থান দু'টির সংস্পর্শ, (২) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় উচ্চারণ স্থান দু'টির কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান। (এ-অবস্থান অবশ্য দু'পাঁচ মিনিট নয় এক সেকেণ্ডের শতাংশের দু'চার অংশ কিংবা সামান্যতম ক্ষণের যে-সময়টুকুতে উচ্চারণকারী এবং শ্রোতার মনে এ অবস্থান বোধ জন্মে), (৩) উচ্চারণ স্থান দুটো পৃথক হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্পর্শধ্বনিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশটি কিংবা মতান্তরে ষোলটি। এ মতান্তর চ-বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে। এ সম্পর্কে আমি যথাস্থানে আলোচনা করবো।

ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাতধ্বনি (Affricates) :—এ একরকম স্পর্শধ্বনিই কিন্তু উচ্চারক দু'টো (জিভ এবং দন্তমূলের যে-অংশে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়) পৃথক হওয়ার সময় স্পর্শধ্বনির ফটকার মতো আওয়াজ শোনা যায় না ; উচ্চারক অংশ দু'টি স্পর্শধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে পৃথক হওয়ার জন্যে উক্ত স্থানে কিছু ঘর্ষণ লেগে যায় (ইংরেজীতে এ-অবস্থাকে বলা হয় 'Plosive followed by corresponding friction')।

উচ্চারকদের ধাক্কা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস উক্ত অংশ দু'টোকে আলগা করার পরেই তাদের কাছে চাপা খেয়ে যায়, ফলে যে-ধ্বনি ওঠে তা স্পর্শধ্বনির মতো ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের এক ধাক্কায়-বেরুনো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, স্পর্শধ্বনির মধ্যে যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে এতে তার চেয়ে বেশী আর একটি পর্যায় আছে। তা উচ্চারক স্থান দুটোকে আলগা করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কাছে একটু ঘষা খেয়ে যাওয়া। উদাহরণ, ঢাকার কুট্টিদের চ্ বর্গের ধ্বনি 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', ('ts', 'tsh', 'dz', 'dzh')।

নাসিক্য ধ্বনি (nasal) :—সাধারণ স্পর্শধ্বনির মতোই মুখবিবর কিংবা ঠোঁট বন্ধ হয়ে এ-ধ্বনি উত্থিত হয়, উচ্চারকেরা (articulators) পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোমল তালু নীচের দিকে নেমে আসায় নাসাপথ (naso-pharynx) মুক্ত হয় দেখে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে না বের হয়ে নাক দিয়ে বের হয়। উচ্চারকেরা পৃথক হবার আগেই বাতাস নাক দিয়ে বের হয়ে যায়। কোমল তালু নীচের দিকে নেমে পড়ায় নাসাপথ (naso-pharynx) উন্মুক্ত হয় বলে মুখবিবর কিংবা ঠোঁট রুদ্ধ থাকা অবস্থাতে এ ধ্বনিকে ইচ্ছামতো প্রলম্বিতও করা যায়। অন্যান্য স্পর্শধ্বনির সঙ্গে নাসিক্য ধ্বনির তফাৎ এখানেই। এ জন্যে নাসিক্য ধ্বনিগুলোকে continuant বা প্রলম্বিত ধ্বনি বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ 'ঙ', 'ন্', 'ম্'; এদের প্রত্যেকটিরই উচ্চারণের জায়গায় উচ্চারকদের (articulators) মুক্ত না করে যুক্ত রেখেই নাসাপথে শ্বাস যতক্ষণ নিঃশেষিত না হয় ততক্ষণ এ ধ্বনিকে ধরে রাখা যায়। সাধারণ স্পর্শধ্বনির যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে—যেমন (১) মুখবিবরে কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) ধ্বনি সংগঠন, (২) কিছুক্ষণের জন্যে তদবস্থায় উচ্চারকদের অবস্থান এবং (৩) ফটকার মতো ধ্বনি ক'রে তাদের পৃথকীকরণ—এ তিনটির প্রথম দু'টো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু স্পর্শধ্বনির সবচেয়ে বড় শর্ত উক্ত তৃতীয় পর্যায়টি নাসিক্য ধ্বনিতে থাকে না। তার পরিবর্তে কোমল তালু ঝুলে পড়ার জন্যে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকায় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস অত্যন্ত সহজভাবেই সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে বেরোতে পারে। এ জন্যে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে প্রাচীন বৈয়াকরণরা যেভাবে স্পর্শধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, আধুনিক ধ্বনিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তাঁদের সে-ভাগে ফেলা

যায় না। নাসিক্য ধ্বনিগুলোতে স্পর্শধ্বনির বৈশিষ্ট্য যতটুকু আছে, ব্যতিক্রম আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং এ-ব্যতিক্রমের জোরেই নাসিক্যধ্বনি যত না স্পর্শ-ধ্বনি তার চেয়ে অনেক পরিমাণে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি।

এ-প্রসঙ্গে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (nasal consonants) এবং সানুনাসিক স্বর-ধ্বনির (nasalized vowels) মধ্যে যে তফাৎ আছে সাধারণের অবগতির জন্য তারও আলোচনা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যে তফাৎ 'অনুনাসিক' বা 'সানুনাসিক' এবং 'নাসিক্য'—এ-সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সে ধরনের তফাৎ করা বিধেয়।

ধ্বনিবিজ্ঞানে সংজ্ঞা বা 'term'-এর গোলযোগে ধ্বনিরও গোলযোগ হতে দেখা যায়। এজন্যে 'অনুনাসিক' কি 'সানুনাসিক' নাম দু'টো স্বরধ্বনির জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখে ব্যঞ্জনের ব্যাপারে 'নাসিক্য' নামটি অবলম্বন করা আমি শ্রেয় বলে মনে করি। আর যদি 'অনুনাসিক' কিংবা 'সানুনাসিক' নাম দিয়ে ব্যঞ্জন এবং স্বর সবই কেউ বোঝাতে চান, তাহ'লে যথাক্রমে 'অনুনাসিক' কি 'সানুনাসিক' ব্যঞ্জন এবং 'অনুনাসিক' কি 'সানুনাসিক' স্বরধ্বনি উল্লেখ করতে বলি; তা না হ'লে নামের অরাজকতার জন্যে গোলযোগের অন্ত থাকবে না।

আগেই বলেছি স্বরধ্বনি গলনালী এবং মুখবিবরের কোথাও বাধা না পেয়ে এবং শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে উচ্চারিত হয়; এর উল্টোটা হলেই হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও তাই দেখা যায় মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে এবং ঠোঁটে বায়ুপথ রুদ্ধ হয়ে তাদের উচ্চারিত হ'তে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কোমল তালু ঝুলে পড়ে অর্থাৎ মানুষ নির্বাক অবস্থায় থাকলে, ঘুমুলে কিংবা মুখ বন্ধ রেখে ধ্বনি উচ্চারক অংশ-গুলোকে বিশ্রাম দিলে কোমল তালুকে যে-স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দেখা যায়, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির বেলায় কোমল তালু সে-অবস্থায় থাকে। সেজন্যে নিশ্বাস ছাড়ার সময় স্বাভাবিকভাবে নাসাপথে যে-বাতাস বেরোয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের বেলায় ঠিক তেমনটি হয়। নাসিক্য ছাড়া অন্যান্য ব্যঞ্জন কি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরে নানারূপ সক্রিয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, বিশ্রামাবস্থার কোমল তালুর স্বাভাবিক রূপ স্বাভাবিক ঝুলে-পড়া অবস্থায় না থেকে উপরে উঠে গিয়ে নাকের ছিদ্র-পথ বা নাসামুখের গহ্বর বন্ধ করে দেয়। তাতে বাতাস আর নাক দিয়ে বেরোতে পারে না, মুখ দিয়ে বেরোয়। সাধারণ স্বরধ্বনি অর্থাৎ মৌখিক স্বরধ্বনি

(oral vowel) উচ্চারণের সময়ও কোমল তালুর অবস্থা থাকে এ রকমই। কিন্তু সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু না-উঁচু না-নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ব'লে নাসাপথ যেমন কিছুটা খোলা থাকে মুখপথও থাকে তেমনি আল্‌গা। এ কারণেই সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা শোনা যায়; যা মৌখিক স্বরধ্বনিতে শোনা তো দূরের কথা, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও শোনা যায় না। কেননা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে প্রয়োজনমতো মুখের কোনো অংশে কিংবা ঠোঁটে উচ্চারকেরা (articulators) মিলিত হয়ে বায়ুপথ রুদ্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোমল তালু ঝুলে পড়ার জন্যে নাসাপথ আল্‌গা হ'য়ে যায় ব'লে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস শুধু নাক দিয়েই বের হয়, কোনো অবস্থাতেই মুখ দিয়ে বের হয় না। এ বর্ণনা যে কত সত্য, তা ভালো বোঝা যায় সর্দিতে দু'টো কিংবা একটি নাক বন্ধ অবস্থায় কথা বলতে গেলে কিংবা ধ্বনি পরীক্ষার জন্য নাক চেপে ধরে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে। এ ছাড়া বাংলার সব ক'টি স্বরধ্বনিই অনুনাসিক কি সানুনাসিক ক'রে উচ্চারণ করা যেতে পারে; অথচ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির জন্যে বাংলায় এ ছ'টি হরফ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং থাকলেও বাংলার ধ্বনিতে তারা এ তিনটি মাত্রঃ— 'ঙ', 'ন', 'ম'।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি লেখা হয় স্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিয়ে। চন্দ্রবিন্দু নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায় উচ্চারিত অনুনাসিক স্বরধ্বনি-জ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র, স্বতন্ত্র ধ্বনি-পরিজ্ঞাপক হরফ নয়। তা যে নয়, তার বড় প্রমাণ চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্র কোনো উচ্চারণ নেই। ধ্বনির যথারীতি বৈশিষ্ট্য নিরূপণে চন্দ্রবিন্দুর হরফ-অতিরিক্ত চিহ্ন (diacritical mark) কিংবা ধ্বনির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপক (prosodic mark) চিহ্ন মাত্র।

পার্শ্বিক ধ্বনি (lateral sound) :—মুখের সামনে থেকে পেছনে কিংবা পেছন থেকে সামনে হিসেব করে মুখবিবরকে ভাগ না করে দু'পাশ থেকে মুখবিবরকে ভাগ করে তার ঠিক মাঝখানে বাতাসের গতিপথ ব্যাহত করে এ-ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর ধরে বেরোতে গিয়ে frontal incisor বা সামনের বড়ো দু' দাঁতের মাঝ-বরাবর উপর-পাটি দাঁতের মাড়ির সঙ্গে জিভের ডগা-সংলগ্ন পাতার সংস্পর্শের জন্যে সেখানে ব্যাহত হয় এবং জিভও দুই কি এক চোয়ালের মধ্যে ফাঁক থাকার জন্যে কমবেশী দু' পাশ কিংবা এক পাশ দিয়ে বের হয়ে

যায়। এভাবে ধ্বনিটি পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত হয় ব'লে উক্ত ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়—উদাহরণ 'ল'। 'ল' তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত।

কম্পনজাত ধ্বনি (trilled sound) :—ফুসফুস-তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়ে বেরুবার সময় নমনশীল কোনো প্রত্যঙ্গের (জিভের কোনো অংশের কিংবা আল-জিভের) দ্রুত ও ঘন ঘন কাঁপন লেগে যে-ধ্বনি উত্থিত হয়। উদাহরণ, বাংলা 'র', উচ্চারণ 'র্' কিংবা 'র্‌র্‌' ; জার্মান ও ফরাসী আলজিভের কাঁপুনিজাত 'র' 'র্‌র্‌র্‌'। এ ভাবে গঠিত ধ্বনিকে তরল ধ্বনিও বলা হয়।

তাড়নজাত ধ্বনি (flapped sound) :—মুখবিবরের মধ্যে বায়ুপথ রোধ করবার জন্যে নমনীয় কোনো প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ জিভের ডগার সামান্যতম স্পর্শে যে ধ্বনি ওঠে। উপর-পাটি দাঁতের গোড়ায় (teeth-ridge) জিভের ডগার উল্টোপিঠের স্বল্প-স্থায়ী সংস্পর্শজাত ধ্বনি। যেমন 'ড়', 'ঢ়'।

উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনি বা শ্বাসজাত ধ্বনি (fricative sound) :—উষ্ম অর্থ নিশ্বাস। ফুসফুস থেকে নিশ্বাস বা শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাবা'র সময় গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখবিবরের নানা জায়গায় বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা লাগতে কিংবা চাপা খেতে পারে ; ফলে এ-ধরনের ঘর্ষণজাত এক রকম শিস্‌ধ্বনি শোনা যায়। সাপের কিংবা ট্রেনের শ্বাস ছাড়ার মতো এ-শিস্‌ধ্বনিই উষ্মধ্বনি। ইংরেজী 'hissing sound'-এর সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। আগেকালের ভাষাতত্ত্ব মতে এ ধ্বনিকে নিশ্বাস আশ্রয়ী 'spirant' বা শিস্‌ধ্বনি 'sibilant' বলা হতো ; ঘর্ষণজাত ব'লে হাল আমলের ধ্বনি ও ভাষা-তাত্ত্বিকেরা এর নামকরণ করেছেন 'fricative sound'। ঘর্ষণজাত শ্বাস থেকে শিস্‌-ধ্বনির উৎপত্তি বলে এ-ধ্বনিকে ধরে রাখা কিংবা প্রলম্বিত করা সহজ হয়। উষ্ম বা শিস্‌ধ্বনির উদাহরণ :— বাংলা 'শ', 'স', 'ফ' (f, ɸ), 'ভ' (v, β) ; ইংরেজী 'th', 'f', 'v', 's', 'z' ইত্যাদি ; আরবী 'ژ', 'ش', 'س', 'ص', 'ظ', 'ث', 'ذ', 'ع', 'غ', 'ق' 'ه', 'ح' এবং বাংলা 'হ'। বাংলা 'হ' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা হবে।

অর্ধ-স্বর (semi vowel) :—শ্রুতিগ্রাহ্য দ্যোতনার দিক থেকে বাগ্‌ধ্বনিকে স্বর ও ব্যঞ্জনের দুই বৃহত্তর পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। বাগ্‌ধ্বনির এ-বিভাগ মতে দেখা যা'য় যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় যে-কোনো স্বরধ্বনির দ্যোতনা অনেক বেশী এবং অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি একরকম ব্যঞ্জনাহীনই। বাগ্‌ধ্বনির শ্রুতি-নির্ভর এ-ভাগমতে স্বর

ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যথারীতি আলাদা হয়ে যাবার পরেও কতকগুলো ধ্বনি পাওয়া যায়, যা এ ব্যাখ্যা মতে না-স্বর ও না-ব্যঞ্জনভাগে পড়ে, ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা এ-সব ধ্বনিকে অর্ধ-স্বর পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছেন। তাঁরা অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করেন যে, এ সংজ্ঞাটি খুব সুখকর নয়। দ্যোতনাহীনতার জন্যে যদি অর্ধ-স্বরকে অর্ধ-স্বর বলা হয়, তা'হলে ঠিক একই কারণে এহেন ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনজাতীয় স্বরধ্বনিও (consonantal vowel) বলা যেতে পারে। কথা বলার সময় অনর্গল ধ্বনিস্রোতের দু'টি স্বরের মাঝখানে অর্ধ-স্বরের তথা অর্ধব্যঞ্জনের সাধারণ অবস্থান দেখা যায়। যেমন 'নোয়া' 'পোয়া' প্রভৃতি শব্দে 'ো' এবং 'া'র মাঝে উত্থিত 'w' (ব্) শ্রুতি। পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনির তুলনায় দ্যোতনার দিক দিয়ে স্বতঃউত্থিত এ-শ্রুতি ধ্বনিটির দ্যোতনা অনেক কম। সে দিক থেকে ধ্বনির সূক্ষ্মবিভাগ মতে এ-জাতীয় ধ্বনিকে অর্ধ-ব্যঞ্জন-ধ্বনিও বলা যায়। তাছাড়া 'নয়্', (noe), যায়্ (jae), বউ্ (bou), প্রভৃতি শব্দের falling diphthong বা পতনশীল দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong)-র শেষ স্বরটি পুরো-পুরি উচ্চারিত না হওয়ায় এর ব্যঞ্জনাও প্রথম স্বরধ্বনির তুলনায় কমে আসে। এছাড়া 'বাক্', 'হাত্' প্রভৃতি শব্দের বদ্ধ অক্ষর (closed syllable) উচ্চারণে 'ক্' 'ত্' প্রভৃতি অক্ষরান্ত ধ্বনি যেমন শ্বাসকে ক্ষণিকের জন্য আটকে দেয়, ঠিক তেমনি 'নয়্', 'যায়্' প্রভৃতি শব্দে দ্বিস্বরের (diphthong) শেষধ্বনিও শ্বাসকে একইভাবে ক্ষণিকের জন্য রোধ করে ধরে। অর্ধ-স্বরধ্বনির সাহায্যে এ-ধরনের ব্যঞ্জনজাতীয় ধ্বনির কাজ হয় দেখে এ জাতীয় ধ্বনিকে এ-অবস্থায় consonantal-ও বলা যেতে পারে। বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা-লাগা-লাগা পর্যায়ে এসে পৌঁছে অথচ যথাযথ ঘষা লাগে না দেখে অর্ধ-স্বর বা অর্ধ-ব্যঞ্জনধ্বনিও যেমন ঘর্ষণজাত ধ্বনি নয়, তেমনি বায়ুপথের সংকীর্ণতম অবস্থায় উচ্চারিত হয় দেখে দ্যোতনার দিক থেকে এ-ধ্বনি স্বর বা ব্যঞ্জন-ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন এবং লঘুভার।

ব্যঞ্জনধ্বনি-পরিচিতির যে পাঁচটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে (ক) উচ্চারণের স্থান এবং (খ) উচ্চারণস্থানে বায়ুপথের রূপ তথা উচ্চারণ রীতিই প্রধান। বাকী তিনটি যথা (গ) কোমল তালুর অবস্থা এবং (ঘ) স্বরযন্ত্রের অবস্থা এবং (ঙ) স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার কথাও প্রথম পরিচিতি-পর্যায়ে দু'টোর মধ্যেই এসে পড়ে, তবু (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিভাগ ধ'রেও প্রত্যেকবারই সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বতন্ত্রভাবে দুই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(গ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কোমল তালু ঝুলে, নীচে নামে, অন্য-কথায় মুখের বিশ্রামকালীন কথা-না-বলা অবস্থায় থাকে এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের বেলাতেই কোমল তালু চাড়া খেয়ে উঠে নাসাপথ বন্ধ করে দেয়। অনুনাসিক স্বরধ্বনির বেলাতে না-উঁচু না-নীচু এমন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, এবং মৌখিক স্বরধ্বনির বেলাতেও কোমল তালু উঁচু হয়ে যায়। এদিক থেকে ঙ, ন, ম, এ-তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনকে এবং বাংলার সব ক'টি মৌখিক স্বরধ্বনির সানুনা-সিক রূপ তথা 'ইঁ, এঁ, এ্যাঁ, আঁ, অঁ ওঁ, উঁ'কে একদিকে ফেলে অন্যান্য সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প', 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', 'র', 'ব', 'হ', 'ল', 'ল্‌হ', 'ড়', 'ঢ', 'হ', 'শ', 'স' এবং মৌখিক স্বরধ্বনি (oral vowels as opposed to nasalized vowels) 'ই', 'এ', 'এ্যা', 'আ', 'অ', 'ও', 'উ' সব ক'টিকে অন্যদিকে ফেলা যায়।

(ঘ) ধ্বনি উচ্চারণকালে স্বরযন্ত্রের অবস্থা বিচার করেও সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যে-সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরযন্ত্র (larynx)-এর ভেতর-কার স্বরতন্ত্রী (vocal cords) যথারীতি কাঁপেনা, সেগুলো অঘোষধ্বনি (unvoiced বা voiceless sounds)। আর যেগুলো উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী রীতিমত কেঁপে ওঠে সেগুলো ঘোষধ্বনি বা (voiced sounds)। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে অঘোষধ্বনি 'ক', 'চ,' 'ট', 'ত', 'প', 'খ', 'ছ', 'ঠ,' 'থ', 'ফ', 'শ', 'স' এবং ঘোষধ্বনি 'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', 'ঙ', 'ন', 'ম', 'র', 'ল', 'ড', 'ঢ', 'হ', 'র্‌হ', 'ম্‌হ', 'ল্‌হ', 'ন্‌হ'। আগের ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে অঘোষ-ধ্বনিকে শ্বাস-ধ্বনি (breath sounds, hard sounds বা tenues এবং ঘোষধনিকে নাদধ্বনি, কোমলধ্বনি তথা soft sound এবং mediae-ও বলা হয়।

(ঙ) ফুসফুস-চালিত বাতাসের চাপের স্বল্পতা এবং আধিক্যের দিক থেকেও এ উপমহাদেশের বিশেষতঃ আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও মোটা-মুটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাতাসের চাপের স্বল্পতাকে 'স্বল্পপ্রাণ' এবং আধিক্যকে 'মহাপ্রাণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উপমহাদেশের আধুনিক আর্য ভাষার ধ্বনি-গুলোর উৎপত্তি হয় বৈদিক আর্য ভাষা থেকে। বৈদিক আর্যভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই প্রথম দেখা যায়। অন্যকথায় আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা বৈদিক আর্য তথা সংস্কৃত ভাষায় সমসূত্রে

আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোতে রক্ষিত হয়েছে। শ্বাস বা প্রাণবায়ুর স্বল্পতা ও আধিক্য দিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ সে-সূত্রে বাংলাতেও এসেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর নানা পরিণতি দেখা যায়, কিন্তু চলতি কথ্য বাংলায় মহাপ্রাণ ধ্বনি যথাযথ রক্ষিত হয়ে স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির 'স্বল্পপ্রাণ' এবং 'মহাপ্রাণ' ভাগকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার বৈপরীত্য (opposition)-এর দিক থেকেও স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর পার্থক্য সূচিত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র বৈপরীত্যহীন মহাপ্রাণতা রয়েছে স্পর্শহীন কণ্ঠ্য উষ্মধ্বনি 'হ'-তে। স্পর্শধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-আগত বাতাস উচ্চারক দু'টির পেছনে এসে জমা হয় এবং উচ্চারক দু'টি আল্‌গা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো ধ্বনি করে বাতাস বের হয়ে যায়—স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ দু'রকম স্পর্শধ্বনির বেলাতেই এ-রকমটি হয়; কিন্তু মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস-চালিত বাতাসের বেগ হয় বেশী, ফলে উচ্চারক দু'টির উচ্চারণের স্থান থেকে আল্‌গা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো আওয়াজটিও হয় দ্বিগুণ জোরে। সহজ কথায় মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় এক ঝলক কিংবা এক হল্‌কা বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যায়। মুখের সামনে একটি পাতলা কাগজ কিংবা পাঁচ দশটাকার নোট ধরে তুলনা-মূলকভাবে স্বল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করলে দেখা যাবে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির সময় কাগজ কিংবা নোটটি যতটুকু নড়ছে, মহাপ্রাণ ধ্বনির সময় নড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে।

বাংলার স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি :—বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রথম এবং তৃতীয় ধ্বনি, যেমন 'ক', 'গ', 'চ', 'জ', 'ট', 'ড', 'ত', 'দ', 'প', 'ব', এবং 'র', 'ল', 'ড়', 'ন', 'ম', 'ঙ', 'শ', 'স'।

আর মহাপ্রাণ ধ্বনি :—বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি, যেমন, 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', 'ফ', 'ভ' এবং 'ঢ়', 'হ', 'ন্‌হ', 'ব্‌হ', 'ম্‌হ', 'ল্‌হ'।

উপরোক্ত ধ্বনিগুলোর মধ্যে (চ্‌), (ছ্‌), (জ্‌), (ঝ্‌) জাতীয় ধ্বনিগুলো সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। বাংলা চ-বর্গের দন্তমূলীয় প্রশস্তধ্বনি চলিত বাংলায় যত না ঘৃষ্ট, তার চেয়ে বেশী স্পৃষ্ট। 'Palatograph'-এর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে চলিত বাংলায় এ ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টধ্বনি বা Plosive sounds; কিন্তু আঞ্চলিক পরিভাষায়, যেমন, ঢাকার কুট্টিদের উপভাষায় এ-ধ্বনিগুলো রীতিমতো ঘৃষ্টধ্বনি বা affricate-ই এবং পূর্ব বাংলার অঞ্চলবিশেষে এ-ধ্বনিগুলো আবার শিস্‌ধ্বনি। এ-ছাড়া

চ-বর্গের ধ্বনি স্পৃষ্ট, ঘৃষ্ট, না শিসজাত তাও নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের উপর। স্পৃষ্ট, ঘৃষ্ট কিংবা শিসধ্বনির সংজ্ঞা মতে যে-উচ্চারণ পাওয়া যাবে ব্যক্তি-বিশেষের মুখেব ধ্বনিকে সে-সংজ্ঞাভুক্ত করলে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের আপত্তির কোনো কাবণ থাকতে পারে না।

বাংলা হরফের (ন্‌হ), (ল্‌হ), (র্‌হ), (ম্‌হ) (ফ, f), (ভ, v) ধ্বনিগুলো দ্রুত কথা বলার সময়ে অনর্গল ধ্বনিস্রোতে স্বতঃউৎসারিত হয় কিংবা শব্দের ভেতরে স্থানভেদে নির্দিষ্ট কতকগুলো স্থানে ব্যবহৃত হয়; শব্দের আদিতে, মধ্যে, অন্তে—সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের স্থান

উচ্চারণের রীতি		জিহ্বামূলীয়		প্রশস্ত দন্তমূলীয়		পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয়		দন্তমূলীয় মূর্ধন্য		দন্ত্য		ওষ্ঠ্য		দন্তৌষ্ঠ্য		আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয়
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	মহাপ্রাণ
স্পৃষ্ট ধ্বনি	অঘোষ	ক	খ	চ	ছ				ট	ঠ	ত	থ	প	ফ			
	ঘোষ	গ	ঘ	জ	ঝ				ড	ঢ	দ	ধ	ব	ভ			
ঘৃষ্টধ্বনি	অঘোষ			চ*	ছ*												
	ঘোষ			জ*	ঝ*												
উষ্ম বা শিসধ্বনি	অঘোষ			চ*	ছ*	শ	স		(ষ)					(ফ)		(ফ)	ঃ
	ঘোষ				ঝ*		য						(ব)	(ভ)		(ভ)	হ
নাসিক্য	ঘোষ	ঙ		(ঞ)			ন	ন্হ	(ণ)				ম	ম্হ			
পার্শ্বিক	ঘোষ						ল	ল্হ									
কম্পনজাত	ঘোষ						র	র্হ									
তাড়নজাত	ঘোষ								ড়	ঢ়							

* আঞ্চলিক ধ্বনি

প্রথম বন্ধনীযুক্ত ধ্বনিগুলো দ্রুত উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট স্পর্শধ্বনির বিকল্পধ্বনি কিংবা কোনো মূলধ্বনির সহধ্বনি

দুই

এ পর্যন্ত যে-আলোচনা করলাম তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সুতরাং এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রত্যেকটি ধ্বনিই প্রত্যেকটি ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র। এ-স্বাতন্ত্র্যই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে এবং সে-বিশিষ্টতাই প্রত্যেকটি ধ্বনিকে স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক পদার্থের মতো চিহ্নিত ক'রে তোলে। লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে। উক্ত ব্যবস্থামতে প্রতি দু'মিনিট অন্তর আপনা থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ল্যাম্পপোস্টগুলোতে বাতি জ্বলে ওঠে। লাল, সবুজ, হলুদ রঙের বাতি। কে জ্বালাচ্ছে, কোথা থেকে জ্বলছে তা দেখা যায় না কিন্তু জ্বলে সত্যি। জীবনে যারা প্রথম যানবাহন নিয়ন্ত্রণের এ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়, সমস্ত ব্যবস্থাটাই তাদের কাছে ঐন্দ্রজালিক কিংবা ভৌতিক বলে প্রতিভাত হয়। সে যা হোক, বাতির রং লাল হ'লে দেখা যাবে সমস্ত যানবাহনই দাঁড়িয়ে গেছে, হলুদ হ'লে গন্তব্য পথে রওয়ানা হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, আর সবুজ হলে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব যানবাহনের জন্য বাতির লাল, হলুদ ও সবুজ রং বহন করছে এক একটা ইঙ্গিত, এক একটা ইশারা। বাতির এ-রূপ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে এক একটা অর্থ। বাতির রং মানুষের মুখের ভাষা নয় কিন্তু মুখের ভাষার মতই কাজ করছে; বহন করছে এক একটা ভঙ্গীজ্ঞাপক দ্যোতনা।

মানুষের সমাজ-জীবনের চলার্বি পথে এক মানুষ অপর মানুষের কাছে নিজেকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলার জন্যে এ-ধরনের লাল কি সবুজ বাতির মতোই নানা প্রতীক ব্যবহার করে। এ প্রতীকগুলো বাইরের জিনিস নয়, সমাজ-স্বীকৃত অর্থবোধক মৌলিক ধ্বনিই। লাল এবং হলুদ রং-এ যে-তফাৎ, অর্থনির্দেশক প্রত্যেকটি মৌখিক প্রতীক (vocal symbol) এর পরস্পরের মধ্যে সেই পার্থক্য। কারুর সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললাম 'আচ্ছা, কাল কাটবো।' আমার শ্রোতার কাছে নিজেকে এ-অর্থে পরিস্ফুট ক'রে তোলাই হয়ত আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বাক্যটির আর সব ধ্বনি যথাযথ রেখে জিভের কোনো পাকচক্রে 'কাল'-এর 'ক'-এর স্থানে হঠাৎ হয়ত 'খ' ব'লে ফেললাম। শ্রোতার কানে

গিয়ে আঘাত লাগলো 'আচ্ছা, 'খাল' কাটবো।' সে হতচকিত হলো, হয়তো বা বক্তাকে ভুল বুঝলো; নয়তো বা বোকা ঠাওরালো। 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে এমন কি পার্থক্য আছে, যার ফলে স্বতন্ত্রভাব আমাদের মনে স্পন্দন জাগায়? স্বতন্ত্র অর্থ ঐ-ধ্বনির সঙ্গে জড়িয়ে থেকে এ-ধ্বনিটির স্বাতন্ত্র্য জাহির করে? শুধু 'ক' 'খ' নয়, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটি থেকে এ-ধরনের স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। এখানে সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর একটা থেকে আর একটা কি বৈশিষ্ট্যে আলাদা হ'যে যাচ্ছে সে আলোচনাই করছি।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে উচ্চারণের স্থান অনুসারে নয় শ্রেণীতে এবং উচ্চারণের রীতি অনুসারে সাত শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে। ধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারে উচ্চারণের স্থান এবং রীতিই সব চেয়ে বড়ো কথা। সেদিক থেকে প্রত্যেক স্তরের ধ্বনিরই পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমেই ধরা যাক উচ্চারণ রীতির দিক থেকে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনির কথা। চলিত, সাধু বা কথ্য বাংলায় (আঞ্চলিক বাংলায় নয়) ক, চ, ট, ত এবং প-বর্গের স্পর্শধ্বনি বিশটি, যথা:— 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প', 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' আবার মতান্তরে ষোলটি; (এ-মতান্তর চ-বর্গের ধ্বনিগুলোকে নিয়ে তা আগেই বলেছি)। উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ-স্পর্শধ্বনিগুলোকে চারটি চারটি ক'রে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে সাধারণ লক্ষণ, গুণ বা রীতি বাংলার এ-বিশটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্যান্য ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছে তা এদের 'স্পর্শতা গুণ'। এ-গুণটিই হচ্ছে এ ধ্বনিগুলোর 'greatest common factor'. পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখা গেছে এ-গুণ যথাক্রমে তিনটি পর্যায়ের সমষ্টি, যথা—(১) ধ্বনি সংগঠনের জন্য উক্ত ধ্বনির প্রয়োজনানুসারে উচ্চারণ স্থান দু'টির সংস্পর্শ, (২) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য উচ্চারক দু'টির অবস্থান এবং (৩) উচ্চারক দু'টো পৃথক হ'য়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া। এ-সাধারণ গুণ আলোচ্য বিশটি ধ্বনিতে থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণের স্থান অনুসারে পাঁচটি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হ'যে এরা বৈশিষ্ট্য নিরূপক হ'যে উঠেছে। আবার উচ্চারণের স্থান অনুসারে এ-পাঁচ শাখার প্রত্যেকটিতে যে চারটি ক'রে ধ্বনি আছে তাদের প্রত্যেকটিই বিশেষ গুণে প্রত্যেকটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। কি ক'রে তা সম্ভব হয় সে-কথাই বলছি।

ক-বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি

প্রথমেই ক-বর্গের ধ্বনিগুলোর কথা ধরা যাক। বহু বাংলা ব্যাকরণে ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে কণ্ঠধ্বনি নামে অনেক বৈয়াকরণই অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ বৈয়াকরণই ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নন ; অথচ গতানুগতিকতার জের টেনে তাঁরা এ ধরনের নামকরণ করে থাকেন। এ বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ লেখেন এ-দোষ যে সবটাই তাঁদের তা নয়। আসলে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলিপ্রমুখ বৈয়াকরণ সংস্কৃত ধ্বনিগুলোর যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, আজ পর্যন্ত এ-উপমহাদেশের সংস্কৃত থেকে কালের নিয়মে উদ্ভূত-ভাষাসমূহের ধ্বনিগুলোর শ্রেণীবিন্যাস সেভাবেই রয়ে গেছে। বিশ্ব-বিশ্রুত উক্ত ব্যাকরণবিদরা প্রথমত নিজেদের উচ্চারিত মৌখিক ভাষারই বিশ্লেষণ করেছিলেন ; দ্বিতীয়ত তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের (বর্তমানের পাকিস্তানের) যে সব অঞ্চলে বাস করতেন, সে-কালে সে-সব অঞ্চলের উচ্চারণের ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মানুষের মুখের ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরা জানেন যুগে যুগে ভাষা পরিবর্তিত হয় এবং ভাষায় এ-পরিবর্তন আসে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের উচ্চারণের পার্থক্য এবং ভিন্নতার ভেতর দিয়ে। একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ডের জলবায়ু, আহার-বিহার এবং জীবনযাত্রার ধরনধারনও অনেকাংশে ভাষা তথা ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণের সময়ে ক-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির উচ্চারণ আরবী ق এর মতো হয়ত বা কণ্ঠ্যই ছিল। কিন্তু দু'হাজার বছরের অধিক-কালের ব্যবধানে এবং তাঁদের দেশ থেকে হাজার মাইলের বেশী দূরে অবস্থিত জলো বাংলাদেশের মাটিতে এ-ধ্বনিগুলো কণ্ঠ্য বা কণ্ঠ-নিঃসৃত (uvular) হয়ে জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত (velar) হয়ে গেছে। আরবী ق জাতীয় ধ্বনির তুলনায় বাংলার ক-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি গলনালীয় বা কণ্ঠোচ্চারিত না হ'য়ে আরও কিছুটা এগিয়ে উচ্চারিত হয়। একারণে আমাদের ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে আমি পশ্চাত্তালুজাত বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এ-বর্গে আছে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এ-চারটি ধ্বনি। এদের সাধারণ লক্ষণ 'স্পর্শতা গুণ' এবং উচ্চারণ স্থান একই। অর্থাৎ এ-ধ্বনিগুলো জিহ্বামূলীয় পশ্চাত্তালুজাত ধ্বনি।

এ-ধ্বনিগুলো উচ্চারণে জিভের পশ্চাদ্ভাগ কোমল তালুর দিকে উঁচু করা হয়। কোমলতালুতে চাড় লাগে, তার বিশ্রামকালীন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা উঁচু হয় আর এ দিকে জিভের পশ্চাদ্ভাগও উঁচু হ'য়ে গিয়ে তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটায়। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস ইত্যবসরে পশ্চাদ-জিহ্বা এবং পশ্চাত্তালুর সংস্পৃষ্ট অবস্থার পিছনে এসে আটকে পড়ে। ক্ষণমুহূর্ত পরেই এদের সংস্পৃষ্ট অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয় এবং এদের পেছনের অবরুদ্ধ বাতাসও মুখপথে ফট্ ক'রে বেরিয়ে যায়। উচ্চারণের এ প্রক্রিয়াটুকু এ-চারটি ধ্বনিতেই সমান। সে-জন্যেই ধ্বনি হিসেবে এ চারটি ধ্বনিই একই স্থানজাত অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্ট ধ্বনি। কিন্তু স্থান এবং স্পর্শতা গুণ এক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ রীতি অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথম ধ্বনিটি অর্থাৎ 'ক' উচ্চারণের সময় (১) স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠেনি, এবং (২) সংস্পৃষ্ট উচ্চারক দু'টি মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনের রুদ্ধ বাতাস সজোরে নিষ্ক্রান্ত হয়নি। ধ্বনিটি গঠিত এবং উচ্চারিত হবার সময় স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়নি ব'লে তা 'অঘোষ ধ্বনি'—ঘোষ ধ্বনি নয়; আর রুদ্ধ বাতাস বেরোনোর সময় সজোরে না বেরিয়ে সাধারণভাবে বেরিয়েছে ব'লে ধ্বনিটি 'স্বল্পপ্রাণ'—মহাপ্রাণ নয়। সহজ কথায় 'ক' নামক হরফটিতে যে-ধ্বনি জড়িয়ে আছে তা হচ্ছে পশ্চাত্তালুজাত বা জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি। অন্যকথায় পশ্চাত্তালুজাত বা জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিটির স্মারকচিহ্ন ঐ 'ক' নামক হরফটি। এ-হরফটি দেখলে আমরা যে ধ্বনি উচ্চারণ করি তার নামই হলো জিহ্বামূলীয় অঘোষ ও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (unvoiced unaspirated velar plosive sound)।

ক-হরফের ধ্বনিগত সংজ্ঞাটির আরও একটু ব্যাখ্যা চাই। জিহ্বামূলতা এবং স্পৃষ্টতা তো এর সঙ্গেকার আরও তিনটি ধ্বনির রয়েছে। সেখানে এ-ধ্বনিটিও ওদের সামিলই। কিন্তু যেখানে এ নিজের নাম মাহাত্ম্যে আলাদা, তা হলো, এর অঘোষতা ও অল্পপ্রাণতা দিয়ে। এ-দুটো ধ্বনিগুণের জন্যেই 'ক' পৃথক হলো 'খ' থেকে, হলো 'গ' থেকে, হলো 'ঘ' থেকে।

'ক' যে-ভাবে এবং যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'খ'ও সেখান থেকেই এবং অনেকটা সে-ভাবেই উচ্চারিত হয়। 'অনেকটা'—এজন্যে বলছি যে, নিশ্চয় তা হ'লে পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সে-পার্থক্য হলো 'ক'-এর স্বল্পপ্রাণতা এবং 'খ'-এর মহাপ্রাণতা। 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং গুণই রয়েছে এক। কিন্তু এদের উচ্চারকদ্বয়ের পেছনের দিকে ফুসফুস থেকে সঞ্চিত বাতাস বেরো-

নোর সময় তা এদের দু'টোর মধ্যেকার ধ্বনিগুণের তারতম্য নির্ণীত ক'রে দিয়ে গেছে। 'ক' উচ্চারণের সময় বাতাস উচ্চারকদ্বয়কে আল্‌গা ক'রে সজোরে বেরোয়নি কিন্তু 'খ' উচ্চারণের সময় রীতিমতো সজোরে বেরিয়েছে। বাতাস বেরোনোর এ-বৈপরীত্য বা opposition-গুণই এ-ধ্বনি দু'টোর একটিকে আর একটি থেকে করে তুলেছে পৃথক, দিয়েছে একটি থেকে আর একটিকে স্বাতন্ত্র্য। প্রাণবায়ুর সজোর নির্গমণের জন্য 'খ'-এর নাম হয়েছে 'মহাপ্রাণ ধ্বনি'। 'ক'-এর ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (unvoiced unaspirated velar plosive sound), 'খ' তখন চিহ্নিত হচ্ছে জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (unvoiced aspirated velar plosive sound) বলে। এ থেকে বোঝা যাবে 'ক' এবং 'খ' উভয় ধ্বনির উচ্চারণেই স্বরতন্ত্রীর কাজ নাস্তিবাচক (negative), অস্তিবাচক (positive) নয় ; অর্থাৎ এ দু'টি ধ্বনির কোনোটির উচ্চারণেই স্বরতন্ত্রী যথারীতি কেঁপে ওঠে না, থাকে নিষ্ক্রিয়।

'ক'-এর স্বল্পপ্রাণতা এবং 'খ'-এর মহাপ্রাণতা এ-ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিরীতি দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এদের উচ্চারকদ্বয়ের পশ্চাৎরুদ্ধ বাতাস নির্গমণের প্রক্রিয়া এনেছে এদের মধ্যে তারতম্য এবং বৈশিষ্ট্য। কি গুণে 'ক' এবং 'গ', কি 'খ' এবং 'গ' পৃথক হচ্ছে এবারে তা দেখা যাক। উচ্চারণের স্থান এবং স্পর্শতাগুণ এদের সবের মধ্যে ঠিকই আছে কিন্তু 'ক' এবং 'গ' এর মধ্যে পার্থক্য এসেছে স্বরযন্ত্রে নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার বৈচিত্র্য থেকে। 'ক' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনি, 'গ' উচ্চারণে লেগেছে।

'গ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে কিনা তা ভালো বোঝা যাবে দু'কান দু'হাতের তালু দিয়ে বেশ চেপে বন্ধ করে পরপর 'ক' এবং 'গ' উচ্চারণ করলে কিংবা শিশু-কালে আমাদের মাথার খুলির মধ্যদেশে যে-জায়গাটি তুলতুল করে সে-জায়গাটি ডান কি বাম হাতের তালু দিয়ে চেপে ধ'রে পর পর দু'টো ধ্বনি উচ্চারণ করলে কিংবা আমাদের পুরুষদের স্বরযন্ত্রের যে-অংশটি গলার ওপরে বাইরে থেকে উঁচু হয়ে থাকতে দেখা যায় (হ্যাংলা কি মদ্দা মেয়ে না হ'লে সাধারণতঃ মেয়েদের উঁচু হয় না) সেখানে আঙুল ছুঁয়ে পর পর দুটো ধ্বনি উচ্চারণ করলে। 'গ' উচ্চারণ কালে স্বরযন্ত্রস্থিত স্বরতন্ত্রী দু'টোতে একটা যে কাঁপুনির সৃষ্টি হয় এসব জায়গায় হাত দিয়ে তা ভালো বোঝা যায় ; অথচ একইভাবে হাত ছুঁয়ে 'ক' উচ্চারণের সময় সে-বোধ তেমন জাগে

না। অন্যান্য গুণের আপাত সাম্য থাকা সত্ত্বেও স্বরযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা দিয়ে 'ক' এবং 'গ' পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেজন্যে 'ক'-এর ধ্বনিগত নাম যখন জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ-ধ্বনি, 'গ' তখন পরিচিত হয় জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ-ধ্বনি (voiced unaspirated velar plosive sound) নাম নিয়ে।

'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে কিংবা 'ক' এবং 'গ'-এর মধ্যে যে-ধ্বনিগত পার্থক্য তা এদের পরস্পর থেকে পরস্পরের একটি বিশিষ্টতা দিয়ে। 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যেকার পার্থক্য পরস্পরের স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে, আর 'ক' এবং 'গ'-এর মধ্যে পার্থক্য অঘোষতা এবং ঘোষতা দিয়ে, কিন্তু 'খ' এবং 'গ'-এর ভেতরের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে তাদের পরস্পরের দ্বিবিধ গুণগত দিক থেকে। 'খ'-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাপ্রাণতা আর অঘোষতা গুণ, কিন্তু 'গ'-এর ভেতরে আছে ঘোষতা আর স্বল্পপ্রাণতা। 'ক', 'খ' কিংবা 'ক', 'গ'-এর চেয়ে 'খ' এবং 'গ'-এর ভেতরের বৈপরীত্যের (opposition) পরিমাণ বেশী আর উক্ত বৈপরীত্যের সাহায্যেই তারা স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক ধ্বনি হিসেবে আমাদের ভাষায় ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এবারে 'ক' এবং 'ঘ'-এর ধ্বনিগুণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যাক। উচ্চারণের স্থান এবং স্পর্শতা গুণ এ-দুটো ধ্বনিতেও আছে এদের গোত্রের অন্যান্য ধ্বনিগুলোর মত একই রূপে। অথচ পরস্পরের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে একটিতে স্বল্প-প্রাণতা এবং অঘোষতা দিয়ে আর অন্যটিতে মহাপ্রাণতা ও ঘোষতা দিয়ে। অর্থাৎ 'ক' স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি কিন্তু 'ঘ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। 'ঘ'-এর ধ্বনিগত নাম জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্রাণ ঘোষস্পর্শধ্বনি (voiced aspirated velar plosive sound)। একটি ধ্বনিকে এ-নামে অভিহিত করলে যে হরফটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার রূপরেখা হলো 'ঘ', অন্যভাবে বললে বলতে হয় ঘ-হরফের মধ্যে যে-ধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে উচ্চারণ করলে তার ধ্বনিগত রূপ-বৈশিষ্ট্য আভাসিত হবে পশ্চাত্তালুজাত মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ঘোষধ্বনির ভেতর দিয়ে।

'ক' এবং তার সমস্থানোদ্‌গত বাকী তিনটি ধ্বনি 'খ' 'গ' এবং 'ঘ'-এর মধ্যে গুণগত এ-ধরনের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের মধ্যে স্পর্শতাগুণের ঐক্য থাকার জন্যে পাণিনিপ্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিজ্ঞানী এগুলোকে ক-বর্গীয় ধ্বনি নামে অভিহিত

করেছেন। 'বর্গীয়ধ্বনি'র অর্থ এদের পরস্পরের মধ্যেকার গুণগত সাম্য এবং ঐক্য এ-ধ্বনিগুলোকে যেমন এক বর্গীয় বাঁধনে বেঁধেছে তেমনি এদের ভেতরের বৈপরীত্য-গুণ এদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিয়েছে। এদিক থেকে বিচার ক'রে 'প্রাগ স্কুলের' সুইসজার্মান ধ্বনিবিদ প্রিন্স ট্রুবেট্‌জ্‌কয় এদের ভেতরের bundle of co-relation এবং opposition counter-এর কথার উল্লেখ করেছেন। Co-relation বা ঐক্য এদের চারটি ধ্বনির মধ্যে যেমন রয়েছে তেমনি opposition বা বৈপরীত্যও রয়েছে এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট। কিন্তু বৈপরীত্যের মাত্রা কমে এসে নিম্নতম একক অবলম্বনে পৃথক হয়েছে 'ক' থেকে 'খ', 'খ' থেকে 'ঘ'; এবং 'ক' থেকে 'গ' আর 'ঘ'। এ-চারটি ধ্বনিকে এভাবে সাজালে আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ—

এর অর্থ 'ক' স্বল্পপ্রাণ, 'খ' মহাপ্রাণ, অঘোষতা দু'টিতেই সমান; 'গ' স্বল্পপ্রাণ, 'ঘ' মহা প্রাণ ধ্বনি, ঘোষতা দু'টিতেই বর্তমান। আবার 'ক' অঘোষ, 'গ' ঘোষ; স্বল্প-প্রাণতার দিক থেকে দু'টিই এক জাতের; 'খ' অঘোষ আর 'ঘ' ঘোষধ্বনি; দু'টিতেই আছে মহাপ্রাণতা জড়িত। এদের এ-পার্থক্য ধ্বনিগুণের অস্তিবাচক হিসেবনিকেশ থেকে অর্থাৎ এদের কি কি গুণ আছে তা দিয়ে। এ-অস্তিবাচক ধ্বনিগুণই এদের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণে নাস্তিবাচক গুণেরও আভাস স্বতঃপ্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। এর অর্থ উল্টোভাবে চিন্তা করলে 'ক' কিংবা 'খ'তে এমন কি ধ্বনিগুণ নেই যা 'গ' কিংবা 'ঘ'তে জড়িয়ে থেকে 'ক' এবং 'খ'কে গ' ও ঘ' থেকে আলাদা করে দিয়েছে এ কথা ভাবতে পারি। সে-দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'ক'তে ঘোষতা নেই, আর মহাপ্রাণতা নেই, আর 'থ'তে ঘোষতা নেই, নেই স্বল্পপ্রাণতা; আবার 'ক'তে ঘোষতা নেই মহাপ্রাণতাও নেই, আর 'গ'তে নেই অঘোষতা এবং মহাপ্রাণতা। ঠিক তেমনি 'গ'তে মহাপ্রাণতা নেই, অঘোষতাও নেই; আর 'ঘ'তে নেই অঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা। 'খ'তে নেই ঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা আর 'ঘ'তে নেই অঘোষতা এবং স্বল্পপ্রাণতা। এভাবে প্রত্যেক ধ্বনির মধ্যে যে গুণ আছে তা নয়

ববং যে গুণ নেই তা দিয়ে অন্যধ্বনি থেকে এব স্বাতন্ত্র্যও সূচিত ক'রে তোলা যায়। ধ্বনিব এহেন বিশ্লেষণেব মধ্যেও এক বকম বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসাব পবিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যেকটি ধ্বনিনির্দেশক এক একটি স্বতন্ত্র হবফ আছে। হবফগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিব প্রতীক এ-সম্পর্কে আমবা চিন্তা কবি বা না কবি, সামান্য লেখাপড়া জানলেও এক একটা হবফ দেখে সেটা পড়তে গেলেই তাব মধ্যে লিপ্ত ধ্বনিটি স্বতঃউচ্চাবিত হ'যে যায়। যা'বা বিন্দুমাত্র লেখাপড়া জানে না এবং কোনো হবফেব 'হ'-ও চেনেনা তাদেবও দেখি কথাব মাধ্যমে সমাজ-জীবনে তাদেব জীবনাভিনয় করতে। তাদেব কথাব মধ্যে যে-বিচিত্র ধ্বনি ওঠে তাব প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র তবঙ্গ, স্বতন্ত্র আভাস, স্বতন্ত্র অর্থ বিদ্যমান বয়েছে। উচ্চাবণ স্থান এক হওয়া সত্ত্বেও ধ্বনিগুণের সামান্যতম কি নিম্নতম-বৈশিষ্ট্যে এক ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে কিভাবে পৃথক হয়ে গিয়ে পৃথক অর্থবোধক সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ গঠন কবে, বাংলা কিংবা সংস্কৃত গোষ্ঠিব অন্যান্য ভাষাব বর্গীয় ধ্বনিগুলোই তাব উৎকৃষ্ট উদাহবণ। আশেপাশেব সব ধ্বনি ঠিক বেখে উচ্চাবণেব স্থানেব অভিন্নতাব দিক থেকে বর্গীয় ধ্বনিগুলোব ধ্বনিগত সামান্যতম গুণেব পরিবর্তন কবলেই স্বতন্ত্র ধ্বনি উত্থিত হ'তে দেখি। ধ্বনিগত উক্ত স্বাতন্ত্র্যই নির্দেশ কবে স্বতন্ত্র অর্থবোধক স্বতন্ত্র শব্দের। মানুষ মূর্খ হোক, বিজ্ঞ হোক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভিন্নার্থবোধক শব্দ বাছাই ক'বে নিজেব অজ্ঞাতসারে আপন কা'জে লাগায়। 'ক' বর্গেব চাবটি ধ্বনিওয়ালা এ-চারটি শব্দ নিই, যেমন :—

কো | ল :—ক্+ওল
খো | ল :—খ্+ওল
গো | ল :—গ্+ওল
ঘো | ল :—ঘ্+ওল

এ-চাবটি শব্দের শেষোক্ত-ধ্বনি 'ল' এবং তাব পূর্ববর্তী স্ববধ্বনি 'ও' সমভাবে চারটি শব্দেই যথারীতি বর্তমান রযেছে। উচ্চাবণকালে বর্গীয ধ্বনি চারটিব গুণগত পার্থক্যেব জন্য চারটি মৌখিক প্রতীক (vocal symbols) চারভাবে শ্রোতাব কানেব ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে চারটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াব সৃষ্টি কবেছে—ফলে তাব মনেব মধ্যে তরঙ্গ তুলেছে ভিন্নার্থবোধক চাবিটি শব্দ।

চ-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি

উচ্চারণ স্থান এক হওয়া সত্ত্বেও ধ্বনির গুণগত দিক থেকে ক-বর্গের প্রত্যেকটি ধ্বনি যেমন প্রত্যেকটি থেকে পৃথক চ, ট, ত এবং প-বর্গেরও এক থেকে অন্যধ্বনির মধ্যে তেমনি একই ভাবের পার্থক্য বিদ্যমান।
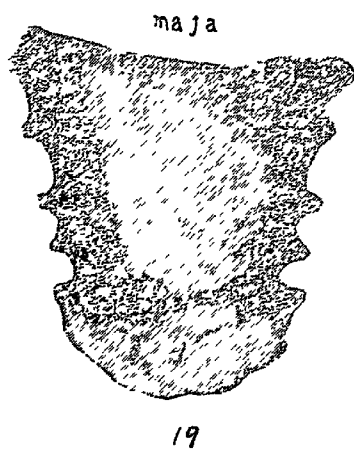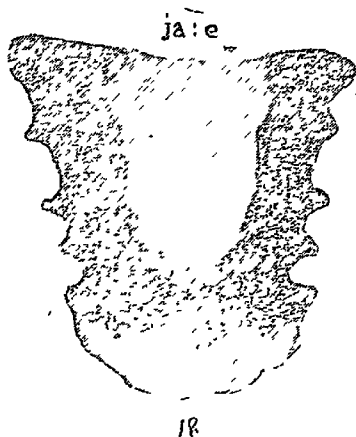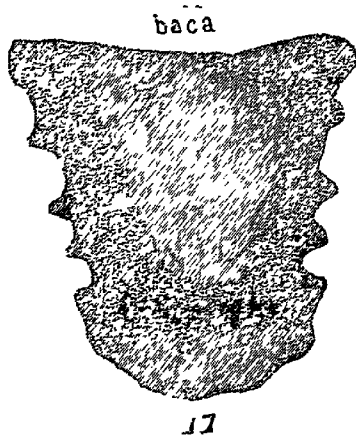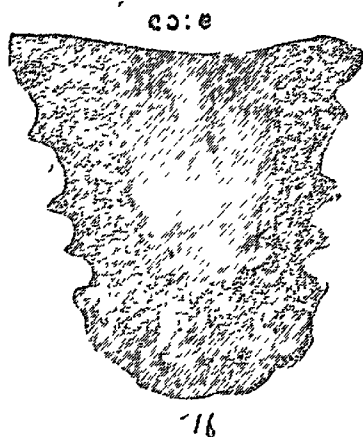
'চর', 'বাচা', 'বু (জ)ার' ও 'মাজা' প্রভৃতি শব্দে 'চ' ও 'জ' উচ্চারণে জিভের পাতার প্রশস্ত দন্তমূলীয় সংস্পর্শের চিত্র।

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' এ-চারটি ধ্বনিকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) ধ্বনি বলা হয়েছে। প্রাচীন বৈয়াকরণরা চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে তালব্য ধ্বনি বলেছেন। নকল তালুব সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ-ধ্বনিগুলো শক্ত ও নরম তালু যা আমাদের কাছে যথার্থ তালু নামে পরিচিত, তার সঙ্গে জিভের প্রয়োজনীয় অংশের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় না। উপর-পাটি দাঁতের মাড়ি (teeth-ridge)-কে সূক্ষ্মভাবে ভাগ করলে আমরা অগ্র-দন্তমূলীয় (pre-alveolar) এবং পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় (post alveolar) এ দু'ভাগ পাই। 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' এ-চারটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের ডগা এবং তৎ-সংলগ্ন পেছনের অংশ তথা জিভের পাতাকে দন্তমূলের পশ্চাদ্‌ভাগের এবং অগ্রতালুর অংশ বিশেষের সঙ্গে রীতিমতো প্রশস্তভাবে মেলে ধরা হয়; জিভের ডগা নীচের পাটি দাঁতের গায়ে লেগে থাকে—ফলে জিভের পাতার সবটুকু চাপই পড়ে পশ্চাৎ-দন্তমূলের ওপরে। তা ছাড়া জিভ উপরের মাড়ির দু'পাশ ঘেঁষে এমন চওড়াভাবে উঁচু হয় যে, জিভের দু'পাশ দু'মাড়ির দু'পাশকেও রীতিমতো ছুঁয়ে যায়। এ-কারণেই চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে প্রাচীন বৈয়াকরণদের মত মতো তালব্য ধ্বনি নামে অভিহিত না করে dorso alveolar বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি নামকরণ করতে চাই।

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে এ-ধ্বনিগুলো সম্পর্কে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর পর এবারে এদের উচ্চারণ পদ্ধতির কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রাচীন বৈযাকরণদের অনেকেই চ-বর্গের ধ্বনিগুলোকে স্পৃষ্ট (plosives) না ব'লে affricates তথা ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্টধ্বনি বলতে চান। 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' এ-ধ্বনিগুলো ঘৃষ্ট না স্পৃষ্ট এ নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। এ-মতভেদের স্বাভাবিকত্ব আমি স্বীকার করে নিয়েই এদের সম্পর্কে আলোচনায় রত হ'তে চাই। শুধু এ-ধ্বনি ক'টার কথাই বা বলি কেন, ধ্বনিবিজ্ঞানের বর্তমান এ-উন্নতির দিনে কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি-বর্গ সম্পর্কে নির্ধারিত মত প্রচার করা যে কত বিপজ্জনক তা যাঁরা এ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত তাঁরাই স্বীকার করবেন। এ-কালের ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্য হয় নিজের উচ্চারণকেই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন কিংবা বিশ্লেষণ-গ্রাহ্য ভাষাভাষীদের নির্ভরযোগ্য একজন প্রতিনিধির উচ্চারণ অবলম্বনে সে-ভাষার অঞ্চল বিশেষের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার প্রয়াস পান। সুতরাং একজনের কিংবা অঞ্চল

বিশেষের উচ্চারণ প্রকাণ্ড একটি দেশের ভাষাভাষীর এবং সর্বাঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য নিরূপক হবে, এমন কথা অভিজ্ঞ ধ্বনিবিদ স্বীকার করেন না এবং দাবীও করেন না। উভয় বাংলার মতো এত বড় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সাত কোটিরও অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা যেখানে বাংলা সেখানে একজনের কিংবা এক অঞ্চলের লোকের উচ্চারণ দেশের সর্বাঞ্চলের এবং সকল মানুষের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের নিরূপক না হওয়াই স্বাভাবিক।

এ-ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে অঞ্চল বিশেষে চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টধ্বনি, কোনো অঞ্চলে এগুলো ঘৃষ্ট আবার কোন অঞ্চলে শিস বা উষ্মধ্বনিই। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি চলতি উপভাষার বাংলা ধ্বনিরই (standard colloquial) বিশ্লেষণ করেছি। এ-বিশ্লেষণে আমি আমার নিজের উচ্চারণ এবং কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চলের মৌখিক ভাষা আমার কাছে যে-ভাবে ধরা দিয়েছে আমি তা-ই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ-সব অঞ্চলের চ-বর্গীয় ধ্বনি আমার কানে প্রায়-স্পৃষ্টের (plosive like affricates) চেয়ে যথারীতি স্পৃষ্টধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজের ধ্বনি ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাগারে নকল তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, চলিত বাংলার চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো স্পর্শ তথা স্পৃষ্ট (plosive sounds) ধ্বনিই।

অর্থাৎ 'চ'-র উচ্চারণে জিভের ডগার পেছনের দিক তথা জিভের পাতাকে তালুর অগ্র এবং পশ্চাৎ-দন্তমূলের সঙ্গে প্রশস্তভাবে সংযুক্ত ক'রে ক্ষণকালের জন্য ফুসফুস-চালিত বাতাসের গতিপথ রুদ্ধ করা হয়। পরস্পরের এ সংযোগ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গেই ফট্ ক'রে বাতাস বের হ'য়ে যায় — স্বরতন্ত্রীতে লাগে না কোনো কাঁপন, বাতাসের গতিও অবশ্য প্রবল হয়না ফলে যে-ধ্বনি উত্থিত হয় তাকে প্রশস্ত দন্ত-মূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (dorso-alveolar বা palato-alveolar voiceless unaspirated plosive sound) বলতে পারি এবং ইণ্টারন্যাশনাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের 'c' প্রতীকটির সাহায্যে এ-ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

চলিত কথ্যভাষায় 'ছ' ধ্বনিও 'চ'-এর স্থান থেকে এবং 'চ'-এর মতোই উচ্চারিত হয়, 'ছ' উচ্চারণের বেলা উচ্চারকদ্বয়ের যুক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হবার সময় তাদের পেছনে আটকানো এক ঝলক বাতাস দ্রুত বের হয়ে যায় ; অর্থাৎ 'ছ' পৃথক হয় 'চ'

থেকে তার মহাপ্রাণতা গুণের জন্যে। 'ছ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনা। সুতরাং 'ছ'-এর ধ্বনিগত নামকরণ করা যেতে পারে প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (dorso বা palato-alveolar voiceless aspirated plosive sound) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের 'ch' প্রতীকটির সাহায্যে এ-ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

চলিত কথ্যভাষায় 'জ'-এর উচ্চারণ 'চ'-এর স্থান থেকে এবং রীতির দিক থেকেও 'চ'-এর মতোই ; তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, 'জ' উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়, ফলে ধ্বনিটি হয় নিনাদিত। অন্য কথায় 'জ' ঘোষধ্বনি। এর ধ্বনিগত নাম (dorso বা palato-alveolar voiced unaspirated plosive sound) প্রশস্ত দন্তমূলীয় অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি। ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক স্ক্রিপ্টের প্রতীক j দিয়ে একে চিহ্নিত করতে পারি।

'ঝ'-এর উচ্চারণও 'চ'-এর স্থান থেকে। বর্গের অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে এর পার্থক্য—এর উচ্চারণ-সময়ে বাতাস বেরোনোর বেগ হয় বেশী এবং স্বরতন্ত্রীও হয় প্রকম্পিত; সেজন্যে 'ঝ' যেমন ঘোষ তেমনি মহাপ্রাণ। এর ধ্বনিগত নাম প্রশস্ত দন্তমূলীয় মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি (dorso বা palato alveolar voiced aspirated plosive sound)। এ ধ্বনিটিকে 'jh' প্রতীক দিয়ে রূপায়িত করতে পারি।

উচ্চারণ-রীতি এবং ধ্বনিগুণের দিক থেকে 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে যে-পার্থক্য 'চ' এবং 'ছ'-এর মধ্যে তাই। অর্থাৎ 'চ' এবং 'ছ'-এর মধ্যেও অঘোষতা সমানই কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে স্বল্পপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা দিয়ে। আবার 'খ' এবং 'গ'-এর মধ্যে কিংবা 'গ' এবং 'ঘ'-এর মধ্যে যে-পার্থক্য 'ছ' এবং 'জ'-এর মধ্যে কিংবা 'জ' এবং 'ঝ'-এর মধ্যে রয়েছে তা-ই। ধ্বনি উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ'-এর মধ্যে যে ঐক্য বা সমন্বয়, রীতি এবং ধ্বনিগুণের দিক থেকে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা, অঘোষতা এবং ঘোষতা তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তেমনি রচনা করেছে পার্থক্য। ক-বর্গীয় ধ্বনির মতো এখানে তাই দেখি bundle of co-relations এবং opposition counters এ-ধ্বনিগুলোকে একই সঙ্গে এক হারে গেঁথেছে আবার প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটিকে পৃথক করে দিয়েছে। এ-মন্তব্য যে কত সত্য তা 'কোল', 'খোল', 'গোল' ও 'ঘোল' শব্দ চতুষ্টয়ের

মতো 'আল্' শব্দের পূর্বে চ-বর্গের চারটি ধ্বনির বৈশিষ্ট্যসূচক চারটি গুণ সংযোগ ক'রে চারবার উচ্চারণ করলে দেখা যাবে যে, একটি অক্ষর-জ্ঞানশূন্য মূর্খ মানুষ—

চাল্
ছাল্
জাল্
ঝাল্

এ-চারটি শব্দ ব'লে বা শুনে চারভাবে সাড়া দিচ্ছে। কারণ এদের এক একটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যবাচক এক একটি গুণই তার কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্ক হ'য়ে মরমে পৌঁছে এক-এক রকমের ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

চ-বর্গীয় ঘৃষ্ট ধ্বনি

ব্যক্তিবিশেষের মুখে এবং অঞ্চল বিশেষে 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' এ-ধ্বনিগুলো উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে প্রশস্ত দন্তমূলীয় হওয়া সত্ত্বেও রীতির দিক থেকে স্পর্শ না হয়ে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত এমনকি নিছক শিস্‌জাত ধ্বনিরূপেও উচ্চারিত হ'তে পারে। 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ'-এর শিস্‌জাত (fricative) উচ্চারণ পূর্ব-বাংলার অঞ্চল-বিশেষে কখনও কখনও শোনা যায়, কিন্তু এদের ঘর্ষণজাত উচ্চারণও নিতান্ত কম শোনা যায় না। 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' উচ্চারণ-রীতি অনুসারে স্পৃষ্ট না ঘৃষ্ট তা নির্ভর করে এ-গুলোর উচ্চারণের সময়ে বক্তার উচ্চারক অংশ দু'টি (অর্থাৎ জিভের ডগা সংলগ্ন পাতা উপরের মাড়ির তথা দন্তমূলের সঙ্গে যেভাবে সংযোগ সাধন করেছে) তার পেছনের ফুসফুস-আগত বাতাসের চাপে কিভাবে মুক্ত হচ্ছে তার ওপর। যদি উচ্চারক অংশ দু'টির যুক্তাবস্থা পেছনের বাতাসের চাপে দ্রুত আল্‌গা হয়ে যায় এবং সেভাবে উদ্রিক্ত ধ্বনিটি নিতান্ত স্বচ্ছভাবে শ্রুত হয় তা হ'লে তা স্পর্শধ্বনি কিন্তু পিছনের বাতাসের ধাক্কায় একেবারে আল্‌গা না হয়ে উচ্চারক দু'টি যদি অপেক্ষাকৃত ধীরে আল্‌গা হয় এবং আল্‌গা হবার সময়ে বাতাসকে যদি একটু চাপা দিয়ে দেয় তা হ'লে যে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় তা স্পর্শ ধ্বনির মতো স্বচ্ছ নয়; অন্য কথায় ধ্বনি গঠন এবং উচ্চারক অংশ দু'টির যোগ-সাধন এবং পৃথক-করণের দিক থেকে এরাও এক রকম স্পর্শ ধ্বনিই, তবে উচ্চারক দু'টির আল্‌গা হবার সময়ে উত্থিত ধ্বনিটির এ-সামান্যতম অস্পষ্টতাই স্পর্শ 'চ', 'ছ', 'জ', এবং 'ঝ'-এর তুলনায় এদের পার্থক্য রচনা করে। এ-ভাবে উচ্চারিত 'চ',

'ছ', 'জ', 'ঝ'-কেই ঘৃষ্টধ্বনি বলা যায় এবং চিহ্নিত করা যায় যথাক্রমে 'ts', 'tsh', 'dz' এবং 'dzh'-এর সাহায্যে। এ-রকম অবস্থায় 'চ' (ts)-এর ধ্বনিগত নাম হয় প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্ট-ধ্বনি (dorso alveolar unvoiced and unaspirated affricate sound), 'ছ' (tsh)-এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolar unvoiced aspirated affricate sound), 'জ' (dz)-এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolar voiced unaspirated affricate sound) এবং 'ঝ' (dzh)-এর নাম হয় প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্টধ্বনি (dorso alveolar voiced aspirated affricate sound)।

ইংরেজীতে স্পৃষ্ট কি ঘৃষ্ট কোনো-ভাবেরই মহাপ্রাণ 'ছ' এবং 'ঝ' ধ্বনি দু'টোর অস্তিত্ব নেই কিন্তু ইংরেজীর church এবং jail শব্দ দু টির 'চ' (ts) এবং 'জ' (dz) ধ্বনি দু'টি যথাক্রমে ঘৃষ্ট (affricate) ধ্বনি। ঢাকার কুট্টিদের মুখে 'চ', 'ছ', 'জ' এবং ঝ' ধ্বনিগুলো ঘৃষ্টরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তাদের চাকর, চাচ্চা, চাব্বা, জাইলা, ঝাল প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে।

চ-বর্গীয় শিস্ ধ্বনি

পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে 'চ', 'ছ', 'জ এবং 'ঝ' ধ্বনি চারটি স্পৃষ্টও নয় ঘৃষ্টও নয়; রীতিমত শিস্ধ্বনি (fricative) রূপে উচ্চারিত হয়। সে-রকম ক্ষেত্রে এদের উচ্চারক অংশ দু'টো সংযুক্ত হয়ে ফুসফুস-চালিত বাতাসের পথ কিছুক্ষণের জন্যও রুদ্ধ করে না। উচ্চারক দু'টো সংযুক্তও হয় না, জিভের ডগাসংলগ্ন পাতা দন্তমূলের দিকে উত্তোলিত হয়ে বায়ুপথ এমনভাবে সংকীর্ণ ক'রে দেয় যে, বাতাসের গায়ে ঘষা লেগে এ-ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়; ফলে 'চাচা' শব্দের উচ্চারণ প্রতিভাত হয় 'সাসা' রূপে, 'ছাওয়াল' শব্দ 'সাওয়াল' রূপে উচ্চারিত হ'তে শুনি. 'জানতে' শুনি 'z'নতে ধরনের, আর 'ঝাল' তখন জিভে মুখে লাগে না, কানে এসে ধাক্কা দেয় 'zh'াল হিসেবে। এ রকম ক্ষেত্রে উচ্চারণ-স্থানের প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso-alveolar) নাম ঠিক রেখে 'চ'কে অঘোষ অল্পপ্রাণ শিস্ বা উষ্মধ্বনি, 'ছ'কে অঘোষ মহাপ্রাণ শিস্ধ্বনি, 'জ'কে ঘোষ অল্পপ্রাণ শিস্ধ্বনি এবং 'ঝ'কে ঘোষ মহাপ্রাণ শিস্ধ্বনি নাম দিতে পারি।

বিচিত্র উপভাষার 'নানাবঙ্গে' ভরা উচ্চারণের দেশ এ-বাংলায় 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' হরফগুলো একটা সমস্যারই সৃষ্টি করেছে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে প্রচলিত কথ্য উপভাষায় এগুলো স্পর্শধ্বনিই, ঢাকার পুরাতন শহর অঞ্চলে এগুলো ঘৃষ্ট-স্পৃষ্ট এবং পূর্ব বাংলার অঞ্চল বিশেষে এরা শিস্‌ধ্বনিই। এরকম ক্ষেত্রে কোনো ধ্বনিবিদ এদের transcription-এর প্রশ্ন তুলে যদি বলেন 'চ' প্রভৃতি ধ্বনির জন্য ইণ্টারন্যাশনাল ফোনেটিক এ্যাসোসিয়েশান যে-চিহ্ন নির্ধারিত করে দিয়েছে অর্থাৎ ইংরেজীর 'চার্চ', (tsə:ts) জাজ (dzədz) প্রভৃতি শব্দ লিখতে যে প্রতীক ব্যবহার করা হয় বাংলার জন্য ও সর্বত্র সেগুলোই প্রযোজ্য তাহলে তিনি ভুল করবেন। ধ্বনি-বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের যথার্থ পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে ধ্বনির অক্ষর বা প্রতীক বড়ো নয়, ধ্বনিই সর্বেসর্বা. তাঁদের মতে যে-কোনো প্রতীকের সাহায্যেই যে-কোনো ধ্বনির প্রতিলিপি নির্মাণ করা যায়, তবে সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে তাঁরা তা করেন না। প্রাচীন সংস্কার এবং অক্ষরের ঐতিহাসিক মূল্যকেই বড় স্থান দিয়ে থাকেন।

বাংলাতে আলোচ্য ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ যে-ভাবেই করিনা কেন, লিখবার একটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে। একটি ধ্বনি যেখানে যে-ভাবেই উচ্চারিত হোকনা কেন, একই পদ্ধতিতে লিখিত হওয়ার জন্যে সেখানকার লোকের সেটি উচ্চারণে কোনো অসুবিধা হয় না; কারণ এ ধ্বনিগুলো যাদের কাছে স্পর্শ তাদের কাছে স্পর্শই, ঘৃষ্টভাবে যেখানে উচ্চারিত হয় সেখানে ঘৃষ্টই এবং শিস্‌ধ্বনিওয়ালাদের কাছে শিস্‌ধ্বনিই, সেজন্যে দেশের সমস্ত অঞ্চলের লোকদের এতেই হয় অসুবিধা। কারণ আমার কাছে চ, ছ, জ এবং ঝ প্রভৃতি হরফের ধ্বনিগত মূল্য স্পৃষ্ট, ঢাকার কুট্টিদের কাছে এদের মূল্য ঘৃষ্ট। ঢাকার বাইরের নোয়াখালী কি সিলেটের লোকের কাছে এদের মূল্য শিস্‌জাত। ওদের এ-ধ্বনির উচ্চারণে আমি যেমন হাসি কি মনে মনে ব্যঙ্গ করি, আমারটা শুনে ওরাও হয়তো তেমনি করে। বাংলার এ-ধ্বনিগুলোর রীতি মাফিক আলাদা আলাদা প্রতিলিপি-করণ সহজসাধ্য নয়, কেননা আমাদের হরফসংখ্যা তাতে ফেঁপে উঠবে; কিন্তু ইণ্টারন্যাশ-নাল ফোনেটিক স্ক্রিপট্ কিংবা তার অনুসরণে রোমানে যেখানে প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্যেই এক একটি প্রতীক রয়েছে সেখানে এ-ধ্বনিগুলোর প্রতিবিম্বিতকরণ আদৌ কঠিন নয়। এ-ব্যবস্থায় কোনো ধ্বনিকেই একটি নির্দিষ্ট হরফে বেঁধে রাখা যায় না, প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য যে নির্দিষ্ট হরফ আছে ধ্বনি তার স্বরূপে এবং স্বীয় প্রকৃতিতে ধ্বনিবিদদের কানে যথারীতি মূর্ত হয়ে উঠলেই তাকে তার নির্দিষ্ট হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা চলে। এর জন্যে

প্রযোজন ধ্বনিটা কি, তা কানে যথাযথ ধরে' মস্তিষ্কে উপলব্ধি করা। চ-বর্গীয় ধ্বনি যদি স্পর্শ প্রতিপন্ন হয় তা হলে যথাক্রমে c, ch, j এবং jh রূপে লেখা যেতে পারে, যদি ঘৃষ্ট হয় তা হ'লে ts, tsh, dz এবং dzh রূপে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু শিস্‌জাত হ'লে কি করা যেতে পারে? সে রকম হলে 'চ' কে 'c' দিয়ে, 'ছ' কে 'ch' দিয়ে, 'জ' কে 'z' দিয়ে এবং 'ঝ' কে 'zh' দিয়ে লেখার প্রস্তাব করি।

আর যদি বাংলায় হরফ সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 'শ', 'ষ', 'স' ইত্যাদির স্থলে একমাত্র পশ্চাদ-দন্তমূলীয় মূলধ্বনি (Phoneme) 'শ'কেই এ তিনটি স্থানে গ্রহণ করা হয়, তা'হলে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক 'চ'-জাতীয় শিস ধ্বনির এবং ইসলাম মুসলিম প্রভৃতি আরবী শব্দের মধ্যেকার অগ্রদন্তমূলীয় শিস্‌ধ্বনি س-এর প্রতীক হিসেবে 'স'ও রক্ষিত হ'তে পারবে। এ সম্পর্কে আমি বাংলার হরফ সংস্কার শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ট-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে ট-বর্গীয় ধ্বনিকে মূর্ধন্য ধ্বনি বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তাদের সংজ্ঞা অনুসারে এ-ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মূর্ধা। মানুষ মাত্রেরই শৈশবে মাথার খুলির ওপরের দিকের যে-অংশটি তুলতুল্ করে এবং শক্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে—এমন কি পরিণত বয়সেও মাথার খুলির অন্যান্য অংশের তুলনায় যে অংশটি অপেক্ষাকৃত কম শক্ত, সেখানটিতে পেরেক জাতীয় কোনো শক্ত বস্তু দিয়ে সোজাসুজি বিদ্ধ করলে সেটি তালুর যে অংশকে ভেদ করে ফুটে বেরুবে, সাধারণত সেটিকেই আমরা মূর্ধা বলে জানি। অন্যভাবে দেখতে গেলে শক্ত তালুর যেখানে হচ্ছে শেষ আর নরম তালুর হচ্ছে সূচনা—শক্ত ও নরম তালুর সেই সঙ্গমস্থলকেই ধ্বনি-বিজ্ঞানীরা মূর্ধা নামে অভিহিত করে থাকেন। যে-সব ধ্বনি জিভের সংস্পর্শে মানুষের মুখবিবরের এ অংশ থেকে কিংবা তার সামান্য কিছু আগে শক্ত তালুর মাঝখান থেকে উত্থিত হয়, সেগুলোকেই মূর্ধানিঃসৃত ধ্বনি তথা মূর্ধন্য (cerebral, cacuminal, retroflex) নামে অভিহিত করা উচিত।* কিন্তু প্রশ্ন হলো পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এমন

* In the ṭ series contact is made with the tip of the tongue rolled back in the 'mūrdhan'. By the word 'mūrdan' is meant the upper part of the buccal cavity. (mūrdha sabdena Vaktra-vıvaroparibhāgo vivaksyate ; Trıbhāsyaratna), W. S. Allen, *Phonetics in Ancient India*, pp 52-53.

কোনো বাঙালী আছেন কি যিনি এ-ধরনের মূর্ধা থেকে ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করেন ?

এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার মূর্ধন্য (?) ধ্বনিগুলোর একটি ইতিহাস আছে। একালের ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ-ধ্বনিগুলো 'Proto Dravidian' বা দ্রাবিড়-পূর্ব যুগের ধ্বনি। দ্রাবিড়-পূর্ব যুগ থেকে এ-উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে এ-ধ্বনিগুলো 'borrowed' বা কৃতঋণ ধ্বনি। তবে একথা সত্য যে, এগুলোকে যে-কারণে মূর্ধন্য ধ্বনি বলা হয় তা দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা তামিল, তেলেগু, মালায়ালম ও কানাড়াতে এবং উত্তর ভারতের আর্যগোত্রভুক্ত মারাঠীতে যে-ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে এ-উপমহাদেশের অন্য কোনো ভাষাতে তেমন নেই। বাংলাতে তো নেই-ই। তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষীরা একালেও শব্দের মধ্যে এদের অবস্থান অনুসারে শক্ত তালু (hard palate)-র মধ্যবর্তী অংশে কিংবা তার কাছাকাছি শক্ত তালুর শেষ এবং পশ্চাত্তালু (soft palate)-র সূচনাস্থলে মুচড়ে ধরে ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করে থাকেন। মারাঠী ভাষার সতার উপ-ভাষাতে এ-ধ্বনিগুলো যে শক্ত তালুর শেষ প্রান্ত থেকে জাত খাঁটি মূর্ধন্য ধ্বনি, তা গবেষণাগারে কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে।* ফলে তাঁদের

* "The retroflex flapped articulation in the Marathi word 'Paṛ' may be regarded as entirely in the palatal zone and the first rapid touch made with the under edge of the tip of the tongue as far back as the post palatal zone. This articulation is typical for Brahmin speakers of the Satara dialect of Marathi. It does not hold for other so called "retroflex consonants" of Northern Indian Languages. Measured by this type of retroflexion, such articulations do not function in Hindusthani or Urdu. Indeed, it could be maintained that in those language 'ṭ', initial 'ḍ' and also 'ḍḍ' cannot be regarded as having retroflex articulation." Cf. palatograms illustrating Marathi retroflex articulations by a Satara Brahmin, figs. 4, 5, 6 & 7 of the words 'paṛ' 'ḍāv,' 'ṭip', 'phaṛa' respectively—J.R. Firth Word Palatograms and Articulation, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. XII, Pts. 3 & 4, 1948.

মুখনিঃসৃত 'ট', 'ড', 'ড়' প্রভৃতি ধ্বনির যে-ব্যঞ্জনা শোনা যায় তা স্বচ্ছ ও হাল্‌কা নয়, রীতিমতো আড়ষ্ট ও গম্ভীর।

পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণের ব্যাকরণে বর্ণিত ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর যে-বর্ণনা উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি তা এ ধ্বনিগুলোর দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ থেকে কোনো অংশে অভিন্ন নয়। পাণিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে অংশে বাস করতেন সে-অঞ্চল জুড়ে সেকালে তাঁর ভাষাতেও ট-বর্গীয় ধ্বনির মূর্ধন্য উচ্চারণ নিশ্চয়ই যথাযথ রক্ষিত হয়েছিল। এখন সে-সব অঞ্চলের ভাষায় এ-ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ যেমনই হোক না কেন তাঁর ব্যাকরণ অনুসরণ করে এ-উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় যে-সব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে ধ্বনিবিজ্ঞানের সে-রকম চর্চা না থাকার জন্যে অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন সে-সব ব্যাকরণে আর রূপায়িত হয়নি। গতানুগতিক পদ্ধতিতে ভাষা নির্বিশেষের ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে অধিকাংশ বৈয়াকরণই তাঁর দেওয়া সংজ্ঞার অনুকরণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জনকয়েক ধ্বনিবিদ ছাড়া উভয় বাংলার সব বৈয়াকরণই 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করে ক-বর্গের ধ্বনিকে যেমন কণ্ঠ্য বলে অভিহিত করেছেন তেমনি ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মূর্ধা বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

বাংলায় ট-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণস্থান মূর্ধা যে নয় তা কৃত্রিম তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেমন দেখা যায়, তেমনি যে কেউই 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ' প্রভৃতি ধ্বনির উচ্চারণের জন্য জিভ উঁচিয়ে ধরে আয়নার সাহায্যে দেখতে পাবেন কিংবা উপরের তালুর কোন অংশকে জিভের কোন অংশ স্পর্শ করছে তা জিভ ও তালুর সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে মনে মনে অনুভব করতে পারেন। পরীক্ষা যে-ভাবেই করা যাক দেখা যাবে ট-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা সামান্য একটু পাল্টে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দন্তমূলকে স্পর্শ করে ধরেছে। মূর্ধার দিকে এগিয়ে স্পর্শ করা তো দূরের কথা পশ্চাৎদন্তমূল পর্যন্তও জিভের ডগা এগোয়নি। বাংলার ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলো দন্তমূলীয়ই (alveolar); কিন্তু উচ্চারণ করবার সময় জিভের ডগা চ্যাপটা হয়ে দন্তমূলের সঙ্গে সেঁটে না গিয়ে কিংবা নীচের পাটি দাঁতকে সটান শায়িত অবস্থায় স্পর্শ না করে একটু দুমড়ে যায়। জিভের ডগার সামান্যতম 'curling' বা দুমড়ানোর জন্য মুখগহ্বরে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস কিছুটা প্রতিবেষ্টিত হয়ে যায়। বায়ুপথের এটুকু প্রতিবেষ্টন বা

retroflexion-এর জন্যে এ-ধ্বনিগুলোর যে-ব্যঞ্জনা আমরা পাই তা কোমল, মধুর বা স্বচ্ছ ততটা নয় যতটা গম্ভীর, কিন্তু দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ভাষার ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতো নিশ্চয় গুরুভার নয়। এ-কারণেই বাংলার এ-ধ্বনিগুলোকে cerebral, retroflex, cacuminal বা মূর্ধন্য না বলে বলা উচিত alveolo-retroflex plosive sound—দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত বা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।
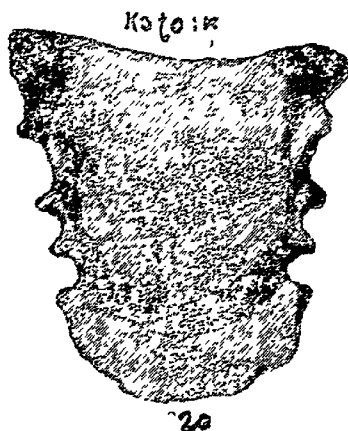
কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষিত 'কটক' শব্দে 'ট' উচ্চারণের চিত্র। শব্দমধ্যবর্তী অন্তঃস্বরীয় 'ট' উচ্চারণেও জিভের ডগার সংস্পর্শ দন্তমূলীয়। ট-বর্গের অন্যান্য ধ্বনি উচ্চারণেও এ-রকম চিত্র পাওয়া যায়।

উচ্চারণের স্থান ও উচ্চারণরীতির দিক দিয়ে ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার পর তাদের আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ বিশ্লেষণের আর বেশী কিছু বাকী থাকে না। ক-বর্গীয় কিংবা চ-বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর মতো এ-ধ্বনিগুলোও আপন বর্গীয় গণ্ডীর মধ্যে সমন্বয় ও বৈপরীত্যগুণের দিক থেকে পরস্পর থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। তার ফলে 'ট' ও 'ঠ'-এর মধ্যে যে-মিল দেখি তা স্বরতন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তাজনিত অর্থাৎ এ-দুটো ধ্বনিই অঘোষ, তাদের উভয়েরই অভাব ঘোষতার আর তারা যেখানে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র তা হলো স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে। এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে—

ট্+ই+কা=ি | ট | কা=টিকা
ঠ্+ই+কা=ি | ঠ | কা=ঠিকা

এ-দু'টো শব্দের পর পর উচ্চারণ করে। উভয় পার্শ্বের সমস্ত ধ্বনি ঠিক রেখে শুধু 'ট'-এর মধ্যেকার প্রাণবায়ুকে বাড়তে না দিয়ে আর 'ঠ'-এর বাতাসের চাপকে কমতে না দিয়ে পর পর উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থবোধক দু'টো স্বতন্ত্র শব্দ পাবো। অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ও অক্ষরজ্ঞানহীন বাংলা ভাষাভাষী সকলের কাছেই এ-দু'টো শব্দের আওয়াজ দু'টো স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তাই 'ট'-এর ধ্বনিগত নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo-retroflex unvoiced unaspirated plosive sound) আর 'ঠ'-এর নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo-retroflex unvoiced aspirated plosive sound)।

'ট' ও 'ঠ'-এর মধ্যে যে-মিল ও পার্থক্য 'ড' ও 'ঢ'-এর মধ্যেও ঠিক তাই। অর্থাৎ 'ড' ও 'ঢ' দু'টোই ঘোষধ্বনি। এখানে তাদের মিল। আর 'ড' স্বল্পপ্রাণ ও 'ঢ' মহাপ্রাণ। এখানে তাদের অমিল।

ড | াক=ডাক্।

ঢ | াক=ঢাক্। এ-দু'টো শব্দে শ্রোতার মনে যে দু'টো স্বতন্ত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে তা নিছক বাতাস নির্গমনের তারতম্যে। একারণেই 'ড'-এর ধ্বনি-গত নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo-retroflex voiced unaspirated plosive sound) আর 'ঢ'-এর দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolc-retroflex voiced aspirated plosive sound)।

'ট' ও 'ঠ' এবং 'ড' ও 'ঢ'-এর মধ্যে যেমন মিল ও পার্থক্য রয়েছে, তেমনি 'ট' ও 'ড'-এর মধ্যে মিল আছে স্বল্পপ্রাণতায়, পার্থক্য আছে অঘোষতা ও ঘোষতার আর 'ঠ' ও 'ঢ'-এর মধ্যে মিল আছে মহাপ্রাণতায়, কিন্তু পার্থক্য রচিত হয়েছে অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে। ধ্বনিগুণের এ অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক (positive and negative) বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনির মতো 'ট'-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিই এ-ভাবে প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

দ্রাবিড় পূর্ব যুগের ধ্বনি কিংবা দ্রাবিড় গোত্রীয় ভাষার মৌলিক ধ্বনি বলেই নাকি অন্যান্য ধ্বনিগোষ্ঠীর তুলনায় 'ট'-বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে বাংলার শব্দসংখ্যা অনেক কম আবার শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে সমানভাবে এ-বর্গের সব ধ্বনির ব্যবহারও হয় না। ধ্বনির ব্যবহার প্রসঙ্গে এ-সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। বাংলা যে দ্রাবিড়

গোত্রভুক্ত ভাষা নয় বাংলা শব্দে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত এ-মূলধ্বনি-গুলোব মিতব্যবহার তাব কিছু ইঙ্গিত বহন কবে না কি ?

তাড়নজাত ধ্বনি

বাংলার 'ড' ও 'ঢ়'-চিহ্নিত ধ্বনি দুটো 'ড' ও 'ঢ'-এব মতো উপব-পাটি দাঁতের গোডা থেকেই উচ্চাবিত হয় কিন্তু পার্থক্য আছে এদেব উচ্চারণ-বীতিতে। 'ড' ও 'ঢ' উচ্চাবণে জিভেব ডগা সেখানে একটু মুচডে গিযে অনুরূপ অবস্থায কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে আমরা যে দুটো ধ্বনি পাই তার ব্যঞ্জনা স্পৃষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত। 'ড' ও 'ঢ' উচ্চাবণে জিভেব ডগা হযতো বা কিছু মোচডও খায় কিন্তু সেটা এত ক্ষীণ যে তা অনুভব কবতে পারাব আগেই তাব অবস্থার পবিবর্তন ঘটে। এ ধ্বনি দুটো উচ্চাবণে জিভের ডগাব উল্টোপিঠ উপব-পাটি দাঁতেব গোড়াকে স্পর্শ করতে না কবতেই দ্রুত নেমে এসে নীচের পাটি দাঁতের উপব উছলে পড়ে। সম্পূর্ণ প্রক্রিযাটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বলেই এর নামকবণ কবা হযেছে তাডনজাত। বোয়াল মাছ তাব ফিঁচে চালনা কবে যেমন জল-কেলি করে, এ-ধ্বনি দু'টো উচ্চাবণেব প্রক্রিয়াটি ও তেমনি মানুষেব মুখবিববে একটা ক্রীড়াশীলতার উদ্রেক করে। শিশু বয়সে জিভেব ডগাব উল্টোপিঠ অনবরত চালনা কবে ড়-ড়-ড-ড়-ড় ভাবেব ধ্বনি কবতে কে না তৎপব হয়েছে! ধ্বনি-তাত্ত্বিকের কান ও মন নিযে এ-ধ্বনিটির পরীক্ষা কবতে গেলে এখনও এ-ধ্বনিটিব নড়নক্ষম রূপে বিস্মিত না হয়ে পারি না।

'ড়' ও 'ঢ়'

'ড়' এবং 'ঢ'-এব উচ্চাবণ স্থান এক, রীতিও প্রায় একই। ধ্বনিব দিক থেকে দু'টোই নিনাদিত বা ঘোষধ্বনি, পার্থক্য তাদেব মধ্যে শুধু বাতাসের নির্গমন পদ্ধতিতে। অন্য কথায় 'ড' স্বল্পপ্রাণ আর 'ঢ' মহাপ্রাণ। 'ড'-এব ধ্বনিতত্ত্বগত নাম ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাডনজাত ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo flapped sound) আব 'ঢ়'-এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced aspirated alveolo flapped sound)।

যে-গুণে অন্যান্য স্পৃষ্টধ্বনি বর্গীয় পর্যায়ে সমন্বিত হয়েছে, 'ড়' ও 'ঢ়'-এব মধ্যে স্পৃষ্টধ্বনিব সেই সমষ্টিগত গুণেব অভাব বলেই এ ধ্বনি দু'টো বর্গীয় পর্যায়ভুক্ত হয়নি। বর্গীয় ধ্বনিব বাইবে একই প্রকৃতির দু'টো ধ্বনি যদি সামান্যতম বৈশিষ্ট্যে কোথাও

পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা এ দু'টো ধ্বনিতেই হয়েছে। সে জন্যে এ দু'টো ধ্বনিকে এক রকম অর্ধ বর্গীয়ধ্বনি অথবা দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি বলে অভিহিত করা যায়।

পূর্ব বাংলায় 'ড়' ও 'ঢ়' এ দুটো ধ্বনি দেখা যায় না। প্রায় 'ড়' স্থানে 'র' এবং 'ঢ়' স্থলে 'ড়' ব্যবহৃত হয়। স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে কোনভাবেই 'ঢ়'-এর ব্যবহার হয় না। কিন্তু চলিত উপভাষায় এ ধ্বনি দু'টো যে বিদ্যমান 'গাড়' (উচ্চারণে 'গাড়ো'—প্রোথিত করা অর্থে) এবং 'গাঢ়' (উচ্চারণে 'গাঢ়ো'—ঘনো অর্থে) প্রভৃতি বিপরীতার্থক এ ধরনের দু'টি স্বতন্ত্র শব্দ থেকেই তাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

ত-বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি

'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ'-চিহ্নিত এই চারটি ধ্বনিকে ত-বর্গীয় ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য ধ্বনিবর্গের প্রথম ধ্বনি অনুসারে এখানকার প্রথম ধ্বনিটি দিয়েই এ-বর্গেরও নামকরণ করা হয়েছে। এ চারটি ধ্বনির উচ্চারণস্থান এক। উপর-পাটি দাঁতের সামনের বড় দাঁত দুটো (frontal incisor) তে জিভের ডগাকে বেশ প্রশস্ত ভাবে স্পর্শ করিয়ে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এভাবে সামনের বড় দাঁত দু'টোর গায়ে জিভের ডগা চেপে ধরা হয় দেখে একদিকে জিভের উপর-পিঠের লম্বমান দু'পাশ উঁচু হয়ে উপরের চোয়ালের দু'পাটি দাঁতকেই যেমন স্পর্শ করে যায়, তেমনি জিভের ডগার উল্টোপিঠের নীচের ভাগ নীচেরপাটি দাঁতের উপরিভাগে ছুঁই ছুঁই পর্যায়ে এসে পৌঁছে। দাঁত ও জিভের এতখানি সক্রিয় সহযোগিতায় এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হলেও এদের উচ্চারণের মূল চাপ গিয়ে পড়ে জিভের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের বড় দাঁত দু'টোতে। এমনিভাবে দাঁত ও জিভের সংস্পর্শে এ ধ্বনি চারটি উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে দন্ত্যধ্বনি বলা হয়।

পরস্পরের মধ্যে স্পৃষ্টতাজনিত মিল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনিগুলো যে প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ত বর্গের এ ধ্বনি চারটির মধ্যেও সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করছে।

'ত' ও 'থ'-এর মিল অঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে। 'দ' ও 'ধ'-এর মিলও ঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা
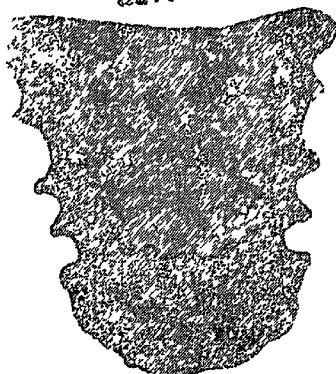
কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষিত 'দাও' শব্দে 'দ' উচ্চারণের চিত্র। এ-বর্গের 'ত', 'থ' এবং 'ধ' উচ্চারণেও এ-ধরনের চিত্র পাওয়া যায়।

দিয়ে। তেমনি 'ত' ও 'দ'-এর মিল স্বল্পপ্রাণতাজনিত; পার্থক্য অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে। আর 'থ' ও 'ধ'-এর মিল মহাপ্রাণতাজনিত কিন্তু পার্থক্য অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে।

ত্+আল=তাল
থ্+আল্=থাল } কিংবা { দ্+আন্=দান
ধ্+আন্=ধান

এবং

ত্+আন্=তান
ধ্+আন্=ধান } কিংবা { থ্+আন্=থান
দ্+আন্=ধান

প্রভৃতি শব্দ শুনে শ্রোতার মনে যে-বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হয় তা এ-ধ্বনিগুলোর পরস্পর মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের এ-সামান্যতম বৈপরীত্য গুণের জন্যে।

এবারে ধ্বনিতত্ত্বগত নাম দিয়ে এদেরকে চিহ্নিত করা যাক। উপরে বর্ণিত উচ্চারণের স্থান ও পদ্ধতির দিক থেকে 'ত'কে বলা যাবে অঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য

স্পৃষ্ট ধ্বনি (unvoiced unaspirated dental plosive sound) ; 'থ'কে অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (unvoiced aspirated dental plosive sound) ; 'দ'কে ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced unaspirated dental plosive sound)আর 'ধ'কে ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced aspirated dental plosive sound) ।

প-বর্গীয় ধ্বনি

বর্গীয় ধ্বনিবর্গের মধ্যে 'প'-বর্গীয় ধ্বনিগুলোই বোধহয় সবচেয়ে সহজবোধ্য । তাব কাবণ এদেব উচ্চারণেব স্থান এবং বীতি যেমন চক্ষুগ্রাহ্য, অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনি কিংবা বর্গীয় বহির্ভূত অন্যান্য ধ্বনিব তেমন নয়। ঠোঁট মুখবিবরেব বাইরে অবস্থিত বলে তার ক্রিয়াকলাপ নিজেব ছাড়া সকলেরই চোখে পড়ে, আর নিজের কাছেও তার অনুভূতির মাত্রা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বায়ুপথ বন্ধ করার জন্যে দু'ঠোঁট বন্ধ কবা হলে তা যেমন সহজেই চোখে পড়ে তেমনি দু'ঠোঁটের পেছনে অবরুদ্ধ বাতাসেব ধাক্কায় ঠোঁট দু'টোব দ্রুত পৃথিকীকবণও আমাদেব চোখ এড়ায় না। মুখের বাইবেব এ-প্রত্যঙ্গ দুটোর অবরোধ ও অবরোধমুক্তিজনিত যে-সব ধ্বনি উত্থিত হয় সেগুলো মুখবিবরনিঃসৃত ধ্বনিগুলোব তুলনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাদেব ব্যঞ্জনা তেমন অনুরণনশীল নয়, নয় তেমনি গাঢ় কি গম্ভীব। 'প', 'ফ', 'ব' ও 'ভ'-চিহ্নিত ধ্বনি-গুলো দু'ঠোঁট বন্ধ করে বায়ুপথ যথাক্রমে রুদ্ধ ও মুক্ত কবে উচ্চাবণ কবা হয় বলে এ গুলোকে ওষ্ঠ্য বা প-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি নামে অভিহিত কবা হয়।

অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনিগুলোব মতই এধ্বনি চারটিতেও একই প্রকাবের সমন্বয় ও বৈপবীত্যগুণ একত্রে মিলেছে—তাব ফলে তাবা একদিক থেকে যেমন একত্রীভূত অন্যদিক থেকে তেমন যথারীতি পৃথকও।

প্‌+আল্‌=প | াল=পাল্‌

ফ্‌+আল্‌=ফ | াল=ফাল্‌

ব্‌+আল্‌=ব | াল=বাল্‌

ভ্‌+আল্‌=ভ | াল=ভাল্‌

এ-চারটি শব্দেব পাশাপাশি উচ্চারণ শ্রোতার মনে যে-বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কবে তা এদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দিয়ে। 'প' ও 'ফ'-য়ে অঘোষতা সমানভাবে

বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এরা পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার জন্যে। আর 'ব' ও 'ভ'-য়ে ঘোষতা সমপরিমাণে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বে ওরা পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার জন্যে। ঠিক তেমনি 'প' ও 'ব' স্বল্পপ্রাণ, এখানে তাদের মিল। আর 'প' অঘোষ, 'ব' ঘোষ; এখানে তাদের অমিল। আবার 'ফ' ও 'ভ' দু'টোই মহাপ্রাণ, সে-জন্যে তারা এক প্রকৃতির। কিন্তু 'ফ' অঘোষ, 'ভ' ঘোষ; এজন্যে তারা পৃথকও।

'প'-এর ধ্বনিগত নাম তাই স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (unaspirated unvoiced bilabial plosive sound) ; 'ফ'-এর মহাপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ স্পৃষ্টধ্বনি (unvoiced aspirated bilabial plosive sound) ; 'ব'-এর অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced bilabial unaspirated plosive sound) আর 'ভ'-এর ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced aspirated bilabial plosive sound) ।

চলিত (standard) সাধু কিংবা কথ্য বাংলায় 'প', 'ফ', 'ব' ও 'ভ'-র সব ক'টি ধ্বনিই স্পৃষ্ট (plosive) ধ্বনি। কিন্তু বাংলার অঞ্চল বিশেষে 'ফ' ও 'ভ' শুধু যে স্পৃষ্টধ্বনি নয় তা নয়, শিস্‌জাত দন্তৌষ্ঠ্য (labio-dental fricative) ধ্বনি এবং তার ঘর্ষণও অনেক সময়ে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে। তা ছাড়া পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলার অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে স্পৃষ্টধ্বনি 'প'-এর কোনো অস্তিত্বও নেই। তারা সেখানে এটির পরিবর্তে দন্তৌষ্ঠ্য (labio dental fricative) শিস্‌জাত ধ্বনিই ব্যবহার করে। এজন্যে উভয় বাংলার আঞ্চলিক ধ্বনিগুলো সম্পর্কে ব্যাপক বর্ণনাত্মক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

অন্যান্য ভাষাতে যেমন দেখি প্রত্যেকটি হরফের সঙ্গে উক্ত হরফচিহ্নিত ধ্বনির কিংবা প্রত্যেকটি ধ্বনি অনুসারে হরফের অনেক অসঙ্গতি রয়েছে, বাংলাতেও তেমনি কোনো কোনো হরফের সঙ্গে ধ্বনির কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কয়েকটি ধ্বনি আছে যার কোনো প্রতীকযোগ্য হরফ নেই। এ-সম্পর্কে বাংলার হরফ সংস্কার পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

আপাতত একথা বললেই যথেষ্ট হবে, আমাদের ভাষায় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (nasal consonant phoneme) আছে এ তিনটি যথা, 'ন্‌' 'ম্‌' 'ঙ্‌' ; কিন্তু এদের

অতিরিক্ত হরফ দেখি ঞ, ণ এবং ং। এছাড়া ন' এবং 'ম'-এর দু'টো মহাপ্রাণ রূপ আছে। ধ্বনিতে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বাংলায় এদের মহাপ্রাণরূপ লিখিতও হয় হ্ন কিংবা হ্ন এবং হ্ম রূপে, কিন্তু বর্ণমালায় স্বতন্ত্রভাবে এ-তিনটি হরফের উল্লেখ নেই।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি না করে বাংলার মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাখ্যায় এবারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। প্রথমত ন চিহ্নিত ধ্বনির কথাই ধরা যাক। এ হরফটির প্রচলিত নাম 'দন্ত্য ন'। বাঙালী সন্তানের যেদিন অক্ষর পরিচয় হয় সেদিন সে এটির নাম শেখে 'দন্ত্য ন'—তারপর বাকী জীবন ধরে এটির এ-নামই সে আওড়ায়, আবার তার বংশাবলীর কাছে এ-হরফটির এ নামই সে রেখে যায়। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এ হরফটির 'দন্ত্য ন' নামই অক্ষয় হয়ে গেছে। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণেও এর এ-ছাড়া কোনো দ্বিতীয় নাম আমাদের চোখে পড়ে কি? অথচ দু' একজন ধ্বনিবিদ ছাড়া তথাকথিত বৈয়াকরণদের কেউ কোনো দিন উচ্চারণের স্থানের সাহায্যে এটির উচ্চারণ যাচাই করে এর নামকরণ করবার প্রয়াস পেলেন না!

'দন্ত্য না দন্তমূলীয় ন?'

খেয়াল করলেই দেখা যাবে 'ন'-এর উচ্চারণের জন্যে জিভের ডগা উপর-পাটি দাঁতের গোড়াতেই উত্তোলিত হয়। 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' উচ্চারণে জিভের ডগাকে যেমনভাবে উপর-পাটি দাঁতের প্রধানত সামনে বড় দু টির গায়ে চেপে ধরা হয়, 'ন' উচ্চারণে জিভের ডগাকে তেমনিভাবে দাঁতের সঙ্গে লাগানো হয় না, হয় উপরের বড় দু'দাঁতের পেছনের মাড়ি যেখানে একটু উত্তল (convex) হয়ে উঠেছে ঠিক সেখানটিতে। সেজন্য 'ন'কে দন্ত্য বলা চলে না, বলা উচিত দন্তমূলীয় (alveolar)। একথা যে কত সত্য তা দেখা যাবে কৃত্রিম তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে, 'ন'-উচ্চারণে জিভের ডগা যেখানে উত্তোলিত হয় সেখানে জিভের ডগাকে ও অবস্থায় রেখে আয়না দিয়ে দেখে কিংবা নিজে মনে মনে একটু অনুভব করলেও। 'ন' কে কোনো শব্দের মধ্যে না ফেলে এমনি উচ্চারণ করে, কিংবা অসংযুক্ত 'ন'-কে শব্দের গোড়াতে, মধ্যে কিংবা শেষে ফেলে (যেমন নাক কান, নানা নানান্ প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণ করে পরীক্ষা করলেই তার উচ্চারণগত অবস্থান

ভালো বোঝা যাবে। উচ্চারণের স্থান বিচারে 'ন' এ-জন্যই দন্তমূলীয়; তথাকথিত 'দন্ত্য' নয়।
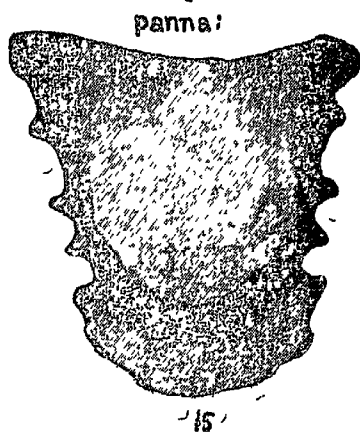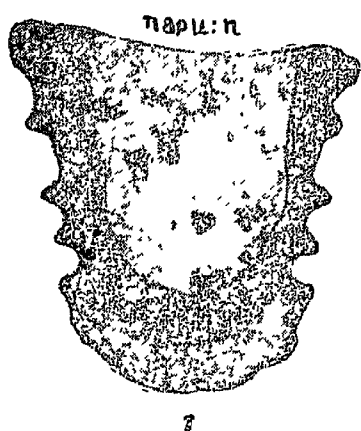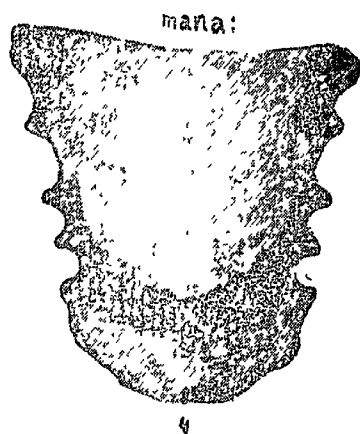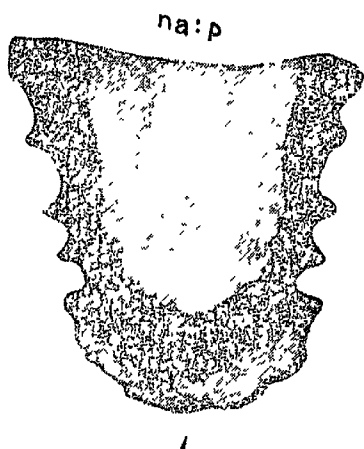
কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষিত 'নাপ', 'মানা', 'নাপুন', 'পান্না' প্রভৃতি শব্দের 'ন' ধ্বনির আদি, মধ্য এবং অন্ত্য উচ্চারণের চিত্র। এ ছবি কয়টির প্রত্যেকটিতে দেখা যাচ্ছে 'n' উচ্চারণে জিভের ডগার সংস্পর্শ ঘটেছে দাঁতের গোড়ায়, দাঁতে নয়।

'ন' এর দন্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনি চারটির পূর্বে—দন্ত, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে, অন্যত্র নয়। আবার একই শব্দের মধ্যে 'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ' ধ্বনি কয়টির পূর্বে 'ন'-এর উচ্চারণ দন্ত্য হলেও বাক্যের মধ্যবর্তী শব্দশেষের 'ন'-এর পরবর্তী শব্দ 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' দিয়ে শুরু করলে সেখানে দন্ত্য না হয়ে দন্তমূলীয়ই হয়ে থাকে। যেমন 'খান্দানী ঘর', 'মন্দ মন্দ বহে বায়ু' প্রভৃতি বাক্যে 'দ'-এর পূর্বেকার শব্দমধ্যবর্তী 'ন' দন্ত্যই, কিন্তু 'কিছু খান্ দান্ তারপর উঠ্‌বেন' কিংবা 'পড়াশুনায় মন্ দাও' প্রভৃতি বাক্যে ত-বর্গীয় ধ্বনি পরে থাকলেও 'খান' এবং 'মন' শব্দের 'ন' উচ্চারণ আবার দন্তমূলীয়ই, দন্ত্য নয়। সুতরাং বাংলার 'ন' ধ্বনিটি যে আমাদের দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (তথা মূল Phoneme) সে-বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই বলেই আমি মনে করি।
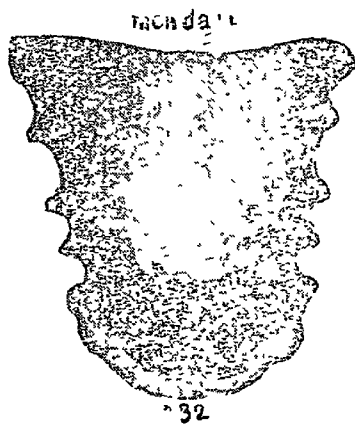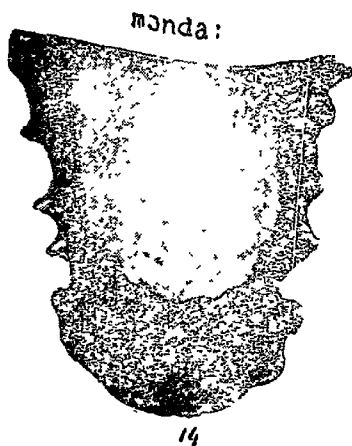
'মন্দা' এবং 'মন দাও' উচ্চারণে কৃত্রিম তালুর চিত্র।

পাশ্চাত্য ধ্বনিবিদ Daniel Jones ধ্বনিমূল বা Phoneme এর এ-সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন: 'A phoneme is a family of sounds in a given language which are related in character and are used in such a way that no one member ever occurs in a word in the same phonetic context as any other member.'*

---

* Daniel Jones : *The Phoneme : its nature and use*, 1950, p. 10.

এ সংজ্ঞাটির তাৎপর্য, যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনির সাহায্যেই উক্ত ভাষার মূলধ্বনি নির্ণয় করতে হবে। এক ভাষার একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার সেই ধ্বনিটির সাদৃশ্য থাকলেও মূলধ্বনি নির্ণয়ে এ সাদৃশ্য বিচার পরিত্যাগ করতে হবে। মূলধ্বনিটি একটি ধ্বনি বর্গের পরিবারভুক্ত হবে। উক্ত ধ্বনি-বর্গীয় পরিবারের (অর্থাৎ উক্ত মূলধ্বনিকে কেন্দ্র করে তার) কয়েকটি সদস্য থাকবে। একই মূলধ্বনির সদস্য হওয়ার জন্যে তাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চারণের দিক থেকে অনুরণনগত মিল থাকবে কিন্তু ভাষায় ব্যবহারের বেলায় শব্দের মধ্যে একটি সদস্য যেখানে ব্যবহৃত হবে অন্য সদস্যটি কিছুতেই সেখানে ব্যবহৃত হবে না। একটি ভাষার একটি মূলধ্বনির পরিবারভুক্ত প্রত্যেকটি সদস্যের এ সীমিত ব্যবহারই তাদেরকে মূলধ্বনির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া থেকে বিরত করে।

Phoneme

আমাদের এ-আলোচনা থেকে এ কথা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, 'ন'-ই বাংলার দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং 'দন্ত্য ন' তার পরিবারভুক্ত সদস্য। বাংলা হরফে 'দন্ত্য ন'-কে স্বতন্ত্রভাবে রূপায়িত করার কোনো অবলম্বন না থাকলেও শব্দ মধ্যবর্তী ত-বর্গের ধ্বনিগুলোর পূর্বে বাঙালী মাত্রই একে স্বাভাবিক ভাবে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারণ করবে। অবশ্য বক্তার যদি দাঁত পড়ে গিয়ে থাকে তবে তার কথা স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক 'ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট'-এ 'দন্ত্য ন'কে 'n̪' ভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি (Phoneme)-র দন্ত্য-সদস্য ছাড়াও বাংলা ভাষার আরও দু'টি সদস্য আছে। একটি 'ঞ' এবং আর একটি 'ণ'।

বর্ণমালায় ব্যঞ্জনধ্বনিপর্যায়ে 'ঞ' অবস্থিত। বাংলা বানানে আমরা 'মিঞা', 'বঞ্চনা', 'লাঞ্ছনা', 'ব্যঞ্জন', 'ঝঞ্ঝা' প্রভৃতি শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি নির্বিশেষে এ-হরফ-টিকে ব্যবহার করার প্রয়াস পাই। বলা বাহুল্য, 'ঞ' বলে কোনো স্বরধ্বনি নেই। আমরা লিখি 'মিঞা' পড়ি 'মিআঁ' অথবা 'মিঁআ'। এখানে 'ঞ'তে সন্নিহিত যে-স্বরধ্বনিটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য তা হলো 'আঁ' কিংবা 'আ'। সুতরাং ঞ দিয়ে 'মিঁআ' শব্দটি লিখলেও স্বরধ্বনি হিসেবে 'ঞ'র স্বীকৃতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা দন্তমূলীয় তালব্য ন (ঞ)

'চ', 'ছ', 'জ' ও 'ঝ' যে তালব্য দন্তমূলীয় (Palato alveolar) তথা dorsal ধ্বনি এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ-ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে

জিভের ডগাসংলগ্ন পাতা চ্যাপ্‌টা হয়ে দন্তমূল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে ছুঁয়ে যায়। শব্দমধ্যবর্তী 'চ', 'ছ', 'জ' ও 'ঝ' ধ্বনির আগে 'ন' এলে অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই চ্যাপ্‌টা হয়ে উচ্চারিত হয়। 'ন'-এর চওড়াভাবের তথা প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা দন্তমূলীয় তালব্য উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তী এ ক'টি ধ্বনির পূর্বে ছাড়া আর কোথায়ও দেখা যায় না। 'ন'-এর এ-চ্যাপ্‌টা উচ্চারণ শব্দমধ্যে এ-ভাবে সীমিত হয় বলে মূল দন্তমূলীয় phoneme 'ন'-এর এও একটি সদস্য (member)। আমেরিকার ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কাছে মূল phone-এর সদস্য (member) হিসেবে 'ঞ'টি allophone তথা অন্তরধ্বনি বা সহধ্বনি নামে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে।

শব্দমধ্যবর্তী চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে আমরা ঞ লিখি বা না লিখি এরকম শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করতে হলেই দন্তমূলীয় 'ন'-এর উচ্চারণ 'ঞ' জাতীয় প্রশস্ত দন্ত-মূলীয়ই হবে। কিন্তু বাক্যমধ্যবর্তী শব্দ যেখানে 'ন' দিয়ে শেষ হয় আর পরবর্তী শব্দ যেখানে চ-বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় সেখানে 'ন'-উচ্চারণ দন্তমূলীয়ই, প্রশস্ত দন্তমূলীয় নয়। 'মাঞ্জা', 'ঝাঞ্ঝা', 'বাঞ্ছা' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে 'প্রাণ যায় তবু মান্‌ যায় না', 'খুন চাই', 'ঝন্‌ঝন্‌' প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনির পূর্ববর্তী 'ন'-উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। এ উদাহরণগুলোর 'যায়' শব্দের 'য' উচ্চারণ প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা 'জ'ই।
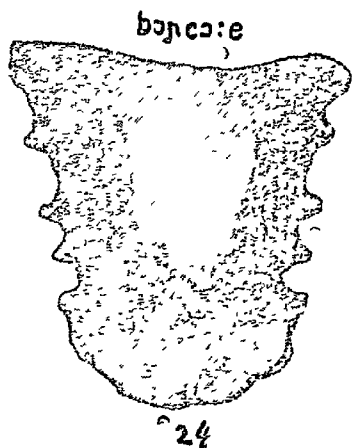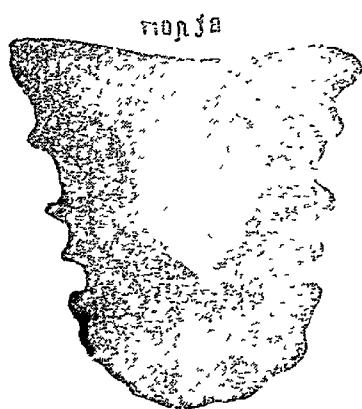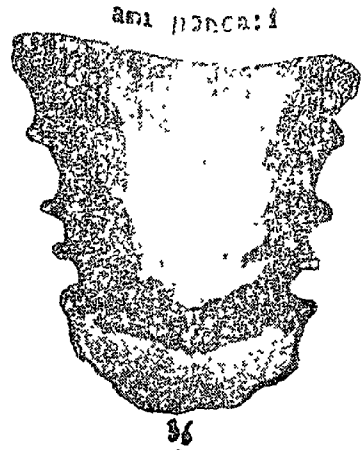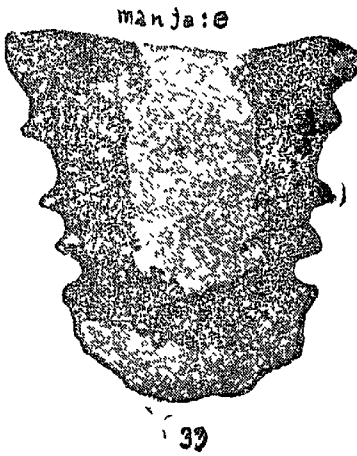
'মাঞ্জা', 'বঞ্চয', 'মান যায', 'আমি পন চাই' উচ্চাবণে কৃত্রিম তালুব চিত্র। 'বঞ্চয়' ও 'মাঞ্জা' শব্দ দু'টিতে পশ্চাৎ দন্তমূলেব সঙ্গে জিভেব পাতাব সংস্পর্শে গঠিত ব'লে 'ন' এখানে প্রশস্ত দন্তমূলীয় (ঞ), কিন্তু 'মান য(ঞ)ায' ও 'আমি পন চাই' বাক্য দু'টিতে দন্তমূলেব সঙ্গে জিভেব ডগাব সংস্পর্শে তত বিস্তৃত ও দৃঢ় নয ব'লে এখানকাব 'ন' উচ্চাবণ দন্তমূলীযই, প্রশস্ত দন্তমূলীয় নয।

বাংলার ট-বর্গীয় ধ্বনি 'ট', 'ঠ', 'ড' ও 'ঢ'-কে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য (alveolo-retro flex) বলা হযেছে। উচ্চাবণেব স্থানের দিক থেকে এরা দন্তমূলীয় কিন্তু বীতির দিক থেকে এ-ধ্বনিগুলোতে মূর্ধন্যীকৃত ব্যঞ্জনা জড়িত আছে। এ-ব্যঞ্জনাব উদ্ভব হয় এদের উচ্চারণ দাঁতেব গোড়ায় জিভের ডগা কিছুটা দুমড়ে যায় বলে। 'ট', 'ঠ', 'ড' ও 'ঢ'-এর আগে শব্দমধ্যে 'ন' ব্যবহৃত হলেই পববর্তী ধ্বনির জন্য উক্ত 'ন' উচ্চারণে জিভ আগে থেকেই মুচড়ে যায়। সেজন্যে তখনকাব 'ন' উচ্চাবণেও আমবা তাব সহজাত (homorganic) অনুবণন শুনতে পাই। 'কণ্টক', 'কাণ্ঠা', 'খণ্ডন', 'ঝাণ্ডা' প্রভৃতি শব্দমধ্যবর্তী 'ন'+'ট', 'ঠ', 'ড'-এর সন্ধিজাত উচ্চারণ এ-কাবণেই মূর্ধন্যীকৃত। 'ন'-এব এ-মূর্ধন্যীকৃত উচ্চারণ বাংলা ভাষায় অন্যত্র শোনা তো দূরেব কথা বাক্য কি বাক্যাংশে শব্দ যেখানে 'ন' দিয়ে শেষ হচ্ছে এবং তার পববর্তী শব্দ যেখানে ট-বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে শুরু হচ্ছে সেখানেও আমরা শুনতে পাই না। 'কণ্টক', 'বণ্টন', 'কাণ্ঠা', 'গাণ্ডা' প্রভৃতি শব্দের 'ন'-এর সঙ্গে 'ওর কান্‌টা টেনে

মূর্ধন্য 'ণ'?

দাও', 'কান্‌টানা', 'পান্‌টা দাও', 'কোন্‌ ঠাকুর?', 'কান্‌ ঢাকো' প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্ববর্তী 'ন'র তুলনা করলেই আমার কথার সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। এ উদাহরণগুলোর শব্দমধ্যবর্তী 'ন'-এর উচ্চারণ মূর্ধন্যীকৃত কিন্তু শব্দপ্রান্তবর্তী 'ন'-এর উচ্চারণ নিছক দন্তমূলীয়ই। 'ন'-এর মূর্ধন্যীকৃত উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ছাড়া অন্যত্র যেমন কোথাও শোনা যায় না তেমনি প্রচলিত বাংলা বানানে শব্দের শেষে কি মধ্যে অসংযুক্ত অবস্থায় 'ণ' ব্যবহৃত হলেও 'ণ' দিয়ে কোথাও বাংলা শব্দ শুরু হয় না। বানান যেখানে যেমনই হোক অসংযুক্ত 'ণ' উচ্চারণ বাংলাতে খাঁটি দন্তমূলীয়ই। মূর্ধন্য 'ণ'-এর উচ্চারণগত এ সীমিত ব্যবহারই একে মূলধ্বনি (phoneme) থেকে অপসারিত করে দন্তমূলীয় 'ন'-এর একটি সদস্য বা allophone রূপে পরিগণিত করেছে।

দন্তমূলীয় 'ন'-এর দন্ত্য সদস্যটির কোনো প্রতিলিপি বাংলা হরফে নেই। শব্দমধ্যবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূলধ্বনিগত দন্তমূলীয় প্রতিলিপিটি ব্যবহার করে আমরা যদি দন্ত্য উচ্চারণ করি বা করতে পারি তাহলে শব্দমধ্যবর্তী চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ঞ' কিংবা ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহার করার কোনো ধ্বনিগত সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ অনুরূপ ক্ষেত্রে আমরা যে প্রতীকই ব্যবহার করি না কেন পরবর্তী ধ্বনির অনুসঙ্গগত (homorganic) উচ্চারণই করবো। বাংলা হরফ ধ্বনিগত (phonetic) বটে, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিমূলক (absolute phonetic বা allophonic) ততটা নয়, যতটা মূল ধ্বনিমূলক বা phonemic। বাংলার অন্যান্য ধ্বনির এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ যদি আমাদের প্রচলিত হরফগুলোতে প্রতিবিম্বিত না হয় এবং যদি তাতে বাংলা ভাষাভাষীদের কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে ধ্বনিগত দিক থেকে 'ঞ' এবং 'ণ'কে আমরা সহজেই অপসারিত করতে পারি।

এ পর্যন্ত আমি যে-আলোচনা করেছি তাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলার 'ন' জাতীয় মূলধ্বনি তথা phoneme একটিই এবং সেটি দন্তমূলীয় 'ন'। বাকীগুলো তথা প্রতিলিপিহীন দন্ত্য 'ন', হরফের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা দন্তমূলীয় তালব্য 'ঞ' এবং দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ণ' তার পরিবারভুক্ত সদস্য তথা member; কিংবা মূলধ্বনি বা phoneme-এর অন্তরধ্বনি বা allophone।

উপব-পাটি দাঁতেব মাড়িব যে অংশটুকু উত্তল (convex) সেখানে জিভের ডগাকে স্পর্শ কবিযে এ 'ন'-এব উচ্চারণ কবা হয। জিভেব ডগা ও দাঁতেব মাড়ি পবস্পব সংলগ্ন অবস্থায থাকা কালেই নরম তালু কিঞ্চিত ঝুলে পড়ে। ফলে নাসাপথ আল্‌গা হয়ে যায আর ফুসফুস চালিত বাতাস তখন মুখ দিযে না বেবিযে নাক দিয়ে বেরোয। এ-কারণে মুখ না খুলে উচ্চাবক দুটোর সংলগ্ন অবস্থায একে একদিকে যেমন যথেচ্ছ প্রলম্বিত কবা যায় তেমনি নাসাপথের কাঠামো দিযে বাতাস নিঃসৃত হয় ব'লে অন্যান্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিব মতো এ-ধ্বনিটিব ব্যঞ্জনা নূপুরগুঞ্জনময়—মধুবও। ধ্বনিটি ঘোষ বা নিনাদিতও বটে। 'ন'-এর ধ্বনিগত নাম তাই দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-nasal consonant sound)।

বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয ও চতুর্থটি যেমন মহাপ্রাণ এবং এ মহাপ্রাণতাই যেমন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীযটি থেকে তাদেব পৃথক কবে দিয়েছে তেমনি 'ন' এবও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে। বাংলাব বর্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতো এব ব্যবহার এত ব্যাপক না হলেও কিংবা অর্থগত দিক থেকে এর মহাপ্রাণতা স্বল্পপ্রাণ 'ন' ধ্বনি থেকে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি না কবলেও 'চিহ্ন', 'অপবাহ্ন', 'আহ্নিক' প্রভৃতি কযেকটি তৎসম শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত যে ধ্বনিটিব সঙ্গে আমরা পবিচিত হই তা 'হ' এবং 'ন'-এব যুক্তধ্বনি নয। হ, ন কিংবা ণ-এব সঙ্গে সংযুক্তরূপে এতকাল বাংলা লিপিতে লিখিত হয়ে আসছে দেখে আমাদেব মনে যুক্তধ্বনিটি সম্পর্কে যে সংস্কার জন্মে গেছে তা 'ন' ফলাব বা উভয়েব যোগের। ফলে নানাভাবে ও-দু'টোব যোগজনিত উচ্চাবণ-বিকৃতি ঘটেছে। মাঝে মাঝে 'চিহ্ন' কিংবা 'অপবাহ্নে'ব যে উচ্চাবণ শুনি তা মোটেই শ্রুতিসুখকব নয়। 'চিহ্ন' বিবৃত হযে উচ্চাবিত হয 'চিহ্‌ন' কিংবা 'চিন্‌হ' রূপে আব 'অপবাহ্ন'ও উচ্চাবিত হয় 'অপবাহ্‌ন' কিংবা 'অপবান্‌হ' রূপে। বাংলা দেশেব অঞ্চল-বিশেযে এর একটা সমাধান হযেছে। সেখানে এব মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ 'ন'ই এ বকম শব্দগুলোতে দ্বিত্ব লাভ কবেছে। তাই তাদের মুখে 'চিহ্ন' হয় 'চিন্ন', 'আহ্নিক' হয 'আন্নিক'। এ এক বকম মন্দেব ভালো। কিন্তু বিকৃত না করে যথার্থ-ভাবে এর উচ্চাবণ কবতে পাবলে দেখা যাবে 'হ্ন' কিংবা 'হ্ণ' আসলে 'ন'-এবই মহাপ্রাণ রূপ। 'খ' কি 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনি যথাক্রমে যেমন 'ক' ও 'গ'-এর মহাপ্রাণ রূপ এবং নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয তেমনি 'হ্ন', 'হ্ণ'-ও আসলে 'ন্‌হ'ই এবং one breath কিংবা one effort articulation। 'ন্‌হ' (nh)-এর

হ্ন, হ্ণ

ধ্বনিগত নাম তাই ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced aspirated alveolo-nasal consonant sound)।

সখ্য (স'ক্খো), সাধ্য (সাদ্ধো) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে যেমন 'খ', 'ধ' প্রভৃতি ধ্বনির প্রথমাংশ স্বল্পপ্রাণরূপে গঠিত ও দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত হয় অথচ মুক্ত হয় না; আর দ্বিতীয়াংশ কেবলমাত্র মহাপ্রাণরূপে মুক্তই হয় গঠিত হয় না, 'চিহ্ন' (চিন্‌হ্) 'অপরাহ্ণ' (অপরান্‌ন্‌হ) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণেও তেমনি এর প্রথমাংশ স্বল্পপ্রাণরূপে দীর্ঘত্ব লাভ করে কিন্তু মুক্ত হয় না আর দ্বিতীয়াংশ নূতন করে গঠিতই হয় না, পূর্বাংশের দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত ধ্বনিটিই মহাপ্রাণরূপে মুক্তি লাভ করে।

'ম' বাংলার দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। এ মূল ধ্বনিটি 'ন' এর মতো কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। দু'ঠোঁটের সাহায্যে এর উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয় দেখে এ-ধ্বনিটির সঙ্গে একটা সহজ স্বচ্ছতা জড়িয়ে রয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত ভাষার মাতৃত্ববোধক শব্দের মূল উৎস বলেই বোধ হয় 'ম' বাংলারও সহজতম ধ্বনি। 'ম'

- ম

ধ্বনি গঠনকালে দু'ঠোঁট পরস্পর মিলিত হতে না হতেই ঠোঁটের অমুক্ত অবস্থায় নীচের চোয়াল কিছুটা নেমে আসে। ফলে মুখের ভেতরে গভীরতম গহ্বরের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও হয় সম্পূর্ণ আলগা; এভাবে মুক্ত নাসাপথ দিয়ে ফুসফুস-চালিত বাতাস বের হতে গিয়ে মুখের ভেতরে যে-গভীর মনোহর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে বাংলার 'ম' নামক হরফটিতে আমরা সেই ধ্বনিটি পাই। 'ম' ধ্বনি গঠনে মুখবিবর সব চেয়ে প্রশস্ত হয়, ফলে সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে তার অনুরণন ধ্বনিত হয় ব'লে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে 'ম'-এর মতো এমন স্নিগ্ধ গম্ভীর ও প্রাণময় ধ্বনি আর পাওয়া যায় না।

এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়। এ-জন্যে এটি নিনাদিত বা ঘোষধ্বনিও। অন্যান্য নাসিক্য ধ্বনির মত 'ম'ও প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি। ঠোঁট দু'টো বন্ধ করে ফুসফুস-চালিত বাতাসকে সহজভাবে চলতে দিয়ে 'ম' ধ্বনির মধুর মাহাত্ম্য ও চমৎকারিত্বের স্বাদ পাওয়া যায় এবং এ-ধ্বনিটিকে যতই প্রলম্বিত করা যায় গানের সুরের রেশের মতো এর অনুরণন ততই যেন ঝঙ্কৃত হতে থাকে। আবার ঘন ঘন ঠোঁট দু'টো খুলে ও লাগিয়ে একে প্রলম্বিত করলে এর গুরুগম্ভীর ধ্বনিমাহাত্ম্যে প্রাণ বিভোর হয়ে আসে। প্রত্যেকটি ধ্বনিরই যে স্বাদ ও মাধুর্য আছে, ধ্বনিতাত্ত্বিকের

মন ও কান দিয়ে অনুশীলন করলে প্রাণ ভবেই তা উপলব্ধি করা যায়। তখন 'ম' ধ্বনিব মাধুরীতে মন আপনা থেকেই মুগ্ধ হয়ে আসে।

'ম'র ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced unaspirated bilabial nasal consonant sound)। ওষ্ঠ্য নাসিক্য মূল ব্যঞ্জনধ্বনি 'ম'-এব 'ন'-এব মতো আব কোনো সদস্য নেই। 'ম' একাই একশো।

মহাপ্রাণ 'ন্‌হ' (nh)-এর মতো 'ম'-এবও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে 'হ্ম'। 'ন্‌হ' (nh) এব মতই এব ব্যবহাবও সীমিত। স্বল্পপ্রাণ 'ম'-এব সঙ্গে মহাপ্রাণ-হ্ম উচ্চারণগত বৈপবীত্য সৃষ্টি করে কিন্তু বর্গীয় ধ্বনিগুলোব মতো স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি কবে না। এব ব্যবহাব দুই স্ববধ্বনির মাঝখানে (intervocalic)

হ্ম

'ব্রহ্মা', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দেই পাওয়া যায়। 'ন্‌হ'-এর মতো 'হ্ম'-এব উচ্চারণও একবকম বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আমবা এরকম শব্দের উচ্চারণ শুনি হয় 'ব্রহ্‌মা', 'ব্রহ্‌ম' কিংবা 'ব্রম্‌হা', 'ব্রম্‌হ' কিংবা 'ব্রম্মা', 'ব্রম্ম'। কিন্তু এর খাঁটি উচ্চাবণ কবলে, কি শুনলে দেখা যাবে এটি 'হ্‌+ম'-এব কিংবা 'ম+হ'-এর যৌগিক উচ্চাবণ নয়,—'খ', 'ঘ', 'থ', 'ধ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনিব মতোই নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উত্থিত উচ্চাবণ (one-effort articulation)। সখ্য (সোক্‌খো), পথ্য (পোত্‌থো), বধ্য (বদ্‌ধো) প্রভৃতি শব্দে যেমন শেষেব ধ্বনিটিব প্রথম অংশ গঠিত হয় অথচ মুক্ত হয় না, আর শেষাংশ শুধু মুক্তই হয গঠিত হয় না, অন্য কথায় শেষাংশ হয় ক্ষণস্থায়ী, তেমনি 'চিহ্ন', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দেও 'ন্‌হ' এবং 'হ্ম' ধ্বনিব প্রথমাংশ প্রলম্বিত হযে শ্রোতাব কানে দ্বিত্ববোধক আভাস এনে দেয় আব শেষাংশ নিশ্বাসেব একই প্রয়াসে সজোবে নির্গত মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হযে ওঠে। 'ন্‌হ'-এর ধ্বনিগত নাম যেমন ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি তেমনি 'হ্ম'-এব নাম ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced aspirated bilabial nasal consonant sound)।

আমরা ছেলেবেলা থেকে 'ঙ' হবফটিব নাম শিখে আসছি "উঁয়োঁ"। ধ্বনিটিও যদি এ-নাম অনুসাবে উঁযোঁ হয় তা হলে আর যাহোক স্পর্শহীনতার জন্যে এটি যে ব্যঞ্জনধ্বনি হবে না আশা কবি তা সহজেই বোধগম্য হবে। এ হরফটিব মধ্যে যে-ধ্বনিটি নিহিত আছে তা হলো 'ঙ্‌' (অঙ্‌)। শব্দবহির্ভূত অবস্থাব 'অঙ্‌' রূপে লিখলেও এর যথাসাধ্য উচ্চাবণ ধরা পড়বে না। এ-ধ্বনিটিকে লক্ষ্য করে জিভের পশ্চাদ-ভাগকে নবমতালুব পশ্চাদভাগেব সঙ্গে উঁচিযে ধবতে গেলেই নরম তালু স্বভাবতই

কিছুটা নেমে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও (nasopharynx) সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ পরিবেশে ফুসফুস-চালিত বাতাস এর পেছনে এসে আবদ্ধ অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে সেটিই হচ্ছে ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ্'। ইংরেজীতে এর ধ্বনিগত নাম voiced velar nasal consonant sound। রঙ্, ঢঙ্, সঙ্ প্রভৃতি শব্দে এ-ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমরা পাই। 'ঙ' মূলধ্বনি (phoneme)-এর অন্য কোনো সদস্য নেই। এ ব্যাপারে সে একক মহারাজ।

দন্তমূলীয় এবং ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো পশ্চাত্তালুজাত এ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির ব্যবহার অবাধ গতিসম্পন্ন নয়। 'ন' ও 'ম' যেখানে শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে অবাধে বিচরণ করে; 'ঙ' সেখানে শুধুমাত্র শব্দের মধ্যে (যেমন সাঙাত, বাঙাল, বাঙ্‌লা) এবং অন্ত্যেই (যেমন রঙ্, ঢঙ্, রাঙ্) ব্যবহৃত হয়।

বাংলা বর্ণমালায় প্রত্যেকটি বর্গীয় ধ্বনির শেষে উক্ত বর্গীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ', 'ঞ', 'ণ', 'ন', 'ম'-এর উল্লেখ আছে। পাণিনি-প্রমুখ ধ্বনিবিদ 'ক' থেকে 'ম' অবধি এ-পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখিয়েছি, বাংলার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে স্পর্শতাগুণ যে নেই তা নয়। তা থাকা সত্ত্বেও স্পর্শধ্বনির মুক্তির পথের মতো মুখ এদের মুক্তির পথ নয়। মুখবিবরে কিংবা মুখের বাইরে এদের উচ্চারক দু'টোকে বন্ধ রেখেই নাসাপথে বাতাস বের করে দেওয়া যায় বলেই এরা সব ক'টিই প্রলম্বিত ধ্বনি। তবু বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর সঙ্গে তাদের আপন-আপন নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিকে যুক্ত করে তাঁরা এক দিক থেকে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। এতে ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যে কত গভীর এবং অন্তর্দৃষ্টি ও ধ্বনি-বিশ্লেষণ ক্ষমতা যে কত সুদূরপ্রসারী তা সহজেই অনুমিত হয়।

প্রত্যেক বর্গীয় ধ্বনির পরে উক্ত বর্গের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি যুক্ত হলে তার সহজাত (homorganic) উচ্চারণ হয়। বাংলায় আমরা কঙ্কক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গ, সঙ্ঘ, চঞ্চু, সঞ্চয়, ঝঞ্ঝা, কণ্টক, কাণ্ঠা, ডাণ্ডা, কিন্তু পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা, কম্প, গুল্ফ, গুম্বজ, গম্ভীর প্রভৃতি শব্দে এ-সত্য যথাযথ উপলব্ধি করি। চ-বর্গীয় এবং ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্তমূলীয় 'ন'-এর উক্ত ধ্বনিগুলোর সহজাত তথা স্বপ্রত্যঙ্গীভূত উচ্চারণ 'ঞ' এবং 'ণ'কে 'ন'-মূলধ্বনির স্বতন্ত্র সদস্যরূপে গণ্য করেছে। 'ম' এবং 'ঙ' মূলধ্বনির

এ-ধরনের উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র সদস্য না থাকলেও প-বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ম'-এর সহজাত উচ্চারণ এবং এবং ক-বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ঙ'-এরও সহজাত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ' সঙীন, বাঙা সাঙাত, বাঙাল প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির (intervoca'ic) মাঝখানে ব্যবহৃত হওয়ায় তার মধ্যেকার স্পর্শতাগুণ তেমন মূর্ত হয়ে ওঠে না। কিন্তু কঙ্কণ, সঙ্গ, গঙ্গা, সঙ্খ, সঙ্গে, বাঙ্গাল প্রভৃতি শব্দে পরবর্তী ধ্বনিগুলো স্পৃষ্টবলেই ফটকার মতো আওয়াজ করে তাদের উচ্চারকেরা মুক্ত হয়ে যাবার সময় 'ঙ্'র স্পর্শতাগুণকেও সুস্পষ্ট করে দিয়ে যায়।

'ন' এবং 'ম'-এর যেমন মহাপ্রাণ রূপ আছে 'ঙ'র তেমন কোনো মহাপ্রাণ রূপ নেই।

বাংলা বর্ণমালায় অনুস্বার (ং) বলে একটি হরফের পরিচয় আমরা পাই। বং, ঢং, বাংলা, বংস, হংস, কংশ ইত্যাদি শব্দে এর বহুল ব্যবহার আমরা দেখি। কিন্তু ধ্বনিগত দিক থেকে 'ঙ র অতিরিক্ত এর কোনো ব্যঞ্জনা কি আমরা শুনতে পাই? বাংলা ধ্বনিতে 'ঙ' এবং অনুস্বার 'ং' সম্পূর্ণ অভিন্ন। বাংলাদেশের বাইরে দেবনাগরী অক্ষরে গুজরাটী ও মারাঠীতে এবং অধুনা হিন্দীতেও অনুস্বারের স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনি নেই। তা পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনিজ্ঞাপক একটি চিহ্ন বা Prosodic mark মাত্র। এসব ভাষায় সংকল্প, সঙ্গীত, সংবাদ, সংজয, সংচয, পংডিত, কিংনর, চংদ্র প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত অনুস্বার বাংলার মতো সর্বত্র 'ঙ'-এর প্রতীক নয়। 'সংকল্প' এবং 'সংগীত'-এ তথা ক-বর্গীয় সমস্ত ধ্বনির পূর্বে 'ঙ'র মতোই; কিন্তু চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে এর উচ্চারণ 'ঞ'র মতো। ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ণ'-এর মতো, ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ন'-এর সঙ্গে এ অভিন্ন এবং প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে এ 'ম'-এর প্রতিনিধি। তাই এসব ভাষায় 'সংবাদ'-এর উচ্চারণ 'সম্বাদ'। 'কিংবা'র উচচারণ 'কিম্বা'। 'সংজয়'-এর উচ্চারণ 'সঞ্জয'। 'পংডিত' উচ্চারিত হয় 'পণ্ডিত' রূপে। 'কিংনর' হয় 'কিন্নর' আর 'চংদ্র'ও 'চন্দ্র' রূপে উচ্চারিত হয়।

অনুস্বার প্রসঙ্গ

বাংলার অনুস্বার 'ং' এবং 'ঙ' ধ্বনিগত দিক থেকে অভিন্ন বলে বাংলার হরফ সংস্কারের সময় অনুস্বারকে বাদ দিয়ে পশ্চাত্তালুজাত ক-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির সহগামী নাসিক্যধ্বনির প্রতীক 'ঙ' রাখলেই উভয়ের কাজ চলতে পারে।

পার্শ্বিক ধ্বনি

ইতিপূর্বে পার্শ্বিক ধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। বাংলায় পার্শ্বজাত মূলধ্বনি (phoneme) রয়েছে একটিই। 'ল' হরফটি দিয়ে এ-ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত জিভের ডগা এবং দাঁতের গোড়াই এ-ধ্বনিটির উচ্চারক। কিন্তু জিভের ডগা-সংলগ্ন পাতাকে এমনভাবে উপর-পাটি দাঁতের বড় দু'দাঁতের মাঝ বরাবর চেপে ধরা হয় যার ফলে উপরের দু'পাশের চোয়াল ও জিভের মাঝখানে বেশ ফাঁক থাকে। তাই উচ্চারক দুটো আলাদা হবার আগেই ফুসফুস-তাড়িত বাতাস জিভ ও চোয়ালের পার্শ্ববর্তী এক কিংবা দু'দিকের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যায়। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপনও লাগে। সেজন্যে ধ্বনিটি ঘোষ (voiced), ব্যঞ্জনাময়ও। এ-ধ্বনিটির মধ্যেও স্পর্শতাগুণ আছে। কিন্তু স্পর্শধ্বনিগুলোর মতো তা স্বল্পস্থায়ী নয়। উচ্চারক দু'টোকে পৃথক হতে না দিয়ে জিভ ও চোয়ালের পার্শ্বোদ্ভূত ফাঁক দিয়ে বাতাস বের করে দিয়ে এ ধ্বনিটিকে ইচ্ছামতো প্রলম্বিত করা হয়। সে-জন্যে নাসিক্য ধ্বনিগুলোর মতো একে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি বলা যেতে পারে। বাংলা বর্ণমালায় স্পর্শ ও উষ্মবর্ণের অন্তে বা মধ্যে অবস্থিত বলে আমাদের প্রাচীন ধ্বনিবিদগণ য, র, ল, ব-কে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে স্বভাবতই 'ল'ও অন্তঃস্থ বর্ণ। আমরা মূলতঃ ধ্বনির মূল্য নির্ণয় করছি সেজন্যে তাঁদের দেওয়া এ-সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ করতে পারিনে।

কোনো কোনো ধ্বনিবিদ 'ল'-কে তরল ধ্বনি (weak sound) নামে অভিহিত করতে চান। জিভের ডগা এবং দাঁতের গোড়া তথা এদের উচ্চারক দু'টোর স্বল্পতম প্রয়াসে এর ধ্বনি-রূপ ফুটে উঠে ব'লে 'ল'-র তরল ধ্বনির নামকরণ বোধহয় খুব অযৌক্তিক নয়। তাহলে এর ধ্বনিগত নাম কি হ'তে পারে? ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-lateral sound), না তরল ধ্বনি (weak sound)? ধ্বনিটি যে পার্শ্বোত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘোষতা ও স্বল্পপ্রাণতার মতো তারল্যও বোধহয় এর একটি গুণগত দিক। সুতরাং ওর সে-ধ্বনিগুণ অস্বীকার করি কি করে?

ল

ধ্বনির গুণগত দিক থেকে বাংলা 'ল' স্বল্পপ্রাণ ঘোষ। অনেকের কাছে আশ্চর্য ঠেকলেও একথা সত্য যে তার একটি মহাপ্রাণ রূপও আছে। বাংলা হরফে 'হ'-এর সঙ্গে 'ল' যোগ করে এটি লেখা হয় বলে এ-ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় না। ছেলেবেলা থেকে আমরা 'হ'য়ে 'ল'য়ে যুক্ত কিংবা 'হ'য়ে 'ল' বলা শিখে আসি ব'লে

ল (লহ)

এই সংযুক্ত বর্ণটি আমাদের মনে একটি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরই রেখাপাত করবে। 'খ', 'ছ' প্রভৃতি হরফের মতো 'ল'-এর মহাপ্রাণ ধ্বনিজ্ঞাপক স্বতন্ত্র কোনো হরফ নেই ব'লে এর যথার্থ ধ্বনিমূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না। 'হ'যে 'ল'-ফলার নানা বিকৃত উচ্চারণই আমরা করি, শিখি এবং শেখাই। 'হ্ন' এবং 'হ্ম' যেমন মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি, তেমনি 'হ্ল' (ল্হ)-ও 'ল'-এর মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ এবং 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এক প্রশ্বাসজাত (one-breath articulation) ধ্বনি। 'হ্লাদ', 'আহ্লাদ', 'হ্লাদিনী' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দে বাংলায় এর সীমিত ব্যবহার এ-ধ্বনিটির স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বর্তমান উচ্চারণবিকৃতির যুগে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এর নির্ভুল উচ্চারণ পাওয়াও দুষ্কর। বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলারও অঞ্চল-বিশেষে শব্দের শুরুতে এর মহাপ্রাণতা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে আর শব্দের মধ্যে এ মহাপ্রাণতা হারিয়ে দ্বিত্বরূপ লাভ করেছে। ফলে 'হ্লাদিনী' শব্দের উচ্চারণ শুনি 'লাদিনী' আর 'আহ্লাদ' পরিণত হয় 'আল্লাদ' এ। 'ল' উচ্চারণের জন্যে জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে বাতাসের অতিরিক্ত চাপ দিলেই যে ল্হ' এর যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যায় সে-কথা এ-ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখি না।

স্বল্পপ্রাণ 'ল'-এর মতো মহাপ্রাণ 'হ্ল' (ল্হ)-ও নিনাদিত বা ঘোষধ্বনি।

ইংরেজিতে মূলধ্বনি (Phoneme) 'l'-এর গুণগত দিক থেকে দুটো সদস্য রয়েছে। একটি স্বচ্ছ (clear) আর একটি গভীর (dark) ব্যঞ্জনাজাত। স্বচ্ছটি মূলধ্বনির সামিল, অন্য কথায় মূলধ্বনি থেকে অভিন্ন এবং ধ্বনির আপাত সাদৃশ্যগত দিক দিয়ে বাংলার 'ল' থেকেও অভিন্ন। ইংরেজীতে শব্দের গোড়াতে ও মধ্যে স্বচ্ছ 'l' এবং শব্দশেষে সুগভীর ব্যঞ্জনাজাত dark 'l' ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে কোনটা স্বচ্ছ এবং কোনটা গভীর

ইংরেজী clear & dark l

ব্যঞ্জনাজাত 'l' তা বোঝা যায় তাদের উচ্চারণরীতির পার্থক্যজনিত দ্যোতনাগত পার্থক্য থেকে। স্বচ্ছ 'l'-এর উচ্চারণে জিভের ডগা দাঁতের গোড়ার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হলে তালু এবং জিভের মাঝখানে মুখবিবরে খুব বেশী ফাঁক থাকে না। ফলে বাতাস খুব বেশী খেলতে পায় না, ধ্বনিটি একটি পরিস্কার স্পন্দন তুলে বের হয়ে যায়। কিন্তু dark 'l'-এর বেলায় জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় সন্নিবিষ্ট হতে না হতেই উক্ত অবস্থায় জিভের পাতা ও মধ্যজিভ বেঁকে গিয়ে ধনুকের মতো আকৃতি ধারণ করে। এতে বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে আবর্তিত

হবার সুযোগ পায় বলে ধ্বনিটির অনুরণন গম্ভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। (তুলনীয় like, late এবং all, fall প্রভৃতি শব্দ)।

ইংরেজী 'ক্লিয়ার' 'l' ও বাংলা 'ল' উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থানের চিত্র।

ইংরেজী 'ডার্ক্' 'l' উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থানের চিত্র।

বাংলার মূলধ্বনি (Phoneme) 'ল'-র আরও দুটি সদস্য আছে। একটি দন্ত্য 'ল', আর অন্যটি মূর্ধন্য 'ল'। ত-বর্গীয় ধ্বনি 'ত', 'দ'-এর পূর্বে দন্তমূলীয় 'ল' দন্ত্য রূপে উচ্চারিত হয়। আল্‌তা, পল্‌তে, সল্‌তে, গল্‌দা প্রভৃতি শব্দে 'ল' দন্তধ্বনির পূর্বে আসে বলে তাদের সহজাত (homorganic) উচ্চারণ লাভ করে কিন্তু মৌলিক দন্তমূলীয় 'ল'-এর সঙ্গে তার ধ্বনির দ্যোতনাগত কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। 'উল্টা', 'পাল্টা' প্রভৃতি শব্দে 'ট' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে 'ল' এখানে 'ট'-এর সহজাত (homorganic) ব্যঞ্জনা লাভ করে। মৌলিক 'ল'-এর তুলনায় 'ট'-এর পূর্ববর্তী 'ল'-এর যে পার্থক্য তা অনেকটা ধ্বনির অনুরণনগত। ট-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা কিছুটা দুমড়ে যায় বলে এ-ধ্বনিগুলোতে আমরা অপেক্ষাকৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাই। 'ল'-এর জন্যে দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা লেগে থাকতে থাকতেই 'ট' সেখানে গড়ে ওঠে ব'লে জিভের ডগা আগে থাকতেই দুমড়ে যায়; ফলে 'ট' ধ্বনির ব্যঞ্জনা 'ল'তেও সংক্রামিত হয়। এ কারণে মূল 'ল' থেকে স্বতন্ত্র একটি দন্ত্য 'ল' আর একটি মূর্ধন্য 'ল'-এর সাক্ষাৎ আমরা বাংলা ধ্বনিতে পাই। এ-ধ্বনি দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার কোনো প্রতিলিপি বাংলায় নেই। তার প্রয়োজনও আমরা অনুভব করি না। সে প্রয়োজন আমরা অনুভব করি বা না করি কিংবা তাদের জন্যে স্বতন্ত্র হরফ থাক বা না থাক সেটা বড়ো প্রশ্ন নয়। ধ্বনির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগত দিক থেকে বিচার করলে মূল 'ল'-এর এ-দুটো সহধ্বনির (allophone) অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে আমাদের উপায় থাকে না। বাংলা ভাষায় ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্ত্য 'ল' এবং ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে

দন্ত্য ও দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ল'

মূর্ধন্য 'ল'-এব সীমিত ব্যবহাবই এদেবকে মূল 'ল'-এব সহধ্বনি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

কম্পনজাত ধ্বনি

ধ্বনিগঠনেব প্রকৃতিব দিক থেকে বাংলার 'ল'-এর মতো 'র' হরফ-চিহ্নিত ধ্বনিটিও অনেকেব কাছে তবল ধ্বনি (liquid, weak) নামে পরিচিত। এব কাবণ অন্য কিছু নয়। জিভেব ডগা কিংবা ডগাসংলগ্ন পাতা দাঁতেব গোড়ায় লাগতে না লাগতেই যেমন 'ল' ধ্বনিব উচ্চাবণ পাওয়া যায় তাব জন্যে উচ্চারক দুটোর মাংসপেশীব সবল সঞ্চালনেব কোনো প্রযোজন হয না, 'ব' উচ্চাবণেও অনেকটা সে রকমই হয়। এটুকু আপাত সাদৃশ্য ছাড়া ধ্বনিগত কিংবা রূপগত অন্য কোনো সাদৃশ্য তাদেব মধ্যে নেই। উচ্চাবণ পদ্ধতিব পার্থক্যেই এদেব ধ্বনি ও রূপেব পার্থক্য সঞ্জাত হয়েছে।

জিভেব ডগাকে উপর-পাটি দাঁতেব গোড়ায স্পর্শ কবিযে 'র' উচ্চাবণ কবা হয়। এদের একবার স্পর্শেই 'র' ধ্বনিব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পাবে। এ-বকমভাবে 'র'

ব

ধ্বনিটি গঠিত হলে তাকে আমবা (tap sound) বলতে পারি, trill বা rolled নয়। জিভেব ডগাব সাহায্যে দাঁতেব গোড়ায় এমনি ক'বে বাববার আঘাত ক'বে কাঁপুনির সৃষ্টি কবলে তখন আর tap থাকে না, trill তথা rolled বা কম্পনজাত ধ্বনিতে পরিণত হয়। জিভেব ডগাব একাধিকবার আঘাতের ফলে বাংলাব 'ব' ধ্বনিটি গঠিত হয় ব'লে বাংলায় এটি কম্পনজাত ধ্বনিই। বাংলাব 'ব'-এব সঙ্গে ইংরেজি 'r'-এর এখানেই তফাত। ইংবেজী 'r' অনুরূপভাবে হয একবারের স্পর্শজাত, নয়তো 'very', 'sorry' প্রভৃতি শব্দে উভয স্ববধ্বনিব মাঝখানে আঞ্চলিক উচ্চারণে নিছক স্বরধ্বনিব মতো প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি। স্কটল্যাণ্ডে অবশ্য বাংলাব চেয়েও অনেক বেশী প্রকম্পিত (rolled)। ইংবেজিতে যে-কোনো রকমের উচ্চাবণই এব হোক না কেন, এটি ঘোষধ্বনিই।

বাংলায় একেতো জিভেব ডগাব কাঁপুনিতে এ-ধ্বনিব সৃষ্টি তার ওপরে আছে এব সৃজনকালে স্বরতন্ত্রীর কাঁপুনি। এ দুই কাঁপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর ব্যঞ্জনাব সৃষ্টি হয়। জিভেব ডগাব এ-ধবনের কাঁপুনিজাত বলে এর ধ্বনিমাহাত্ম্যে শিশুরা সহজভাবেই আকৃষ্ট হয়। দাঁতেব গোড়ায জিভেব ডগা চালনা কবে র্-র্-র্-র্-র্ রকমেব ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি ক'বে এ-ধ্বনিটিকে ধ'রে রাখতে কোন্ শিশু না

অভিলাষী হয় তা-ই ভাবি। ভাল ক'রে কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে 'র' ধ্বনির কাঁপুনিগত প্রলম্বিত (continuant) রূপ পাঠক ও শ্রোতার জিভ ও মনকে এজন্যে সহজে আবিষ্ট করে।

'র'-এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় কম্পনজাত (voiced unaspirated alveolo trill sound) ধ্বনি। ত-বর্গীয় ধ্বনি 'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ'-এর পূর্বে এ মূলধ্বনিটিও অনেকটা দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়। ভর্তা, শর্ত, স্বার্থ, গর্দা, গর্দভ প্রভৃতি শব্দে 'র' এর উচ্চারণ দন্তমূলীয় ততটা নয় যতটা দন্ত্য, এ পরিবেশের দন্ত্য 'র' তাই বলে মূল দন্তমূলীয় 'র' থেকে ধ্বনি হিসেবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, তার সহধ্বনি (allophone)-ই।

দন্ত্য ও মূর্ধন্য 'র'

স্বাভাবিক ও সতর্ক উচ্চারণে ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূলধ্বনি 'র'-এর দন্তমূলীয় মূর্ধন্য আর একটি সহধ্বনি পাওয়া যায়—যেমন যার-টাকা তার-টাকা, তার-ঢাকা, যাওয়া হবেনা ইত্যাদি। এ-সব ক্ষেত্রে পরবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির সমধর্মিতা সংক্রমণের জন্য পূর্ববর্তী 'র' উচ্চারণে জিভের ডগা ঈষৎ পাল্টে যায়। দ্রুত উচ্চারণে অবশ্য 'র' লোপ পেয়ে পরবর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব ঘটায়। যেমন—যাট্‌টাকা তাট্‌টাকা ইত্যাদি।

'ল', 'ন' এবং 'ম' এর মতো এরও একটা মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ রয়েছে। আমরা যথার্থ উচ্চারণ করতে পারি বা না পারি 'হ্রদ', 'হ্রেষা', 'হৃদয়', 'আহৃত', 'বর্হ' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দে আমরা যে ধ্বনিটির সঙ্গে পরিচিত হই সেটি মহাপ্রাণ 'র' তথা 'র্‌হ'-(rh)ই। আমরা 'হ্র' কিংবা 'র্হ' যা-ই লিখি না কেন, 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এটিও নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত (one breath articulation) মহাপ্রাণ 'র' (র্‌হ)-ই। এতে একার যোগ করলে হয় 'হ্রে'-('হ্রেষা' rhesa), আকার দিলে হয় 'হ্রা'-(হ্রাস, rhas), ইকার দিলে হয় 'হৃ'-(হৃদয়, rhiday; আহৃত, arhito), আর অন্য কোনো স্বরধ্বনি এতে যোগ না করলে অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো সহজাত 'অ' স্বরধ্বনিটি নিয়ে এটি লিখিত ও উচ্চারিত হয় 'হ্র'-(হ্রদ 'rhad') এবং 'র্হ'-(বর্হ barrho) রূপে।

ধ্বনিটির লিখিত রূপ এবং লেখা ও শেখানোর পদ্ধতি এর নানা ভ্রান্ত উচ্চারণের কারণ হয়েছে। সাধারণতঃ 'হ'য়ে 'র' ফলা 'হ্র' এবং 'হ'য়ে ঋকার 'হৃ'ই ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়ে থাকে। সে-জন্য এর যথার্থ উচ্চারণ সহসা আমাদের আয়ত্তে আসে না। আমরা প্রায়ই মনে করি এটি বুঝি যুক্তধ্বনি। তাই আমরা 'হ্রদ'কে পড়ি 'হরদ'। কেউ কেউ বা 'রহদ'ও পড়েন। তাঁদের মুখে 'হৃদয়' হয়ে

হ্র, হৃ
হ্রা, র্হ

যায় 'হিবিদয়'। (রূপ প্রভৃতি শব্দের 'রূ' এর সাদৃশ্যে 'হৃদয়' কেন যে 'হূদয়' পঠিত হয় না, তাই ভেবে বিস্মিত হই।)

একালে মহাপ্রাণ 'ল', 'ন', 'ম'এর মতো মহাপ্রাণ 'র'-ও অবশ্য তার মহাপ্রাণতা হারাচ্ছে। সেকথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অন্যান্য ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপের দিক থেকে পূর্ব বাংলা অগ্রণী হলেও ধ্বনি ক'টির মহাপ্রাণতা লোপের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলাও পেছনে পড়ে নেই। তাই 'হ্রদ', 'হৃদয়', 'বর্হ' প্রভৃতি শব্দ উভয় বাংলাতেই আমরা 'রদ', 'রিদয়' এবং 'বর্র' রূপে শুধু উচ্চারিতই হতে শুনি না, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'য় 'হৃদয'কে 'রিদয়' রূপে লিখিতও দেখি।

আগেই বলেছি স্বল্পপ্রাণ 'র' এর ধ্বনিমাধুর্য স্বভাবতই মনকে আকৃষ্ট করে। 'হ্রদ', 'হৃদয়' প্রভৃতি শব্দের গোড়াতে 'হ্র'-'হৃ'-'হ্রা'—এবং 'বর্হ', 'আহৃত' প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে 'র্‌হ', 'রি্‌হ' রূপে 'র'-এর যথার্থ মহাপ্রাণ উচ্চারণে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত ধাক্কায় মন যে কম আলোড়িত হয় তা নয়। কবিতায়, গানে এর মহাপ্রাণজাত প্রকম্পন হৃদয়ে এক অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে।

উষ্ম বা শিস্‌জাত ধ্বনি

বাংলা বর্ণমালায় অন্যান্য হরফের সঙ্গে শ, ষ, স এবং হ এ-চারটি হরফ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটির নাম 'তালব্য শ', দ্বিতীয়টির নাম 'মূর্ধন্য ষ' আর তৃতীয়টির নাম 'দন্ত্য স'। এদের নাম অনুসারে প্রথমটি তালু থেকে, দ্বিতীয়টি মূর্ধা থেকে এবং তৃতীয়টি দাঁত থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত। সংস্কৃতে এগুলোর এ-ধরনের উচ্চারণ ছিলো বলেই সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এদের এ-নামকরণ করেছিলেন। প্রাচীন-কালে সম্ভবত বাংলাতেও এরকম উচ্চারণ ছিলো। এ হরফগুলোর নাম অনুযায়ী উচ্চারণ একালের বাংলায় না থাকলেও প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে অন্যান্য হরফের বেলায় যেমন এগুলোর বেলাতেও তেমনি গতানুগতিক নামেরই অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে আমরা যে এ হরফগুলোর সব কয়টিরই বিড়ম্বনা ভোগ করছি তা নয়, এদের স্বতন্ত্র ধ্বনিগত উল্লেখযোগ্য কোনো বৈষম্য না থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এদের জের টেনে যাচ্ছি। এতে ছেলে বুড়ো কারুরই কম দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে না।

'অাঁষ' (মাছের অাঁষ), 'আমিষ', 'আশা', 'আসা', 'আসন', 'সে' প্রভৃতি শব্দে-লিখিত শিসধ্বনিবাচক বিভিন্ন হরফের একটি উচ্চারণই আমরা করে থাকি। উক্ত উচ্চারণকে 'শ' হরফটির সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে একই ধ্বনির অপরিবর্তনীয় উচ্চারণ উক্ত ধ্বনিটিকে ভাষার মূল ধ্বনিগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে দেয় সেদিক থেকে 'শ'ই বাংলার শিসজাতীয় মূলধ্বনি (phoneme)।

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'শ'

এ ধ্বনিটির উচ্চারণে ওপর-পাটি দাঁতের গোড়ার শেষভাগে অর্থাৎ পশ্চাৎ দন্তমূলে জিভের সম্মুখভাগ উঁচু করে বায়ুপথ সংকীর্ণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে লম্বালম্বি ভাবে জিভের দু'পাশ ওপরের দু'চোয়ালের দাঁতের গায়ে ঘেঁষে যায় আর জিভের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের মাঝামাঝি অংশটি সঙ্কুচিত হয়ে একটি খাদের সৃষ্টি করে। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস সে খাদ বেয়ে বেরুতে গিয়ে পশ্চাৎ দন্তমূলে যেখানে বায়ুপথ সঙ্কীর্ণতম হয়েছে সেখানে চাপা খেয়ে এ-শিসজাত ধ্বনিটির সৃষ্টি করে। ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার সময় কিংবা শ্বাস ছাড়ার 'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌'-'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌' জাতীয় আমরা যে-আওয়াজ শুনি সেই হিশ্‌ হিশ্‌ ধ্বনির সঙ্গে এর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কোনো কাঁপুনি অনুভূত হয় না। সে জন্য ধ্বনিটি নিনাদিত নয় বরঞ্চ অঘোষ। এর ধ্বনিগত নাম তাই অঘোষ স্বল্পপ্রাণ পশ্চাৎদন্তমূলীয় উষ্ম তথা শিসধ্বনি (Voiceless unaspirated post dental fricative sibilant বা spirant sound) কোনক্রমেই তালব্য নয়। একমাত্র 'শ' চিহ্নটির সাহায্যেই আমরা এ ধ্বনিটিকে যথাযথ ভাবে ধরে রাখতে পারি। শ্বাস বা প্রাণবায়ুজাত ধ্বনি বলে নাসিক্য, পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনির মতো এটিও প্রলম্বিত ধ্বনি। যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণই ধ্বনিগঠনকালে এটিকে ধরে রাখা যায়। বাঙালী শিশুরা মুখের মধ্যে যে-সব প্রলম্বিত ধ্বনি সৃষ্টি করে আনন্দ পায় আর খেলা করতে ভালোবাসে এ-ধ্বনিটি তাদের মধ্যে একটি।

Phoneme বা ধ্বনিমূলের দিক থেকে বাংলার পশ্চাৎদন্তমূলীয় এ 'শ' ধ্বনিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দন্তমূলীয় 'ন'-এর কয়েকটি সহধ্বনির (Allophone) মতো 'শ'-এরও কয়েকটি সহধ্বনি দেখা যায়। তাদের প্রত্যেকটিই বিশেষ একটি পরিবেশে

উচ্চারিত হয়, অন্যত্র নয়। হরফ-চিহ্নিত দন্ত্য 'স', 'মূর্ধন্য 'ষ' এবং চিহ্নবিহীন অগ্রদন্তমূলীয় 'শ' এ মূলধ্বনিটির সহধ্বনির পর্যায়ে পড়ে। ত-বর্গীয় ধ্বনি 'ত' ও 'থ' এর পূর্বে + এ ধ্বনিটির যথার্থ দন্ত্যরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বস্তা, বস্তি, আস্থা, অস্থি প্রভৃতি শব্দে দন্ত্য 'ত' এর পূর্ববর্তী ধ্বনি হিসেবে 'স'ও এখানে যথার্থ দন্ত্য ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া বাংলায় 'স' এর দন্ত্য উচ্চারণ আমরা অন্য কোথাও পাই না। আস্থা, বস্তি, বস্তা, আস্তে প্রভৃতি শব্দ আমরা 'শ' দিয়ে আশ্থা, বশ্তি, বশ্তা, আশ্তে লিখলেও উচ্চারক তার নিজের অজ্ঞাতসারে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এর সহজাত (homorganic) উচ্চারণই করবে। বাংলার তথাকথিত দন্ত্য 'স' এর এ-সীমিত উচ্চারণই একে মূলধ্বনির পর্যায় থেকে অপসারিত ক'রে 'শ'-এর দন্ত্য সহধ্বনি (Allophone) হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

দন্ত্য-স উচ্চারণের সীমিত পরিবেশ : 'স' ও 'শ'র সহধ্বনি

বাংলার 'র', 'ল' ও 'ন'-চিহ্নিত ধ্বনি তিনটি যে পুরোপুরি দন্তমূলীয় আমি সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। বাংলায় আমরা শ্রাবণ, শ্রী, শ্রীময়, শ্রীমতী, বিশ্রী, শ্লীল, শ্লীলতা এবং স্নান, স্নেহ, স্নেহময়, স্নেহাস্পদ প্রভৃতি শব্দে (শ+র), (শ্+ল) এবং (স্+ন)-এর যোগ দেখি। এসব ক্ষেত্রে 'শ' এবং 'স'-এর ধ্বনিগত রূপে তেমন কোনো স্থূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি? 'ত' ও 'থ'-এর পূর্বে 'স'-এর পুরোদস্তুর দন্ত্য উচ্চারণের সঙ্গে (বাস্তব, বস্তু প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়) আমরা পরিচিত হই কিন্তু 'র', 'ল' এবং 'ন'-এর পূর্বে (শ্র, শ্ল এবং স্ন সংযোগ) ধ্বনিগত দিক থেকে 'শ' এবং 'স'-এর একরকম ঘনিষ্ঠ মিল দেখি। এসব ক্ষেত্রে 'শ' ও 'স' পুরোদস্তুর দন্ত্যও নয় পশ্চাৎদন্তমূলীয়। কিংবা যথাযথ দন্তমূলীয়ও নয়; ধ্বনির সূক্ষ্মতম বিচারে অগ্রদন্তমূলীয়। 'র', 'ল' এবং 'ন'-এর আগে 'শ' ও 'স'-এর সংযোগজাত ধ্বনি ওপরের বড় দু'দাঁতের শেষ এবং দাঁতের মাড়ির উত্তল (convex) অংশের মাঝামাঝি থেকে উচ্চারিত হয়। সে-জন্যে এ-তিনটির সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় 'শ'-এবং 'স' হরফ দুটোর যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা Pre alveolar বা অগ্রদন্তমূলীয় এবং মূল 'শ' ধ্বনির একটি সহধ্বনিই। বাংলা লেখন-পদ্ধতি যেহেতু চরমতম (absolute) ধ্বনিমূলক নয়, বরঞ্চ প্রশস্ত লেখন-পদ্ধতি (broad transcription) অনুসারে প্রধানতঃ ধ্বনিমূলক (Phonemic), সেজন্য 'শ' এবং 'স'-এর

'শ'-এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি

পরিবর্তে এসব ক্ষেত্রে একমাত্র 'শ'ই ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রী,+ শ্রাবণ প্রভৃতি শব্দের যদি 'শ'-এর অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে* তাহলে বশ্‌তু, বাশ্‌তব, আশ্‌থা লিখলেও চোখে যেমনই দেখাক না কেন, আমাদের অজ্ঞাতসারে ওর অন্তর্নিহিত দন্ত্যধ্বনিটি নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা পেয়ে যাবো।

ষ হরফটিকে মূর্ধন্য ষ বলা হয়। এর প্রচলিত নাম অনুসারে এর মূর্ধাজাত খাঁটি অনুরণন পাওয়া উচিত। কিন্তু ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর আলোচনায় আমি দেখিয়েছি যথার্থ মূর্ধাজাত কোনো ধ্বনি বাংলায় নেই। 'ট', 'ঠ', 'ড' চিহ্নিত যে সব ধ্বনি আমরা পাই তা উচ্চারণের স্থান অনুসারে দন্তমূলীয়ই কিন্তু জিভের ডগার গোচড়জনিত প্রতিবেষ্টিত অনুরণন ধ্বনিগুলোকে আমাদের কানে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। 'শ'-ই যে বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় উষ্ম তথা শিসধ্বনি, তা আমরা আগেই দেখেছি। ট-বর্গীয় ধ্বনি 'ট' ও 'ঠ' এর পূর্বে বেষ্টন, বেষ্টিত, খৃষ্ট, কাষ্ঠ, কোষ্ঠ প্রভৃতি শব্দে যে 'ষ' ধ্বনির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই সেটি এ-মূল পশ্চাৎদন্তমূলীয় ধ্বনিরই এ পরিবেশ-জনিত একটি বিশেষ অনুরণন—দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত তথা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ষ'। 'ট' ও 'ঠ' এর পূর্বের এ-পরিবেশ ছাড়া 'ষ'-এর উচ্চারণ বাংলায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সে-জন্যেই 'ষ'ও মূলধ্বনি 'শ'-এরই একটি সহধ্বনি। একে এ পরিবেশে যে-কোনো হরফ-চিহ্নিত করা হোক না কেন বাঙালী তার অজ্ঞাতসারে এ পরিবেশজাত উচ্চারণই করবে। সে জন্যে 'ট', 'ঠ' এর পূর্বে 'ষ' না লিখে নিতান্ত ধ্বনিগত দিক থেকে 'শ্‌ট', 'শ্‌ঠ' সহজেই লেখা যায়।

'শ' এর দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনি 'ষ'

'শ' স্বল্পপ্রাণ এবং অঘোষ। এর কোনো মহাপ্রাণ প্রতিরূপ নেই। এমনকি যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপও বাংলায় নেই। ইংরেজীতে pleasure, measure প্রভৃতি শব্দে এবং garage এর যথার্থ ফরাসী উচ্চারণে 'zh' জাতীয় যে-ঘোষধ্বনি শোনা যায়, তা-ই বাংলায় 'শ' ধ্বনিটির যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপ। আরবী, পারসী ও ইংরেজী

* কিছুকাল যাবৎ পশ্চিম বাংলার অঞ্চল বিশেষের (বিশেষ করে কলকাতার) আধুনিক বাবুরা ফ্যাসান হিসেবে শ্রী, শ্রীমতী প্রভৃতি স্থানে শ্র্'র পশ্চাৎদন্তমূলীয় উচ্চারণ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাতে 'শ্রী' (Shri) উচ্চারণ মাঝেমাঝে শুনতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটি এর যথার্থ উচ্চারণ নয়। এর যথার্থ উচ্চারণ শ্রী (Sri)-ই।

+

ভাষায় 'রোযা', 'নামায', 'যাকাত', 'বাযার' প্রভৃতি শব্দে আমরা 'z' জাতীয় যে ঘোষধ্বনিটি উচ্চারণ করি তা 'শ' এর যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপ নয়। এ-সব শব্দের এ-শিসধ্বনিটি যথার্থ দন্তমূলীয়—এর গতি বরঞ্চ কিছুটা অগ্রদন্তমূলীয় হ'তে পারে কিন্তু পশ্চাৎদন্তমূলীয় নয়। এ ঘোষধ্বনিটি খাঁটি বাংলা ধ্বনি নয়, আরবী ও পারসী ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি। বাংলাদেশে কিছুকাল যাবৎ এটিকে 'য' চিহ্নিত করে লেখার প্রয়াস চলছে। এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় শিস তথা উষ্মধ্বনি (voiced unaspirated alveolo fricative sound)।

'হ'

ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা 'হ' নিয়ে যত হতভম্ব হয়েছেন এমন আর অন্য কোনো ধ্বনি নিয়ে নয়। এ ধ্বনিটির উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এর যথার্থ স্বরূপ ও নামকরণ সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ বিতর্ক শুধু বাংলা ভাষায় 'হ' ধ্বনি নিয়ে নয়, বহু ভাষার 'হ' সম্পর্কে এ কথা সত্য। কেউ বলেন এটি একটি স্বরধ্বনিই তবে এর সঙ্গে নিঃসৃত বাতাসের গতির চাপ একে মহাপ্রাণ করে তুলেছে। কেউ বলেন এটি উষ্মধ্বনিই, তবে ঘোষ। কেউ বলেন এটি অঘোষ উষ্মধ্বনি। কেউ বলেন এটি অন্যান্য মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির অঙ্গ (componant); আর কেউ বলেন এটি নিছক স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি।

এ মতগুলোর আলোচনা করা যাক।

স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যে যে-দুটো স্বরতন্ত্রী (vocal cords) পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ওপর থেকে নীচের দিকে কিংবা নীচ থেকে ওপরের দিকে চলে গেছে আমাদের বিশ্রাম মুহূর্তে সে-দুটোর একটি ওপরে চেপে যায় না কিংবা গায়ে গায়ে লেগেও থাকে না, থাকে নিষ্ক্রিয়। দুটোর মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে। বিশ্রাম মুহূর্তে এ ফাঁক (glottis) টুকুর ভেতর দিয়ে অবাধে বাতাস বের হয়ে যায়। কিন্তু কথা বলতে গেলেই স্বরতন্ত্রী দুটো নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কখনও তাদের কাঁপুনি হয় তীব্র, কখনও মৃদু। তাদের কাঁপুনির দ্রুততা স্বরযন্ত্রের মধ্যে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। মুখবিবর ও ঠোঁটের যে-কোনো জায়গায় ধ্বনিগঠনকালে স্বরযন্ত্রের এ-কাঁপুনি অক্ষুণ্ণ থাকলে সে-সব ধ্বনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঘোষতা গুণ মূর্ত হয়ে ওঠে। আর ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলে ধ্বনিগুলো হয় অঘোষ। আমরা আগেই দেখেছি বাংলার যাবতীয় স্বরধ্বনিই ঘোষ। মুখবিবরে সম্মুখ কি পশ্চাৎভাগ যেখান থেকেই

তারা উচ্চারিত হোক না কেন, তাদের উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রীর এ-প্রকম্পন অব্যাহত থাকে। যাঁরা 'হ'কে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলতে চান, তাঁদের যুক্তি হলো এই যে, 'হ' গলনালীর স্বরযন্ত্র থেকেই উচ্চারিত হয় আর তার উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী (vocal cords) দুটো রীতিমতো কেঁপে যায়। ধ্বনিটি নির্গত হবার কালে বাতাসের চাপ কিছু বেশী হলেও স্বরধ্বনির গুণ এতে ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং সাধারণ স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা একে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলে দাবী করেন।

'হ' কি মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি?

এর আগে আমরা স্বরধ্বনির যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছি তাতে দেখা যায় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস গলনালী কি মুখবিবর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে গিয়ে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, শ্রুতিগ্রাহ্য চাপাও না খেয়ে যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় তা-ই স্বরধ্বনি। উচ্চারক দুটো খুব কাছাকাছি আসার জন্যে সেখানে বহির্মুখ বাতাসে যদি শ্রুতি-গ্রাহ্য ঘর্ষণ অনুভূত হয় তাহলে আর তা স্বরধ্বনি থাকে না। উষ্ম তথা শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। 'হ' ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের বেগ এত প্রবল হয় যে, স্বরতন্ত্রীতে কাঁপুনি সৃষ্টি করার পর তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উভয় স্বরতন্ত্রীর মধ্যেকার সংকীর্ণ পথ ধ'রে বেরোতে গিয়ে দুটোর মাঝখানে তা নিষ্পিষ্টও হয়ে যায়, ফলে যে-ধ্বনিটি উৎপন্ন হয় তা আর নিছক স্বরধ্বনি থাকে না, উষ্ম বা শিসধ্বনিরই আভাস দিয়ে যায়। এ কারণেই যাঁরা এ ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলেন তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। গঠন (production) এবং শ্রুতির (acoustics) দিক থেকে 'হ' যে মহাপ্রাণ ঘোষ উষ্মধ্বনিই, গভীরভাবে অনুধাবন করলে শেষ পর্যন্ত তা অনুভব করা যায়।

বাংলায় আমরা যে 'হ'-র সঙ্গে পরিচিত হই তা মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনিই, অঘোষ নয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো ভাষাতে* 'হ'-র দুটো রূপ দেখা যায়। একটি ঘোষ আর একটি অঘোষ। সে-সব ভাষায় 'হ'-র ঘোষতা ও অঘোষতাজনিত বৈপরীত্য

---

* গুজরাটি ভাষার দক্ষিণ উপভাষায় অঘোষ এবং ঘোষ 'হ' দু'টি স্বতন্ত্র phoneme. যথা—'হার' ('x ar' হার)=তত্ব, সার (unvoiced হ) এবং 'হার' (voiced)= মালা অর্থে, Information received from Dr. P. B Pandit of Gujrat University, Ahmedabad.

(minimal contrast) শুধু ধ্বনিগত পার্থক্যই সৃষ্টি করে না ; অর্থগত দিক থেকে দু'টো স্বতন্ত্র শব্দেরও সৃষ্টি করে। ইংরেজীতে মূলধ্বনি হিসেবে 'হ' অঘোষই। এর বিপরীত কোনো ঘোষধ্বনি নেই। তবে শব্দের ভেতরে ক্ষেত্রবিশেষে ঘোষ হ'তে পারে। ইংরেজী 'hit', 'hut', 'hat' প্রভৃতি শব্দের 'h' অঘোষ কিন্তু 'behind' জাতীয় শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'h' ঘোষই। এরকম ক্ষেত্রে ঘোষ 'h'—মূলধ্বনি অঘোষ 'h' -এর সহধ্বনি (allophone) ব'লেই গণ্য হবে। কোনো একটি ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে অন্য একটি ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনির আপাত মিল থাকলেও ধ্বনির প্রকৃতিবিচার একটি ভাষার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই করতে হবে, অন্য ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে নয়। এদিক থেকে বাংলা 'হ'-র সঙ্গে ইংরেজী, উর্দু, আরবী (ح) এবং অন্যান্য ভাষার 'h'-জাতীয় ধ্বনির আপাত মিল দেখে তাদের সঙ্গে তুলনায় তার ধ্বনিগুণ যেন আমরা বিচার না করি। বাংলার 'হ' ঘোষধ্বনিই, অঘোষ নয়। বাক্যের অবিরল ধ্বনিস্রোতের মধ্যে শব্দের শুরুতে কিংবা অন্তে হয়তো তার ঘোষতাগুণ উচ্চারণের ওপর নির্ভর ক'রে আংশিক ক'মে আসতে পারে। ধ্বনির অবস্থা ও উচ্চারণ অনুসারে ঘোষতাগুণের পরিমাণগত হ্রাসবৃদ্ধি গবেষণাসাপেক্ষ।

'হ' ঘোষ না অঘোষ ?

দু'-একটি ক্ষেত্রে 'হ'-এর অঘোষ রূপ অবশ্য আমরা বাংলাতেও দেখি। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে, শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে কিংবা গভীর আনন্দে উল্লসিত হয়ে আঃ! ওঃ! ইঃ! প্রভৃতি অব্যয়ের যথার্থ উচ্চারণকালে বিস্ময় প্রকাশ করলে ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের গতি মনে হয় গলনালীতে যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে—প্রাণবায়ুর অন্তহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে না। ফলে 'হ'-এর যে-স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর অনুরণন তাও ধ্বনিত হচ্ছে না। এ ধ্বনিটির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাঁকের (glottis) ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে অনুভূতিযোগ্য কোনো কাঁপুনির সৃষ্টি না ক'রে বাতাস বেরিয়ে যায়। সেজন্যে তাদের ব্যঞ্জনা গাঢ় হয় না। এ ধরনের অব্যয়গুলোতে বিসর্গ-চিহ্নিত বাংলা হরফের যে ধ্বনি আমরা পাই, তা বিসর্গের নয়, মহাপ্রাণ অঘোষ 'হ'-এরই। এ ধ্বনিকে রূপায়িত করার জন্য বাংলায় বিসর্গ ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক নেই। এ-অঘোষ 'হ' বা বিসর্গকে (ঃ) আমরা মূল ঘোষ 'হ'-এর সহধ্বনি (allophone) ছাড়া আর কি বলতে পারি ?

অঘোষতাজনিত 'হ' তথা 'ঃ' আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি। এর পূর্বাবস্থিত স্বরধ্বনিকে অবলম্বন করে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ফলে 'আ'-র পরে এর উচ্চারণ অনেকটা

পশ্চাত্তালুজাত। তাই 'আঃ' এবং 'ওঃ'তে এব উচ্চারণ আ-খ্-খ্, ও-খ্-খ্ (ح)-জাতীয় আববী 'হ'-এর মতো লাগে। 'ই'-তে এর উচ্চাবণ সম্মুখ তালুজাত কি পশ্চাৎদন্তমূলীয় 'শ'ব মতো ই-শ্-শ্-শ্ শোনায় আব 'উঃ'তে ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি 'ফ'-জাতীয় উ-ফ্-ফ-ফ্ ব'লে মনে হয়।

'হ' ধ্বনিব মহাপ্রাণতাকে কেউ কেউ আমাদের 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' বর্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোব শেষাংশ তথা second component বলে মনে কবেন। শুধু আমাদের দেশের নয় ইউবোপ-আমেরিকার কোনো কোনো ধ্বনিবিদও এ ধরনের মত পোষণ কবেন। আমাদেব সাধারণ চলতি ব্যাকরণ-গুলোতে 'ক্+হ=খ', 'গ্+হ=ঘ' ইত্যাদি ভাবে যেমন স্বল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিব সঙ্গে নিছক মহাপ্রাণ 'হ' জুড়ে দিযে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় তেমনি উর্দুতে মৌলবী সাহেববা পড়ান ک+ہ=کھ এবং রোমান লিপিতেও 'খ', 'ঘ', 'ফ' প্রভৃতি kh, gh, ph-ধবনে লিখিত হয়। ক্+হ=খ, গ্+হ=ঘ, কিংবা ک+ھ=کھ কিংবা k+h=kh-জাতীয় লেখন-পদ্ধতি থেকেই সাধারণ মানুষেব মনে, এমন কি অনেক ধ্বনিবিদের মনেও একবকম অনেক ভুল ধারণা অনেক সময় বদ্ধমূল হয়ে যায়। লেখনপদ্ধতি ধ্বনিবিচারেব মাপকাঠি নয়। ধ্বনির উচ্চাবণই যে ধ্বনিবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত চক্ষুগ্রাহ্য হরফের সাহায্যে ধ্বনির রূপায়ণ অনেক সময়ে পরিণত মনের ধ্বনিবিদকেও সে-সত্য থেকে বিভ্রান্ত ক'বে তোলে।

'হ' যুক্ত না অসংযুক্ত ধ্বনি

'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' এ-স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনি-গুলোকে বাংলা, উর্দু কি বোমান বর্ণমালাব সাহায্যে আমবা যে ভাবেই লিখি না কেন এদেব উচ্চারণ কোনো সময়েই সংযুক্ত নয়, তারা নিশ্বাসের এক প্রচাপনে এবং একই বক্ষস্পন্দনের (single chest impulse) ফলে একইভাবে উত্থিত অবিভক্ত অবিভাজ্য ধ্বনি*। ওদের কোনোটাব মধ্যেই স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা পৃথক পৃথক

---

* এ বিষযে ধ্বনিবিজ্ঞানেব পবীক্ষাগাবেব (Phonetic Laboratory) প্রমাণ—
A. C. Sen, *An Experimental Study of Bengali Occlusives.*
Proceedings of the Second International Conference of Phonetic Sciences, London, 1925. Published from Cambridge, 1936, pp. 184-193 দ্রষ্টব্য।

ভাবে বিদ্যমান নেই। সুতরাং 'হ'-এর এ-ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া বাংলা 'হ' ঘোষধ্বনিই। চলিত বাংলার 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ'-এ পাঁচটি ধ্বনি অঘোষ আর 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', 'ঢ়' ধ্বনি ক'টি ঘোষ। পরবর্তী ধ্বনি ক'টিতে ঘোষ 'হ' না হয় তাদের দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করলো কিন্তু পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি ক'টিতে কিভাবে তা করবে? ধ্বনির অঘোষতা ও ঘোষতা গুণ একত্রে কখনও একক অঘোষ ধ্বনি সৃষ্টি করে না। সুতরাং ধ্বনির গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকেই 'হ' স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধ্বনি। স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর কারুর সঙ্গেই ওর কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্পূর্ণ উষ্মধ্বনির পর্যায়ে না ফেলে যাঁরা 'হ'কে স্পর্শহীন গলনালীয় নিছক ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced aspirated without stop) বলতে চান তাঁদের কথায় বরং কিছু সত্য আছে। স্বরতন্ত্রী কি গলনালীর মধ্যে 'হ' যে কি পরিমাণ ঘর্ষণের সৃষ্টি করে তা গবেষণাসাপেক্ষ। তাঁরা এর এ-ঘর্ষণজাত প্রকৃতিকে অস্বীকার না ক'রে স্পর্শধ্বনিগুলোর বিপরীত এর স্পর্শহীনতা ও মহাপ্রাণতাকেই বড়ো করে দেখেন। প্রাণবায়ুর প্রবল চাপজনিত এর অবাধ মুক্ত গতি ধ্বনিটিতে একটি উদার উদাত্ত অনুরণনের সঞ্চার করে। এ ধ্বনির অপ্রমেয় প্রাণশক্তি এবং অপরূপ হাহাশ্বাসময় ব্যঞ্জনায় মন সহজেই আবিষ্ট হয়ে উঠে।

'হ' স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি

তা হ'লে ধ্বনিগত দিক থেকে কোন্ নামে 'হ'কে অভিহিত করা যাবে? আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বা শিসধ্বনি (voiced aspirated glottal fricative sound), না নিছক স্পর্শহীন আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced glottal aspirated sound without stop)? আমি যে আলোচনা করেছি তা থেকে প্রমাণিত হবে 'হ'-এর এ দুটো নামই গ্রহণযোগ্য।

'হ' এর যথার্থ সংজ্ঞা

চলিত বাংলায় 'ফ' (ph) ও 'ভ' (bh) চিহ্নিত ধ্বনি দুটো ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি। পূর্ব বাংলার অঞ্চলবিশেষে এ-ধ্বনি দুটো স্পর্শ নয় বরং ইংরেজী 'f' ও 'v' এর মতো দন্ত্যৌষ্ঠ শিসধ্বনি। পূর্ব বাংলার এসব অঞ্চলে আমরা ফুল, ফল, ভয় প্রভৃতি শব্দে এ-ধ্বনিগুলোর যে উচ্চারণ শুনতে পাই তা এ দুটোকে ইংরেজী দন্ত্যৌষ্ঠ শিসধ্বনি হিসেবেই প্রতিপন্ন করে। চলিত বাংলাতেও বাক্যের ধ্বনিস্রোতের মধ্যে অসতর্ক মুহূর্তে এগুলো কোথাও

আঞ্চলিক বাংলার 'ফ' ও 'ভ'

কোথাও বিকল্প উচ্চারণে দন্ত্যোষ্ঠ শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ 'ফ' (f)কে অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্যোষ্ঠ উষ্মধ্বনি (unvoiced aspirated fricative sound) আর 'ভ' (v)কে তাব বিপরীত অর্থাৎ মহাপ্রাণ ঘোষ দন্ত্যোষ্ঠ ধ্বনি (voiced aspirated labio dental fricative sound) নামে অভিহিত করা যায়।

অসমিয়া পেটকাটা ব এব যে-ধ্বনি তাব সঙ্গে আববীব و এবং বাংলাব অর্ধস্বর 'ব' এব সাদৃশ্য দেখি। খাওয়া, দাওয়া, হাওয়া, দোয়া, মোয়া, মেওযা প্রভৃতি শব্দে 'ও' এবং 'য়া'-র মাঝখানে 'ব' জাতীব যে-ধ্বনিটি শোনা যায় তা অনেক সময দুঠোঁটেব সঙ্গে বাতাসের ছোঁয়া লেগে উৎপন্ন হয। এ-ধ্বনিটি রূপায়িত করার জন্যে বাংলাতে আজও কোনো চিহ্ন নির্ণীত হয়নি। বাংলায় অন্তঃস্থ 'ব' শুধু নামেই আছে, বর্গীয় 'ব'
বাংলাব অন্তঃস্থ ব্
এব সঙ্গে তাব সাদৃশ্যগত কোন তফাৎ নেই। এ ধ্বনিটিকে বাংলা হবফে চিহ্নিত কবার কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও এব ধ্বনিগত আকৃতি তো নষ্ট হয় না। সুতরাং এবও একটি ধ্বনিগত নাম অপবিহার্য হযে ওঠে। তাহ'লে একে কি বলা যাবে? অর্ধস্বব (Semivowel) না স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি (voiced unaspirated bilabial fricative sound)? এ শ্রুতিধ্বনি (glide)র গঠন ও প্রকৃতি বিচাব ক'বে যদি বোঝা যায় যে, বাতাস দুঠোঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে পিষে গেছে কিংবা দুঠোঁটেব মাঝে বাতাসেব ভাবটুকু স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে তখন এটা হবে শিসধ্বনিই। আব এ অনুভূতিটুকু স্পষ্ট না হ'লে এটা শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বব ব'লেই গণ্য হবে। উচ্চাবণে ঠোঁট দুটো যত বেশী গোলাকার এবং নিকটতর হবে তত বেশী ক'রে ধরা পড়বে এব শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য। আর বর্তুলাকার দুঠোঁটেব মধ্যে ব্যবধান থাকবে যত বেশি ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্ববেব পর্যায়ে পড়ে ততই এর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য কমে আসবে।

উষ্মধ্বনিব দিক থেকে বাংলাব তুলনায ইংবেজী এবং আরবী অনেক বেশী সমৃদ্ধ। ইংরেজীতে f, v, θ, ð, s, sh, z, 3, r, h, এ-দশটির আর আববীতে 'ث' 'ژ' 'ذ' 'ظ' 'ح' 'ع' 'غ' 'ف' 'ش' 'س' 'ص' 'و' এবং ه এ-তেরটির সন্ধান পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি
[Compound Consonants]

ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার আব একটা বড়ো প্রমাণ হলো বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো। তার কাবণ letter তথা অক্ষরেব সংযুক্ততার দিক থেকে বাংলায় আড়াইশ'র মতো যুক্তাক্ষর রয়েছে; কিন্তু যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বা Consonant cluster রয়েছে মাত্র ছত্রিশটি। শব্দের শুরুতে এ ছত্রিশটি ধ্বনির সংযুক্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে। দোস্ত, গোশত্, কার্ড, ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দে ছাড়া শব্দের শেষে বাংলাতে কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই।

সংযুক্ত হবফ (letter) ও সংযুক্ত ধ্বনিব সংখ্যা-গত তারতম্য

সুতরাং শব্দশেষে এদের হ্রাস-বৃদ্ধির কিংবা রূপান্তরেব কোনো প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু শব্দেব মাঝখানে এদের কোনো কোনোটি আবাব সংযুক্ততা হাবিয়ে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসাবে নিছক অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব মতো উচ্চারিত হয়। শব্দের মাঝ-খানে এদের কোন্‌টি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব মতো উচ্চারিত হয় সে-সম্পর্কে পবে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাব লেখন-পদ্ধতি অনুসারে শব্দেব মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনি সাধাবণ্যে যুক্তাক্ষব নামে পবিচিত। —প্ত (সুপ্ত), —প্‌টা (চেপ্‌টা), —ক্ত (ভক্ত), —গ্ধ (মুগ্ধ), —জ্জ (লজ্জা), —র্ব (গর্ব), —ড়্‌ড (আড়্‌ডা), —ক্য (বাক্য), —ঠ্য (পাঠ্য), —প্ন (স্বপ্ন) প্রভৃতি শব্দে যুক্তাক্ষবগুলোর রূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং বাংলায় এ-ধবনের পাশাপাশি সকল প্রকাব ব্যবহার্য ধ্বনিই স্মরণীয়। শব্দেব মাঝখানে পাশা-পাশি অবস্থিত এ-ধরনের দুটো ধ্বনির মধ্যে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হ'লে তার উচ্চারণ সংস্কৃতেব হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো; তার আনুষঙ্গিক স্বরধ্বনি এ ক্ষেত্রে উচ্চাবিত হয়না।

এক শব্দেব অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশা-পাশি অবস্থিত দু'টি স্পর্শ ধ্বনির প্রথমটির উচ্চাবণ

পাণিনিপ্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদ ব্যঞ্জনধ্বনির এহেন অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে 'অভিনিধান' নামে অভিহিত করেছেন।* এ সকল ক্ষেত্রে স্পৃষ্টধ্বনির প্রথমটি তার উচ্চারণ-স্থান ও রীতি অনুসারে মুখবিবরের নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা ঠোঁটে ইংরেজী 'act' (ækt), 'begged' (begd), 'apt' (æpt) প্রভৃতি শব্দের 'k', 'g' ও 'p' ধ্বনির মতো গঠিত হয় কিন্তু মুক্ত হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ধ্বনিটিকে তার স্বস্থানে গঠন ক'রে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, কিন্তু তাকে পূর্ণরূপ দেবার জন্যে দ্রুত মুক্ত হয়ে না গিয়ে উক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং সেটিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করবার জন্য তারা দ্রুত মুক্ত হয়ে যায়। প্রথম স্পর্শধ্বনিটি এ পরিবেশে এ-কারণে পরিমাণগত (quantity) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘীকৃত হয়।**

---

*"One of the most important features noted by our treaties goes by the title of 'abhinidhāna', 'close-contact'. This refers to the non-release of a consonant, more particularly a stop, when followed by a stop. ··· The significance of the term is indicated by the Indian statements e. g. weakened, deprived of breath and voice : it take place when a stop is followed by a stop ; it is also called 'arrested' (āsthāpita)."

—W.S. Allen : *Phonetics in Ancient India* (Oxford University Press, 1955), pp. 71-72.

..."If the back closure were completed before the initiation of the front release, the result would be 'abhinidhāna' ; if the front release were effected before the initiation of the back closure the result would be full 'svarabhakti'." *Ibid.*, p. 74.

See also Siddheswar Varma : *Critical Studies In the Phonetic Observations of Indian Grammarians* (London, 1929), p. 137.

**বাংলায় এ-স্পর্শধ্বনিগুলো দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে পাশাপাশি বসে শব্দগঠন করে এবং তাদের প্রথমটি হলন্ত বা অমুক্ত উচ্চারণ লাভ করে :—

বিভিন্নস্থানজাত (heterorganic plosives) স্পর্শধ্বনি

(ক) ক্‌+চ=চাক্‌চিক্য।
ক্‌+ট=একটা।
ক্‌+ঠ=ঠুক্‌ঠাক।
ক্‌+ঢ=ঢাক্‌ঢাক।

ক্‌+ত=ভক্‌ত (ভক্ত), মুক্‌তি (মুক্তি), তক্‌তক।
ক্‌+থ=থক্‌থক।
ক্‌+দ=তক্‌দিব।
ক্‌+ধ=ধিক্‌ধিক।

(খ) খ্‌+ত=তখ্‌ত্, সুখ্‌তলা, এখ্‌তিযাব।

(গ) গ্‌+জ=জগ্‌জগ, বাগ্‌জাল।
গ্‌+ড=ডুগ্‌ডুগি, বাগ্‌ডম্বব।
গ্‌+দ=বাগ্‌দী, দিগ্‌দর্শন, বাগ্‌দেবী, ডিগ্‌বাজি, দগ্‌দগে।
গ্‌+ধ=মুগ্‌ধ (মুগ্ধ), দগ্‌ধ (দগ্ধ), দুগ্‌ধ (দুগ্ধ)।
গ্‌+ফ=ভাগ্‌ফল।
গ্‌+ব=দিগ্‌বালা, বেগ্‌বান, ঋগ্বেদ।
গ্‌+ভ=দিগ্‌ভ্রম।

(ঘ) ঘ্‌+×=0

(চ) চ্‌+ক=মুচ্‌কি, বোচ্‌কা, ছেঁচ্‌কি, কচ্‌কচে, কোচ্‌কানো।
চ্‌+গ=গোচ্‌গাচ।
চ্‌+ঘ=ঘিচ্‌ঘিচ।
চ্‌+ট=পাঁচ্‌টা।
চ্‌+ব=বাচ্‌বিচাব, কোচ্‌বাক্স।
চ্‌+প=পচ্‌পচ।

(ছ) ছ্‌+প=পিছ্‌পা।
ছ্‌+ট=পিছ্‌টান।

(জ) জ্‌+ক=মজ্‌কুব, বাজ্‌কুমাব।
জ্‌+খ=বাজ্‌খাই।
জ্‌+গ=আজ্‌গুবী, গুজ্‌গুজানী।
জ্‌+দ=মজ্‌দুব।
জ্‌+প=বাজ্‌পুত, বাজ্‌পেয়ী।
জ্‌+ফ=গাজ্‌ফুল।
জ্‌+ব=মজ্‌বুত, বজ্‌বজে।

(ঝ) ঝ্‌+×=0

(ট) ট্‌+ক=টাট্‌কা, চট্‌কা, চট্‌কি, আঁট্‌কুড়ে, মট্‌কা, ফট্‌কা।
ট্‌+খ=বাট্‌খাবা, লট্‌খট।
ট্‌+ঘ=ঘুট্‌ঘুটে।
ট্‌+প=ছট্‌পট, পিট্‌পিট, বাট্‌পাড়, লট্‌পটে।

ট্+ফ=ফিট্ফাট।
ট্+ব=লট্বহর, ফুট্বল।
(ঠ) ঠ্+ত=উঠ্তি।
ঠ্+ব=উঠ্বন্দী।
ঠ্+য=হঠ্যোগ।
(ড) ড্+ভ=এ্যাড্ভোকেট, এ্যাড্ভ্যান্স (ইং); বাংলা শব্দ=0
(ঢ) ঢ্+X=0
(ত) ত্+ক=উৎকণ্ঠা, শীত্কার, হোঁৎকা, কোঁত্কা, উৎকৃষ্ট।
ত্+খ=উৎক্ষেপ।
ত্+প=উৎপাদন, উৎপল, উৎপাটন।
ত্+ফ=উৎফুল্ল।
ত্+ব=খোত্বা (আঃ)।
(থ) থ্+X=0
(দ) দ্+ক=সাদ্কা (আঃ)।
দ্+খ=দাদ্খানি।
দ্+গ=উদ্গার, উদ্গাতা, উদ্গীরণ, মুদ্গর, সদ্গতি
দ্+ঘ=বিদ্ঘুটে।
দ্+জ=উদ্জান।
দ্+ব=উদ্বাস্তু, সদ্বিচার, তদ্বির, অসদ্ব্যবহার।
দ্+ভ=উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ, উদ্ভ্রান্ত, সদ্ভাব, তদ্ভব।
(ধ) ধ্+X=0
(প) প্+ক=টপ্কানো, কাপ্কথা।
প্+চ=বপ্চানো, ঘুপ্চি, ধুপ্চি।
প্+ছ=ছিপ্ছিপে।
প্+ট=ঘাপ্টি, চিপ্টে, লেপ্টানো, জাপ্টানো, ঝাপ্টা, টুপ্টাপ, চ্যাপ্টা।
প্+ঢ=ঢপ্ঢপ, ঢিপ্ঢিপ।
প্+ত=আপ্ত, কোপ্তা, গুপ্ত, ক্ষিপ্ত, তৃপ্ত।
প্+দ=চোপ্দার, দুপ্দাপ।
প্+ধ=ধপ্ধপে।
(ফ) ফ্+X=0
(ব) ব্+ক=চাব্কানি, বক্বকে।
ব্+গ=গুব্গার, আব্গারী।

ৃ+ছ=ভাব্ছো।
ব্+জ=জব্জবে, কব্জা।
ৃ+ড=ড্যাব্ডেবে।
ব্+ঢ=ঢব্ঢবে।
ব্+দ=জব্দ, শব্দ, দেব্দারু, আব্দার, চোব্দার।
ব্+ধ=ক্ষুব্ধ, সাব্ধান, লুব্ধ, ধব্ধবে।

(ভ) ভ্+×=0

স্পর্শধ্বনি+নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

ক্+ন=শুক্না, ছাক্না, চিক্না, পিক্নিক, নেক্নজর।
ক+ম=ঝক্মক, তক্মা, হিক্মত।
গ্+ন=মাগ্না, অগ্নি, রুগ্ন, ভগ্ন।
গ্+ম=বাগ্মী, ডগ্মগ।
চ্+ন=নাচ্না, যাচ্না (যাচ্ঞা)।
চ্+ম=খ্যাচ্ম্যাচ, মুচ্মুচ, মচ্মচ, মচ্মচে।
ছ্+ন=জ্যোছ্না, তছ্নছ।
জ্+ন=খাজ্না, আজ্না, বাজ্না, সজ্নে।
জ্+ম=এজ্মালি, মেজ্বান, ম্যাজ্ম্যাজ।
ট্+ন=বাট্না, চাট্নি, পাট্না।
ট্+ম=মট্মট।
ত্+ন=যত্ন, থুত্নি, পত্নী, খত্না।
থ্+ন=মোথ্না।
দ্+ন=নাদ্না।
দ্+ম=বদ্মাস।
ধ্+ন=বধ্না।
প্+ন=স্বপ্ন, পাপ্নি।
ব্+ন=যাব্না, ভাব্না, পাব্না।

স্পর্শধ্বনি+পার্শ্বিক (lateral) ধ্বনি

ক্+ল=ফোক্লা, তক্লি, তক্লিফ, বাক্লা, চাক্লা, লিক্লিকে।
খ্+ল=আদেখ্লা।
গ্+ল=আগ্লা, পাগ্লা।

চ্+ল=মুচ্লেকা।
জ্+ল=আঁজ্লা, মজ্লিস।
ট্+ল=পোট্লা।
ত্+ল=তোত্লা, পুত্লি, পুত্লা, পাত্লা, মাত্লামি।
থ্+ল=উথ্লা।
দ্+ল=উদ্লা, বাদ্লা।
ধ্+ল=আধ্লা।
প্+ল=খেপ্লা, শাপ্লা।
ব্+ল=বাব্লা, ছ্যাব্লা, কেব্লা, তব্লা, মব্লগ, ছোব্লানো, হাব্লা।

স্পর্শধ্বনি+প্রকম্পনজাত (trill) ধ্বনি

ক্+র=একরার, চাক্রানী, খাঁক্রা, বক্রী, ছোক্রা, তক্রার।
খ্+র=পোখ্রাজ।
গ্+র=নাগ্রাজ, শাগ্রেদ, আগ্রা, ঘাগ্রা।
চ্+র=খুচ্রা।
জ্+র=নজ্রানা, পাঁজ্রা, হিজ্রী, গুজ্রানো, বজ্রা।
ট্+র=ম্যাট্রা, পেঁট্রা, টেঁট্রা।
ত্+র=উত্রানো, কাত্রানি, খাত্রা।
থ্+র=চিথ্রা, পাথ্রী।
দ্+র=বাদ্রা, আদ্রা, দাদ্রা।
ধ্+র=শুধ্রানো।
প্+র=চাপ্রাশি, ছাপ্রা।
ফ্+র=জাফ্রান।
ব্+র=উব্রানো, ড্যাব্রা।

স্পর্শধ্বনি+তাড়নজাত (flap) ধ্বনি

ক্+ড়=কাঁক্ড়া, নেক্ড়ে, মাক্ড়া, মাক্ড়ি।
খ্+ড়=আখ্ড়া।
গ্+ড়=ঝগ্ড়া, খাগ্ড়া, বগ্ড়া, বিগ্ড়ানো, দাগ্ড়া।
চ্+ড়=আঁচ্ড়ানো, ক্যাচ্ড়া, মুচ্ড়া, হেঁচ্ড়া।
ছ্+ড়=আছ্ড়া।

এক শব্দের মধ্যেকার দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি প্রকৃতিগত দিক থেকে স্পৃষ্টধ্বনি না হ'য়ে অন্য ধ্বনি অর্থাৎ ঘর্ষণজাত (fricative), তরলধ্বনি (liquid : পার্শ্বিক 'ল' কিংবা প্রকম্পনজাত 'র'), তাড়নজাত (flap) এবং নাসিক্য ধ্বনি হ'লেও এরাও স্বরবিহীন অবস্থায় উচ্চারিত হয় সত্য কিন্তু স্পৃষ্ট ধ্বনির প্রথমটির মতো 'অভিনিধানজাত' অসম্পূর্ণ উচ্চারণ পায় না।* তার কারণ ধ্বনি উচ্চারণের প্রকৃতিগত দিক থেকে তাড়নজাতধ্বনিটি ছাড়া এদের প্রত্যেকটিই Continuant বা প্রলম্বিত ধ্বনি। অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অ-স্পৃষ্ট (non-plosive) প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণ

জ্+ড=আজ্ড়া, হিজ্ড়া, কুজ্ড়া।
দ্+ড=আদ্ড়া, বিদ্ড়া।
প্+ড়=খুপ্ড়ি, পাঁপ্ড়ি, ছাপ্ড়া।
ব্+ড=নুব্ড়ি, ছিব্ড়ে, জাব্ড়া, তুব্ড়ি, থুব্ড়া।

স্পর্শধ্বনি+ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি

ক্+স=পাক্সাট, বাক্স, কাঁক্সানো, টাঁক্শাল, খাক্সার।
গ্+স=নাগ্সই।
ত্+স=কুৎসা, উৎসব, বৎস, উৎসুক।
দ্+শ=বাদ্শা।
প্+স=চিপ্সা, চুপ্সা, লাপ্সি, লিপ্সা, ভাপ্সা, জুগুপ্সা।
ব্+শ=হাব্শী।

* বাংলায় দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত অ-স্পৃষ্ট (non-plosive) প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান (distribution)-এর স্বরূপ :—

(১) উষ্ম+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি
(২) তরল ধ্বনি : (ক) পার্শ্বজাত+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি।
(খ) কম্পনজাতধ্বনি+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি
(৩) তাড়নজাত+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি
(৪) নাসিক্য+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি

সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হ'লে তাদের পূনস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যেই বোধহয় স্বরধ্বনি ছাড়া যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না তা-ই ব্যঞ্জনধ্বনি, এরিষ্ট-টলের যুগে ব্যঞ্জনধ্বনির এমন সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছিল। স্পৃষ্ট (plosive), ঘৃষ্ট (affricate) এবং তাড়নজাত ধ্বনির কথা বাদ দিলে ঘর্ষণজাত, নাসিক্য ও তরল ধ্বনির প্রকৃতিই এমন যে তাদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি ছাড়াই তারা স্বমহিমায় ফুটে উঠে দীর্ঘতা লাভ করতে পারে। আর 'মড়্‌কা', 'ভড়্‌কা' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তাড়নজাত ধ্বনিটি হলন্ত উচ্চারণ পেলেও তার ধ্বনিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্পৃষ্ট কি ঘৃষ্টধ্বনির উচ্চারকদের মতো তার উচ্চারকদেরকে দ্রুত আঁটকে দিয়ে এক জায়গায় বদ্ধ রাখা যায় না ব'লে এ ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্ত হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো 'আড়ষ্ট' ও 'পীড়িত' হয় না। এ-ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভের ডগার উল্টো পিঠ দন্তমূলকে স্পর্শ ক'রে দ্রুত নীচেরপাটি দাঁতের উপর উছলে পড়ে ব'লে শব্দের মাঝখানে অন্য ব্যঞ্জনধ্বনির আগেও তার উচ্চারণগত প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে 'মড়্‌কা', 'ফড়্‌কা' প্রভৃতি শব্দের এটি হলন্ত উচ্চারণ পেলেও নড়নক্ষম প্রত্যঙ্গের

---

(১) উষ্ম+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি :—

শ (ষ, স) :

শ্‌+ক=মুশ্‌কিল।
শ্‌+খ=খোশ্‌খবর।
শ্‌+গ=মশ্‌গুল।
শ্‌+চ=নিশ্চয়।
শ্‌+ছ=নিশ্ছিদ্র।
শ্‌+দ=বাঁশ্‌দহ।
শ্‌+ব=খোশ্‌বু, বশ্‌বা।
শ্‌+ন=রোশ্‌নি (ফাঃ)।
শ্‌+ল=মশ্‌লা।
শ্‌+হ=খোশ্‌হাল (ফাঃ)।
ষ্‌+ক=পুষ্কর, দুষ্কর, পরিষ্কার।
ষ্‌+ট=অষ্টম, বেষ্টন।
ষ্‌+ঠ=গোষ্ঠ, গোষ্ঠী।
ষ্‌+ণ=বিষ্ণু।
ষ্‌+প=পুষ্প, পুষ্পিত।
ষ্‌+ফ=নিষ্ফল।

স্+ক=আস্কারা, বাস্কল (মধুসূদন), পুংস্কার।
স্+র=বস্রা।

(২) তরলধ্বনি+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি :—

(ক) ল্+ক=উল্কা, আল্কাপ, বল্কল, কল্কি।
ল্+গ=আল্গা, বল্গা।
ল্+চ=তবল্চি।
ল্+জ=গুল্জার, কল্জে।
ল্+ঝ=উল্ঝুল।
ল্+ট=উল্টা।
ল্+ত=আল্তা, বোল্তা।
ল্+দ=গল্দা, জল্দি।
ল্+ন=আল্না।
ল্+প=আল্পনা।
ল্+ফ=হাল্ফিল (ফাঃ)।
ল্+ব=আল্বোলা।
ল্+ভ=গাল্ভরা।
ল্+ম=গুল্মারা, গোল্মাল।
ল্+র=গুল্রুখ্ (ফাঃ)।
ল্+শ=গুল্শান।
ল্+হ=দুল্হা, দুল্হীন (ফাঃ)।

(খ) র্+ক=বোর্কা, শর্করা।
র্+খ=গুর্খা।
র্+গ=বর্গি।
র্+ঘ=অর্ঘ।
র্+চ=পর্চা, অর্চনা, বাবুর্চি।
র্+ছ=মূর্ছা, মূর্ছনা।
র্+জ=গর্জন, বর্জন, অর্জনা।
র্+ণ=বর্ণ, বর্ণনা, অর্ণব।
র্+ত=গর্ত, শর্ত।
র্+থ=স্বার্থ, পার্থ।
র্+দ=পর্দা, জর্দা।
র্+ধ=গর্ধভ।

র্+প=সর্প, কর্পূর।
র্+ব=গর্ব, সর্ব, পর্ব।
র্+ভ=গর্ভ।
র্+ম=বর্ম, মর্ম।
র্+য=কার্য।
র্+ল=বার্লি।
র্+শ=বর্শা।
র্+ষ=আর্ষ, বর্ষ, বর্ষা।
র্+হ=বর্হ (বর্‌বহ)।

(৩) তাড়নজাত+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—

ড়্+ক=আড়্‌কাঠি, ভড়্‌কা, মড়্‌কা, ফড়্‌কা।
ড়্+খ=গড়্‌খাই।
ড়্+গ=খড়্‌গ।
ড়্+ত=পড়্‌তা।
ড়্+দ=খড়্‌দ।
ঢ়্+X=0

(৪) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—

ন্+ক=ফন্‌কা, আন্‌কোরা, খান্‌কা।
ন্+খ=খান্‌খান।
ন্+গ=খান্‌গী, বন্‌গাঁ।
ন্+ঘ=ঘিন্‌ঘিন।
ন্+চ=খন্‌চা, আন্‌চান।
ন্+ট=পান্‌টান।
ন্+প=বোন্‌পো, ধান্‌পান।
ন্+ব=বুন্‌বো, বন্‌বন।
ন্+ভ=বান্‌ভানা।
ন্+ম=জন্ম, মন্ময়।
ন্+র=ধ্যান্‌রত।
ন্+ল=তান্‌লয়।
ন্+স=মুন্সী, বন্সী, দিন্‌সে।
ন্+হ=খুন্‌হো, কান্‌হাত।

দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার ফলে এর উচ্চারণ অসম্পূর্ণ থাকতে পারেনা ; এ পরিবেশের প্রলম্বিত (Continuant sound) ধ্বনিগুলোর মতো পূর্ণভাবেই উচ্চারিত হয়ে যায়। এ-কারণে ব্যঞ্জনধ্বনির এ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অচলও। শব্দের ভেতরে ধ্বনির উচ্চারণই যদি ধ্বনিবিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হয় তা'হলে এসব ক্ষেত্র থেকে তাড়নজাত, ঘর্ষণজাত, তরল ও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর যথার্থ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যাবে। তাই দেখা যায়, একই শব্দের ভেতরে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যকার প্রথমটি স্পৃষ্ট কিংবা ঘৃষ্ট না হয়ে অন্যান্য ধ্বনি হ'লে (যেমন কল্কি, বল্গা, আলগা, বোর্খা, চর্কা, মুশ্কিল, মস্করা, আস্কারা, আস্মান, পুষ্পিতা, শিকল, আস্ফালন, ঝন্ঝন্, ঠুন্কো, কুর্কো, গাম্লা, আম্লা, আমলকি, কানুনগো, ভড্কা, মড্মা, আড্কাঠি প্রভৃতি শব্দ) তারা

ন্+খ=খান্খা (ফা:)।
ন্+চ=পান্চানি।
ন্+ছ=পান্ছে।
ন্+জ=হন্জান।
ন্+ঝ=সন্ঝানো।
ন্+ট=ঘান্টা, ঘান্টানো।
ন্+ঠ=ঘান্ঠা, ঘন্ঠা।
ন্+থ=পান্থা।
ন্+দ=সান্দা, সান্দে।
ন্+ব=সান্বা, ওন্বে।
ন্+ল=সান্লা, নান্লা।
ন্+শ=হান্শা (ফা:)।
ন্+ড়=আন্ড়া, দান্ড়া।
ঙ্+ক বর্গীয় সমস্থানজাত ধ্বনির
পৃথক বিচার।*
ঙ্+চ=রঙ্চঙ্।
ঙ্+ট=রঙ্টঙ্।
ঙ্+ঢ=রঙ্ঢঙ্।
ঙ্+ত=বাঙ্তা।

ঙ্+ক বর্গীয়
ঞ্+চ বর্গীয়
ণ্+ট বর্গীয়
ন্+ত বর্গীয়
ম্+প বর্গীয়

* সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য ১৩৩ পৃষ্ঠা।

স্বরহীন তথা হলন্ত অবস্থাতেও পূর্ণ উচ্চাবণ পায়, এ পর্যায়েব স্পৃষ্টধ্বনিগুলিব মতো অত 'নিষ্পিষ্ট', 'পীড়িত' বা 'প্রচাপিত' হয় না।

বাংলাব লেখনপদ্ধতি অনুসাবে শব্দমধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত এহেন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অর্ধবিকৃত, বা সুস্পষ্ট—যেমনভাবেই লিখিত হোক না কেন এদেব প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিটি নিশ্বাসের দুটো স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চাবিত হয় ; এক প্রয়াসজাত উচ্চারণ এবা নয়, এজন্যে যুক্ত হরফেব সাহায্যে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে এবং উচ্চাবকদের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাদেরকে সংযুক্ত ধ্বনি বলা চলে না। অন্যদিকে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিশ্বাসেব একই প্রযাসে এবং উচ্চাবকদ্বযেব সজোব পেশী সঞ্চালনেব ফলে উচ্চাবিত হ'লে তারা আপন বৈশিষ্ট্যেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব রূপে নিজেদেব আসন চিহ্নিত ক'বে নেয়। উদাহরণ-স্বরূপ 'ক্ত' (কৃত) এবং 'প্ল' এ দুটো সংযুক্ত অক্ষর (letter) এব বিশ্লেষণ কবলেই এ-কথাব সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ভক্ত' শব্দটিতে ক্ এবং ত্ হবফচিহ্নিত ধ্বনি দু'টি যুক্ত (যেমন 'ক্ত') বা স্বতন্ত্র (যেমন 'ক্‌ত') যে কোনো পদ্ধতিতেই লিখিত হোক না কেন তাদের উচ্চাবকদেব একবাবের পেশী সঞ্চালনেব ফলে তাবা উচ্চারিত হয় না। এক কথায় তারা 'sequential articulation' ঃ 'one breath-articulation' নয়। এক্ষেত্রে 'ক' এবং 'ত' স্বতন্ত্রভাবে উচ্চাবিত হয়। তবে শব্দের মাঝখানে 'ক' ধ্বনিটি তাব অন্তর্নিহিত স্ববধ্বনি বিবর্জিত অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে উপরিউল্লিখিত 'অভিনিধান'জাত উচ্চাবণ পায় ব'লে এখানে তাব উচ্চারণেব বেলায় তাব উচ্চারকেরা পৃথক হয না, ফলে বায়ুপথও উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু 'প্লাবন' কিংবা 'আপ্লুত' শব্দ দু'টির 'প্ল' ধ্বনিটি দু'টি হবফেব সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের পবস্পবেব দু'টি স্বতন্ত্র উচ্চাবণস্থান থাকলেও তাদের উচ্চাবকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসেই

সংযুক্ত ধ্বনিব সংজ্ঞা

ঙ্+দ=রঙ্দাব।
ঙ্+প=বঙ্পব।
ঙ্+র=সঙ্নাদ ঙ্+ভ=সঙ্ভবণ।
ঙ্+ব=ইঙ্বেজ।
ঙ্+ল=হ্যাঙ্লা, সঙ্লাপ।
ঙ্+শ=সঙ্শয।
ঙ্+হ=সঙ্হাব।

তারা উচ্চারিত হয়, ফলে ধ্বনি দু'টিব একটা মিলিত দ্যোতনা শোনা যায়। 'প্ল' ধ্বনি সংগঠনে এবং উচ্চারণে 'প' এর জন্যে দু' ঠোঁট এবং 'ল' এব জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'প' উচ্চাবণেব জন্যে ঠোঁট দু'টি আবদ্ধ হ'তে না হ'তেই 'ল' এব জন্যে জিভেব ডগা দন্তমূলে সন্নিকৃষ্ট হয় আব সেই মুহূর্তেই ঠোঁট দুটো আল্‌গা হ'য়ে যাওয়ার ফলে এবকম একটি মিলিত ধ্বনিব উৎপত্তি হয়। এ-ধ্বনি দুটোর উচ্চাবণে সমস্ত প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে, এদের ভেতরের পারম্পর্য বা sequence অনুভব কবাও শক্ত হ'যে ওঠে। এজন্যে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েব মনেই এবা এক প্রযাসজাত (one breath articulation) ধ্বনি হিসেবে প্রতিভাত হয়। এ থেকে প্রতীযমান হবে যে, বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হযে যদি একাত্মতা লাভ কবে তা'হলেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবাব যোগ্যতা অর্জন করে।

বাংলার যুক্তাক্ষব (conjunct letter) এবং সংযুক্ত ধ্বনির (conjunct বা cluster-sound) যে আনুপাতিক তাবতম্যেব কথা বললাম তা ভালো বোঝা যাবে নীচেব যুক্তাক্ষর তথা সংযুক্ত হবফগুলো থেকে। শিশুপাঠ্য বাংলা পুস্তকে 'ফলা' বা যুক্ত বর্ণেব সাহায্যে যুক্তাক্ষব (conjunct letter) শেখানোর ব্যবস্থা সুপ্রাচীন। উক্ত ফলা-সংযুক্ত হরফগুলোকে এভাবে সাজানো যায়:—

বাংলার সংযুক্ত হবফ : প্রত্যেকটির সাহায্যে গঠিত কমপক্ষে একটি শব্দেব উদাহবণ

ক ফলা— -ক্ক (ছক্কা, আক্কেল), -ঙ্ক (বাঙ্কাব), -ল্ক (উল্কা), -ষ্ক (পরিষ্কাব), -স্ক (পুরস্কার, স্কন্দ)।

ক্ষ ফলা— -ঙ্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমা)।

খ ফলা— -ঙ্খ (শঙ্খ), -স্খ (স্খলন, পদস্খলন)।

গ ,, — -ঙ্গ (সঙ্গ, বঙ্গ), -ড়্গ (খড়্গ), -ল্গ (বল্গা), -দ্‌গ (উদ্‌গাব)।

ঘ ,, — -ঙ্ঘ (সঙ্ঘ, জঙ্ঘা), -দ্‌ঘ (উদ্‌ঘাটন)।

চ ,, — -ঞ্চ (বঞ্চনা), -শ্চ (নিশ্চয়), -চ্চ (উচ্চারণ)।

ছ ,, — -ঞ্ছ (বাঞ্ছা), -শ্ছ (নিশ্ছিদ্র), -চ্ছ (কচ্ছপ)।

জ ,, — -ঞ্জ (খঞ্জ), -ব্জ (কুব্জ), -জ্জ (সজ্জা)।

ঝ ,, — -জ্ঝ (কুজ্ঝটিকা), -ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝা)।

ঞ ,, — -চ্ঞ (যাচ্ঞা), -জ্ঞ (জ্ঞান, ধর্মজ্ঞ)।

ট ফলা— -ষ্ট (ষ্টেশান, বেষ্টন), -স্ট (স্টার, খ্রীস্টাব্দ), -ক্ট (ফ্যাক্টরী), -ট্ট (হট্টগোল), -ণ্ট (সিমেণ্ট), -প্ট (চেপ্টা), -ল্ট (উল্টা)।

ঠ ,, — -ণ্ঠ (অবগুণ্ঠন), -ষ্ঠ (ষষ্ঠ)।

ড ,, — -ণ্ড (গণ্ডার), -ড্ড (আড্‌ডা), -ল্ড (গোল্ড) বিদেশী শব্দ।

ণ ,, — -ণ্ট (ঢেণ্টন), -ষ্ণ (বিষ্ণু), -হ্ণ (অপরাহ্ণ), -ক্ষ্ণ (তীক্ষ্ণ), -ণ্ণ (ক্ষুণ্ণ)।

ত ,, — -ক্ত (ভক্ত), -ত্ত (সত্তব), -স্ত (স্তব, বিস্তর), -ন্ত (সন্তান), -প্ত (সুপ্ত)।

থ ,, — -ত্থ (উত্থান), -স্থ (স্থবির, প্রস্থান), -ন্থ (পান্থ)।

দ ,, — -ন্দ (মন্দ), -দ্দ (খদ্দর), -ব্দ (জব্দ)।

ধ ,, — -দ্ধ (বুদ্ধি), -ন্ধ (গন্ধ) -ব্ধ (ক্ষুব্ধ), -গ্ধ (দুগ্ধ)।

ন ,, — -গ্ন (কগ্ন), -ত্ন (যত্ন), -হ্ন (বহ্নি), -ঘ্ন (শত্রুঘ্ন), -প্ন (স্বপ্ন), -ম্ন (নিম্ন), -শ্ন (প্রশ্ন), -স্ন (স্নান, অস্নাত), -ন্ন (পান্না), -ধ্ন (গৃধ্নু)।

প ,, — -ল্প (গল্প), -স্প (স্পর্ধা, পরস্পর), -ষ্প (বাষ্প), -প্প (খপ্পর), -ম্প (কম্পন)।

ফ ,, — -স্ফ (স্ফুরণ, আস্ফালন), -ম্ফ (গুম্ফ), -ষ্ফ (নিষ্ফল) -ল্ফ (গুল্‌ফ)।

ব ,, — -ক্ব (ক্বাথ, পক্ব), -গ্ব (বাগ্বাহুল্য), -চ্ছ্ব (উচ্ছ্বাস), -জ্ব (জ্বালা, উজ্জ্বল), -ট্ব (খট্বা), -ণ্ব (কণ্ব), -ত্ব (ত্বরা, ঋত্বিক), -ত্ত্ব (তত্ত্ব), -থ্ব (পৃথ্বী), -দ্ব (দ্বিপদ, উদ্বাহ, বিদ্বান), -ন্ত্ব (সান্ত্বনা), -ন্দ্ব (দ্বন্দ্ব), -ধ্ব (ধ্বনি), -ন্ব (অন্বয়), ম্ব- (গুম্বজ), -হ্ব (পহ্বল), -শ্ব (শ্বাপদ, অশ্ব), -স্ব (স্বভাব, বিস্বাদ), -হ্ব (জিহ্বা), -ব্ব (আব্বা, জব্বার), -ক্ষ্ব (প্রক্ষ্বেড়ন)।

ভ ,, — -ম্ভ (গম্ভীর, সম্ভব), -দ্ভ (সদ্ভাব)।

ম ,, — -ত্ম (আত্মা), -দ্ম (পদ্ম), -ন্ম (জন্ম), -ণ্ম (হিরণ্ময়), -ম্ম (সম্মান), -ক্ষ্ম (যক্ষ্মা), -হ্ম (ব্রহ্মা), -ঙ্ম (বাঙ্ময়), -ল্ম (গুল্ম), -গ্ম (বাগ্মী), -শ্ম (শ্মশান), -স্ম (বিস্ময়), -ষ্ম (ভীষ্ম) -ক্ম (রুক্মিণী), -ঘ্ম (আঘ্মাত)। -ট্‌ম (কুট্‌মল), -ড্‌ম (কুড্‌মল)।

য ,, — -ক্য (বাক্য), -খ্য (সখ্য), -গ্য (ভাগ্য), -গ্ন্য (অগ্ন্যাগার), -গ্র্য (অগ্র্য), -ঘ্য (অর্ঘ্য), -জ্য (অলজ্য), -চ্য (চ্যাবন, বাচ্য), -জ্য (জ্যা, বাজ্য), -ট্য (ট্যাংরা, অকাট্য), -ঠ্য (ঠ্যাঙা, অপাঠ্য), -ড্য (জাড্য), -ঢ্য (ঢ্যাঙা,

দাঢ্য), -ণ্ড্য (পাণ্ড্য), -র্ণ্য (ঘূর্ণ্যমান), -ত্য (ত্যাগ, সত্য), -ন্ত্য (অন্ত্য), -ন্ত্র্য (স্বাতন্ত্র্য), -ত্র্য (ত্র্যক্ষর), -র্থ্য (সামর্থ্য), -থ্য (পথ্য), -দ্য (খাদ্য), -র্দ্য (সৌহার্দ্য), -দ্ব্য (দ্ব্যর্থ), -ধ্য (ধ্যান, বাধ্য), -ন্য (ন্যায়, অন্যায়), -ন্ধ্য (সন্ধ্যা), -ন্ন্য (সন্ন্যাসী), -প্য (আপ্যায়িত), -প্ল্য (প্ল্যাটফর্ম), -ফ্য (ফ্যালফ্যাল), -ক্ল্য (ক্ল্যাট), -ব্ল্য (ব্ল্যাক আউট), -ব্য (ব্যবহার, কাব্য), -ভ্য (ভ্যাড়া, লভ্য), -ম্য (গম্য), -য্য (শয্যা), -ল্য (কল্যাণ), -শ্য (শ্যালক, কশ্যপ), -ষ্য (শিষ্য), -স্য (মৎস্য), -হ্য (হ্যাট, হ্যাংলা, বাহ্য), -স্থ্য (স্বাস্থ্য), -ষ্ঠ্যা (মুষ্ঠ্যাঘাত), -ষ্ঠ্য (ওষ্ঠ্য), -ষ্ম (ঔষ্ম্য), -স্ট্য (স্ট্যাম্প), -স্ত্য (অগস্ত্য), -স্থ্য (স্বাস্থ্য)।

র ফলা— -ক (ক্র)(ক্রান্তি, আক্রান্ত), -ক্ত্র (বক্ত্র), -খ্র (খ্রিষ্টাব্দ), -গ্র (গ্রহণ, বিগ্রহ), -ঘ্র (ঘ্রাণ, ব্যাঘ্র), -জ্ঘ্র (অঙ্ঘ্রি), -চ্ছ্র (উচ্ছ্রয়), -জ্র (বজ্র), -ট্র (ট্রাম), -ড্র (ড্রাম, ঔড্র), -ত্র (ত্রাণ, শত্রু), -থ্র (থ্রো), -দ্র (দ্রব, বিদ্রোহ), -ধ্র (ধ্রুব), -প্র (প্রণয়, আপ্রাণ), -ফ্র (ফ্রক), -ব্র (ব্রত, প্রব্রজ্যা), -ভ্র (ভ্রম, বিভ্রান্ত), -ম্র (ম্রিয়মাণ, আম্র), -স্প্র (কম্প্র), -শ্র (শ্রম, বিশ্রাম), -স্র (স্রষ্টা, সহস্র), -হ্র (হ্রদ)।

ঋ ,, — -কৃ (কৃত, প্রকৃত), -তৃ (তৃপ্তি, পরিতৃপ্ত), -দৃ (দৃপ্ত, আদৃত), -ধৃ (ধৃত, বিধৃত), -নৃ (নৃপতি, অনৃত), -পৃ (পৃথক, ব্যাপৃত), -বৃ (বৃত্তি, আবৃত্তি), -ভৃ (ভৃত, পরভৃত), -মৃ (মৃত্যু, অমৃত), -শৃ (শৃগাল, বিশৃঙ্খলা), -সৃ (সৃষ্টি), -হৃ (হৃদয়)।

ল ,, -ক্ল (ক্লান্ত, অক্লান্ত), -গ্ল (গ্লানি), -প্ল (প্লাবন, আপ্লুত), -ব্ল (ব্লাউজ), -ফ্ল (ফ্ল্যাট), -ম্ল (ম্লান, অম্লান), -ল্ল (হল্লা), -শ্ল (শ্লেষ, আশ্লেষ), -হ্ল (আহ্লাদ), -স্ল (স্লেট)।

রেফ সম্বলিত হরফ — -র্ক (তর্ক), -র্খ (মূর্খ), -র্গ (অর্গল), -র্ঘ (অর্ঘ), -র্চ (চর্চা), -র্ছ (মূর্ছা), -র্জ (অর্জন), -র্ট (শার্ট, আর্ট), -র্ড (কার্ড), -র্ণ (কর্ণ), -র্ত (গর্ত), -র্ৎ (ভর্ৎসনা), -র্থ (স্বার্থ), -র্দ (পর্দা), -র্ধ (মূর্ধা), -র্ন (পুনর্নবা), -র্প (কর্পূর), -র্ফ (কোর্ফা), -র্ব (গর্ব), -র্ভ (গর্ভ), -র্ম (উর্মি), -র্য (কার্য), -র্ল (দুর্লভ, বার্লি), -র্শ (অর্শ), -র্ষ (মহর্ষি), -র্স (আর্সেনিক), -র্হ (বর্হ)।

স ফলা — -ক্স (বাক্‌স), -প্স (বীপ্সা), -ন্স (মুন্সী)।

তিন হরফের সংযোগ— -ক্ল্য (শৌক্ল্য), -ক্ষ্য (লক্ষ্য), -ক্ষ্ম (লক্ষ্মী),

-ক্ষ্ব(ইক্ষ্বাকু), -গ্ন্য (অগ্ন্যাগাব, জমদগ্ন্য), -গ্র্য (অগ্র্য),
-র্ঘ্য (অর্ঘ্য), -ঙ্ঘ্য (অলঙ্ঘ্য), -ঙ্ঘ্র (অঙ্ঘ্রি),
-ক্তৃ (বক্তৃতা), -ক্ত্র (যোক্ত্র), -ত্র (পুত্র), -ত্ত্ব (সত্ত্বেও),
-ন্ত্ব (সান্ত্বনা), -ন্দ্ব (দ্বন্দ্ব), -ন্ধ্য (সান্ধ্য), -ন্ত্র (যন্ত্র),
-ন্দ্র (চন্দ্র), -ন্ধ্র (পরন্ধ্রী), -ত্র্য (ত্র্যক্ষর), -ত্ম্য (দৌরাত্ম্য),
-ন্ত্য (অন্ত্যজ), -ন্দ্য (অগ্নিমান্দ্য), -র্তৃ (কর্তৃত্ব),-র্ত্য (অমর্ত্য),
-র্থ্য (সামর্থ্য), -দ্ব্য (দ্ব্যর্থ), -র্দ্র (আর্দ্র), -ত্ম্য (দৌরাত্ম্য),
-র্দ্য (সৌহার্দ্য), -র্দ্ব (অন্তর্দ্বাব), -র্ণ্য (ঘূর্ণ্যমান), -চ্ছ্ব (উচ্ছ্বাস),
-চ্ছ্র (উচ্ছ্রয়), -ম্প্র (সম্প্রতি), -র্ব্য (আনুপূর্ব্য), -ম্ভ্র (সম্ভ্রম),
-র্শ্ব (পার্শ্ব), -ক্রি (নিক্রিয়), -ষ্কৃ (পরিষ্কৃত), -ষ্ঠ্য (ওষ্ঠ্য),
-ষ্প্র (দুষ্প্রাপ্য), -স্মৃ (স্মৃতি, বিস্মৃতি), -ষ্ণ্য (উষ্ণ্য), -ষ্ম (ওষ্ম্য),
-ষ্ট্র (উষ্ট্র, ষ্ট্রবেরি), -স্ত্র (স্ত্রী, অস্ত্র), -স্তৃ (বিস্তৃত), -স্ত্য (অসত্য),
-স্পৃ (স্পৃহা), -স্প্র (স্প্রিং), -ণ্ঠ্য (কণ্ঠ্য), -ণ্ড্য (পাণ্ড্য), -ণ্ড্র (পুণ্ড্র),
-ষ্ট্যা (ষ্ট্যাম্প), -ঞ্চ (বাঞ্ছেয়), -র্য্য (সূর্য্য), -ক্র (নিক্রমণ),

চার হরফেব সংযোগ— র্দ্ধ্ব (উর্দ্ধ্ব), —ক্ষ্ম্য (সৌক্ষ্ম্য), -ন্ত্র্য (স্বাতন্ত্র্য)।

উপরে উদ্ধৃত যুক্তাক্ষর (letter) গুলোব মধ্যে যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি রক্ষিত হয়েছে শুধু এ কয়টিতে, অন্য কথায় বাংলাব সংযুক্ত ধ্বনির (conjunct or compound sound) যথার্থ প্রতিকৃতি হচ্ছে এ কয়টি হরফ ঃ—

স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, শ্ল, স্প, স্ফ, স্পৃ (স্প্র), ঙ্গ্র, ক্র (কৃ), খ্র (খৃ), গ্র (গৃ), ঘ্র (ঘৃ), ছ্র (ছৃ), জ্র (জৃ), ট্র, ড্র, ত্র (তৃ), থ্র, দ্র (দৃ), ধ্র (ধৃ), নৃ, প্র (পৃ), ফ্র, ব্র (বৃ), ভ্র (ভৃ), ম্র (মৃ), শ্র (শৃ), স্র (সৃ), হ্র, হ্ল, ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল এবং ম্ল।

'্র' ফলাব অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটি 'অ' ব'লে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে তার পরবর্তী যে-কোনো স্বরধ্বনির সঙ্গেই তা ব্যবহৃত হয় ; [যেমন দ্রব (drabo), ত্রাণ (tran),

খ্রীস্টাব্দ (khristabdo), বিশ্রুত (bissruto), বিদ্রোহী (biddrohi), ক্রেতা (kreta) ইত্যাদি], কিন্তু '‍ৃ'র অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'ই' হওয়ার জন্য পরবর্তী স্বরধ্বনি 'ই'র সঙ্গেই তার ব্যবহার সীমিত থাকে [যেমন কৃত (krito), মৃত (mrito), প্রকৃত (prokrito), অমৃত (ammrito) ইত্যাদি]। এ ছাড়া উচ্চারণ কিংবা শ্রুতির দিক থেকে ৃ কার ও ্র ফলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং সংযুক্ত ধ্বনিমূল হিসেবে বিচার করলে তারা এক বই দুই নয়।

'ৃ' ও '্র' মূলত অভিন্ন

'শ্র' ও 'স্র'র মধ্যেও ধ্বনিগত কোনো তারতম্য নেই। '্র' ফলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে উভয়েই অগ্রদন্তমূলীয়ভাবে উচ্চারিত হয়। (তুলনীয় শ্রাবণ, বিশ্রী, সহস্র, স্রস্ত, স্রষ্টা, সৃষ্টি ইত্যাদি)। অবশ্য একালে পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে—বিশেষ ক'রে কলকাতার কোনো কোনো মহলে শ্রী ও শ্রীমতী শব্দের 'শ্র'র পশ্চাৎদন্তমূলীয় একরকম কেতাদুরস্ত 'ফেসান' উচ্চারণ 'shri' শোনা যায়। ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্যে এ রকম ফ্যাসান উচ্চারণ সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

'শ্র' ও 'স্র' মূলত অভিন্ন

বাংলার তিন কি চার হরফ সংযোগে যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হলেও সংযুক্ত ধ্বনিগত দিক থেকে এ-ধরনের অক্ষরের সমন্বয় নিতান্ত আকস্মিক নয়। কেননা এ রকম ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রবহমান ধ্বনিস্রোতের মধ্যে সাধারণতঃ প্রথম হরফটির ধ্বনি যদি অক্ষুণ্ণও থাকে তাহ'লে সেটি স্বতন্ত্রভাবে আগেই উচ্চারিত হয়ে যায় আর তার পরবর্তী ধ্বনি দুটো মিলিত-ভাবে সংযুক্ততা রক্ষা করে। 'নিষ্ক্রান্ত' (nishkranto), 'বক্তৃতা' (boktrita), 'উচ্ছ্রিয়া' (ucchria) প্রভৃতি শব্দের ষ্+ক্র, ক্+তৃ, চ্+ছ্র ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ থেকেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। আবার তিন হরফ সম্বলিত -ন্ত্ব (সান্ত্বনা), -ন্ত্য (অন্ত্যজ), -র্ত্য (অমর্ত্য), -র্দ্ধ (অন্তর্দ্ধান), কিংবা চার হরফ সম্বলিত -র্দ্ধ (ঊর্দ্ধ) প্রভৃতি সংযুক্তাক্ষরগুলোর মধ্যে দেখা যাবে যে, ধ্বনির সংযুক্ততা আদৌ রক্ষিত হয়নি। এ রকম ক্ষেত্রে হরফ যতই থাক না কেন ধ্বনির দিক থেকে মাত্র দুটো ধ্বনি রক্ষিত হয়ে থাকে এবং তারা একটার পর একটা স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়।

বাংলার সংযুক্তধ্বনির ন্যূনতম একক (ইউনিট) দু'টি ধ্বনির উর্ধ্বে নয়

উপরে বাংলার যে ৩৬টি বিশেষ সংযুক্ত ধ্বনির কথা বলেছি, শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হ'লে তাদের প্রত্যেকটির উচ্চারণে সংযুক্ততা বা ধ্বনির cluster-গত রূপ বজায় থাকে কিন্তু শব্দের মাঝখানে ব্যবহৃত হ'লে ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট যুক্তধ্বনিগুলো সংযুক্ততা হারিয়ে পারম্পর্যগত (sequential) স্বতন্ত্র উচ্চারণ পায়। তার একটি বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণকালে ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি পূর্ববর্তী 'সিলেবল্'-এ এবং তার সংলগ্ন ধ্বনিটি পরবর্তী 'সিলেবল'-এ গিয়ে পড়ে। এ-থেকে প্রমাণিত হবে যে, শব্দের গোড়াতে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা ৩৬টিই কিন্তু শব্দের মাঝখানে (স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্ব, স্থ, স্ন, স্প, স্ফ) এ আটটি বাদ দিয়ে ২৮টি। নিম্নের উদাহরণগুলো থেকে এ-উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে:—

ঘর্ষণজাত ধ্বনিসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনির রূপ পরিবর্তন : শব্দের আদিতে ও মধ্যে

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
স্+ক=স্ক	স্কন্দ (skɔndo), স্কুল (skul)	বিস্কুট (bis/kut) আস্কারা (ash/kara)
স্+খ=স্খ	স্খলন (skhɔlon)	পদস্খলন (pɔdosh/khɔlon)
ষ্+ট=ষ্ট	ষ্টেশান (steshan) ষ্টোভ (stobh)	বেষ্টিত (besh/tito)
স্+ত=স্ত	স্তূপ (stup)	বস্তি (bos/ti)
স্+থ=স্থ	স্থাপন (sthapon)	অবস্থা (ɔbos/tha)
স্+ন=স্ন	স্নান (snan)	বিষ্ণু (bish/nu)
স্+প=স্প	স্পর্শ (spɔrsho)	পরস্পর (pɔrosh/pɔr)
স্+ফ=স্ফ	স্ফোটক (sphotok)	আস্ফালন (ash/phalon)
স+প+র=স্পৃ	স্পৃহা (spriha)	অস্পৃশ্য (ɔsh/prish/sho)
স+ত+র=স্ত্র	স্ত্রী (stri)	মিস্ত্রী (mis/tri)

ঘর্ষণজাত (fricative) ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এ সংযুক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলো অর্থাৎ পার্শ্বজাত 'ল' ও কম্পনজাত 'র' তথা তরলধ্বনি-ঘটিত সংযুক্ত ধ্বনিগুলো শুধু

যে শব্দের আদি ও মধ্যে সমভাবে তাহাদের ধ্বনিগত সংযুক্ততা (cluster) রক্ষা করে তা-ই নয়, শব্দের মাঝখানে এ সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর প্রথম উপাদানটি ধ্বনিগত দিক থেকে দ্বিত্ব লাভ ক'রে দীর্ঘীকৃত হয় এবং প্রবল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, যেমন:—

সংযুক্তধ্বনি-সৃষ্টিতে 'র' ও 'ন'-এর স্থান

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
ক্র (কৃ)	ক্রান্তি (kranti)	আক্রান্ত (akkranto)
	কৃত (krito)	প্রকৃত (prokrito, prokkrito)
		উপকৃত (upokkrito)
খ্র (খৃ)	খ্রীষ্টাব্দ (khristabdo)	×
	খৃষ্ট (khristo)	
গ্র (গৃ)	গ্রহ (groho)	বিগ্রহ (biggroho)
	গৃহীত (gribito)	অনুগৃহীত (onuggribito)
ঘ্র (ঘৃ)	ঘ্রাণ (ghran)	আঘ্রাণ (agghran)
	ঘৃত (ghrito)	
ছ্র (ছৃ)	×	কৃচ্ছ্র (kricchro)
		উচ্ছৃঙ্খল (ucchringkhol)
জ্র (জৃ)	জৃম্ভণ (jrimbhon)	বজ্র (bojjro)
ট্র (টৃ)	ট্রাম (tram)	ইং ×
	ট্রেন (tren)	
ড্র (ডৃ)	ড্রাম (dram)	
ড্র (ড)	ড্রিল (dril)	×
ত্র (তৃ)	ত্রাণ (tran)	পুত্র (puttro)
	তৃণ (trino)	বিতৃষ্ণা (bittrishna)
থ্র (থৃ)	থ্রো (thro)	(ইং) ×

সংযুক্ত ধ্বনির স্বরূপ	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে
দ্র (দৃ)	দ্রব (drɔbo)	ভদ্র (bhɔddro)
	দৃপ্ত (dripto)	আদৃত (addrito)
ধ্র (ধৃ)	ধ্রুব (dhrubo)	বিধৃত (biddhrito)
	ধৃত (dhrito)	
নৃ	নৃত্য (nritto)	অনৃত (ɔnnrito)
প্র (পৃ)	প্রায় (pray)	আপ্রাণ (appran)
	পৃক্ত (prikto)	সম্পৃক্ত (sɔmprikto)
ফ্র (ফৃ)	ফ্রেম (phrem) ইং	×
	ফ্রী (phri)	
ব্র (বৃ)	ব্রাহ্ম (brammho)	অব্রাহ্মণ (ɔbbrammhon)
	বৃত (brito)	আবৃত (abbrito)
		আবৃত্তি (abbritti)
ভ্র (ভৃ)	ভ্রান্ত (bhranto)	অভ্রান্ত (ɔbbhranto)
	ভৃত্য (bhritto)	পরভৃৎ (pɔrobbhrit)
ম্র (মৃ)	ম্রিয়মাণ (mriyoman)	অমৃত (ammrito)
	মৃত(mrito)	
শ্র (শৃ)	শ্রাবণ (srabon)	বিশ্রী (bissri)
	শৃগাল (srigal)	স্রষ্টা (srosta)
ক্ল	ক্লান্ত (klanto)	অক্লান্ত (ɔkklanto)
গ্ল	গ্লানি (glani)	×
প্ল	প্লাবন (plaban)	আপ্লুত (appluto)
ফ্ল	ফ্ল্যাট (ইং)	×
ব্ল	ব্লাউজ (blauj) (ইং)	×
ম্ল	ম্লান (mlan)	অম্লান (ɔmmlan)
শ্ল	শ্লেষ (slesh)	আশ্লেষ (asslesh)

উপরের উদাহরণগুলো থেকে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। তা এই যে, হয় দন্তমূলীয় ঘর্ষণজাত মূলধ্বনি 'শ' তথা তার সহধ্বনি 'স' ও 'ষ' কিংবা তরলধ্বনি দু'টি তথা পার্শ্বজাত 'ল' ও কম্পনজাত 'র'ই বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের মূল উপাদান। স্বতন্ত্র পরিবেশে এদের উচ্চারণের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হ'লেও এ-তিনটি মূলধ্বনি ছাড়া বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি গঠনে অন্য কোনো উপাদান নেই। 'ল' এবং 'র' সংযুক্ত ধ্বনির উপাদানরূপে ব্যবহৃত

বাংলার সংযুক্ত ধ্বনি গঠনের মূল উপাদান

হ'লে তারা স্পৃষ্ট ধ্বনি, ঘর্ষণজাত ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনির পরে আসে। (তুলনীয় 'ক্ল', 'শ্ল', 'ম্ল', 'ক্‌র' (ক্র), 'শ্র' (স্র, শ্র), 'ম্র' (ম্র), 'নৃ' ইত্যাদি।) কিন্তু ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি যদি এর উপাদান হয় তা হ'লে তা স্পৃষ্টধ্বনি, তরলধ্বনি এবং নাসিক্য ধ্বনির পূর্বে বসে। (তুলনীয় 'স্ক', 'স্থ', 'স্প', 'শ্র' (স্র), 'শ্ল', 'স্ম'।)

কোন্ কোন্ ধ্বনির সঙ্গে তরল ধ্বনি দুটো এবং ঘর্ষণজাত ধ্বনিটি সংযুক্ত ধ্বনি সৃষ্টি করে নিম্নের এ-ধরনের একটি তালিকায় তাদের স্বরূপ বিধৃত করা যায়:—

ইংগিত:—(ক) সংযুক্ত ধ্বনি দু'টির প্রকৃতি
(খ) তরল ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি ছাড়া সংযুক্ত ধ্বনিভুক্ত অন্য ধ্বনিটির প্রকৃতি
(গ) মন্তব্য

ক	খ				গ
	অঘোষ অল্পপ্রাণ	অঘোষ মহাপ্রাণ	ঘোষ স্বল্পপ্রাণ	ঘোষ মহাপ্রাণ	
স্পৃষ্ট+তরল:					
(১) পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ক্ল ক্‌র	 খ্‌র*	প্ল গ্র	 ঘ্র	খ্‌র *শুধু ইংরেজী থেকে কৃতঋণ শব্দে: খ্রীষ্টাব্দ, খ্রীষ্টান
(২) প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে		ছ্‌র	জ্‌র		
(৩) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ট্র		ড্র		তুং—ট্রাম, ট্রেন ড্রেন: ইংরেজী থেকে কৃতঋণ শব্দে

ক	খ				গ
	অঘোষ অল্পপ্রাণ	অঘোষ মহাপ্রাণ	ঘোষ অল্পপ্রাণ	ঘোষ মহাপ্রাণ	
(৪) দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	ত্র	থ্র	দ্র	ধ্র	তুং থ্রোঃ ইংরেজী কৃতঋণ শব্দ
(৫) ওষ্ঠ্য	প্ল	ফ্ল	ব্ল		প্ল, ফ্ল, ব্ল, :
স্পৃষ্টধ্বনিব সঙ্গে	প্র	ফ্র	ব্র	ভ্র	ইংরেজী কৃতঋণ শব্দ প্লেট, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যানেল, ফ্রক, ফ্রী, ব্লাউজ ইত্যাদি
ঘর্ষণজাত + তরল :	শ্ল				
	শ্র (স্র)				
নাসিক্য + তরল :	ম্ল				
	ম্র				
	নৃ				
ঘর্ষণজাত + স্পৃষ্ট :					
(১) পশ্চাত্তালুজাত স্পৃষ্টধ্বনিব সঙ্গে	স্ক	স্খ			স্ক : স্কন্দ (সং) এবং স্কুল, স্কেল প্রভৃতি ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে
(২) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	স্ট (ষ্ট)				
(৩) দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	স্ত	স্থ			
	স্ত্র				
(৪) ওষ্ঠ্য	স্প	স্ফ			
স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে	স্পৃ				
ঘর্ষণজাত + নাসিক্য :	স্ম				

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (gemination or doubling of Consonants)

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উপাদান বিভিন্ন স্থানজাত হলেও নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হ'তে লেগে তারা শুধু যে তাদের উচ্চারক (articulators)-দের বলিষ্ঠ পেশী সঞ্চালনের ফলেই উচ্চারিত হয় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একাত্মতাও লাভ করে। 'ম্লান', 'ক্লান্তি', 'স্খলন', 'ত্রুটি', 'প্রেম', প্রভৃতি শব্দে 'ম্ল', 'ক্ল', 'স্খ', 'ত্র', 'প্র' ধ্বনিগুলোর উচ্চারণই এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এদের অসংযুক্ত রূপের উচ্চারণের তুলনায় এ-সংযুক্ত উচ্চারণ যথারীতি বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট ও একাত্মতা প্রাপ্ত। সেজন্যে এদের উচ্চারণ 'অবস্থা', 'যত্ন' প্রভৃতি শব্দের 'স্+থ' এবং 'ত্+ন' প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানজনিত ধ্বনির মতো পারম্পর্যগত নয়, এমনকি 'হুক্কা', 'খচ্চর', 'সোত্ত' (সত্য) শব্দমধ্যবর্তী 'ক্ক', 'চ্চ', 'ত্ত' প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ধ্বনির মতোও নয়। শব্দের মাঝখানে বাংলায় যে-সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব লাভ করে তাদের প্রথমটির উচ্চারণ রীতিমত জোরালো এবং উচ্চারকদ্বয়ের দৃঢ়পেশী সঞ্চালনজাত। দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বজ্রগম্ভীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক হ'লেও 'ম্ল', 'প্র' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানজাত সংযুক্ত ধ্বনিগুলোর মতো একাত্মতা প্রাপ্ত হয় না। তাদের প্রথমাংশটি সংস্কৃত হলন্ত ধ্বনিগুলোর মতো অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ করে, ফলে তাদের পারম্পর্যগত উচ্চারণই বক্তিত হয়। পক্কো (পক্ক), সোত্তো (সত্য) প্রভৃতি শব্দের অক্ষর (syllable)ভাগ করলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তাদের অসংযুক্ত ধ্বনিগুলোর সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে, তুলনীয় :—

মাল্লা	আট্টা	সম্মান	ক'ন্নে	পাক্কা	বাচ্চা	ইত্যাদি
মালা	আটা	সমান	কোণে	পাকা	বাচা	

বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত (double Consonants) ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ

(ক) স্পৃষ্টধ্বনি :—

(১) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ+অঘোষ স্বল্পপ্রাণ :

-ক্ক [অক্কা, হুক্কা, বাক্কো (বাক্য)], -চ্চ [খচ্চর, উচ্চারণ],

-ট্ট [অট্টালিকা], -ত্ত [সত্তর, সোত্‌তো (সত্য), ঋত্বিক],
-প্প [গপ্প, খপ্পব, আপ্যায়িত]।

(২) ঘোষ স্বল্পপ্রাণ+ঘোষ স্বল্পপ্রাণ :—

-গ্‌ গ[শীগ্‌গীর, ভাগ্‌গো (ভাগ্য)], -জ্জ [সজ্জা, ভাজ্‌জো (ভাজ্য), শয্‌যা (শয্যা)], -ড্‌ড [আড্‌ডা, বড্‌ডো], -দ্‌দ [পদ্‌দো (পদ্ম), খদ্দব, বিদ্‌দান, (বিদ্বান), পদ্‌দো (পদ্য), ওদ্‌দো (অদ্য)], -ব্‌ব (সব্‌বাই, জুব্‌বা)।

(৩) অঘোষ স্বল্পপ্রাণ+অঘোষ মহাপ্রাণ :—

-ক্‌খ [পক্‌খো (পক্ষ), সোক্‌খা (সখ্য)],-চ্ছ [বচ্ছর], -ত্থ [পোত্‌থো (পথ্য), উত্থান] ।

(৪) ঘোষ স্বল্পপ্রাণ+ঘোষ মহাপ্রাণ :—

-জ্‌ঝ [বাজ্‌ঝো (বাহ্য)], -দ্‌ধ [বুদ্ধি, সাদ্‌ধী (সাধ্বী)], -বভ্‌ [গব্‌ভো ('গর্ভ' এর ভগ্ন উচ্চারণ), জিব্‌ ভা (জিহ্বা)], -ড্‌ঢ [বুড্‌ঢা : হিন্দী কৃত-ঋণ শব্দ]।

(খ) শিসধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of fricatives) :—

-শ্‌শ [বিশ্‌শাশ (বিশ্বাস), আশ্‌শাশ (আশ্বাস), অশ্‌শো (অশ্ব), গ্রীশ্‌শো (গ্রীষ্ম), বিশ্‌শঁয় (বিস্ময়), বিশ্‌শাদ (বিস্বাদ)]।

(গ) তবল ধ্বনিব দ্বিত্ব (Doubling of liquids) :—

(১) পার্শ্বজাত ধ্বনি :—

স্বল্পপ্রাণ+স্বল্পপ্রাণ :—
-ল্ল [আল্লা, বোল্লা, পল্লল (পল্বল), কোল্‌লো (কল্য)]।
স্বল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ :—
ল্‌ল্‌হ [আল্‌লহাদ (আহ্লাদ), প্রল্‌লহাদ (প্রহ্লাদ)]।

(২) কম্পনজাত ধ্বনি :—

স্বল্পপ্রাণ+স্বল্পপ্রাণ :—
-র্‌র [হর্‌রা, গর্‌রা, ছর্‌রা]।

স্বল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ :—

ব্‌হ [বর্হ (বর্‌র্‌হ)]।

(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (Doubling of nasal consonants) :—

(১) দন্তমূলীয়+দন্তমূলীয় :—

স্বল্পপ্রাণ+স্বল্পপ্রাণ :—

-নন [কান্না, রান্না]।

অল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ :—

-ন্‌নহ [চিন্‌নহ (চিহ্ন), বন্‌নি্‌হ (বহ্নি)]।

(২) ওষ্ঠ্য+ওষ্ঠ্য :—

স্বল্পপ্রাণ+স্বল্পপ্রাণ :—

-ম্‌ম [সম্মান, ধম্ম, কম্ম]।

স্বল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ :—

-মম্‌হ [ব্রম্‌ম্‌হা, ব্রহ্ম]।

দু'জন দ্বন্দ্বযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে যখন 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান' অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে তখন কোনো একটি প্যাঁচ মেরে উক্ত অবস্থায় শক্তভাবে যেমন তারা কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে, দ্বিত্বপ্রাপ্ত একই ধ্বনির প্রথমাংশ উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারকদ্বয়ের সে অবস্থা হয়। তাদের পরস্পরের কসরতের ফলে ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে অবস্থা থেকে তারা সহসা মুক্তি পায় না ব'লে শক্তিস্পৃষ্ট হয়ে তার প্রথমাংশ গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনা লাভ করে। দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের একজন প্যাঁচবদ্ধ অবস্থা থেকে আর একজনকে সুযোগ বুঝে যেমন ঝটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; তেমনি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমাংশে অবস্থানরত উচ্চারকদ্বয় দ্বিতীয়াংশে পৌঁছতে না পৌঁছতে ফট্‌কার মতো শব্দ ক'রে দ্রুত পৃথক হয়ে যায়। এজন্যে দ্বিত্বপ্রাপ্ত সংযুক্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মেঘসংঘর্ষের মতো দৃঢ়তা, গম্ভীর নির্ঘোষ এবং প্রবল অনুরণন লক্ষ করা যায়।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের দিক থেকে ধ্বনির পারম্পর্য অনুসারে দু' অক্ষরে (syllable) বিভক্ত হয়ে গেলেও তারা যেমন উচ্চারকদের বলিষ্ঠ

পেশী সঞ্চালনজাত উচ্চারণ পায়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন বর্গীয় স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলো তাদের স্ব-বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিব পবে এলে দু' অক্ষর (syllable)-এ বিভক্ত হওয়া সত্বেও জোবালো এবং একাত্মভাবে উচ্চাবিত হয়। 'ঙ' এবং 'ক' (ঙ্ক), 'ঞ' এবং 'চ' (ঞ্চ), 'ণ' এবং 'ট' (ণ্ট), 'ন' এবং 'ত' (ন্ত), 'ম' এবং 'প' (ম্প) প্রভৃতি ধ্বনিব নাসিক্য ব্যঞ্জন এবং তাব পববর্তী স্পৃষ্টধ্বনি প্রকৃতিগত দিক থেকে ধ্বনি হিসেবে স্বতন্ত্র হ'লেও তাবা সহজাত (homorganic) ব'লে তাদের উচ্চারকদেব একবারেব সংস্পর্শতাব সাহায্যেই উচ্চারিত হয়। এ-ধবনের স্পৃষ্টধ্বনির পূর্ববর্তী নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে কোমল তালু ঝুলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাসিক্য ধ্বনিটিব বৈশিষ্ট্য অনুসারে মুখ-বিববের বিশেষ স্থানে যেমন পশ্চাত্তালুতে, দাঁতেব গোডাতে, দাঁতে কিংবা ঠোঁটে বায়ু-পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে নাসাপথ দিযে যখন বাতাস বেরুতে থাকে তখন উচ্চাবকদের নাসিক্য ধ্বনিজনিত সংস্পর্শতামুক্ত হবার পূর্বেই পরবর্তী স্পৃষ্টধ্বনি সেখানেই গঠিত হয়ে যায় এবং উক্ত অবস্থায় উচ্চাবকেবা কিছুক্ষণ অবস্থানের পর পৃথক হবার সুযোগ পায়। এ-ধরনেব নাসিক্য ও তৎপরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিব মিলিত উচ্চাবণে নাসিক্য ধ্বনিটি শুধু শক্তি লাভই কবে না, প্রলম্বিতও হয়। ফলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি গম্ভীর মনোহর অনুরণনশীল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি কবে এবং শ্রুতির দিক থেকেও যন্ত্রসংগীতের মতো মধুর হয়ে তার পরবর্তী ধ্বনিগুলোকে সংক্রামিত কবে।

সমস্থানজাত (Homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয ব্যঞ্জনধ্বনিব উচ্চাবণ :
-ঙ্ক, -ঙ্খ, -ঙ্গ, -ঙ্ঘ,
-ঞ্চ, -ঞ্ছ, -ঞ্জ, -ঞ্ঝ,
-ণ্ট, -ণ্ঠ, -ণ্ড,
-ন্ত, -ন্থ, -ন্দ, -ন্ধ,
-ম্প, -ম্ফ, -ম্ব, -ম্ভ

নাসিক্য ধ্বনি সংশিষ্ট সহজাত (homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো :—

ক বর্গীয় : -ঙ্ক (পঙ্ক), -ঙ্খ (শঙ্খ), -ঙ্গ (সঙ্গ), -ঙ্ঘ (সঙ্ঘ)।

চ বর্গীয় : -ঞ্চ (সঞ্চয়), -ঞ্ছ (বাঞ্ছা), -ঞ্জ (গঞ্জনা), -ঞ্ঝ (ঝঞ্ঝা)।

(চ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর সব ক'টিই প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্টধ্বনি (dorso-alveolo-plosive sound)। এ কাবণে একই শব্দের মধ্যে তার পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 'ন'ও প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা 'ঞ' রূপে উচ্চারিত হয়। 'ঞ' এখানে 'ন' এরই একটি বিশেষ সহধ্বনি (allophone)।

ট বর্গীয : -ণ্ট (বণ্টন), -ণ্ঠ (কণ্ঠা), -ণ্ড (কাণ্ড)।

(ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই উচ্চারণ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য। সেজন্যে এদের

পূর্ববর্তী সমস্থানজাত 'ন'ও জিভের ডগা দুমড়ে যাওয়ার ফলে দন্তমূলীয় মূর্ধন্যরূপে উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশের দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনির মূলতঃ দন্তমূলীয় 'ন'-রই সহধ্বনি।)

ত বর্গীয়ঃ -ন্ত (সান্ত্বনা), -ন্থ (পন্থা), -ন্দ (মন্দা), -ন্ধ (গন্ধ)।

(ত বর্গীয় ধ্বনি চারটির উচ্চারণ দন্ত্য। সেজন্যে এদের পূর্ববর্তী সমস্থানজাত নাসিক্য ধ্বনি 'ন' এ পরিবেশে দন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।)

প বর্গীয়ঃ -ম্প (বাম্প), -ম্ফ (গুম্ফ), -ম্ব (গুম্বজ), -ম্ভ (গম্ভীর)।

অসংযুক্ত (simple consonant sound) ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় ওপরে আলোচিত যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নানা শক্তির লীলা লক্ষ করা যায়। -'প্‌ত', -'ক্‌ত', -'ব্‌দ', -'ট্‌ঠ' প্রভৃতি শব্দমধ্যবর্তী 'অভিনিধান' জাত ব্যঞ্জনধ্বনি, 'ক্ল', 'গ্ল', 'ম্ল', 'ত্র', 'দ্র', 'ম্র', 'শ্র', 'স্থ' প্রভৃতি এক-প্রয়াসজাত যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, -'ক্‌ক', -'ল্‌ল', -'ট্‌ট', -'ড্‌ড', -'ত্‌ত', -'ন্‌ন', -'ম্‌ম' প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এবং -'ঙ্ক' -'ঙ্খ', '-ঙ্গ', -'ঙ্ঘ', -'ঞ্চ', -'ঞ্ছ', -'ঞ্জ', -'ন্ট', -'ন্ঠ', -'ণ্ড', -'ম্প', 'ম্ফ', -'ম্ব', -'ম্ভ' প্রভৃতি সমস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনি—এদের গঠন ও ধ্বনিপ্রকৃতি যেমনই হোক না কেন এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে সংশিষ্ট মাংসপেশী ক্ষণিকের জন্যে অর্গলবদ্ধ হয়ে গিয়ে মুক্তিলাভের জন্যে 'অন্তরিত পরাক্রমে' সংগ্রামে রত হয়। উচ্চারকদ্বয়ের এ-ধবনের অর্গলবদ্ধ অবস্থার জন্যে উক্ত ধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় নেয়; ফলে উক্ত ধ্বনিগুলোব quantity বা কালপরিমাণগত দিক আপনা থেকেই বৃদ্ধি পায়।

মাত্রা ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বস্বর দ্বিমাত্রিক হওয়ার কারণ

বাংলাব মাত্রাবৃত্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষববৃত্ত ছন্দের সংযুক্ত ধ্বনির পূর্বস্বর যে সাধারণত গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয় তা-ও এ কারণেই। এ সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বন এ-ধবনেব সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে, না সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দু'টির প্রথমটিতে, তা অনুভূতিসাপেক্ষ। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে এ-রকম ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বন যত না স্বরধ্বনিতে তারও চেয়ে বেশী ক'রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটিতে। ব্যঞ্জনধ্বনিও যে প্রলম্বিত হয় এ সকল ক্ষেত্র তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ-সম্পর্কে ধ্বনিগুণ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। তা যা হোক, এসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদেব সংশিষ্ট মাংসপেশী এমনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে যে, তার ফলে নির্গত ধ্বনিগুলো যেন প্রবল ধাক্কায়

উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। বক্তা এ-ধরনের ধ্বনি উচ্চারণে ধ্বনির মহিমা ও অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা উপলব্ধি করে, আর শ্রোতার কানেও এরা গম্ভীর তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে। তাই সাধারণ কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, গদ্য ও পদ্যের আবৃত্তিতে বিশেষ ক'রে কবিতায় যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির জলদগম্ভীর-নির্ঘোষে ধ্বনিমুগ্ধ মানুষ স্বতঃই উল্লসিত না হয়ে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিভিন্ন প্রকারের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত গদ্য ও পদ্যের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে বারংবার আবৃত্তির সাহায্যে তাদের গুরুগম্ভীর অনুরণন ও উদার উদাত্ত ঝঙ্কার আস্বাদন করা যেতে পারে:—

এই সেই সকল গিরি তরঙ্গিণী-তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। .....এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর সঞ্চরমান জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

(বিদ্যাসাগর)

এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষস্থলে হে নীলম্বুস্বামী,
কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

(মধুসূদন)

সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের

অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল।
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

(মেঘদূত: রবীন্দ্রনাথ)

ঘূর্ণচক্র জনতা সঙ্গ
বন্ধনহীন মহা আসঙ্গ
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ
পড়িব নিম্নে চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

(নগরসংগীত: রবীন্দ্রনাথ)

পউষপ্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লি মুখর রাতি
নিদ্রিতপুরী নির্জন-ঘর, নির্বাণ দীপবাতি।

(সিন্ধুপারে: রবীন্দ্রনাথ)

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

(ভাষা ও ছন্দ: রবীন্দ্রনাথ)

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্জাব মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কালবৈশাখীব
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে, অঞ্চলেব আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুবাতন বৎসবের যত
নিষ্ফল সঞ্চয় ॥

(বর্ষশেষ : ববীন্দ্রনাথ)

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে কবেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
ব্যাকুলতর বেদনা তাব বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তাব আকাশে পড়ে গড়ায়ে

(মদনভস্মেব পব : ববীন্দ্রনাথ)

হে হংস বলাকা,
ঝঞ্ঝামদবসে মত্ত তোমাদেব পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়েব জাগরণ তবঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

(বলাকা : ববীন্দ্রনাথ)

মেঘ্‌লা থম্‌ থম্‌ সূর্য ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায দুল্‌ল সিন্ধু
হেমকদম্বে তৃণস্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।

(ছন্দহিন্দোল : সত্যেন দত্ত)

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে
অবহেলি' জলধির ভৈরব-গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন

(খেয়াপারের তরণী : নজরুল ইসলাম)

উপরি উদ্ধৃত যে কোনো একটি অংশ জোরে জোরে বারংবার আবৃত্তি করলে (মনে মনে পড়লে এর মনোহারিত্ব ও গাম্ভীর্য ধরা পড়বে না) দেখা যাবে এর প্রবল গম্ভীর ধ্বনিসম্পদ চিত্তকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে; তখন ধ্বনির অপরূপ কলকল্লোল ও জলধি-গর্জন ছাড়া যেন আর কিছুই কানে প্রবেশ করতে চায় না। এ কারণেই কবিতা কিংবা শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনায় ছন্দ-সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য উপলব্ধি করতে হ'লে জোরে জোরে আবৃত্তি করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এ-ও সত্য যে, যথাযথ উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে পারলে যে-কোনো উৎকৃষ্ট কবিতার অর্ধেক অর্থ সুপরিস্ফুট হয় এবং তার যথার্থ স্বাদগ্রহণও সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধ্বনির অবস্থান
[Distribution of Sounds]

বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিব সুদীর্ঘ আলোচনাব পর তাদেব ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এপর্যন্ত যে-সব ধ্বনি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। এদের সাহায্যে আমরা যেমন শব্দ ও বাক্য গঠন করি তেমনি সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে সমাজ জীবনও গ'ড়ে তুলি। এক কথায় এ-ধ্বনিগুলোকে আমরা আমাদের জীবনের কাজে লাগাই। সাধারণ মানুষের জানবারও প্রয়োজন হয় না, কি ভাবে কোন্ ধ্বনি উৎপত্তি লাভ করে, কি ভাবে তা ব্যবহৃত হয়। তার বাক্‌শক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত তাব প্রয়োজন অনুসাবে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং ধ্বনিব ব্যবহার করে। এ জন্যেই বাংলা ভাষার ধ্বনি বাঙালী মাত্রেরই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এক সাধারণ সম্পদ। কৌতূহলী ধ্বনিবৈজ্ঞানিক যখন ধ্বনির রহস্যভেদ করতে এগিয়ে আসেন তখন দেখেন যে, প্রত্যেকটি ধ্বনিরই একটা বৃত্ত রয়েছে। সে বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে ধ্বনিমাত্রই আপন-আপন বিহারক্ষেত্র রচনা করেছে। আমরা জীবনব্যাপী যতই চেষ্টা করি না কেন, যেমন একটি ভাষার যাবতীয় শব্দ আয়ত্ত করতে পারি না এবং যত শব্দ আয়ত্ত করি না কেন তা যেমন একই সঙ্গে কোনো এক বিশেষ পরিবেশে উদ্‌গীবণ ক'রে দিই না, আমরা তেমনি দেখতে পাই যে, একটি ভাষার প্রত্যেকটি ধ্বনি সে-ভাষার যাবতীয় শব্দ তৈবী করে না। কতকগুলো ধ্বনি মিলে কতকগুলো শব্দ তৈরী করে—এমন কি শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এক ধ্বনি সর্বত্র ব্যবহৃতও হয় না। যদি বা ব্যবহৃত হয় তাহ'লে শব্দের বিভিন্ন পরিবেশে

তাদের উচ্চারণে তারতম্য ঘটে। প্রত্যেকটি পরিবেশে একই ধ্বনি এক রকমে উচ্চারিত হয় না। ধ্বনির এ বিচিত্র কলগীতির আবিষ্কারই আমাদের এ-পরিচ্ছেদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

স্বরধ্বনির আলোচনায় দেখা গেছে বাংলার মৌলিক বা সরল (simple) স্বরধ্বনি রয়েছে আটটি এবং যৌগিক, দ্বিস্বর বা দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphthong) রয়েছে নিয়মিত উনিশটি এবং অনিয়মিত গোটা বার। এদের প্রত্যেকটিই শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে সমানভাবে ব্যবহৃত হয় কি না এবং হ'লে তাদের উচ্চারণে কোনো তারতম্য লক্ষ করা যায় কি না তা অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক।

স্বরধ্বনির অবস্থান

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
'ই'	ইট (it)	অনিচ্ছা (ɔnicchā)	পতি (poti)
'এ'	এর (er)	কলেবর (kɔlebɔr)	মেয়ে (meye)
'এ্যা'	এ্যাক (æk)	জ্ঞানী (gæni)	× [1]
'আ'	আজ (āj)	আষাঢ় (āṣāṛh)	আশা (āshā)
'অ'	অংশ (ɔngsho)	পথ (pɔth)	× [2]
		মতো (mɔto)	

১ কন্যা, বন্যা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দের চলিত উচ্চারণে শেষের স্বরধ্বনিটি 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়, 'এ্যা' নয়। কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে কোথাও কোথাও konnyæ, bonnyæ, sondhyæ প্রভৃতি শব্দে 'এ্যা' শোনা যায়।

২ বাংলায় প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি হচ্ছে 'অ'। শব্দশেষে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এটি উচ্চারিত হয় না; সাধারণত 'ও'-তে পরিণত হয়ে যায়। উড়িয়াতে এখনও এ-অবস্থায় 'অ' উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ আছে। কতকগুলো যুক্তধ্বনির সঙ্গে যেমন রক্ত, ভক্ত, অনুস্বার ও বিসর্গের পরে যেমন হংস, মাংস, দুঃখ, ঋকারের পরে যেমন বৃষ, তৃণ, কৃত, ঐকারের পরে যেমন শৈল, হৈম, নৈশ প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হোত কিন্তু এ-সব শব্দের অন্ত্য 'অ'-ও 'ও' তে পরিণত হয়েছে।

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
'ও'	ওরা (orā)	কোন্ (kon)	কতো (koto)
	ওঝা (ojhā)	ধোপা (dhopā)	সত্য (sotto)
		ক'রে (kore)	
অভিশ্রুত ও'[১]	অ'ন্য (onno)	ব'ন্য (bonno)	×[১]
'উ'	উদর (udɔr)	কামুক (kamuk)	উঁচু (ucu)
	উঠান (uthan)	জুয়া (jua)	ডাকু (daku)

বাংলায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে কোনো দীর্ঘস্বর নেই। কোনো শব্দের কোনো অক্ষর বা সিলেবলকে অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব দিতে হ'লে উক্ত অক্ষর-নির্ভর স্বরধ্বনি সাময়িক-ভাবে দীর্ঘ হ'তে পারে। কিন্তু শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর (ultimate syllable)-এর স্বরধ্বনিটিই দীর্ঘতম হয়। এ-কারণে 'আজ', 'কাল'. 'যা'. 'তা' প্রভৃতি একাক্ষরিক (monosyllabic) শব্দের স্বরধ্বনিও বাংলার উচ্চারণগত প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ অথচ একই স্বরধ্বনি একাধিক অক্ষর (poly syllable) বিশিষ্ট শব্দে ব্যবহৃত হলে শেষের অক্ষর থেকে শুরু ক'রে প্রথম অক্ষরে আসতে লেগে উল্টোপথে হিসেব করলে দেখা যায় তার কালপরিমাণগত দিক থেকে আনুপাতিক হ্রস্বতা লাভ করে। আর প্রথম থেকে শুরু ক'রে শেষ অক্ষরের হিসেব নিলে দেখা যায় উক্ত স্বরধ্বনিগুলোর পরিমাণ (quantity) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষেরটিতে দীর্ঘতম হয়। এ-জন্যে বাংলার স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য phonemic বা মূলধ্বনিগত নয় বরং phonetic বা উচ্চারণগত। শব্দের বিভিন্ন স্থানে একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের যে-দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো তাতে উচ্চারণের যে-তারতম্য আমরা লক্ষ করি তা বিশেষভাবে পরিমাণগত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের দিক দিয়ে stress বা প্রস্বনজাত দৃঢ় (tense) কিংবা কোমল (lax)। এ-ছাড়া শব্দের বিভিন্নস্থানে বাংলায় একই স্বরধ্বনির ব্যবহারের উচ্চারণগত অন্য কোনো তারতম্য বা পার্থক্য সহসা শ্রুতিগ্রাহ্য হয় না।

বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য phonemic নয়, phonetic

১ অন্যান্য স্বরধ্বনির তুলনায় অভিশ্রুত 'ও'র ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

বাংলার নিয়মিত ও অনিয়মিত diphthong তথা যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি শব্দের মধ্যে কিভাবে ব্যবহৃত হয় দেখা যাক্ :—

নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ই-ই্	×	×	দিই (di-i)
		×	নিই্ (ni-i)
ইউ্	(ইউ্সুফ, ইউনুস—	×	পিউ্ (piu)
	আরবী নামে ;	×	
	শিউ্লি (shiuli)	×	
এই্	এই্	×	খেই্ সেই্ (khei, shei)
এও্	×	×	দেও্ (deo)
	×	×	ফেও্ (pheo)
এউ্	×	×	ঘেউ্ ঘেউ্ (gheu gheu)
এ্যাও্	×	×	দ্যাও্ (dæo), ন্যাও্ (næo)
এ্যায়্	×	×	ন্যায়্ (næy), দ্যায়্ (dæy)
আই্	×	×	গাই্ (gai), যাই্ (jai)
আয়্	আয় (ay)	×	গায়্ (gay), যায় (jay)
আও্	×	×	খাও্ (khao), গাও্ (gao)
আউ	×	×	দাউ্ দাউ্ (dau dau)
অয়্	×	×	নয় (nɔy), ভয় (bhɔy)
অও্	×	×	নও্ (nɔ-o), রও (rɔ-o)
ও-ও্	×	×	শোও্ (sho-o), থোও, (tho-o)
ওউ্ (ঔ)	ঔরস (ourɔsh)	×	বউ্ (bou), মৌ (mou)
	ঔৎসুক্য (outsukko)	×	
	গৌরব (gourob)		
ওই্ (ঐ)	ঐক্য (oikko)	×	কৈ (koi), খই (khoi)
	ঐতিহ্য (oitijjho)	×	
	ভৈরব (bhoirob)		

ধ্বনি	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ওয়্	×	×	ধোয় (dhoy)
	×	×	শোয় (shoy)
উই্	উই (ui)	×	রুই্ (rui)
	×	×	পুঁই্ (pui)
উউ্	×	×	কুউ (ku-u)

প্রত্যেকটি নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় উপাদান তথা অর্ধ স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (function) ও উচ্চারণ হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো, সেজন্যে আপাতদৃষ্টিতে 'সেই', 'বই', 'খায়', 'বউ্' প্রভৃতি একাক্ষরিক শব্দের শেষে স্বরধ্বনি দেখা গেলেও এবং 'ঔরস', 'ঐক্য', 'এই,' 'আয়্', 'ওই্', 'উই্' প্রভৃতি শব্দের প্রথমে তাদের ব্যঞ্জনধ্বনিযুক্ত ব্যবহার হলেও দ্বৈতস্বরধ্বনির সংজ্ঞানুযায়ী তার পিচ্ছিল (gliding) অনুরণন শোনা যাবে শব্দের মাঝখানেই, তার আদিতে কিংবা অন্তে নয়।

Diphthong বা দ্বৈতস্বরধ্বনির ব্যবহার : আদিতে, অন্তে না মধ্যে ?

দ্বৈতস্বরের শেষ স্বরটির উচ্চারণ হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো বলেই তা closed syllable তথা বদ্ধাক্ষর বা যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি করে। দ্বৈতস্বর একাক্ষরিক (monosyllabic) হওয়ার জন্যে তার প্রথম স্বরধ্বনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার নিজস্বরূপে উচ্চারিত হ'লে যেমন পূর্ণতা পায়, এখানে সেভাবে পূর্ণতা লাভ করে না। অন্য কথায় দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়। সেজন্যে তা সংবৃততর উচ্চারণ পায় (তুলনীয়ঃ শোও্, ফাও্, আয়্, গাই প্রভৃতি)। ক্ষেত্রবিশেষে তার যৌগিক রূপকে ভেঙে দিয়ে নিশ্বাসের দুই স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারণ করলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির উপর নিশ্বাসের পূর্ণ চাপ পড়ায় সেটি সংবৃত স্বরধ্বনি হ'লে অধিকতর সংবৃত হয় এবং উচ্চারকদের মাংসপেশী নিষ্পিষ্ট হওয়ার জন্যে tense বা পীড়িতও কম হয় না। (তুলনীয়ঃ তুমি 'যা—ই' বল না কেন ইত্যাদি)।

দ্বৈতস্বরের শেষ ধ্বনিটির স্বরূপ (function) ব্যঞ্জনাত্মিক এবং সংবৃততর

'ইয়ে' (পিয়ে, নিয়ে), 'ইয়া' (গিয়া, ইয়ার), 'ইয়ো' (প্রিয়ো, প্রিও, নিও), 'এয়া' (খেয়া, কেয়া), 'এয়ো (খেয়ো, যেও), 'এ্যায়া' (ছায়া, ছ্যায়া), 'অয়া' (নয়া, সয়া), 'ওয়া' (যোয়া, পোয়া), 'ওয়ে' (কয়ে, সয়ে), 'উয়ে' (নুয়ে, রুয়ে), 'উয়া' (নুয়া, পুয়া), 'উয়ো' (কয়ো, থুয়ো) এ বারোটি দ্বিস্বরধ্বনিকে অনিয়মিত (irregular) যৌগিক বা দ্বৈতস্বরধ্বনি বলা হয়। অনিয়মিত এ-জন্যে যে, এদের গঠন-প্রকৃতিই এমন যে, স্বাভাবিক বা সতর্কভাবে উচ্চারণ করতে গেলেই এরা দ্বৈতস্বরধ্বনি থাকে না। নিশ্বাসের দু'টি স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হ'য়ে যায় ব'লে ওদের দ্বিস্বরতা ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে ওরা সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে দ্বিস্বরধ্বনি রূপেই উচ্চারিত হয়। এরকম ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনিটি মুখবিবরে তাদের উচ্চারণস্থানে উচ্চারিত হ'তে না হ'তেই পিচ্ছিল হয়ে ওঠে আর দ্বিতীয়টি নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেকটা অস্পষ্ট (blurred) হয়ে যায়। অনর্গল ধ্বনিস্রোতের মধ্যে এ-ধরনের উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি যতটা অনুভূতিসাপেক্ষ ততটা বর্ণনীয় নয়। এ সব ক্ষেত্রে আপাত বিবৃত দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি প্রথমটির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে বাগ্ধ্বনির স্রোতোতরঙ্গের মধ্যে পড়ে এক-প্রাণসম্ভূত হয়ে যায়। সে-কারণেই এসব পরিবেশে অনুরূপ উচ্চারণ পেলেই তারা দ্বৈতস্বরধ্বনির পর্যায়ভুক্ত হয় এবং উক্ত সংজ্ঞা লাভ করে। এ-রকমটি যে হয় আমরা তার বড়ো প্রমাণ পাই কবিতার ছন্দ মেলাতে গিয়ে। ছন্দ যে শ্রুতিগ্রাহ্য, বর্ণভিত্তিক বা চক্ষুগ্রাহ্য নয়, ধ্বনির উচ্চারণগত বিশ্লেষণ তা প্রমাণের বড়ো সহায়ক। বর্ণ (letter) বা হরফ ধ্বনির প্রতীক ব'লে চোখে আমরা যে-সব বর্ণ দেখি, স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে গেলে হয়তো তার প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত একটি ধ্বনি আমরা পাবো কিন্তু একটি বাক্য, চরণ বা পংক্তি যে-সব হরফের সাহায্যে লেখা হয় তাদের একটানা সামগ্রিক উচ্চারণ করতে গেলে এক একটি হরফের অন্তর্নিহিত ধ্বনি তার পার্শ্ববর্তী হরফের ধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে কিভাবে যে উচ্চারিত হয় তার সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়।

অনিয়মিত দ্বৈতস্বরের ব্যবহার এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে তাদের যথার্থ দ্বৈতস্বরজনিত সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ

তাই 'ইয়ে' (বিয়ে, ছ'ড়িয়ে, বে'রিয়ে, দিয়ে), 'এয়া' (খেয়া, দেয়া), 'ইয়া' (পাপিয়া, গিয়া) প্রভৃতির শ্রুতিবিচারে এগুলো একমাত্রিক না দ্বিমাত্রিক এ-নিয়ে

ছান্দসিকদের মধ্যে মতান্তর কম হ'তে দেখা যায় না। বর্ণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে এগুলো দ্বিমাত্রিকই কিন্তু শ্রুতির বিচারে দেখা যায় সময়ে সময়ে বিশেষ ক'রে স্বরবৃত্ত ছন্দে এরা একমাত্রিক এবং একমাত্রা ধ'রে হিসেব করলে কবিতার চরণ বিশেষে এরা ছন্দের সমতা রক্ষা করে। যেখানে এমনটি হয় সেখানে বুঝতে হবে এগুলো সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হয়েছে। হরফ গণনা ক'রে নয়, বরঞ্চ শ্রুতিবিচারে কবি, ছান্দসিক ও ধ্বনিবৈজ্ঞানিকের কানই এখানে ধ্বনি-বিশ্লেষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন এবং একথাও সত্য যে, অনিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনিগুলো দ্বৈতস্বর হিসেবে ব্যবহৃত হলেই তাদের মধ্যবর্তী অর্ধ-স্বরজনিত পিচ্ছিল (glide) ধ্বনিও স্বতঃউৎসারিত হবে।

অর্ধস্বরধ্বনির ব্যবহার

বাংলার অর্ধস্বর সম্পর্কে স্বরধ্বনি পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অন্তঃস্থ 'য়' (y) এবং 'ব' (w)-ই বাংলার শ্রুতিধ্বনিবাচক প্রধান অর্ধস্বর। পাশাপাশি অবস্থিত 'ই' এবং 'উ' কিংবা 'ই' এবং 'আ' কিংবা 'ই' এবং 'এ' প্রভৃতি স্বরধ্বনির মাঝখানে 'ই' (j) জাতীয় একটি শ্রুতি-ধ্বনিবাচক অর্ধস্বরধ্বনির কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ শ্রুতিধ্বনিটির সূক্ষ্মতার জন্যে বাংলায় এর অস্তিত্ব অনেক সময় তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি হিসেবে শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কথা জীবন্ত হয়ে উঠলে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে এরা পিচ্ছিল ধ্বনিরূপে উত্থিত হয়। এ-কারণে শব্দের গোড়াতে যেমন এদের দেখা যায় না তেমনি শব্দের ভেতরে কিংবা বাক্ প্রবাহে (speech stream) দুই শব্দের মাঝখানে উত্থিত ক্ষেত্রগুলিতে এদের স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। এবারে এদের ব্যবহার এবং উচ্চারণের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করা যাক্।

শ্রুতি ধ্বনিবাচক অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'য়' এর ব্যবহার ও উচ্চারণ

(ক) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান থেকে তথা জিভের সামনের ভাগ থেকে উত্থিত আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল (glide) ধ্বনি হিসেবে অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বরের ব্যবহারের উদাহরণ :

(১) 'ই' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—গিয়ে (giye), নিয়ে (niye), প্রিয়ে (priye), ঝিয়ের (jhiyer) ইত্যাদি।

(২) 'ই' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন :—ইয়াব (iyar), মিয়া (miya), প্রিয়া (priya), দিয়া (diya), খাইয়া (khaiya), শুইয়া (shuiya), দেখিয়া (dekhiya), বলিয়া (boliya) ইত্যাদি।

(৩) 'ই' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—ইউবোপ (iyorope), প্রিও (priyo), দিয়ো (diyo), নিয়ো (niyo), রমণীয় (romoniyo), নিয়ম (niyom), শিয়র (shiyor), স্বর্গীয় (shorgiyo) ইত্যাদি।

(৪) 'এ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—মেয়ে (meye), মেয়ের (meyer), নেয়ে (neye), খেয়েদেয়ে (kheye-deye) ইত্যাদি।

(৫) 'এ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন :—খেয়া (kheya), খেয়াল (kheyal), শেয়াল (sheyal) ইত্যাদি।

(৬) 'এ' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—যেও (jeyo), খেয়ো (kheyo), দেয় (deyo), ধেয় (dheyo) ইত্যাদি।

(৭) 'আ' এবং 'ই'র মধ্যে যেমন :—অমায়িক (omayik), দায়ী (dayi), দায়িনী (dayini) ইত্যাদি।

(৮) 'আ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—আয়ের (ayer), মাযের (mayer), আয়েশ (ayesh) ইত্যাদি।

(৯) 'আ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন :—মায়া (maya), ছায়া (chaya), আয়া (aya), মা-আমাব (mayamar) ইত্যাদি।

(১০) 'আ' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—আয়োজন (ayojon) ইত্যাদি।

(১১) 'অ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—বয়েস (boyesh), কয়েদ (koyed), বয়েৎ (boyet) ইত্যাদি।

(১২) 'অ' এবং 'আ'র মধ্যে যেমন :—দয়া (doya), জয়া (joya), নয়া (noya) ইত্যাদি।

(১৩) 'অ' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—শয়ন (shoyon), বয়ন (boyon), নয়ন (noyon), চয়ন (coyon), বয়স (boyosh) ইত্যাদি।

(১৪) 'ও' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—বয়ে (boye), রয়ে (roye), রয়ে-সয়ে (roye-shoe) ইত্যাদি।

(১৫) 'ও' এবং 'ও'র মধ্যে যেমন :—প্রয়োজন (proyojon), প্রয়োগ (proyog) ইত্যাদি।

(১৬) 'উ' এবং 'এ'র মধ্যে যেমন :—থুয়ে (thuye), রুয়ে (ruye), শুয়ে (shuye) ইত্যাদি।

(খ) 'য়' অর্ধস্বরটির দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহার হয় 'এ্যায়', 'আয়্', 'অয়', এবং 'ওয়্' এ চারটির দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষধ্বনি হিসেবে। দ্বৈতস্বরের প্রথম স্বরধ্বনিটির উচ্চারণে তার জিভের অবস্থান, উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটের অবস্থা নির্দিষ্ট থাকে ব'লে স্বতন্ত্রধ্বনি হিসেবেই সে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনিটি স্বরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবার আগেই জিহ্বার গতি (movement) নিঃশেষিত হয়ে যায় ব'লে সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি নয়। এ্যায়্ (স্থায়্, ন্যায়্, প্রভৃতি শব্দে), আয়্, (খায়্, যায়, কায়দা প্রভৃতি শব্দে), অয়্ (হয়্, জয়্, নয়্, বিষয়্, পয়দা, পয়্সা, সময়্ প্রভৃতি শব্দে) এবং ওয়্ (শোয়্, ধোয়্, শুধোয়্ প্রভৃতি শব্দে) এ-দ্বৈতস্বরধ্বনি চারটির দ্বিতীয় ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ'র দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই দ্বৈতস্বরধ্বনি হিসেবে তারা পূর্ণ হয়ে যায় ব'লে তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি 'এ'ও গঠিত হয়না। এসব ক্ষেত্রে অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'য়' শ্রুতির যে উচ্চারণ তা যথার্থ 'এ' ধ্বনি না হলেও অনেকটা 'এ'র কাছাকাছি। নীচের নক্সায় জিভের গতিপ্রকৃতি থেকে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :—
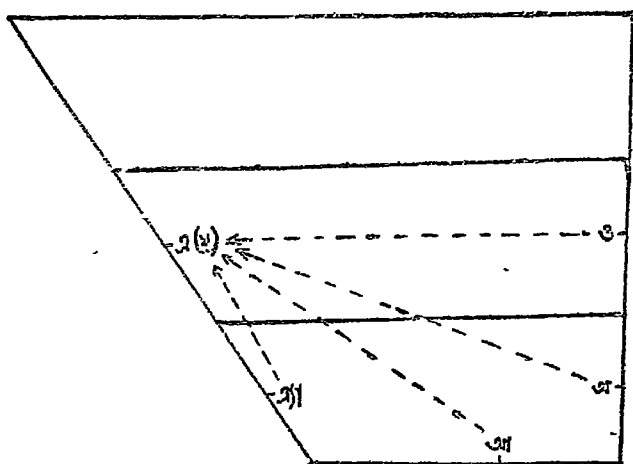
অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বর ঘটিত দ্বৈতস্বর চারটির উচ্চারণে জিহ্বার গতির চিত্র

(গ) চেয়ার (ceyar), কেয়ার (keyar), পেয়ালা (peyala), পেয়ারা (peyara), পিয়ারী (piyari) প্রভৃতি কতকগুলো কৃতঋণ শব্দে অন্তঃস্থ 'য়' অর্ধস্বরটি স্বাভাবিক আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল (glide) ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হয়। স্বাভাবিক উচ্চারণে 'চেয়ার' এবং 'কেয়ার' জাতীয় শব্দ দুই সিলেবলে এবং 'পেয়ালা', 'পেয়ারা', 'পিয়ারী' প্রভৃতি শব্দ তিন সিলেবলে বিভক্ত হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কিংবা দ্রুত উচ্চারণে এ সব শব্দের 'য়'-শ্রুতির পূর্ণ উচ্চারণ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে একদিকে যেমন 'চ্যার', 'ক্যার', 'প্যালা', 'প্যারা', 'প্যারী' রূপে উচ্চারিত হ'তে পারে অন্যদিকে তেমনি 'য়' শ্রুতির ক্ষীণতম আভাসও বঞ্চিত হ'তে পারে। এ রকম হ'লে 'চ্যার', 'ক্যার' দু অক্ষরের পরিবর্তে একাক্ষরিক এবং 'প্যালা', 'প্যারা', 'প্যারী' প্রভৃতি তিন অক্ষরের পরিবর্তে দ্ব্যক্ষরিক (disyllabic) উচ্চারণ পাবে। 'য়'-শ্রুতির ক্ষীণতম আংশিক উচ্চারণের সামগ্রিক (prosodic) রূপকে গাণিতিক হিসাবে ce^{y}ar, ke^{y}ar, pe^{y}ala, pe^{y}ara, pæ^{y}ri জাতীয় ভংগীতে দেখানো যেতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ-ব নামে একটি হরফ আছে অথচ বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব হরফ দু'টির ধ্বনিতাত্ত্বিক কোনো পার্থক্য করা হয় না, তেমনি ধ্বনিগত দিক থেকেও এদের কোনো পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তা না হোক, ধ্বনি হিসেবে বাংলায় অন্তঃস্থ-ব (w) এর অস্তিত্ব আছে। 'উ' এবং 'ও' জিভের উচ্চতার দিক

অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'ব'-এর ব্যবহার ও উচ্চারণ

থেকে যথাক্রমে সংবৃত এবং অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back vowel)। এদের উচ্চারণে ঠোঁট পরিমাণ মতো গোলাকৃতি লাভ করে। 'উ', 'ও', 'অ' এ-তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে পশ্চাৎ তালুর দিকে জিভের পেছনের ভাগ যেমন পরিমাণ মতো ওঠানামা করে তেমনি ঠোঁটও পরিমাণ মতো গোলাকৃতি লাভ করে দেখে মুখগহ্বরে এ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। 'ও' এবং 'আ', 'উ' এবং 'আ' প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনির মাঝখানে এ ব্যঞ্জনা স্থানবাচকতা এবং ওষ্ঠ্যতাগুণের জন্যে 'ব়' (w) শ্রুতিরূপে নিঃসরিত হয়। এ-ধ্বনি তাই কখনও ঘর্ষণজাত ঘোষ ওষ্ঠ্য (Bilabial voiced fricative) এবং দ্রুত কথোপকথনে কখনও ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত ঘোষ ওষ্ঠ্য অর্ধস্বর (Bilabial frictionless voiced continuant) রূপে উচ্চারিত হয়। অন্য কথায় পাশাপাশি অবস্থিত এ-ধরনের দুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে ঠোঁটের গোলাকৃতি

চলভাগতির মধ্যে প'ড়ে এ অর্ধস্বর ধ্বনিটি উত্থিত হয়। নোয়া (nowa), মোয়া (mowa), পোয়া (powa), শোয়া (showa), থোয়া (thowa), কুয়া (kuwa), পুয়া (puwa), শুয়া (shuwa), বওয়া (bowa), হাওয়া (hawa), খাওয়া (khawa), ওয়ালা (owala), দেওয়ালি (dewali) দেওয়া (dæwa), মেওয়া (mæwa), হয়েও (howeyo), হেঁইয়ো (hẽiwo), নুয়ায় (nuway) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের শ্রুতি-বাচকতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদের উচ্চারণের সময় ঠোঁটের গতি (movement)র স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা করলেই অন্তঃস্থ 'ব', শ্রুতির গম্ভীর ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যাবে। এ-ভাবে এ-শ্রুতিধ্বনিটির রসোপলব্ধি করতে পারলে দেখা যাবে শব্দের মধ্যেকার কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন শ্রুতিধ্বনি হিসেবেই নয় বরং সমগ্র শব্দটিতেই এর জন্যে একটা ওষ্ঠ্যতা (labiality) এবং পশ্চাত্তালুগত (velarity) গুণ সঞ্চারিত হয়ে গেছে। শব্দের মধ্যেকার এ সামগ্রিক উচ্চারণ-মাধুর্যকে গাণিতিক হিসাব মতে হাওয়া (ha^wa), মোয়া (mo^wa), হয়েও (ho^weyo) প্রভৃতি ধরনের লেখনপদ্ধতির মাধ্যমে 'ব' (w)-শ্রুতির সামগ্রিক ছন্দে তথা 'w' prosodyতে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'ই' (i) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনিটির অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার ক'রে নিলে 'ই' এবং 'উ', 'ই' এবং 'ই' 'ই' এবং 'আ' প্রভৃতি সম্মুখ স্বর (front vowel) ধ্বনিগুলোর মাঝখানে শিউলি (shijuli), প্রিয়া (prija), দি-ই (diji), নি-ই (niji) প্রভৃতি শব্দে তার স্বতঃ উৎসারিত পিচ্ছিল (gliding) অনুরণন শোনা যেতে পারে।

'য', 'ব়' এবং 'ই' অর্ধস্বর যে প্রধানতঃ শ্রুতিধ্বনি (glide), ভাষার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পন্ন মূলধ্বনি (phoneme) নয় এবং দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ফাঁক (hiatus) পূরণ ক'রে ধ্বনির স্রোতকে অব্যাহত রাখার জন্যেই যে এদের উদ্ভব এ-আলোচনা থেকে আশা করি এ-কথা সুস্পষ্ট হয়েছে।

কোনো একটি ধ্বনিগুণ ধ্বনিস্রোতের মধ্যে প'ড়ে একটি মূলধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে কিভাবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনিকে সংক্রামিত করে, বাক্ প্রবাহ (connected speech) অধ্যায়ে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

এখানে শব্দের মধ্যে অনুনাসিক স্বরধ্বনি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় সেদিকে কিছু আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি। ধ্বনির উৎপাদন দিক থেকে বাংলায় দুই ভাবে স্বরধ্বনির সৃষ্টি হ'তে দেখা যায়। তার এক রকম মৌখিক বা oral

vowel, অন্য রকম nasalized vowel বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রকার স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নরম তালু ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাসের চাপে উপরে উঠে গিয়ে নাসাপথ বন্ধ ক'রে দেয়। একমাত্র নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণে নরম তালু ঝুলে পড়ায় উন্মুক্ত নাসাপথ দিয়ে বাতাস বের হ'য়ে যেতে পারে। অনুনাসিক স্বরধ্বনির বেলায় নরম তালু না-উঁচু, না-নীচু পর্যায়ে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ব'লে ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাস সমানভাবে মুখ ও নাসাপথে বের হ'তে পারে। সেজন্যে এসব ধ্বনি মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা পায়। ধ্বনি উৎপাদনের দিক থেকে এ-প্রকারের উচ্চারণ কিছুটা কষ্টসাধ্য এবং অস্বস্তিজনক। বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি অনুনাসিক ভাবে উচ্চারিত হ'লেও তাই দেখা যায় বিবৃত (open) স্বরধ্বনিগুলোই আনুপাতিক হারে অধিকতর অনুনাসিকতা লাভ করে। বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভকে বিশেষভাবে উঁচু করা হয় না, মুখবিবরে সাধারণতঃ স্বাভাবিক পর্যায়ে অনাড়ষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত নীচু ভাবে রাখা যায়। ফলে নরম তালু অনুনাসিক উচ্চারণে না-উঁচু, না-নীচু এমন মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। এ-কারণে আনুপাতিক হার কষলে দেখা যায় 'আ' এবং 'ও' স্বরধ্বনি দুটোই বাংলায় সবচেয়ে বেশীসংখ্যক শব্দে পার্শ্ববর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই সরাসরি অনুনাসিকতা লাভ করেছে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নাসাপথে বাতাস বের হয় ব'লে তার পরবর্তী এবং অংশতঃ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতেও নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মৌখিক (oral vowel) স্বরধ্বনির বিপরীত—স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনি (independent nasalized vowel) এর উচ্চারণগত প্রক্রিয়ার জন্যে বিবৃত স্বরধ্বনিগুলোতেই যেমন অধিক পরিমাণে তার প্রভাব পড়ে তেমনি প্রধানতঃ বাংলা শব্দের গোড়াতে অর্থাৎ প্রথম অক্ষরে (syllable)-ই তার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার স্বরূপ ও ব্যবহার

স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনির উৎপাদন তার উচ্চারকদের পক্ষে কিছুটা অস্বস্তিকর ব'লে এক কিংবা বহু অক্ষর (syllable) বিশিষ্ট শব্দের গোড়ার অক্ষরে তাকে যত সহজে লীলায়িত হ'তে দেখা যায়, শব্দের পরবর্তী অক্ষরগুলোতে তার পক্ষে এতটা সম্ভব হয় না। এ-কারণে বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনিতে স্বতন্ত্র অনুনাসিকতার বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করি। খাঁ, বাঁ, গেঁা, আঁষ, বাঁশ, চাঁদ, ফাঁদ, এঁর, ওঁর,

ছিঁট, পুঁথি, হাঁসপাতাল, খোঁপ, গোঁপ, ঝিঁক, টিঁপ প্রভৃতি শব্দ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিতীয় কিংবা শেষ অক্ষরের স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতার প্রচলন লক্ষ্য করবার মতো। এ-ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো মূলত একাক্ষরিক অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন এবং একটি স্বরধ্বনি সৃষ্ট; তাছাড়া দ্বিতীয় অক্ষর (syllable) যে প্রথম অক্ষরেরই প্রসৃত রূপ কিঁকিঁ (kĩkĩ), চিঁ চিঁ (cĩcĩ), ঝিঁ ঝিঁ (jhĩjhĩ), হিঁ হিঁ (hĩhĩ), খাঁখাঁ (khã khã), ভাঁভাঁ (bhã bhã), ক্যাঁক্যাঁ (kæ̃kæ̃), চ্যাঁচ্যাঁ (cæ̃cæ̃) হেঁহেঁ (hẽhẽ), কোঁকোঁ, কুঁকুঁ, চোঁচোঁ, ঝোঁঝোঁ, শোঁশোঁ প্রভৃতি শব্দের গঠনপ্রকৃতি ও ব্যবহার-বিধি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিছক উচ্চারণগত দিক থেকে আগ্‌গাঁ (আজ্ঞা), বিগ্‌গোঁ (বিজ্ঞ), অবগগাঁ (অবজ্ঞা), অগ্‌গাঁতো (অজ্ঞাত), রাগ্‌গাঁী (রাজ্ঞী), সম্রাগ্‌গাঁী (সম্রাজ্ঞী), মহাত্‌তাঁ (মহাত্মা), বিশ্‌শঁয় (বিস্ময়), রুক্‌কিণী (রুক্মিণী) প্রভৃতি কতকগুলো তৎসম শব্দের মধ্যাক্ষর এবং শেষাক্ষরে স্বতন্ত্রভাবে অনুনাসিক স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা যতটা না স্বতন্ত্র তারও চেয়ে বেশী বানানগত দিক থেকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিজাত। এ-সব ক্ষেত্রে লেখনপদ্ধতি ও বানান ধ্বনিতে যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার

ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	দুই স্বরের মধ্যে	অন্তে
অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'ক'	কালো (kalo)	চাকা (caka)	চাক্ (cak)
,,	'চ'	চাকা (caka)	মাচা (maca)	কাঁচ্ (kãc)
,,	'ট'	টাকা (ṭaka)	কাটা (kaṭa)	ঘাট্ (ghaṭ)
,,	'ত'	তাপ (tap)	আতা (ata)	সাত্ (sat)
,,	'প'	পার (par)	মাপা (mapa)	পাপ (pap)
ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'গ'	গাল (gal)	রোগা (roga)	রোগ্ (rog)
,,	'জ'	জাল (jal)	মাজা (maja)	লাজ (laj)

ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	দুই স্বরের মধ্যে	অন্তে
ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'ড'	ডাক্ (ḍak)	×*	×
”	'দ'	দাগ (dag)	গাদা (gada)	স্বাদ্ (shad)
”	'ব'	বাস (bash)	বাবা (baba)	গাব্ (gab)
অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'খ'	খাল (khal)	শাখা (shakha)	লাখ্ (lak)
”	'ছ'	ছবি (chobi)	কাছা (kacha)	গাছ (gac)
”	'ঠ'	ঠক (ṭhɔk)	কাঠা (khaṭha)	কাঠ্ (kaṭ)
”	'থ'	থাক (thak)	মাথা (matha)	ক্বাথ্ (kat)
”	'ফ'	ফল (phol)	সফল (shɔphɔl)	লাফ্ (lap)
ঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি	'ঘ'	ঘড়ি (ghoṛi)	অঘোষ (ɔghosh)	বাঘ্ (bag)
”	'ঝ'	ঝড় (Jhɔṛ)	ঝাঁঝা (bãjha)	সাঁঝ (shãj)
”	'ঢ'	ঢাক্ (ḍhak)	×	×
”	'ধ'	ধাপ (dhap)	গাধা (gadha)	সাধ (shad)
”	'ভ'	ভালো (bhalo)	গভীর (gobhir)	লাভ্ (lab)
নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ন'	নাক (nak)	নানা (nana)	মান্ (man)
	'ম'	মান (mon)	জামা (jama)	কাম্ (kam)
	'ঙ'	×	রঙীন (rongin)	রঙ্ (rɔng)
মহাপ্রাণ	'হ্ন'	×	চিহ্ন (chinnho)	×
	'হ্ম'	×	ব্রহ্ম (brɔmmho)	×

* বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ 'সোডা'য় এ-পরিবেশে অসংযুক্ত 'ড' পাওয়া যায়। সুডৌল, ও 'সডাক' এ দুইটি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দে আন্তঃস্বরীয় 'ড' এর ব্যবহার দেখি। কোনো মৌলিক শব্দে এ-পরিবেশে 'ড' পাওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

ধ্বনির স্বরূপ	ধ্বনি	শব্দের আদিতে	দুই স্বরের মধ্যে	অন্তে
পার্শ্বিক ধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ল'	লতা (lɔta)	কলা (kɔla)	মাল (mal)
মহাপ্রাণ	'হ্ল' (ল্‌হ্)	হ্লাদ (hlad)	আহ্লাদ (allhad)	×
কম্পনজাতধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'র'	রাগ (rag)	পরম (pɔrom)	অপর (ɔpor)
মহাপ্রাণ	'হ্র'	(র্‌হ্) হ্রদ (rhɔd)	আহৃত (arhito)	×
তাড়নজাতধ্বনি				
স্বল্পপ্রাণ	'ড়'	×	পড়া (pɔra)	কাপড় (kapoṛ)
মহাপ্রাণ	'ঢ'	×	দৃঢ় (drirho)	আষাঢ় (asharh)
শিস্‌ধ্বনি				
পশ্চাৎদন্তমূলীয়	'শ'	শাল (shal)	আশা (asha)	খাস (শ) (khash)
(শ)		স্বপন (shopon)	এসো (শ) (esho)	আঁষ (শ) (ãsh)
		সনাক্ত (shonakto)	আষাঢ় (asharh)	
দন্তমূলীয়	'স'	সালাম	*ইস্‌লাম (Islam) মুস্‌লিম (Muslim)	খালেস্‌
আন্তঃ স্বরতন্ত্রীজাত :—			সহিষ্ণু (shohishnu)	×
ঘোষ	'হ'	হাত (hat)	×	আহ্, আঃ (ah)
অঘোষ	ঃ	×		উহ্ (উঃ) (uh)

উপরিউল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ব্যবহারগত দিক থেকে উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শব্দের আদিতে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে এবং শব্দের শেষে একই ব্যঞ্জনধ্বনি একই মানুষের মুখে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হ'তে পারে। একই ধ্বনি শব্দের আদিতে উচ্চারকদের যে পরিমাণ জায়গা দখল করবে, শব্দের মধ্যে ও অন্তে তার তুলনায় কিছু কম কিংবা বেশী জায়গা নিতে পারে। শব্দের আদিতে যে ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদের দীর্ঘক্ষণ আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, শব্দের মধ্যে কিংবা

* এখানে 'স' এর স্বরবিহীন হলন্ত উচ্চারণ। আরবী পারসী প্রভৃতি বিদেশী শব্দেই পাওয়া যায়।

অন্তে তার তুলনায় সে-সংঘবদ্ধতার কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হ'তে পারে। শব্দের শুরুতে যে-ধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারকদের মাংসপেশী দৃঢ়ভাব ধারণ করে, মধ্যে কিংবা অন্তে সে-ধ্বনি উচ্চারণে তাদের অনুরূপ অবস্থা না-ও থাকতে পারে। নিজের অনুভূতিকে ধ্বনিসম্পর্কিত গবেষণাগারে কৃত্রিম তালু এবং কাইমোগ্রাফ এবং স্পেকটোগ্রাফের সাহায্যে যাচাই করে এ-সম্পর্কে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধ্বনির চুলচেরা বিশ্লেষণে ধ্বনি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং অনুভব শক্তির সাহায্যে একটি মানুষ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে, গবেষণাগারের পরীক্ষা তা থেকে তাকে যে সব সময় দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তা নয়; বরঞ্চ এ-ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, গবেষণাগারের পরীক্ষা অনুভূতির পরিপূরক রূপেই কাজ করে। গবেষণাগারের অভাবে কান এবং অনুভূতিকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও দেখা যাবে উল্লিখিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সব ক'টিই শব্দের আদিতে পূর্ণতম এবং জোরালো (tense) উচ্চারণ পায় এবং উচ্চারকেরা তাদের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এবং শব্দশেষে অবস্থানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গা জুড়ে থাকে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সবচেয়ে দুর্বল (lax) উচ্চারণ হয় দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে। শব্দের শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার তুলনায় মাঝামাঝি উচ্চারণ পায় অর্থাৎ শব্দের শেষে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ শব্দের শুরুর ধ্বনিটির মতো তেমন জোরালো (tense) নয় কিন্তু দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তীটির মতো তত দুর্বলও (lax) নয়। ধ্বনি উচ্চারণে সময়ের পরিমাণগত দিক থেকে শব্দের শেষে অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম সময় নেয় এবং দুইস্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিটিই স্বল্পতম সময়ে উচ্চারিত হয়। আর প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে শব্দান্তবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু কম কিন্তু দুইস্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু বেশী সময় লাগে।

শব্দের প্রথমে ও দুই স্বরের মাঝখানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের প্রথমে এবং দুই স্বরের মাঝখানে পুরোপুরি উচ্চারিত হয়। এ পরিবেশে তাদের অন্তর্নিহিত কিংবা পারিপার্শ্বিক স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয় ব'লে তারা পূর্ণভাবে মুক্ত উচ্চারণ পায়। শব্দের শেষে প্রকৃতি নির্বিশেষে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সবকয়টিই হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে বটে তবু তাদের প্রকৃতি অনুসারে এ-পরিবেশে কিছু কিছু পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যও যে

লক্ষ না কবা যায় তা নয়। অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো এ পবিবেশে হলন্ত উচ্চারণ পায় কিন্তু শব্দমধ্যবর্তী দুই স্ববধ্বনিব মাঝখানে অবস্থিত দুটো ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রথম স্পর্শধ্বনিটির মতো সম্পূর্ণভাবে অভিনিধানপ্রাপ্ত কিংবা পরিপূর্ণ অমুক্ত থাকে না। এ পবিবেশে অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত এবং হলন্তরূপে উচ্চাবিত হবাব পর উচ্চারকেবা উক্ত অবস্থায় স্বভাবতই দীর্ঘক্ষণেব জন্য আবদ্ধ থাকতে পাবে না। তাই তাদেব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিবে আসাব জন্য তাদের সংবদ্ধ অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যেতে হয়। ধ্বনিতাত্ত্বিকেবা এ-অবস্থাকে release বা মুক্তি নামে অভিহিত কবতে চান। এ-মুক্তি অবশ্য তার অন্তর্নিহিত বা পার্শ্বস্থিত স্বরধ্বনি-সংযুক্ত নয়, সম্পূর্ণভাবেই স্বরধ্বনিবর্জিত।

শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিব উচ্চারণ

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বেব আলোচনায় দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় ব্যঞ্জনান্তশব্দের অন্ত্যস্বব ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমান ছিল, পবে অবশ্য লোপ পেয়ে যায়। বাংলার 'হাত্' 'কাজ্' প্রভৃতি স্ববহীন ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলো উড়িযাতে এখনও 'হাতঅ', 'কাজঅ' ভাবে কিছুটা স্ববান্ত উচ্চাবণ রক্ষা কবেছে। বাংলাব এ-ধবনের স্বরবর্জিত হলন্ত উচ্চাবণের যে মুক্তি (release) তাকে ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা VCә (V স্ববধ্বনির চিহ্ন, C ব্যঞ্জনের চিহ্ন, ә মুক্তিব চিহ্ন) ভাবে চিহ্নিত করতে চান। শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হলন্ত বটে, তবে তা অভিনিধানপ্রাপ্ত নয়, তাব তুলনায় কিছুটা পৃথক সেটুকু বোঝানোর জন্যেই তার ব্যাখ্যায় কিছু স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

শব্দান্তবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিব মতোই হলন্ত উচ্চাবণ পায় এবং তাদের মুক্তির স্বরূপও এদের মতো অভিন্ন। কিন্তু শব্দশেষে তাদেব মহাপ্রাণতা সম্পূর্ণ লোপ না পেলেও চার ভাগের তিন ভাগই লোপ পেয়ে যায়। হরফ যে সব সময় ধ্বনিব সবটুকু প্রতিলিপি নয় এবং ধ্বনিব গতি যে অব্যাহত, হরফের মতো স্থিতিশীল নয়, বাংলার শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোব উচ্চাবণই তাব বড় প্রাণ। শব্দের শেষে 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' আমবা তো হবদম লিখছি কিন্তু এ পরিবেশে তাদের পূর্ণ মহাপ্রাণ উচ্চাবণ যে বক্ষা কবি না তা আমরা আর কজনই বা ভেবে দেখেছি। আমারা লিখি 'লাখ', 'মাছ', 'কাঠ', 'ক্বাথ্', 'লাফ্', 'বাঘ্', 'সাঁঝ', 'সাধু', 'লাভ', কিন্তু এদের স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির মাঝামাঝি একটা

শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিব উচ্চাবণ

কিছু উচ্চারণ করি। পূর্ণভাবে মহাপ্রাণ রক্ষা করিনা আবার পুরোপুরি তাদের স্বল্পপ্রাণ প্রতিরূপটা উচ্চারণ করিনা। শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর এ-কালের ঝোঁক যে মহাপ্রাণতা হারানোর দিকে তা বেশ অনুভব করা যায়। তাই 'লাখ্' আমাদের কানে 'লাক্' এর মতো শোনায়, 'কাঠ' অনেকটা 'কাট্' হয়ে যায়, 'মাছ্' প্রায় 'মাচ্'-এ পরিণত হয়, 'লাফ্' দিবার বেলায় আমরা 'লাপ্' দিতে শুরু করি, 'বাঘ্' তার ভীষণতা হারিয়ে 'বাগ্' হ'তে বসে, 'লাভ্' আমাদের কানে 'লাব্' রূপে প্রতিভাত হয়। এখন এ-পরিবেশে মহাপ্রাণতা হারানোর যে প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি অনতিকাল পরে ধ্বনির দিক দিয়ে তা আর প্রবণতায় সীমাবদ্ধ না থেকে অল্পপ্রাণতায় পর্যবসিত হবে। তখন হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা লিখবে কাট্, মাট্, মাচ্, লাব্, বাগ্, লাপ্ ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাবা আলোচনায় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', 'ফ', 'ভ' ভাষাবিকাশের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ পালিতে তার স্পর্শতা হারিয়ে 'হ' হয়ে গেছে। তুলনীয়—মধু> মহু, সাধু> সাহু ইত্যাদি। আরও পরবর্তী স্তরে 'হ' ক্ষেত্র-বিশেষে মহাপ্রাণতা হারিয়ে শুধু তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। তুলনীয় মধু>মহু>মউ। রাধিকা>রাহিয়া> রাই ইত্যাদি। গাহি>গাই, যাহা>যা, তাহা> তা, তাহাদের>তাদের, বহে>বয়, মহাশয়> মশায় প্রভৃতি বহু শব্দের মধ্যবর্তী 'হ' লোপ আধুনিক বাংলার কথ্যরূপের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

শব্দান্তবর্তী মহাপ্রাণ হলন্ত ব্যঞ্জনগুলো আধুনিক বাংলায় যেখানে তাদের চার ভাগের তিনভাগ কি পৌনে চারভাগ মহাপ্রাণতা হারিয়েছে, দুইস্বরের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত

দুই স্বরের মধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতাও সেখানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষত নেই। ধ্বনির পরিবর্তন ব্যাপারে পূর্ববাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলা অনেকটা অগ্রগামী। 'কাঁঠাল', 'পাঁঠা', 'কাঁথা', 'মাথা', 'গাধা', 'বাঁঝা' ইত্যাদি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী এই মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর জোর যে পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বেশ কিছু কমে গিয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শব্দের শুরুতে মহাপ্রাণতা যেখানে পূর্ণভাবে বিদ্যমান, শব্দের ভেতরে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মহাপ্রাণ ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণ সেখানে

অনেকখানি দুর্বল (lax)। এ-ববম ক্ষেত্রে এদের মহাপ্রাণতা অন্তত চাবভাগের পৌনে দু'ভাগই হ্রাস পেয়ে গেছে।

কোনো একটি ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় এক এক যুগে এ ধরনের এক এক রকম প্রবণতা (tendency) লক্ষ কবা যায়। একটি ভাষাব ইতিহাসে ধ্বনির কোনো একটি বিশেষ প্রবণতা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হ'তে পারে। তাব পববর্তী যুগে দেখা যায় এককালে যা ছিল প্রবণতা তা-ই একটা স্থিব রূপ নিয়েছে। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান তখন আর প্রবণতা বিশ্লেষণ কবে না, সে যুগেব বিশেষ তথ্যোদ্‌ঘাটন করে। একালেব কথ্যবাংলায় আমরা মহাপ্রাণতা হ্রাসেব যে প্রবণতা লক্ষ করছি সুদূর ভবিষ্যতে তা হয়ত তথ্যে পরিণত হবে।

স্পৃষ্টধ্বনির মতো শব্দশেষে 'শ্বাস্', 'আশ্', 'গাল্', 'পার্', 'গান', 'নাম', 'রাঙ্' প্রভৃতি শব্দে শিসধ্বনি (শ,স), তবলধ্বনি (ল,র) এবং নাসিক্যধ্বনিও (ন, ম, ঙ) স্বর-বিহীন অবস্থায় হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে। কিন্তু তাবা প্রলম্বিত ধ্বনি ব'লে তাদেব স্বরহীনতা স্পর্শধ্বনির মত তাদের উচ্চাবণস্থানে তাদেবকে তেমন ভাবে আটকে দেয় না। তাদের উচ্চাবকদেব পরস্পব সংলগ্ন হবার পরে এবং পৃথক হবার পূর্বেই তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ লাভ করতে পারে। শব্দশেষে এদের উচ্চাবণে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অ-স্পৃষ্ট (non plosive) প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই।

শব্দশেষেব অ-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চাবণ

এ-পবিবেশেব তাড়নজাত 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিব উচ্চাবণও হলন্ত। এদের ধ্বনি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এমনি যে এদের উচ্চারকেরা পবস্পরকে স্পর্শ করার পর সেখানে কিছুক্ষণের জন্যও আবদ্ধ থাকতে পারেনা। জিভের ডগার উল্টো পিঠ দন্তমূলকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উছলে পড়ে দেখে 'বাড়্', 'ষাঁড়্', 'গাড়', 'আষাঢ' প্রভৃতি শব্দে এরা হলন্ত উচ্চারণ পেতে না পেতেই এদেব উচ্চারকেরা পৃথক হয়ে যায় বলে এদের হলন্ত উচ্চাবণ এ-পরিবেশেব হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো ধীরাশ্রয়ী নয়, বরঞ্চ দ্রুত নিষ্পন্ন। মহাপ্রাণ 'ঢ়' এ পরিবেশের অন্যান্য মহাপ্রাণ ধ্বনিব মতোই তার মহাপ্রাণতা হাবিয়ে স্বল্পপ্রাণতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। একালের 'আষাঢ়' তাই মৃদু হয়ে 'আষাড়' হ'তে চলেছে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান

'বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে শব্দমধ্যবর্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির বিবিধ ব্যবহার এবং তাদের উচ্চারণ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দুই হরফের এহেন পাশাপাশি অবস্থান সাধারণ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরূপে প্রতিভাত হলেও ধ্বনি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তারা অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বই আর কিছু নয়। সুতরাং এখানে তাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উক্ত পরিচ্ছেদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির গঠন প্রকৃতি, সংখ্যা এবং উচ্চারণপ্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, এখানে শুধু তাদের ব্যবহার বিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে
স্ক	স্কন্দ, স্কুল	×	×
স্খ	স্খলন	×	×
স্ট	স্টেশন, স্টোভ	×	×
স্ত	স্তব্ধ	×	গোশ্‌ত্‌, দোস্ত্‌, বেহেশ্‌ত, জবরদস্ত্‌ } বিদেশী ফার্সি শব্দ, বাংলা নয়।
স্থ	স্থবির, স্থান	×	×
স্ন	স্নাত, স্নিগ্ধ	×	×
স্প	স্পষ্ট	×	×
স্ফ	স্ফুরণ, স্ফুরিত	×	×
স্পৃ	স্পৃহা	×	×
স্ত্র	স্ত্রী	×	×

ঘর্ষণজাত ধ্বনিসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত ধ্বনিগুলো শব্দের প্রথমে তাদের ধ্বনির cluster গত সংযুক্ততা রক্ষা করে কিন্তু শব্দের মাঝখানে দুই syllable-এ বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ধ্বনির পারম্পর্যগত উচ্চারণ পায় এবং নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত সজোর ও সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করেনা ব'লে সংযুক্ত ধ্বনির সংজ্ঞানুসারে শব্দের মধ্যে তাদের ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তুলনীয় আশ্‌/কারা, বিস্কুট (বিস/কুট), অবস্থা (অবস/থা), আস্তে (আস্‌/তে) প্রভৃতি শব্দ।

বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির এমনি এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তা শব্দের শেষে কোনো সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব অবস্থান সহ্য কবেনা। ফাবসী, ইংবেজী প্রভৃতি দু'চারটি বিদেশী কৃতঋণ শব্দেব শেষে যেখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আমরা লক্ষ করি সেখানেও বাংলার ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসাবে তাব শেষে কোনো না কোনো প্রকারেব স্বরধ্বনির আমদানী হয়। তাই মুসলমানেবা 'গোশ্‌ত্‌'-এব জায়গায় 'গোশতো', 'দোস্ত'-এর জায়গায় 'দোস্‌তো' উচ্চারণ ক'রে থাকে। 'ব্যাঙ্ক', 'ল্যাম্প' প্রভৃতি শব্দ বোধ হয় তার ব্যতিক্রম কিন্তু ইংরেজী court এবং card আবার বাংলাব স্বাভাবিক ধ্বনি-প্রকৃতি অনুসাবে তাদেব সংযুক্ততা হারিয়ে 'কোর্ট' এবং 'কাড'-এ পরিণত হয়েছে।

সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ক্র (কৃ)	ক্রয়, ক্রিমি	আক্রোশ	×
	কৃষি	প্রকৃতি	×
খ্র (খৃ)	খ্রীষ্টাব্দ	×	×
গ্র (গৃ)	গ্রাম, গৃহ	আগ্রহ	×
		অনুগৃহীত	×
ঘ্র (ঘৃ)	ঘ্রাণ, ঘৃষ্ট	আঘ্রাণ	×
ছ্র (ছৃ)	×	কৃচ্ছ্র, উচ্ছৃঙ্খল	×
জ্র (জৃ)	জৃম্ভন	বজ্র	×
ট্র	ট্রাম, ট্রেন	লোষ্ট্র, উষ্ট্র	×
ড্র	ড্রাম, ড্রেন, ড্রিল	×	
ত্র (তৃ)	ত্রাণ, তৃণ	পুত্র, সতৃষ্ণ	×
থ্র (থৃ)	(থ্রো) (ইং)	×	×
দ্র (দৃ)	দ্রষ্টা, দৃষ্টি	ভদ্র, আদৃত	×
ধ্র (ধৃ)	ধ্রুব, ধৃত	বিধৃত	×
নৃ	নৃপ	অনৃত	×
প্র (পৃ)	প্রিয়, পৃক্ত	আপ্রাণ, সম্পৃক্ত	×
ফ্র (ফৃ)	ফ্রেম, ফ্রী (ইং)	×	×

সংযুক্ত ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ব্র (বৃ)	ব্রহ্ম, বৃষ্টি	অব্রাহ্মণ, আবৃত	×
ভ্র (ভৃ)	ভ্রান্তি, ভৃত্য	অভ্রান্ত, পরভৃত	×
ম্র (মৃ)	ম্রিয়মাণ, মৃত্যু	আম্র, অমৃত	×
শ্র (শৃ) (স্র)	শ্রম, শৃগাল	বিশ্রাম	×
	স্রষ্টা	বিস্মৃতি	×
ক্ল	ক্লেশ	অক্লান্ত	×
গ্ল	গ্লানি, গ্লাস	×	×
প্ল	প্লাবন	আপ্লুত	×
ফ্ল	ফ্লানেল, ফ্ল্যাট (ইং)	×	×
ব্ল	ব্লাউজ (ইং)	×	×
ম্ল	ম্লেচ্ছ, ম্লান	অম্লান	×
শ্ল	শ্লেষ	বিশ্লিষ্ট	×

কম্পনজাত 'র' এবং পার্শ্বজাত 'ল'-এর সাহায্যে বাংলায় উপরিউক্ত যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়, শব্দের আদিতে তারা এক প্রয়াস (one-effort) জাত যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। আর শব্দের মধ্যে তারা যে শুধু সংযুক্ততা রক্ষা করে তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রথম উপাদান (component)টি দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রবল দ্যোতনার সৃষ্টি করে। তুলনীয়—অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্ত), বিধৃত (বিদ্‌ধৃত), আবৃত্তি (আব্‌বৃত্তি), আপ্লুত (আপ্‌প্লুত) ইত্যাদি।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated consonant) ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার

(ক) স্পৃষ্টধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
ক্‌ক	×	পক্ক (পক্ক) ছক্ক	×
		বাক্য (বাক্‌কো)	×
ক্‌খ	×	সূক্ষ্ম (সুক্‌খো)	×
		সখ্য (সক্‌খো)	×

স্পৃষ্টধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
গ্‌গ	×	শীগ্‌গীর,	×
		ভাগ্য (ভাগ্‌গো)	×
চ্‌চ	×	খচ্‌চর, উচ্চারণ	×
চ্‌ছ	×	আচ্ছা, বচ্ছর	×
জ্‌জ	×	সজ্জা, শয্যা (শ'জ্জা)	×
		উজ্জ্বল (উজ্জল)	×
জ্‌ঝ	×	বাহ্য (বাজ্‌ঝো)	×
		সহ্য (সজ্‌ঝো)	×
ট্ট	×	অট্টালিকা, আট্‌টা	×
ড্‌ড		আড্‌ডা, বড্‌ডো	×
	×	বুড্‌ঢা (হিন্দী)	×
ত্‌ত	×	সত্য (সত্‌তো), বিত্ত	×
ত্থ	×	উত্থান, পথ্য (প'ত্‌থো)	×
দ্দ	×	গদ্য (গ'দ্‌দো)	×
		অদ্য (ওদ্‌দো	×
দ্‌ধ	×	বুদ্ধি, মধ্য (ম'দ্‌ধো)	×
প্‌প	×	গল্প, খপ্পর	×
ব্‌ব	×	সব্‌বাই, জুব্‌বা	×
ব্‌ভ	×	গব্‌ভো	×
		(গর্ভ-এর ভগ্ন উচ্চারণ)	×

(খ) শিস্‌ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
শ্‌শ	×	আশ্বাস (আশ্‌শাস)	×
		গ্রীষ্ম (গ্রীশ্‌শো)	×
		বিস্ময় (বিশ্‌শ'য়্)	×
		বিস্বাদ (বিশ্‌শাদ)	

(গ) তরল ধ্বনি:—

শিস্‌ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	শেষে
(১) পার্শ্বজাত			
ল্‌ল	×	আল্‌লা, বোল্লা	×
ল্‌ল্‌হ	×	আহ্লাদ (আল্‌ল্‌হাদ)	×
(২) কম্পনজাত			
র্‌র	×	হর্‌রা, ছর্‌রা	×
র্‌ব্‌হ	×	বর্হ (বর্‌ব্‌হ)	×
(ঘ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি :—			
ন্‌ন	×	কান্না, পান্না	×
ন্‌ন্‌হ	×	চিহ্ন বহ্নি, (চিন্‌ন্‌হ বন্‌নিহ)	×
ম্‌ম	×	সম্মান, আম্মা, কম্ম	×
ম্‌ম্‌হ	×	ব্রহ্মা, (ব্রম্‌ম্‌হা)	×

বাংলার দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যেই যে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে কিংবা অন্তে নয়, ওপবের তালিকা থেকে তা সুস্পষ্ট হবে। বলা বাহুল্য, এগুলো **homorganic** বা সমস্থানজাত। শব্দমধ্যে তাদেব অবস্থান দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নস্থানজাত ব্যঞ্জনধ্বনির মতই এবং তাদের উচ্চারণও sequential তথা পাবম্পর্যগত। তবু তাদের প্রথম ধ্বনিটির সুদীর্ঘ এবং সজোর উচ্চারণই সমস্থানবর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায় তাদেরকে যথারীতি বিশিষ্টতা দান করেছে।

সমস্থানজাত (homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	অন্তে
ঙ্ক	×	ঝঙ্কার, ওঙ্কার অহংকার	ব্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক্ ব্যাঙ্ক্ (ইং)
ঙ্খ	×	শঙ্খ, সংখ্যা	×
ঙ্‌গ	×	সঙ্গ, বঙ্গ	×
ঙ্ঘ	×	সঙ্ঘ, জঙ্ঘা	×
ঞ্চ	×	বঞ্চনা, চঞ্চু	×
ঞ্ছ	×	বাঞ্ছা, লাঞ্ছনা	×

ধ্বনি	শব্দের শুরুতে	মধ্যে	অন্তে
ঞ্জ	×	মাঞ্জা, জঞ্জাল, পুঞ্জ	গঞ্জ (ফাঃ)
ঞ্ঝ	×	ঝঞ্ঝা	×
ণ্ট	×	বণ্টণ	গ্রাণ্ট্ (ইং)
ণ্ঠ	×	লণ্ঠণ	×
ণ্ড	×	গণ্ডাব, আণ্ডা	গ্রাণ্ড্ (ইং)
ন্ত	×	সান্ত্বনা, শান্ত	×
ন্থ	×	পন্থা, গ্রন্থ	×
ন্দ	×	ছন্দা, ছন্দ	×
ন্ধ	×	সন্ধ্যা, বন্ধ্যা	×
ম্প	×	ঝম্প, কম্প	পাম্প্, ল্যাম্প (ইং)
ম্ফ	×	গুম্ফ	×
ম্ব	×	গুম্বজ, দুম্বা	×
ম্ভ	×	গম্ভীর, শম্ভু	×

কয়েকটি ফারসী ও ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান যে সম্ভব নয় তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ওপরের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং সমস্থানজাত স্ববর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির তালিকাই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। শব্দের মধ্যবর্তী স্ববর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির পূর্বেকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চাবণ শব্দশেষের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হলন্ত বটে, কিন্তু তার তুলনায় দীর্ঘায়িত, একাত্মতা প্রাপ্ত (compact) এবং গম্ভীর ব্যঞ্জনাময়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ
[Word delimitation and Syllabification in Bengali]

ভাষাব দুটো রূপ। একটা তার লেখ্যরূপ, অন্যটা শ্রুত। লেখ্যরূপ দৃশ্যরূপের নামান্তর; এটিকে eye অথবা hand language বলা যায়। আর শ্রুত রূপটিকে ear language-এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পাবে। মানুষের হৃদয়ানুভূতির আধাব কিংবা ব্যবহার-জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠ্‌লে দেখা যায় মানুষ বিচ্ছিন্ন ধ্বনি কিংবা শব্দ উচ্চারণ করেনা; উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য। এক একটি ছোট শব্দও স্থানবিশেষে জীবন্তহৃদয়ের ছেঁায়া পেয়ে এক একটি বাক্যে পরিণত হ'তে পারে। বাক্য ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক তার অন্তর্নিহিত যে ধ্বনি সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে মানুষের মুখ দিয়ে তা নির্গত হ'তে গেলেই সেখানে অবিরল ধ্বনিস্রোতের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে হরফের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত করতে গেলে এক একটি হরফ পৃথক্ পৃথক ভাবে দাঁড় করিয়ে তা করা যায় না। কয়েকটি হরফেব সাহায্যে এক একটি শব্দের রেখাচিত্র নির্মাণ করা হয় এবং হাতের লেখা কি ছাপাব হবফে মুখের ভাষাকে এ ভাবে চিত্রায়িত করতে হ'লে প্রতিটি ধ্বনিসমন্বিত এক একটি হরফের পরে না হোক অন্তত প্রত্যেকটি শব্দের পবে আন্তর শাব্দিক একটু ফাঁক (inter word space) রাখা হয়। কিন্তু লেখা পড়তে কি বক্তৃতা করতে গিয়ে, কিংবা কবিতা আবৃত্তি কি ভাবানুভূতি প্রকাশ কবতে গিয়ে, কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে তখন শ্বাস কি সার্থপর্বের বিরাম ছাড়া দুই শব্দের মাঝখানে কোথাও ফাঁক দেখা যায় না। একটা মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না ক'বে কিংবা একটি প্রয়োজনে না মিটিয়ে সে থামেনা। সেজন্যে একটি গোটা বাক্য (কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যাংশও)

ভাষাব এক একটি ইউনিট হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম ইউনিট আব একটি অক্ষর (syllable) নিম্নতম ইউনিট। বাংলা ধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে হয় একটি স্বরধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিই এক নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চাবিত হয় ব'লে (যেমন অ, ক, কি, যা ইত্যাদি) একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরধ্বনি কিংবা একটি স্বরসংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিই ভাষার নিম্নতম ইউনিট গঠন কবে। ভাষার এ নিম্নতম ইউনিটই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় syllable বা অক্ষব হিসেবে পরিগণিত হয়। বাক্য এবং অক্ষরেব মাঝখানের ইউনিটই এক একটি শব্দ। কতকগুলো ধ্বনি সমন্বয়ে মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলে তা হয় বাক্য। ধ্বনি প্রবাহে যেখানে মনোভাব পূর্ণতা লাভ করে কিংবা ব্যবহাবিক জীবনের প্রয়োজন অংশতও মেটানো যায় সেখানেই নিশ্বাসেব বিবাম বা যতি পড়ে। এ-ভাবে সার্থ এবং শ্বাস পর্ব, হয় পৃথক-ভাবে না হয় একত্রে বাক্য কিংবা বাকাংশ গ'ড়ে তোলে। এ-ধ্বনি প্রবাহ থেকে শব্দ এবং অক্ষরকে কি ভাবে পৃথক কবা যায়, সেটিই বড়ো প্রশ্ন।

ভাষাব যেমন দৃশ্য ও শ্রুতিগত দু'টি রূপ আছে, তেমনি ভাষা দেহের ধ্বনিরও গঠনগত (physiological) ও শ্রুতিগত (acoustic) দুটো দিক দেখা যায়। ধ্বনি নিজে উচ্চারণ ক'রে নিজেও শোনা যায় আবাব অপবকেও শোনানো যায়। তা সে যে-ই ধ্বনি উচ্চারণ করুক না কেন ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের সাহায্যেই তাকে তা করতে হয়। মানুষের ফুসফুসই এ-কারণে ধ্বনি উৎপাদনেব প্রাথমিক যন্ত্র, তাব generator. কিন্তু ফুসফুস স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় সেখান থেকে ভু—স্ করে একেবারে সব বাতাস বের হয়ে যায় না। তারও সীমিত শক্তিব জন্যেই হারমোনিয়ামের বেলোর প্রকম্পনজাত বায়ুতাড়িত ছোট ছোট অসংখ্য সুরের ভাঁজের মতো, ফুসফুসের সম-মাপের ছোট ছোট শ্বাসক্ষেপণের সঙ্গে নিঃসৃত বায়ু প্রবাহের ফলে উদ্ভূত এক একটি

Syllable অক্ষর

ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে এক একটি সিলে-বল বা অক্ষবহিসেবে পরিগণিত হয়।* এ-কারণেই নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃস্পন্দনের (by a single breath-pulse) ফলে যে ধ্বনি

---

* 'Phonetically, speech is always something more than a linear succession of sounds. Since these are mostly produced by air expelled from the lungs, the respiratory apparatus in the throat necessarily

বা ধ্বনিগুচ্ছ একেবারে উচ্চারিত হয় তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে। যেমন, ও, এ, ই, আ কিংবা বা, যা কি বাক্, হাত্, ক্লাস, কি প্রাণ, ম্লান ইত্যাদি।

অক্ষর বা 'syllable'-এর সঙ্গে ধ্বনি তথা 'sound' বা 'phone'-এর পার্থক্য এই যে ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবিভাজ্য (indivisible) একটা ছোট্ট ইউনিট মাত্র আর অক্ষর এক কিংবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় ব'লে তা আবারও বিভাজ্য (divisible) হ'তে পারে। ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের এক বারের ধাক্কায় এ, ও, ই, উ প্রভৃতি একটি ওঠা যেমন সম্ভব তেমনি কয়েকটি ধ্বনি মিলে একটি শব্দ (word) (যেমন বাক্, হাত্, চোখ্, নাক্, কান্ ইত্যাদি) কিংবা শব্দের খণ্ডাংশ (যেমন আ/বার্, তো/মার্, বা/বা, প্র/মাণ ইত্যাদি) সৃষ্টি হ'তে পারে। যেখানে এ-ভাবে শুধু একটি ধ্বনিই উদ্রিক্ত হয় সেখানে সেটি হয় ধ্বনি তথা sound বা phone (যেমন এ, ও, ক্, ব্, ল্ ইত্যাদি ; এভাবে গঠিত একটি স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে একটি অক্ষরও হ'তে পারে) আর যেখানে কয়েকটি ধ্বনির সমন্বয় সাধিত হয় (যেমন ব্+আ+ক্=বাক্, কি প্+আ=পা, কি হ্+আ+ত্=হাত ইত্যাদি) যেখানে সেটি হয় সিলেবল বা অক্ষর।

Sound
ও
Syllable

---

breaks the sequence up into portions The most obvious of these is a breath-group. This is the chain of sounds produced on one breath. Its maximum duration is controlled by the necessity of periodic inhalation. A breath-group does not, however, necessarily last as long as the air contained in the lungs might allow.

There are two partially independent mechanisms which control inhalation and exhalation of air. The first of these consists of the diaphragm and the abdominal muscles. These vary the volume of the thoracic cavity by moving its lower wall (the diaphragm) up and down. They seem to move more or less stedily throughout each breath-group, normally reversing their action between breath-groups for inhalation. This constitutes, therefore, the physiological basis of the breath groups. The second breathing mechanism consists of the intercoastal muscles. The extend between successive pairs of ribs, and increase or decrease the volume of thoracic cavity by moving the side walls (the rib-case). In speech the activity of the intercoastal muscles does not continue steadily through the breath-group, but is subject to more rapid

ধ্বনির production বা গঠনগত দিক থেকে যেমন নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একবাবে উচ্চারিত ধ্বনিই অক্ষর তেমনি শ্রুতির দিক থেকে যে ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে সেগুলোকেই অক্ষব বলা যায়। নদীব খরস্রোত যখন একটানা প্রবাহিত হয়ে যায় তখন তার তরঙ্গমালা চোখে পড়েনা কিন্তু তাতে ছোট বড়ো তরঙ্গমালা সৃষ্টি হ'লে একটি তবঙ্গের শীর্ষ থেকে পরবর্তী তবঙ্গেব শীর্ষ কিংবা একটি তরঙ্গের গহ্বর থেকে পরবর্তী তরঙ্গের গহ্বর যেমন এ-ভাবে

চোখের সামনে সমমাপের ব্যবধানে পবিস্ফুট হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বাক্ প্রবাহে নিশ্বাস-নিঃসৃত অসংখ্য ধ্বনিতরঙ্গ শ্রোতার কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে। সেই ধ্বনি তরঙ্গভঙ্গের ছোট ছোট অভিঘাতই শ্রোতাব মনে এ ভাবে এক একটি অক্ষরের আভাস সৃষ্টি করে।

---

variation. This correlates in the simplest case with the alternation of vowels requiring relatively large amounts of air with consonants requiring less. Speech is, therefore, marked by a series of short pulses produced by this motion of the intercoastal muscles. These pulses are the phonetic **Syllables.** Typically a syllable centres around some vowel or other resonant and begining and ends in some sound with relatively closed articulation.

All speech consists of a sequence of such syllables and breath groups,which are phonetically the basic framewok of speech and the most clearly detectable segmentation." —H. A. Gleason : *An Introduction to Descriptive Linguistics*, New York, 1956, p 203-4,

cf. also. R. H. Stetson : *Motor Phonetics* (2nd edition), 1951, p. 200 "Syllable ; The smallest, indivisible Phonetic unit. Basically the syllable is a puff of air forced upward through the vocal canal by a compression stroke of the intercoastal muscles. It is usually modulated by the action of the vocal folds. It is accompanied by accessory movements (syllable factors) which characterize it. These are the *release* (by the action of either the chest muscles or the releasing consonant), the *vowel shaping* movements of the vocal canal, and the *arrest* (by

ভাষা লিখিত হ'লে আন্তর শাব্দিক ফাঁকটুকুই (inter word space) প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে কিন্তু মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কিংবা লিখিত ভাষা পঠিত হবার কালে যে ধ্বনি-স্রোতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে থেকে একটি শব্দকে কি ভাবে আলাদা করা যায় ? অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও (১) ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং (২) বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর সম্পর্কগত তথা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজিকে পৃথক করার প্রয়াস করা যেতে পারে।

শব্দভাগ
word demarcation

বাংলায় শব্দ শেষ হয়, স্বরধ্বনি না হয় ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে, যেমন করো, করি, না, মা, বাবা, এলো, দাঁড়ালো, কিংবা হাত্, সবাক্, অবাক্, ইত্যাদি। (১) স্বরধ্বনি দিয়ে শব্দ শেষ হ'লে যে ক'টা অক্ষরের সাহায্যে শব্দটি তৈরী হোক না কেন প্রান্তবর্তী অক্ষরটিই সময়ানুপাতিক দিক থেকে দীর্ঘতা লাভ করে সবচেয়ে বেশী ; যেমন 'এলো' শব্দের 'এ'র তুলনায় 'লো'-এর 'ও' দীর্ঘতর ; আর 'দাঁড়ালো' শব্দের শেষ স্বরধ্বনি 'লো'-এর 'ও' দীর্ঘতম।

শব্দভাগের
ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া
phonetic basis of word delimitation

(২) বাংলা শব্দে শেষের ব্যঞ্জনধ্বনিটি শব্দের প্রকৃতি নির্বিশেষে (তদ্ভব, তৎসম, দেশী প্রভৃতি) হলন্ত উচ্চারণ পায়, যেমন হাত্, অবাক্, গ্রাস্, টল্‌টল্ ইত্যাদি। বাংলা শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনি হলন্ত উচ্চারণ পেলেই যে সেখানে শব্দ শেষ হবে তা নয়, কেননা আন্ত'স্বরীয় দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রথমটির (যেমন মুক্তা, ভক্ত, মট্‌কা প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণও হলন্ত ; কিন্তু শব্দ শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তাকে হলন্ত হ'তেই হবে।

(৩) কয়েকটি ইংরেজী যেমন ল্যাম্প্, ব্যাঙ্ক্, গ্র্যাণ্ড্ প্রভৃতি এবং ফারসী যেমন দোস্ত্, গোশ্‌ত্, গঞ্জ্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-

---

the action of either chest muscles or the arresting consonant). Four basic syllable types are possible ;

1. Chest released, chest arrested, ah, oh ;
2. Chest released, consonant arreted ; at, up.
3. Consonant released, chest arrested ; for, too.
4. Consonant released, consonant arrested ; top, cook.

ধ্বনি থাকতে পারেনা। বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনিটি শুধু যে অসংযুক্ত তা নয়, পূর্বের নিয়মানুসারে হলন্তও বটে।

(৪) বাংলা শব্দের শেষে পাহাড়্, আষাঢ়্ (এরকম ক্ষেত্রে 'ঢ়' ধ্বনিগত দিক থেকে যদিও 'ড়'-এ পরিণত হয়ে গেছে) প্রভৃতি শব্দে 'ড়' এবং 'ঢ়' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ড', 'ঢ' ব্যবহৃত হয় না। 'সোডা', 'সডাক' প্রভৃতি বিদেশী কিংবা সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্যত্র 'ড' এবং 'ঢ' শব্দের মধ্যেও ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং 'ড' ও 'ঢ' ধ্বনি দু'টি শব্দের সূচনায় এবং 'ড়' ও 'ঢ়' শব্দেশেষেব ইংগিত বহন করে।

(৫) 'ঙ্' দিয়ে বাংলা শব্দ আবম্ভ হয না। 'সাঙাত', 'রঙীন', 'রাঙা' প্রভৃতি শব্দে ধ্বনিটি আন্তঃস্বরীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এর ব্যবহার দেখি, শব্দের শেষে, যেমন রঙ্, ঢঙ্, সঙ্ ইত্যাদি শব্দ। সুতরাং 'ঙ' এর হসন্তান্তিক রূপ শব্দশেষের লক্ষণ।

(৬). আহ্, উহ্, ওঃ প্রভৃতি অব্যয় গুলোতে শেষের ধ্বনিটির উচ্চারণ অঘোষ 'হ' বা বিসর্গের মতো। 'হ'-এর বিসর্গের মতো এ-অঘোষ উচ্চারণ এ-ধরনের অব্যয়ে শব্দশেষের নিদর্শন।

(৭) 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ধ' এবং 'ভ' এ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি-গুলো এবং তাড়নজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ়'-এর মহাপ্রাণতার সম্পূর্ণ লোপ কিংবা তৃতীয় চতুর্থাংশ লোপ পাওয়া শব্দ শেষ হওয়ার চিহ্ন, যেমন গাচ্ (ছ্), গাট্ (ঠ), সাঁজ (ঝ্), আষাড় (ঢ়্), লাপ্ (ফ্), সাদ্ (ধ্) ইত্যাদি।

(৮) মহাপ্রাণ ধ্বনির পূর্ণ মহাপ্রাণতা অক্ষব আরম্ভের (এবং সেজন্যেই শব্দা-রম্ভের) চিহ্ন।

(৯) বিস্ময় কিংবা প্রশ্নবোধক বাক্যে ছাড়া অন্যান্য ধরনের বাক্যের মধ্যেকার প্রতিটি শব্দের শেষের সিলেবলে নিশ্বাস তার পূর্ববর্তী সিলেবলের তুলনায় নিম্নগামী হয়। বাংলায় এ-ধরনেব যে-কোনো একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীব ধ্বনিতরঙ্গের (intonation) গতির প্রতি লক্ষ কবলে প্রতিটি বাংলা শব্দের শেষের অক্ষরে নিশ্বাসের অপেক্ষাকৃত নিম্নগামিতা ধরা পড়বে। তুলনীয 'এখন আসল কথায় আসা যাক্' এ বাক্যটি। এটি স্বাভাবিক ভাবে পড়তে গেলে দেখা যাবে শব্দশেষের 'খন্', 'সল্', 'থায়', 'সা' এবং 'যাক্' প্রভৃতি অক্ষবগুলোতে শ্বাস ক্রমেই নিম্নগামী হয়েছে।

(১০) বাক্য মধ্যবর্তী যে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব কি প্রাধান্য লাভ করে ধ্বনি তরঙ্গের দিক থেকে দেখা যায় তার অক্ষরগুলোও পার্শ্ববর্তী শব্দের অক্ষরাদির তুলনায় গুরুত্বলাভ করেছে সবচেয়ে বেশী। 'তুমি কি বল্‌লে?' কিংবা 'তুমি কি বললে।' কিংবা 'তুমি কী বল্‌লে?' এ একটি বাক্যের এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতির বাগ্‌ভঙ্গীর তুলনা করলে প্রথম দু'টিতে 'বল্‌লে'র শেষাক্ষর 'লে'র আপেক্ষিক প্রলম্বন এবং 'বল্‌' অক্ষরটির ওপর আপেক্ষিক চাপ এবং তৃতীয় বাগ্‌ভঙ্গীর 'ক' সমন্বিত স্বরধ্বনির প্রলম্বিত উচ্চারণ এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে।

(১১) বাক্যের ধারাস্রোতের মধ্যে যতি বা বিরাম (pause) শব্দের সীমানা নির্ধারক চিহ্ন। কোনোভাবে বাধা না পেলে কিংবা কথা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ না করলে বাংলা শব্দের মাঝখানে কোথাও যতি পড়েনা, কিন্তু যেখানেই যতি পড়ে সেখানেই শব্দের সীমানা নির্ধারিত হয়।

শব্দের প্রকৃতিগত দিক থেকে শব্দের সীমানা নির্ণয়

শব্দের গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে প্রতি ভাষায় বাক্যের ভেতরে শব্দকে আলগা করার কয়েকটি প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। শব্দের সাধারণতঃ দুটো রূপ রয়েছে। একটি তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ (যেমন বাড়ী, ঘর, গিন্নি, বড়, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি) শব্দের মৌলিক রূপ হিসেবে যার পরিচয়। অভিধানে শব্দের এ মৌলিক রূপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই। আর অন্যটি তার মৌলিক রূপ থেকে উপসর্গ, বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাহায্যে উদ্ভূত রূপ; যেমন বাড়ীওয়ালা, ঘরামি, গিন্নীপনা, বড়াই, ছেলেমি, মেয়েলী ইত্যাদি। বাংলায় শব্দ-মূল থেকে শব্দকে নানাভাবে প্রস্তুত করার জন্যে যে বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাক্ষাৎ আমরা পাই সেগুলো শব্দের সঙ্গে না মিলে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। এগুলোকে শব্দ-কণিকা বা শব্দের 'bound form' বলা যেতে পারে। আর ভাষার যে অংশ এ-ধরনের শব্দকণিকা ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি এ-ধরনের যে অংশবিশেষের সাহায্যে একটি ছোট বাক্য কি বাক্যাংশও (phrase) গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা-ই শব্দহিসাবে স্বীকৃতিলাভ করতে পারে।*

---

*"Forms which occur as sentence are free forms. A free form which is not a phrase, is a word. A word then is a free form which does not consist entirely of lesser free form; in brief, a word is a

(১) বাক্যেব ভেতবে একটি অংশেব পবিবর্তে অন্য একটি অংশ ব্যবহাব ক'বে তাব সাহায্যে নতুন অর্থবোধক একটি শব্দ চিহ্নিত কবা যেতে পারে; যেমন 'আমি একটি ঘোড়া চাই' এ বাক্যটিতে 'ঘোড়া'কে অপসাবিত ক'রে সেখানে হাতী, ভেড়া, উট, গরু, বই, কলম, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতি অগণিত শব্দ ব্যবহার করা চলে। ঠিক তেমনি 'চাই' এর পরিবর্তে 'পাই', 'কিনি', 'নিই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাবেব অবকাশও এখানে রয়েছে। একটি বাক্যে এ-ধরনেব অংশ বিশেষের পবিবর্তে বাক্যটির প্রথমে, মধ্যে কি অন্তে অন্য অংশ ব্যবহাব ক'বে যদি তার একটি ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তা হ'লে সেগুলোই বাক্যে এক একটি শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ কববে।

(২) বাংলা বাক্যের পদক্রম মোটামুটি নির্ধারিত। তাতে প্রথমে কর্তা তারপর কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন আমি ভাত খাই, করিম একটি বই পড়ে ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদবাচক শব্দেব পূর্বে তাদেব গুণান্বিত কবার জন্যে আবও কিছু শব্দেব ব্যবহাব বাংলাভাষায় দেখা যায় যেমন, 'আমি লাল চালের ভাত খাই', 'আমি লাল চালের ভাত হাপুস হুপুস ক'বে খাই', 'গাপুস গুপুস্ করে খাই', কি 'রহিমের ভাই কবিম একটি বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ে' ইত্যাদি। এ-রকম ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রম সাধাবণতঃ ওলোটপালোট করা যায় না। কিন্তু কোনো বাক্যে কোনখানে শব্দবিন্যাসের রদবদল স্বীকৃতি পেলে বাংলায় সেটি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবেই পরিগণিত হবে। 'বই কেন পড়ি' তাব জবাব দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। পড়ার অভ্যাসটা আগে, তাব তাত্বিক ব্যাখ্যা পরের ব্যাপাব—না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না'—এ বাক্য দু'টিকেও 'কেন বই পড়ি, জবাব দেওয়া তাব দুরূহ ব্যাপার। আগে পড়াব অভ্যাসটা, পবের ব্যাপার তার তাত্বিক ব্যাখ্যা, না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না'—এ ভাবেও বলা যেতে পারে। এতে অর্থেব গুরুত্বের তাবতম্য কিছুটা ঘটতে পারে তা সত্য; কিন্তু বাক্যবিন্যাসে যে রদবদল এখানে করা গেছে, তা এক একটি শব্দেরই সাহায্যে।

(৪) পদক্রমেব সাহায্যেও বাক্যেব অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশকে শব্দ হিসেবে পৃথক করা চলে।

---

minimum free form. For the purposes of ordinary life the word is the smallest unit of speech. *Bloomfield Language*, p. 178, Allen & Unwin Ltd. 1950.

(৫) এ ছাড়া প্রত্যেকটি বাংলা শব্দেরই একটি ঐতিহ্য এবং ইতিহাস আছে। বাঙালীর সমাজ মনে এক একটি শব্দ একটি চিত্র কিংবা অমূর্তভাবের প্রতীক হিসেবে কালে কালে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। শব্দকে কালির আঁচড়ে ধ'রে দিতে গেলে যেমন দুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাঁক দিয়ে লিখতে হয় তেমনি ভাষা বাঙালীর মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে এ-ধরনের এক একটি ভাষা-অংশ, তা বস্তুগত concrete রূপের প্রতীক হোক, কিংবা abstract কি নির্বস্তুক ভাবের প্রতীক হোক, বাঙালী মাত্রের মনে এক একটি ভাবানুবাদ সৃষ্টি ক'রে তোলে। ভাষায় শব্দের এ ঐতিহ্যভিত্তিক (institutionalised) রূপ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাক্যের মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করে দেয়।

সংস্কৃতে 'সিলেবল' এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'অক্ষর'। অক্ষর অর্থ গুণতঃ, ধর্মতঃ, অবয়বতঃ ও স্বরূপত যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই, যা স্বয়ং সম্পূর্ণ, যা আত্মনির্ভরশীল।

অক্ষরের মূলাধার (nucleus) ব্যঞ্জনধ্বনি, না স্বরধ্বনি ?

আর স্বরধ্বনিই হচ্ছে অক্ষরের জীবন। এক কালে স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাভুক্ত করা হতো; এ-কালে অবশ্য ব্যঞ্জনধ্বনির সে সংজ্ঞা টেঁকে না। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হলেও স্বরধ্বনি ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত, এমনকি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হ'তে পারে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্', 'ম্' এবং 'ঙ্' তরলধ্বনির অন্তর্ভুক্ত কম্পনজাত ধ্বনি 'র্' এবং পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল্' ধ্বনির গঠন পদ্ধতি এ উক্তির সমর্থন করে। তবু স্বরধ্বনির 'স্বয়ংশাসিত' ও স্বতঃবিকশিত রূপই অক্ষরের মূলাধার (nucleus) হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যেখানে স্বরধ্বনিই এক একটি অক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন এ, ও, কি 'উনি'র উ কিংবা 'ইতি' কি 'ইনি'র ই), সেখানে অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনিই সর্বেসর্বা কিন্তু যেখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলে স্বরধ্বনি অক্ষর গঠন করে (যেমন বাজে, কাজে প্রভৃতি শব্দে 'বা', 'কা' 'জে', প্রভৃতি) সেখানেও স্বরধ্বনিই অক্ষরের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এ-জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এ-ধরনের অক্ষর নির্মাণে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বনিগুলোকে সে-মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।*

---

* Varma. *The Phonetic observations of Indian Grammarians*, 1929. p 55. f n. 4.

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, তবলধ্বনি, 'ব্', 'ল্', কিংবা উষ্মধ্বনিগুলো যেহেতু একালেব ধ্বনি বিশ্লেষণানুসারে স্বরধ্বনি ছাড়া গঠিত, এমনকি উচ্চারিতও হ'তে পারে এবং যেহেতু তাদেব ব্যঞ্জনা এবং অনুবণন অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় অনেক বেশী সেজন্যে কোনো কোনো ভাষায় দেখা যায় এ-ধ্বনিগুলো অক্ষবের গতিনিয়ামক (nucleus) হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্ষব গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জনাগুণ (sonority) প্রধান হলেও তা-ই তাব একমাত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ নয়। উক্ত ধ্বনি-ব্যঞ্জনাব সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায় কোনো একটি বিশেষ ধ্বনির বহন ক্ষমতা (carrying power), শ্রুতি-দ্যোতকতা অন্য কথায় ধ্বনিগুণের দিক দিয়ে তাব গুরুত্ব (prominence)-ই এমন ধ্বনিকে অক্ষরেব প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'বে তোলে। আর ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসক্ষেপণের চাপ (breath force) এবং আপেক্ষিক ব্যঞ্জনার (sonority) ওপবেই ধ্বনির সে প্রাধান্য সংঘটিত হয়। এ জন্যে স্বরধ্বনি ছাড়াও কোনো কোনো ভাষায় 'ম্', 'ন্', 'ল্', 'স্' প্রভৃতি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে অক্ষর নির্মাণের নিয়ামক (nucleus) হ'তে দেখা যায়। উদাহবণ স্বরূপ জাপানী ভাষার 'arimas' (is অথবা are অর্থে) শব্দে 's', ska (deer অর্থে) শব্দে 's', kra (grass অর্থে)শব্দে 'k' এবং ma (house অর্থে) শব্দে 'm'-কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় funnel (funl), tunnel (tunl), little (litl) প্রভৃতি শব্দে 'l', mutton (mutn), -button (butn) প্রভৃতি শব্দে n এবং বাংলায় 'তুমি একথা বলছো !' 'ম্ !' এ-ধরনের পরিবেশে 'ম্'-কে স্বতন্ত্র অক্ষব গঠন কবতে দেখা যায়। তবু এ-কথা সত্য যে, প্রতি ভাষার স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জন-ধ্বনি (continuant) গুলোব তুলনায়ও স্ববধ্বনিগুলোর শ্রুতিদ্যোকতা, বহমান ক্ষমতা এবং তাব অনুবণনগত ব্যঞ্জনা অনেক বেশী। সেজন্যে যে কোনো ভাষাতেই নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায স্ববধ্বনিগুলোই তার অক্ষরের মূলাধার রূপে প্রতিভাত হয়।*

---

* cf. Meillet, "*Langues Indo-europeenes*", (3rd edition, p. 106) "The vowel belongs entirely to the syllable of which it is the centre."

বাংলাভাষা এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়; ববং বাংলাতে ওপরে বর্ণিত দু' একটি পবিবেশে 'ম্' ছাড়া একমাত্র স্বরধ্বনিই অক্ষর গঠন করে; প্রলম্বিত অন্য ব্যঞ্জন-গুলোকেও কোনো ক্ষেত্রে অক্ষর গঠন কবতে দেখা যায না। বাংলাভাষায় অক্ষর গঠ-নের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি (তরল, নাসিক্য ও উষ্মধ্বনি) গুলোর তুলনাতেও স্বরধ্বনি অধিকতব প্রাণব্যঞ্জক অনুরণশীল এবং প্রল-ম্বিত হবার যোগ্যতা বাখে। এখানেই বাংলা অক্ষর এবং বাংলাছন্দের মাত্রানির্ণয়ে বাংলা স্ববধ্বনির শক্তির প্রশ্ন ওঠে। syllable এব বাংলা প্রতিশব্দ অক্ষর আর mora বা মাত্রাব অর্থ 'কালপরিমাণ'। স্বরধ্বনি বাংলা অক্ষব এবং মাত্রা উভয়েরই নিয়ামক। সেজন্য কি অক্ষর কিংবা কি মাত্রা উভযেব বেলাতেই স্ববধ্বনিব একটা duration বা স্থিতিকাল আছে। সে স্থিতি বা duration এর অন্য নামই কালপরিমাণ। সেদিক থেকে syllable এবং মাত্রা একই হ'য়ে দাঁড়ায়; অথচ পড়াব ওপর নির্ভর ক'বে একই সিলেবল কোথাও হ্রস্ব আবার কোথাও দীর্ঘ হ'তে পারে। তাতে অক্ষর একই থাকে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত স্বর-ধ্বনিটিব উচ্চাবণে সময়েব দিক থেকে হ্রস্ব দীর্ঘতার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অক্ষরেব এ হ্রস্বতা কিংবা দৈর্ঘ্যটিই বাংলা ছন্দেব তথা ধ্বনিব মাপের ইউনিট—তার মাত্রা। একটি অক্ষবেব অন্তর্নিহিত স্ববধ্বনিব উচ্চারণের গুরুলঘু বিচাবে, অন্য কথায ওটার উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা বিচারে শুধু তাব প্রকৃতি বদলায়; আকৃতিগত দিক থেকে অক্ষবটি একটিই থাকে, দুটো হযে যায় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাক্, শাপ্, বল্‌কল্, ঐ, ভৈরব শব্দে 'বাক্', 'শাপ্', 'বল্ | কল্', 'ওই' এবং 'ভই্' প্রভৃতি বদ্ধাক্ষবে সর্বত্র এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দশেষের এ-ধরনের বদ্ধাক্ষবগুলোতে যে সচরাচর দু' মাত্রা ধবা হয তার কাবণ হলো এই। এ-রকম ক্ষেত্রে 'বাক্', 'শাপ্', 'ওই্' প্রভৃতি অক্ষরে তাদের অক্ষবের মাপ বদলায়না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটিই কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে পড়তে গিয়ে তাদেব অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত করা হয় দেখে তাদের মাত্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

Syllable : অক্ষর
Mora : মাত্রা

বাংলা অক্ষবের প্রকৃতি দুই প্রকার; মুক্ত (open), যেমন আ, ও, এ, ও | টা, আ | টা ইতাদি এবং বদ্ধ (closed), যেমন আট্, কাঠ্, নাক্, বাক্, সন্ | ধান্ (সন্ধান), ওই, কই্, সউ্ | রভ্ (সৌরভ্) ইত্যাদি। বাংলা শব্দ মুক্তাক্ষর (open

syllable) এবং বদ্ধাক্ষর (closed syllable) নিয়ে সপ্তাক্ষরিক কি তদূর্ধ্ব সংখ্যকও হ'তে পারে; একাক্ষরিক শব্দে যেমন:—(১) এ, ও, আর্, মৌ, ঐ, নাই্, গায়্, বাক্, মুখ্ ইত্যাদি।

(২) দ্ব্যক্ষরিক শব্দ যেমন:—আ | টা=২ প্রী | তি=২, জা | তি=২, পা | ঠান্=২, দব্ | মা=২ ইত্যাদি।

(৩) ত্র্যক্ষরিক শব্দ যেমন:—এ | খা | নে=৩, বৈ | শিষ্ | ট (বৈশিষ্ট্য)=৩, উ | পা | দান=৩, প | রাক্ | ক্রম্ (পরাক্রম)=৩ ইত্যাদি।

(৪) চতুর্থাক্ষরিক শব্দ যেমন:—সং | যুক্ | ত | তা (সংযুক্ততা)=৪, ঘর | ষণ্ | জা | ত (ঘর্ষণজাত)=৪, ধ্ব | নি | গ | ত=৪ ইত্যাদি।

(৫) পঞ্চমাক্ষরিক শব্দ যেমন:—ধ্ব | নি | সং | শ্লিষ্ | ট=৫, ধ্ব | নি | প্র | কৃ | তি=৫, অ | ভি | ধান্ | লব্ | ভ্য (লভ্য)=৫ ইত্যাদি।

(৬) ষষ্ঠাক্ষরিক শব্দ যেমন:—অ | প | নির্ | বা (নির্বা) | চি | ত=৬ ইত্যাদি।

(৭) সপ্তমাক্ষরিক শব্দ যেমন:—অ | ন | তি | প | রি | চি | ত=৭ ইত্যাদি।

একমাত্র স্বরধ্বনিই যে বাংলা অক্ষর গঠন করে ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি তা পরিষ্কার হয়েছে। এবার বাংলা অক্ষরের ভাগ (syllabification) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিলিপি তথা হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে। উক্ত স্বরধ্বনিটি হলো 'অ'। বাংলায় যে কোনো একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (letter)-কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ করতে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে উক্ত হরফটিকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাংলার লেখন-পদ্ধতি তথা হরফগুলোও এ উক্তির সমর্থন করে। ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি হরফ উচ্চারণ করবার সময় প্রতিবারই আমরা প্রতিটি হরফের মধ্যে উক্ত হরফ যে ধ্বনিটির প্রতীক সে-ধ্বনিটি এবং একটি অতিরিক্ত 'অ' (যেমন ক্+অ=ক, প্+অ=প ইত্যাদি) উচ্চারণ ক'রে একটি পূর্ণ অক্ষর গঠন করি। বাংলা ধ্বনির

শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর গঠন

বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপিকরণজনিত বাংলা হরফগুলো এ কারণেই বোধ হয় অক্ষরভিত্তিক (syllabic)। এগুলো এক একটি বর্ণ বা হরফই শুধু নয়, এক একটি অক্ষর তথা syllableও। শব্দ বহির্ভূত একটি

ব্যঞ্জনবর্ণ তাব অন্তর্নিহিত এবং পরক্ষণে উচ্চারিত 'অ' স্বরধ্বনি সহ যেমন একটি অক্ষর গঠন করে, অন্য কথায় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনেব জন্যে যেমন এ রকম ক্ষেত্রে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ কবে তেমনি একটি শব্দে ব্যবহৃত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি অক্ষর গঠনের বেলায় পরবর্তী স্বরধ্বনিবই অনুগমন করে ; যেমন ক্+অ=ক, তেমনি ক্+ই=কি, চ্+আ=চা, য্+আ=যা, ট্+উ=টু ইত্যাদি।

বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি অক্ষর গঠনে কোনো সমস্যাব সৃষ্টি কবে না, কারণ স্বভাবতই তা তার পরবর্তী স্ববধ্বনির সঙ্গে উচ্চাবিত হয়। কিন্তু 'কাচা' কি 'কাদা' ধবনের শব্দেব 'চ', 'দ' প্রভৃতি আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) ব্যঞ্জনধ্বনি

আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষব গঠন

অক্ষর গঠনে কোন্ স্ববধ্বনির সঙ্গে যাবে? পূর্বের? না পবের? কাচ্+আ, না কা/চা কিংবা কাদ্+আ, না কা/দা ভাবে উচ্চাবিত হবে? অক্ষর বিভাগের বেলায় এ রকম প্রশ্ন ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চাবণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা অক্ষরের গতি নির্ধারণ করেছে। লেখন পদ্ধতিতে একার (ে), ইকাব (ি) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে, 'ও'কার (ো) পূর্বে ও পরে এবং উকার (ু ূ) বর্ণেব নীচে লিখিত হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিটি উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পবেই উচ্চাবিত হয় (যেমন কে (ke), কি (ki), শু (shu), রু (ru), কো (ko) ইত্যাদি)। ব্যঞ্জনধ্বনির হলন্ত উচ্চারণ নয়, তা পূর্ণ উচ্চারণ পেয়ে মুক্ত হ'লে তাব পরবর্তী স্ববধ্বনিকেই অনুসবণ করে ; পূর্ববর্তীটিকে নয়। সে কারণে এরকম ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি যেমন তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটিকেও তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটিরই অনুগমন করতে হয়। বাংলায় এ ধরনের যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার প্রমাণ; ফলে এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষব ভাগ হয় কা | চা, কা | দা, না | না, কে | লি, কো | লা | হল্ ইত্যাদি ভাবে, কাচ্ | আ, কি কাদ্ | আ কি নান | আ, কি কেল্ | ই, কি কোল | আ | হল্ ভাবে নয়।

বাংলা শব্দে শেষধ্বনিটি ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে তা স্বরবিহীন হলন্ত উচ্চারণ পায়,

শব্দশেষের ব্যঞ্জন ও অর্ধস্বর ধ্বনির অক্ষর গঠন

তুলনীয় বাক্, আট্, কাঠ্, ঘাট্, মাল্ প্রভৃতি শব্দ। এ-ধরনের শব্দে অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অসম্পূর্ণ (incomplete), কেননা এ-রকম ক্ষেত্রে তাদের উচ্চাবকেবা (articulators) ফুস্ফুস্-তাড়িত

বাতাসের ধাক্কায় পৃথক হয়না, ফলে স্বরধ্বনি সহযোগে তারা সম্পূর্ণ মুক্তও হয়না। এ-কারণে অক্ষর গঠনের বেলায় তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিরই সহগমন করে। এ রকম ক্ষেত্রে, 'কাঠ্', 'ঘাট্' জাতীয় শব্দ নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একেবারে উচ্চারিত হয়েই এক একটি অক্ষর গঠন করে। বাংলায় যাই্, খাই্, ন্যায্, গায়্, আয়্, যাও্, দাও্, দাউ্ দাউ্, ওই্, দই প্রভৃতি দ্বৈতস্বর বিশিষ্ট শব্দশেষের হসন্তান্তিক অর্ধস্বর ধ্বনির উচ্চারণও শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জনজাতীয় বলে তারাও তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে অক্ষর গঠন করে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়ে বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শব্দের শুরুতে স্ক—, স্খ—, ষ্ট—, স্ত—, স্থ—, স্ন—, স্প—, স্ফ—, স্পৃ—এবং স্ত্র—উষ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট এ ক'টি ধ্বনি এবং

শব্দের প্রথম সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

তরল ধ্বনি (র,ল) সংশ্লিষ্ট কৃ—, খৃ (খৃ)—, গ্র (গৃ)—, ঘ্র (ঘৃ)—, জৃ—, ট্র—, ড্র—, ত্র (তৃ)—, দ্র (দৃ)—, ধ্র—, নৃ—, প্র (পৃ)—, ফ্র (ফৃ)—, ব্র (বৃ)—, ভ্র (ভৃ)—, ম্র (মৃ)—, শ্র (শৃ)—, ক্ল—, গ্ল—, প্ল—, ক্ল—, ব্ল—, ম্ল—ই এক-প্রয়াসজাত উচ্চারণ-জনিত যথার্থ সংযুক্ততা রক্ষা করে। তার ফলে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে তারাও পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়। সে-কারণে বাংলা শব্দে নিশ্বাসের এক প্রয়াস জাত এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত এ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে একত্রে অক্ষর গঠন করে। প্লা | বন্, ঘ্রাণ্, স্পৃ | হা, স্কুল্, স্থা | পনা, গ্লা | নি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ-প্রকৃতিই অক্ষর ভাগের এ-নির্দেশ সমর্থন করে।

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে বাংলায় সব রকমের ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানজাত স্পর্শধ্বনি, যেমন ভক্ত (ভক্ত), মুগ্ধ, তৃপ্ত ইত্যাদি, স্পর্শ-ধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি যেমন চিক্না, ভগ্ন, বাগ্মী ইত্যাদি, স্পর্শধ্বনি ও পার্শ্বিক

শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

ধ্বনি যেমন বাক্‌লা, পাত্‌লা ইত্যাদি, স্পর্শধ্বনি ও প্রকম্পনজাত ধ্বনি যেমন বক্‌রী, দাদ্‌রা ইত্যাদি, স্পর্শধ্বনি ও তাড়নজাত ধ্বনি যেমন বিগ্‌ড়ানো, চুব্‌ড়ি ইত্যাদি, স্পর্শধ্বনি ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি যেমন পাক্‌সাট, খাক্‌সার, লাগ্‌সই ইত্যাদি, ঘর্ষণজাত ও

স্পর্শধ্বনি যেমন মুশ্‌কিল, আস্‌কাবা, নিশ্চয় ইত্যাদি, তাড়নজাত ধ্বনি ও স্পর্শ-ধ্বনি যেমন আড়কাঠি, খড়্‌গ ইত্যাদি, তবল ধ্বনি ও স্পর্শধ্বনি যেমন বোরকা, বল্‌গা ইত্যাদি, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্পর্শধ্বনি যেমন খান্‌খান, ঝংকার, বোন্‌পো, রমজান, রাম্‌দা, বঙ্‌দাব ইত্যাদি এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি যেমন সিংহ, সংহার ইত্যাদি যাবতীয় ধ্বনি অবস্থান কবতে পারে। এ-রকম ক্ষেত্রে দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ শব্দশেষেব হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অমুক্ত অভিনিধানপ্রাপ্ত।* কিন্তু দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি তাব পববর্তী স্বরধ্বনিব সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ফলে অক্ষর বিভাগের বেলায় প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যায় আর দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি পববর্তী অক্ষব গঠন কবে। সেজন্যে এদের ভাগ হয় এভাবে :—বাক্‌ | লা, ভক্ত (ভক্‌ | ত), মুক্তা (মুক্‌ | তা), খড়্‌ | গ, ঝং | কার, রঙ্‌ | দার, বোন্‌ | পো, আস্‌ | কারা, সং | হাব ইত্যাদি।

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখা গেছে যে, উষ্মধ্বনি এবং পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনি কয়টিই বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের উপাদান। এদেব মধ্যে আবার উষ্মধ্বনি-সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কেবল-মাত্র শব্দের শুরুতেই তাদেব সংযুক্ততা রক্ষা করে। শব্দের মাঝখানে তাবা ধ্বনির পাবম্পর্যগত উচ্চারণ পায়, সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতা (compactness) বক্ষা কবতে পারে না। কিন্তু 'র' ও 'ল' ফলাজাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে শুধু যে সমভাবেই তাদেব সংযুক্ত ধ্বনিসঞ্জাত সংহতি বক্ষা করে তা নয়, শব্দের মাঝখানে তাদের প্রথম উপাদানটির উচ্চাবণে উচ্চাবকদ্বয় (articulators) যেখানে পরস্পব সংলগ্ন হয় সেখানে তাবা পৃথক না হয়ে সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ সময় ক্ষেপণ কবে ব'লে উক্ত ধ্বনি সংগঠনজনিত উচ্চাবকদেব সংলগ্নতার পর্যায়টি প্রথম অক্ষব এবং তাদের পৃথকী-করণজনিত মুক্তিব ভাগটুকু পরবর্তী স্বরধ্বনিব সঙ্গে মিশে দ্বিতীয় অক্ষবে বিভক্ত হয়ে যায়। তুলনীয় : আক্রান্ত, পুত্র, অম্লান, বিস্মৃতি এবং বিশ্লিষ্ট প্রভৃতি শব্দের উচ্চাবণ। এখানকার প্রতিটি শব্দের উচ্চারণেই দুই স্ববধ্বনির মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির

শব্দের মাঝখানে অবস্থিত সংযুক্ত ও দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষব ভাগ

*দ্রষ্টব্য বাংলাব সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়।

প্রথম উপাদান 'ক্', 'ত্', 'ম্', 'স্' সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এ কারণেই বোধ হয় 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মতে আগের দিনে 'পুত্ত্র' রূপে লেখা হতো। উচ্চারণই অক্ষর ভাগের একমাত্র নিয়ামক। উচ্চারণের ভিত্তিতেই সেজন্যে এভাবে এদের অক্ষর ভাগ হয়:—আক্রান্ত (আক্ | ক্রান্ | ত), পুত্র (পুত্ | ত্র), অম্লান (অম্ | ম্লান), বিস্মৃতি (বিস্ | স্মৃ | তি), বিশ্লিষ্ট (বিশ্ | শ্লিষ্ | ট) ইত্যাদি।

'ব'ফলা ও 'ল'ফলা সম্বলিত শব্দ-মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদানটি উচ্চারণের দিক থেকে যেমন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সেজন্যই অক্ষর ভাগের সময়ে তাদের সাংগঠনিক বদ্ধ অংশটুকু পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে যেমন পরবর্তী অক্ষরে সন্নিহিত হয়, ঠিক তেমনি শব্দ-মধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও (-ক্ক্-, -গ্ গ-,-জ্জ-, -ড্ ড-, -দ্দ-, -ব্ ব-, -ক্ খ-, -চ্ছ-, -দ্ব-, -জ্ ঝ-, -দ্ ধ-, -বভ-, -ড্ ঢ-, -শ্ শ-, -ল্ ল-, -ল্ ল্ হ-, -র্ র-, -র্ রহ-, -ন্ন-, -ন্নহ-, -ম্ ম-, -ম্ ম্ হ-) এভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের প্রথম অংশ প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। তুলনীয়:—পক্ক (পক্ | কো), সখ্য (সক | খো), ভাগ্য (ভাগ্ | গো), রাজ্য (রাজ্ | জো), আড্ডা (আড্ | ডা), পদ্ম (পোদ্ | দো), সব্বাই (সব্ | বাই), উত্থান (উত্ | থান), গর্ভ (গব্ | ভো), বিশ্বাস (বিশ্ | শ্বাস), আল্লা (আল্ | লা), আহ্লাদ (আল্ | ল্হাদ), ছররা (ছর্ | রা), বর্হ (বর্ | র্হ), কন্যা (কোন্ | না), সম্মান (সম্ | মান), ব্রহ্মা (ব্রম্ | ম্হা) ইত্যাদি।

ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা শব্দ একাক্ষরিক কিংবা একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট যেমনি হোক না কেন অক্ষরগুলোর গঠন-প্রকৃতি এ ক'টি রূপ ধারণ করে:—

[v=স্বরধ্বনি, c=ব্যঞ্জনধ্বনি; *j*=ই, y=য়, w=ব(ও) এবং উ অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক]

(১) v, যেমন এ, ও, উ, এবং ই | তি, উ | নি প্রভৃতি শব্দে ই, উ প্রভৃতি। বাংলায় v স্বতন্ত্র অক্ষর এবং শব্দ দুই-ই গঠন করে। v কাঠামোবিশিষ্ট অক্ষরে ব্যাপক ভাবে শব্দ গঠন না করলেও ই, এ, ও প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) vc, যেমন আজ্, আম্, এ্যাক্, এর্, ওর্, ইস্, আর্, ওত্, উঁট্, অাঁজ্ | লা, ওড়্ | না ইত্যাদি। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাবে vc কাঠামোর অক্ষব শুধু শব্দাংশই গঠন করে না, যথেষ্ট পূর্ণ শব্দও গঠন করে।

(৩) cv, যেমন পা, দা, তা না, মা, যা, চা, বা, বা | বা, রা—জি, রী | তি ইত্যাদি।

cv কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন কবে।

(৪) cvc, যেমন কাজ্, কাম, নাক্, চোখ্, রাত্, হাত্, মাছ্, ভক্ | তো (ভক্ত), পন্ | থা (পন্থা), পুন্ | নো (পুণ্য), কীর | তি (কীর্তি), কাঁ | ঠাল্. পা | ঠান ইত্যাদি।

cvc কাঠামোর অক্ষবই বাংলায় ব্যাপকভাবে পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) ccv যেমন ক্র | মি, ক্ল | বি, গ্লা | নি, প্রী | তি, দৃ | ঢ়, প্র | মাণ ইত্যাদি।

ccv কাঠামোর অক্ষবটি বাংলায় পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

(৬) cccv যেমন স্ত্রী। এটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৭) ccvc যেমন প্রাণ, ঘ্রাণ, ত্রাণ, ম্লান, ক্লাশ্, ক্লান্ | ন্ত (ক্লান্ত), ভ্রান্ | তি (ভ্রান্তি) ইত্যাদি। এ কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৮) vj যেমন এই, ওই্, আই্, উই্ ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৯) cvj যেমন দিই্, নিই, শিউ্লি, পিউ্লি, ভৈরব, সই্, দই্, কই্ ইত্যাদি। অক্ষরেব এ কাঠামোটিও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১০) vy যেমন, আয়্ | এটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১১) cvy যেমন, ন্যায়্, অন্ | ন্যায় (অন্যায়), ছায়্, গায়্, যায়্, সায়্, ভয়্, হয়্, রয়্, জয়্, ধোয়, শোয়্ ইত্যাদি।

cvy কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১২) ccvy যেমন, প্রায়; পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১৩) vw যেমন আউ্লানো (au | lano), ঔরস্ (au | rosh), ঔষধ্ (ou | shodh), ইত্যাদি; স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে না।

(১৪) vwc যেমন ঔৎসুক্য (out | shukko); স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

(১৫) cvw যেমন দাও (dao), নাও, খাও, গাও, যাও, থোও (thoo), নও, হও (hoo), দাউ দাউ (dau dau), ঘেউ ঘেউ (gheu gheu) ইত্যাদি; স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১৬) cvyv যেমন নুয়ে (nuye) কিংবা cvwv (যেমন রুয়া, খোয়া) ইত্যাদি।

(১৭) * wv যেমন ওয়া | রিশ (wa | rish), ওয়া | সিল (wa | sil), ওয়া | রেণ্ট (wa | rent), ওয়া | লা, খা | ওয়া (kha | wa), দা | ওয়া, পা | ওয়া, মো | য়া (mo | wa), রেল | ওয়ে (rel | we : railway), প্রি | য়ো (Pri | wo), দি | ও, নি | য়ো, প্র | য়ো | জন (pro | yo | jon), নি | য়ো | জন ইত্যাদি।

(১৮) *yv যেমন গে | য়ে (ge | ye), মে | য়ে (me | ye), নি | য়ে (ni | ye), দি | য়ে, (di | ye), হো | য়ে (ho | ye) ইত্যাদি। yv কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না।

(১৯) wvw খা | ওয়াও (kha | wao), পা | ওযাও (pa | wao), নে | ওয়াও (ne | wao), ইত্যাদি; এ কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতে আসে না।

(২০) wvy যেমন নে | ওয়ায় (ne | way), দে | ওয়ায় (de | way), ইত্যাদি; পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতে আসে না।

---

* wv কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে যেমন পূর্ণ শব্দ গঠন করে না, তেমনি শব্দের শুরুতে কেবল বিদেশী অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও ইংরাজী শব্দেই পাওয়া যায়। খাওযা, দাওয়া, রুয়ো, দিও, নিও এবং প্রয়োজন, নিযোজন প্রভৃতি শব্দের শেষে কি মাঝখানে 'wv' কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত না হ'য়ে পূর্ব স্বরের সঙ্গে যুক্ত হওযাই স্বাভাবিক। wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর বাংলায় তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলে দ্রুত উচ্চারণেও অনিযমিত দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে কেবল শব্দের শেষেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতস্বর সৃষ্টি করলে আর স্বতন্ত্র অক্ষর থাকে না, পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে পূর্ববর্তী অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেজন্যে শব্দের মাঝখানে ও শেষে wv এবং yv কাঠামোর স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন না করাই বাংলার ধ্বনি প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

(২১) yvc যেমন প্র | যোগ (pro | yog). নি | যোগ (ni | yog) ইত্যাদি; পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতেও আসেনা।

পাশাপাশি দু'টি স্বরধ্বনির মিলনের ফলে দ্বৈত (diphthong) স্বরধ্বনির সৃষ্টি হলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনির ব্যবহার (function) হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হয়। এ কারণে vj (যেমন এই্, ওই্, উই্, ইত্যাদি), vy (যেমন আয়্, অয়্) এবং vw (যেমন আও্, আউ্) অক্ষরভাগের প্রকৃতিগত দিক থেকে vc (যেমন আজ্, আর্, আম্, ইস্, এ্যাক্ প্রভৃতি) কাঠামোর সগোত্র; তেমনি cvj (যেমন দিই্, নিই্ ইত্যাদি), cvy (যেমন বায়্, ছায়্, গায়্ ইত্যাদি), cvw (যেমন দাও্, যাও্, গাও্, দাউ্ দাউ্ ইত্যাদি) এবং ccvy (যেমন প্রায়্) যথাক্রমে cvc এবং ccvc কাঠামোর গোত্রভুক্ত। শুধু wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর ভাগ বাংলায় কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এ-বৈচিত্র্যের কারণ বাংলায় w (ব্) ও, (উ) এবং y (য়্) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনির উচ্চারণ; তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে এমনকি দ্রুত উচ্চারণেও দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে শব্দশেষে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন ক'রে থাকে।

ওপরের অক্ষর কাঠামোগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় v, vc, cv, cvc, vj, cvy এবং cvw কাঠামোর অক্ষরই বহুল প্রচলিত। এদের তুলনায় অবশিষ্ট কাঠামোর অক্ষরের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ।

কয়েকটি ইংরেজী যেমন ব্যাঙ্ক্, ল্যাম্প্, গ্র্যাণ্ড্ এবং ফারসী যেমন গঞ্জ্, দোস্ত্, গোশ্‌ত্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনি প্রকৃতিতে শব্দশেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারে না ব'লে বাংলায় cvcc কি ccvcc জাতীয় অক্ষর-কাঠামো দেখা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা বাক্ প্রবাহ

[Connected Speech in Bengali]

এ যাবৎ শব্দ ও বাক্য-সংলগ্ন পৃথক পৃথক ধ্বনি সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। ধ্বনির ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনায় শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে ধ্বনির উচ্চারণের স্বরূপ ও পরিবর্তন সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার কয়েকটি স্বর এবং গোটা কয়েক ব্যঞ্জনধ্বনিই সে ভাষার প্রাণ তার ধ্বনিমূল তথা 'Phoneme' বা 'Phonological Unit' কিন্তু সে ভাষাভাষী মানুষ তার সমাজ জীবন চালু রাখার জন্যে শুধু এ-মূলধ্বনিগুলোরই ব্যবহার করে না। অন্য কথায় ভাষার কয়েকটি মূলধ্বনি সমাজ জীবন রচনা করার প্রধান উপকরণ হলেও কোনো এক বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ স্বাভাবিক জীবন রচনার উপায় হিসেবে মুখ খুললে আমরা যা শুনি তা 'অ', 'আ', 'ক', 'খ' প্রভৃতি পৃথক্‌পৃথক্ ধ্বনি নয় বরঞ্চ ধ্বনির স্রোত-তরঙ্গ। সে স্রোত-তরঙ্গকে অর্থনির্দেশক কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করলে এক একটি বাক্য পাওয়া যায়। ছোট হোক, বড়ো হোক এক একটি বাক্যই সমাজ জীবনের বিচিত্র বং রূপ উদ্‌ঘাটনকারী এক একটি বৃহত্তম একক বা ইউনিট। এযে কত সত্য তা আমরা লক্ষ করি মানবশিশুর ভাষা আহরণের প্রক্রিয়া থেকে। মানুষ কথার সাহায্যে সমাজ জীবনের নানা কায়-কারবার করতে গেলে সে যেমন একটা একটা ক'রে ধ্বনির সাহায্যে তা করে না, করে এক একটি বাক্যের সাহায্যে, তেমনি মানব-শিশুকেও দেখি কথা বলা শুরু করতে না করতে ভাঙাচোরা এক একটি বাক্য ব্যবহার করতে।

বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, সিলেবল বা অক্ষর তেমনি সে ভাষার নিম্নতম একক। এ দু'য়েব মাঝখানে রয়েছে শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হ'তে পাবে, একটি শব্দও বাক্য হ'তে পারে। কিন্তু পৃথকভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করলে বৈজ্ঞানিক বিচারগত দিক্ থেকে ধ্বনিটি যে সংজ্ঞালাভ ক'বে স্বমহিমায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রূপে তা পরিচিত হওয়া সত্বেও তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনিব কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্রামিত হয়। দ্রুত কথোপকথনে, বক্তৃতায় কিংবা মানব জীবনের নানা আবেগেব ধারণক্ষম বাহন হিসেবে মানুষেব মুখে ভাষার যখন অনর্গল ধাবাস্রোত ছোটে তখন এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি যে কতরূপে পবিবর্তন লাভ কবে এবং কতগুণে গুণান্বিত হয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করা, তাব যাবতীয় বৈচিত্র্যেব বিশ্লেষণ করা কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তবু তার বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের ছাত্রেবা বিচিত্র প্রক্রিয়াব উদ্ভাবন করেছে। ভাষার স্রোততবঙ্গ থেকে নিজেদেব সুবিধামতো উদ্‌ঘাটন করে নিয়ে আসছে বাক্য, শব্দ ও অক্ষর ইত্যাদি। সেগুলো বিশ্লেষণের কতকগুলো ধারা বা পদ্ধতি স্থির করে নিচ্ছে। গবেষণাগারে কাইমোগ্রাফি, প্যালটোগ্রাফি, স্পেক্‌ট্রোগ্রাফি ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্য নিচ্ছে। এ-ভাবে নানা পদ্ধতির আবিষ্কার ক'বে ধ্বনিপ্রবাহের রহস্যজাল ছিন্ন করাব নানা আয়োজন হয়েছে।

এ-ভাবে ভাষার বিশ্লেষণ হয়তো বা নিখুঁত হয়ে উঠতো কিন্তু কথা একবাব বললেই তা ধ্বনি বা আওয়াজ তুলে হাওয়ায় মিশে যায় বলেই না নানা অসুবিধা। সেজন্যে টেপ রেকর্ডে বা ডিস্কে কথা ধ'রে রেখে তাকে বাববার শোনবাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাতে দেখা যায় অনর্গল ধ্বনিস্রোতকে হবফের সাহায্যে লিখে ফেলতে পারলে তাব যেমন মোটামুটি বাহ্যিক রূপটি ধ'রে ফেলা যায়, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বিচিত্র গুণের অনুরণরন ধরা পডে না, তেমনি রেকর্ড ইত্যাদি থেকে বারবাব শুনে কি আধুনিক বর্ণনাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞানের অধুনাতন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলে তার তুলনায় এ কথাস্রোতের ব্যঞ্জনাব সামান্য কিছু বেশী তথ্য হয়তো উদ্‌ঘাটন কবা যায়—চুলচেরা বিশ্লেষণেব সাহায্যে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাবতীয় হদিস উদ্ধার করা যায় না। যায় না বলেই আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানেব ছাত্রদের মানুষের মুখনিঃসৃত কথাস্রোতের সবটুকু তথ্য উদ্‌ঘাটনে এ বিপুল প্রয়াসেব অন্ত নেই।

শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে বাক্‌প্রবাহে ধ্বনি যে-সব বৈশিষ্ট্য (features) অর্জন করে তা হচ্ছে * :—

ক. Contact assimilation তথা ধ্বনির সংস্পর্শগত পরিবর্তন লাভ :—

১। Phoneme এর allophonic variation সৃষ্টি (মূল ধ্বনি থেকে সহধ্বনি উৎপত্তি)।

২। পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে-কোনো ধ্বনিব (১) আংশিক স্থানচ্যুতি এবং (২) ধ্বনিপ্রকৃতির পবিবর্তন।

৩। ধ্বনিব সন্ধি বা সঙ্গতি :—

(১) স্ববসন্ধি বা সঙ্গতি (শব্দান্তর্গত তথা অন্তর্বর্তী সন্ধি)

(২) Glide বা শ্রুতিধ্বনির উদ্ভব

(৩) শব্দশেষ ও শব্দারম্ভেব [Word Final এবং Word Initial=F I

(fi)] বহির্বর্তী সন্ধি

(ক) স্বর সন্ধি :—(স্বর সঙ্গতি : y এবং w prosody)

(খ) ব্যঞ্জন সন্ধি :—পবাগত সমীভবন—দ্বিত্ব ; ধ্বনির অভিনিধানজাত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ, মহাপ্রাণতা লোপ, অঘোষধ্বনিব ঘোষতা লাভ, ঘোষ-ধ্বনির অঘোষতাপ্রাপ্তি, স্পর্শধ্বনিব উষ্মীভবন, স্বল্পপ্রাণধ্বনিব মহাপ্রাণি-ভবন।

খ. ধ্বনিলোপ ;

গ. আবেগপ্রণোদিত দ্বিত্ব ;

ঘ. অক্ষর ও শব্দেব Prosodyগত সামগ্রিকতা :—সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন, তালব্যীভবন, মহাপ্রাণিভবন, নাসিক্যীভবন, মূর্ধন্যীভবন।

---

* তুলনীয় : Within speech measure a number of different kinds of phenomena of fusion may be observed. These may be classified under one or more of the following rubrics ; (1) Dynamic displacement, (2) doubling, (3) reduction, (4) omission, (5) glides, (6) linking, (7) adaptive changes.

Heffner, *General Phonetics* : Speech sound in context, p. 175.

ক. ধ্বনির সংস্পর্শগত মিল : (অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক সম্পদ (Contact assimilation)

এ বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার দন্তমূলীয় 'ন', 'ল' এবং 'শ' প্রভৃতি কয়েকটি মূলধ্বনির (phoneme) অবতারণা করা যায়। উল্লিখিত প্রত্যেকটি মূল-ধ্বনিরই কয়েকটি সহধ্বনি বা allophone আছে। বাক্‌প্রবাহের নির্দিষ্ট পরিবেশে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-সমন্বয়ে এক একটি মূলধ্বনির এক একটি সদস্য তথা সহধ্বনি ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র নয়। তাই ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে অর্থাৎ দন্ত্য ধ্বনি 'ত', 'থ', 'দ' এবং 'ধ' এর পূর্বে /সন্তান/, /পন্থা/, /মন্দা/ এবং /সন্ধ্যা/ প্রভৃতি শব্দে দন্তমূলীয় 'ন' এর যথার্থ দন্ত্যরূপের ব্যবহার বিশেষ পরিবেশ-ভিত্তিক নীতি দ্বারা শাসিত বা সীমিত হয়। তেমনি /কঞ্চি/, /বাঞ্ছা/, সঞ্জাত/, /ঝঞ্ঝা/ প্রভৃতি শব্দে 'চ' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় 'ন' এর প্রশস্তদন্তমূলীয় সহধ্বনির 'ঞ'-এর এবং /কণ্টক/, /লুণ্ঠন/, /গণ্ডার/ প্রভৃতি শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপের ব্যবহার সেই একই নীতিজাত নির্দিষ্ট পরিবেশ-ভিত্তিক। /আল্‌তা/, /সল্‌তে/ প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূলধ্বনির 'ল'-এর দন্ত্য সহধ্বনি এবং /উল্টো/, /পাল্টা/ প্রভৃতি শব্দে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনির ব্যবহার হয়। বাংলায় বিশিষ্ট শিসজাত পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল ধ্বনি 'শ'-এর /আস্তে/, /কাস্তে/, /আস্থা/ প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার যথার্থ দন্ত্য সহধ্বনির 'স'-এর ব্যবহার এবং /স্পর্শ/, /স্ফুট/, /শ্রী/, /স্নান/, /শ্লীল/, /শ্লেষ/ প্রভৃতি শব্দের শুরুতে প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে, র-ফলার পূর্বে এবং দন্তমূলীয় 'ন' ও 'ল'-এর পূর্বে তার অন্যতম সহধ্বনি অগ্রদন্তমূলীয় (Prealveolar) 'স'-এর ব্যবহারও এ ধ্বনের পরিবেশ-শাসিত।

(১) Phoneme : allophone
মূলধ্বনি ও সহধ্বনি

প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারগত রূপান্তরের প্রশ্ন আলোচনা করা যায়। বাংলার প্রত্যেকটি মূল ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত (inherent) স্বরধ্বনি হচ্ছে 'অ' কিন্তু বাক্‌প্রবাহে যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি যে কোনো স্বরধ্বনির সঙ্গেই ব্যবহৃত হ'তে পারে। 'ও' ছাড়া শব্দ-অসংলগ্ন অন্য যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট যেখানে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির জন্য গোলাকার হয়, শব্দে অন্যান্য স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হ'লে ঠোঁটের আকৃতিও তাদের সহগামী স্বরধ্বনি অনুযায়ী পরিবর্তন লাভ

(২) ১ ধ্বনির স্থানচ্যুতি

করে। ফলে উচ্চাবণেব স্থানেব দিক থেকে অসংলগ্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যে বর্ণনা করা যায শব্দে ব্যবহৃত সে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চাবণস্থান তার সংশ্লিষ্ট স্ববধ্বনিব প্রভাবে হুবহু আব সে বকম থাকে না। আংশিক পবিবর্তন লাভ কবে। এ-জন্যে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি স্থানে প্রতিবারেব জন্যই কিছু না কিছু নতুনত্ব তথা পবিবর্তন লাভ করে। যেমন 'কলা' শব্দের 'ক' এবং 'ল'; 'বলু' শব্দের 'ক' এবং 'ল'; 'কিলা' শব্দেব ক' এবং 'ল' এবং 'কিলাকিলি' শব্দেব শেষের 'ক' এবং 'ল' মূলধ্বনিব দিক থেকে যথাক্রমে 'ক' এবং 'ল' 'phoneme'-এবই অন্তর্ভুক্ত; তবু এ শব্দগুলোর প্রতিটি 'ক' এবং প্রতিটি 'ল' প্রতিবারেব উচ্চারণে তাদের উচ্চাবণের স্থান থেকে কিছু আগে না হয কিছু পেছনে যাতায়াত করে। বিচ্ছিন্ন উচ্চাবণে তাদের উচ্চারকেরা পবস্পব যে ভাবে সংলগ্ন হয়, জিভ কি তালুর যে অংশে যেমন ভাবে যতটুকু জায়গা তাবা ছুঁয়ে যায়, শব্দেব সামগ্রিক উচ্চারণে পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাব বশতঃ সেখানে তারা সামান্যতম এগিযে কিংবা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ-পরিবর্তন প্রতিটি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণগত তাদের পারস্পবিক সঙ্গতিসূচক পবিবর্তন তথা Contact assimilation* জাত। এ ধরনের পরিবর্তনকে ধ্বনিবিজ্ঞানের পবিভাষায় similitude বা 'সাদৃশ্যীভবন'ও বলা যায়।

ধ্বনিব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেব দিক থেকে মূলধ্বনির (Phoneme) সহধ্বনি বা allophone-এব সঙ্গে ধ্বনিব আংশিক স্থানচ্যুতিজাত এ সাদৃশ্যীভবনেব কিছু পার্থক্য আছে। মূলধ্বনির প্রত্যেকটি সদস্যেব জন্যে এক একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থাকে। এক পরিবেশে যে সদস্যটি উচ্চারিত হয় সে পবিবেশে তার অন্য সদস্য কিছুতেই উচ্চারিত হবে না। উদাহবণ স্বরূপ মূলধ্বনি 'ল' এব দন্ত্য এবং মূর্ধন্য রূপেব কথা উল্লেখ করা যায়। ত বর্গীয় ধ্বনিগুলোব পূর্বে 'ল' এলে 'আল্‌তা' প্রভৃতি শব্দে তাব উচ্চাবণ দন্তই কিন্তু ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে 'উল্টো' 'পাল্টা' প্রভৃতি শব্দে 'ল' এর যে উচ্চারণ তা পববর্তী ট-এর জন্যে প্রতিবেষ্টনজাত। 'ল' এর এ দন্ত্য এবং মূর্ধন্য সদস্য দুটির জন্য

---

* Contact assimilation is less perceptible when the sounds assimilated are variants of the same phoneme.

Bithell J, *German pronunciation & Phonology*, p. 191 Methuen, London, 1952.

তাদের স্থান নির্দিষ্ট আছে। ঠিক তেমনি 'লুচি ভাজ্‌তে হবে', 'ও আমার ভাজ্‌তে হয়' ইত্যাদি শব্দে 'জ'-এর যে উচ্চারণ তা ইংরেজী 'z' এর মতো অর্থাৎ স্পৃষ্ট নয়, ঘৃষ্ট। বাংলায় প্রতিটি মূল ধ্বনির 'সহ' কি 'অন্তরধ্বনি' যদিও বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবজাত এবং সে-কারণেই ধ্বনির সাদৃশ্যীভবনের গণ্ডীভূক্ত, তবু ভাষায় এদের স্থান নির্দিষ্ট থাকে ব'লে ধ্বনিস্রোতোদ্রিক্ত সাধারণ ধ্বনিসাদৃশ্যীভবনের আওতাভুক্ত এরা নয়। অবিরাম ধ্বনিস্রোতের মধ্যে পড়ে এক একটি ধ্বনি তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে আংশিক পরিবর্তন লাভ করে সে-পরিবর্তনগত সাদৃশ্যীভবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রতিটি নতুন পরিবেশ থেকেই করতে হবে।

allophone similitude

ধ্বনির এ সাদৃশ্যীভবন ধ্বনিসম্মিলনের সেই একই নীতি euphonic combination তথা assimilation বা সন্ধি, ধ্বনি-সমন্বয় বা সঙ্গতি এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই Prosody তথা ধ্বনির সামগ্রিকতারই অন্তর্ভুক্ত। নীতি একই শুধু ক্ষেত্রবিশেষে এদের ধ্বনি-সঙ্গতি:—স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি প্রভৃতি নামকরণ করা হয়। উচ্চারণের শারীরগত কারণ—সৌকর্য ও সৌন্দর্যই এর একমাত্র লক্ষ্য।*

আমরা কি সব সময়ে একই স্টাইলে কথা বলি? না, কথা বলার সময়ে ধ্বনি উৎপাদন ও নির্গমনে আমাদের সার্বভৌম অধিকার থাকে? অনেক সময়ে দেখা যায়, যে কথা বলতে চাইনি, বোধ করতে না করতে হঠাৎ মুখ দিয়ে তা যেন বের হ'য়ে গেছে। পৃথক ভাবে ধ্বনি উচ্চারণে যে রং রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি ধ্বনি স্বমহিমায় পরিস্ফুট হয়, ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতে সময়ে সময়ে আশ্চর্যভাবে তার রূপ ও চরিত্র বদলে যায়। একই শব্দে কিংবা একশব্দের শেষ ও অন্য শব্দের প্রারম্ভে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোতে এ-পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শব্দের গোড়াতে স্বাভাবিক ভাবেই যে স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্পৃষ্ট (plosive), দ্রুত কথোপকথনে কিংবা বক্তৃতায় সেই ধ্বনিটির আন্তঃস্বরীয় উচ্চারণ

---

* The Phonetic principles in each case are the same, for, these adaptive changes are almost exclusively the result of neuromotor adjustments to promote facility of movement and economy of effort. —Heffner : *Ibid*, p. 189.

উষ্ম (fricative) কিংবা ঘর্ষনহীন প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তুলনীয় 'বালক' এবং 'নাবালক' শব্দের 'ব', 'ফাল' এবং 'লাফালাফি' শব্দের 'ফ', 'ভালো' এবং 'দুর্লভ' শব্দের 'ভ' ধ্বনি। এখানে 'ব', 'ফ' এবং 'ভ' তিনটিই ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট (bilabial plosive) ধ্বনি কিন্তু 'নাবালক' শব্দের 'ব' এবং 'লাফালাফি' শব্দের আন্তঃস্বরীয় 'ফ' ক্ষেত্রবিশেষে দন্তোষ্ঠ্য (labio dental) কিম্বা ওষ্ঠ্য (bilabial) উষ্মধ্বনি (fricative) কিংবা স্পর্শহীন প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনিতে পরিণত হ'তে পারে। 'দুর্লভ' শব্দের হসন্ত 'ভ'- ও ক্ষেত্রবিশেষে দন্তোষ্ঠ্য ঘর্ষণজাত তথা উষ্মধ্বনি (v)-তে পরিণত হ'তে পারে। ধ্বনিস্রোতে 'ফুল' (phul) কারো মুখে (খেয়াল করলে এমন কি নিজের মুখেও) অনেক সময় 'ফুল' (ful) শোনা যায়। প-বর্গীয় তথা ওষ্ঠ্যধ্বনিতেই এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। অন্যবর্গীয় ধ্বনি যে এ-পরিবর্তনের বহির্ভূত তা নয়। এ কারণেই 'কালী পূজা'র উচ্চারণ যে-কারুর মুখে (বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক উচ্চারণে) 'খালী ফুযা' হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

(২) ২
ধ্বনিপ্রকৃতির পরিবর্তন :
ধ্বনিস্রোতোগত উষ্মীভবন :
প্রলম্বীভবন

পার্শ্ববর্তী দুই শব্দের বা শব্দাংশের স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে আমাদের বৈয়াকরণরা স্বরসন্ধি আখ্যা দিয়াছেন। 'যাতায়াত' (সং/যাত+আয়াত), বিদ্যালয় (বিদ্যা+আলয়), প্রত্যুপকার (প্রতি+উপকার) প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সন্ধির নানা সূত্রেরও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের সন্ধিজনিত শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি এবং সন্ধি সৃষ্টি হ'লে তার একটা সূত্র তথা Phonetic law বা নিয়মও থাকে, তবু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বাংলা ব্যাকরণগুলোতে সন্ধির যে অধ্যায় তা সংস্কৃতের শাসনানুগ এবং সংস্কৃত উদাহরণই সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। মৌখিক বাংলার বহু শব্দে স্বরসন্ধি যে আশ্চর্যভাবে ক্রিয়াশীল তার দু'চারটি উদাহরণও আমাদের কোনো বৈয়াকরণকে দিতে দেখলাম না। মৌলিক বাংলায় অগণিত শব্দের ভেতরেই স্বরসন্ধি কত বিচিত্রভাবে সে সঙ্গতি সৃষ্টি করেছে তার দৃষ্টান্ত এ ভাবে তুলে ধরা যায় :—

ধ্বনিসঙ্গতি : সন্ধি

৩/১ (ক) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি

Prosody of (Regressive) Vowel harmony

(১) পরবর্তী syllable বা অক্ষরে 'ই', 'উ', 'য'-ফলা, কিংবা, 'জ্ঞ'(গ্যঁ), 'ক্ষ' (খ্য) থাকলে পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' হয়। এটিই সাধারণ নিয়ম। তবে, এর ব্যতিক্রমও আছে। তুলনীয়, 'অডিট', 'অক্সিজেন' প্রভৃতি শব্দ।

'ই' এবং 'উ' সংবৃত স্বরধ্বনি আর 'অ' অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি। সংবৃত স্বরধ্বনির পূর্বে বিবৃত কি অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যে যায় না তা নয়। কিন্তু উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য 'ই', 'উ' প্রভৃতি সংবৃত স্বরধ্বনিগুলো পূর্ববর্তী বিবৃত কি অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনিকে এক ধাপ উঠিয়ে নিয়ে অর্ধ-সংবৃত ক'রে কাছাকাছি ক'রে নেয়। এ জন্যে অ+ই এবং অ+উ জনিত শব্দের অ>ও রূপ বাংলা বানানে আমরা না দেখলেও ধ্বনিস্রোতে আমাদের মুখে অতি>ওতি, অমুক>ওমুক, কর্তৃক> কোর্তৃক, কল্য>কোল্লো, কলু>কোলু,, গরু>গোরু, গদ্য>গোদ্দো, চলুন>চোলুন, জরু>জোরু, দৈবজ্ঞ>দোইবোগ্‌গোঁ, পথ্য>পোত্‌থো, পদ্য>পোদ্দো, বলুন> বোলুন, বক্ষ>বোক্‌খো, মতি>মোতি, মলুম>মোলুম, মরু>মোরু, যক্ষ>যোক্‌খো, যকৃত>যোকৃত, রতি>রোতি, রক্ষা>রোক্‌খা, রক্ষ>রোক্ষ,>লক্ষ>লোক্‌খো, লক্ষ্য>লোক্‌খো, সত্য>সোত্‌তো, সরু>সোরু রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'ই' কিংবা 'উ' এর পূর্ববর্তী 'অ' না-অর্থে ব্যবহৃত হলে তা 'ও'-য়ে পরিবর্তিত হয় না; যেমন অধীর, অসুখ, অন্যায, অজ্ঞ, অক্ষ, অব্যয় ইত্যাদি।

এটিও সাধারণ নিয়ম, তবে এরও যে একেবারে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, যেমন—অলীক>ওলীক, অবিকল>ওবিকল ইত্যাদি।

(২) পরবর্তী syllable বা অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী অক্ষরের 'ই'-কার 'এ' হয়। এর কারণ 'আ' বিবৃত স্বরধ্বনি, 'এ' সম্মুখ অর্ধ-সংবৃত, 'ও' পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত এবং 'অ' পশ্চাৎ অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি আর 'ই' সম্মুখ-সংবৃত স্বরধ্বনি। এদের যে-কোনটির আগে সম্মুখ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই'-র উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে; ফলে 'ই' এক ধাপ নেমে এসে অর্ধ-সংবৃত 'এ' ধ্বনিরূপে পরবর্তী এ-স্বরধ্বনিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন ই+আ=এ+আ—কিতাব

>কেতাব, খিতাব>খেতাব, গিলা>গেলা, বিড়াল>বেড়াল, মিঠাই>মেঠাই, লিখা> লেখা, শিয়াল>শেয়াল, ই+এ=এ+এ— গিলে>গেলে, গিলেনা>গেলেনা ইত্যাদি। সংস্কৃত দীপবর্তিকা>প্রাকৃত দীববট্টিআ>প্রাচীন বাংলা দীঅটী>দেঅটী >দেওঅটী>দেউটী (অ-কারের প্রভাবে দী>অক্ষরের ই-কার 'এ' হয়েছে। পরে 'টী' এর ঈ-কারের প্রভাবে আগের ও-কার উ-তে উন্নীত হয়েছে।)

(৩) পরবর্তী অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী 'উ'-কারের উচ্চারণ 'ও' হয়। এখানেও অপেক্ষাকৃত বিবৃত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী পশ্চাৎ-সংবৃত স্বরধ্বনিকে টেনে একধাপ নীচে নামিয়ে দিয়ে পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনিতে পরিণত করে, যেমন:— উ+আ=ও+আ—গুনাহ>গোনাহ, শুনা>শোনা ; উ+এ=ও+এ—শুনে—শোনে ; উ+ও=ও+ও—শুনো>শোনো ইত্যাদি।

(৪) পরবর্তী অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী এ কারের উচ্চারণ তির্যক 'এ' অর্থাৎ 'এ্যা'তে পরিণত হয় যেমন:—

এ+প=এ্যা+আ—দেখা>দ্যাখা, খেলা>খ্যালা, একা>অ্যাকা ;

এ+এ=এ্যা+এ—খেলে>খ্যালে, দেখে>দ্যাখে ;

এ+ও=এ্যা+ও—দেখো>দ্যাখো ;

এ+অ=এ্যা+ও—দেখ>দ্যাখো, কেন>ক্যানো, হেন>হ্যানো, কিন্তু পরে ই, উ থাকলে পূর্ববর্তী 'এ'র উচ্চারণ অবিকৃত থাকতে পারে, যেমন:—

এ+ই=এ+ই, দেখি, ঢেঁকি, মেকি ইত্যাদি।

এ+উ=এ+উ, দেখুক, ফেলুক, মেলুক ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় পরবর্তী অক্ষরে 'ই', 'উ' থাকলে পূর্ববর্তী 'এ'কে টেনে তারা এক ধাপ ওপরে তুলে সংবৃত 'ই'তে উন্নীত ক'রে সঙ্গতি রক্ষা করে, যেমন:—

এ+ই=ই+ই, লেখি>লিখি, দেখি>দিখি দেশী>দিশী, দেই>দিই ;

এ+উ=ই+উ, মেলুক>মিলুক ;

(৫) পরবর্তী অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী ও-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে কিন্তু 'ই', 'উ' থাকলে ও-কার পশ্চাৎ-সংবৃত স্বরধ্বনি উ'তে উন্নীত হয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন:—

ও+আ=শো+আ>শোয়া,

ও+এ=শো+এ>শোএ, শোয়,

ও+ও=শো+ও>শোও

কিন্তু—

ও+ই=উ+ই, শো+ই>শোই>শুই, ঘোড়া+ঈ>ঘোড়ী>ঘুড়ী

ও+উ=উ+উ, শো+উক>শু'ক

পরে য-ফলা থাকলে, য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে আগের অক্ষরের ও-কারও বিশেষ ক'রে চলতি ভাষায় উ-কারে পরিণত হয়, যথা :—

যোগ্য=যোগ্ ইয>যুগ্যি, পোষ্য=পোষ্ ইয়>পুষ্যি ইত্যাদি।

(৬) তিন বা তিনের অধিক অক্ষরের শব্দের শেষ স্বরধ্বনিটি ই (ঈ) হ'লে উক্ত শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ' অথবা 'অ' পশ্চাৎ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে উন্নীত হয়ে স্বরসঙ্গতির সৃষ্টি করে যেমন :—

উড়ানি>উড়ুনি, নিড়ানি>নিড়ুনি, পিটানি>পিটুনি, কুড়ালী>কুড়ুলী, চিরনি>চিরুনি

এবং রাঁধনি>রাঁধুনি, চালনি>চালুনি, এখন+ই=এখনি>এখুনি, চাকরি>চাকুরি, মাদলী>মাদুলী।

৩/১ (খ) পূর্ববর্তী স্বরের সহিত পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি
Prosody of (Progressive) Vowel harmony

(১) শব্দের শুরুতে 'ই' থাকলে তার প্রভাবে শব্দের শেষ অক্ষরের বিবৃত স্বরধ্বনি আ-কার 'ই'র সন্নিকটবর্তী অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'এ'-তে পরিবর্তিত হয়, যেমন :—

ই+আ>ই+এ, বিলাত>বিলেত, হিসাব>হিসেব, পিপা>পিপে, ফিতা>ফিতে, বিকাল>বিকেল, নিশান>নিশেন, ছিলাম>ছিলেম, দিলাম>দিলেম ইত্যাদি। ছিলেম, দিলেম আবার 'ছিলুম', 'দিলুম'এ যে পরিণত হয়েছে তাও পূর্ববর্তী সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই'এর প্রভাবে। পরবর্তী অর্ধ-সংবৃত 'এ' পূর্ববর্তী সংবৃত স্বরধ্বনির প্রভাবে পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে পরিণত হয়ে গেছে। আবার

'ই' কোনো উৎপাত করেনি, বিরল হলেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন:— বিচার, নিবাস, কৃষাণ, পিশাচ ইত্যাদি।

(২) 'ই' কিংবা 'উ' এর পরে 'ও' থাকলে সম্মুখ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই' কিংবা পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' তার পার্শ্ববর্তী 'ও'কে পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে পরিণত ক'রে সঙ্গতি সৃষ্টি করে। হাল আমলে এ-ধরনের উচ্চারণ একটা ফ্যাশানের অন্তর্গত, যেমন:— চিবোতে > চিবুতে, ঘুমোতে> ঘুমুতে, দুলানো> দুলুনো, ভুলোনো>ভুলুনো ইত্যাদি।

এ-ছাড়া উ-কারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হ'তে পারে। যেমন:—কুণ্ডুলি, কদ্দুর পুত্তুর, মুণ্ডু, কুণ্ডু, শুদ্দুর ইত্যাদি।

(৩) শব্দের শুরুতে 'উ' (ঊ)-কার থাকলে তার প্রভাবে শব্দশেষের বিবৃত স্বরধ্বনি 'আ'-কার পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'-কারের সন্নিকটবর্তী অর্ধ-সংবৃত স্বর-ধ্বনি 'ও'-কারে পরিণত হয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন:—

> উ+আ>উ+ও, পূজা>পূজো, রূপা>রূপো, খুড়া>খুড়ো, মূলা> মূলো, হুঁকা>হুঁকো, ধূলা>ধূলো, জুয়া>জুয়ো, তূলা>তূলো, শূয়ার> শূয়োর, কুমার>কুমোর, ছুতার>ছুতোর।

(৪) দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে 'অ' যদি শেষাক্ষর গঠন করে এবং সেটি যদি বদ্ধাক্ষর হয় তা'হলে উক্ত শব্দের শেষাক্ষরের এই 'অ' ধ্বনি সাধারণতঃ 'ও'তে কিংবা ঈষৎ ও-কারবৎ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়, যেমন:—

> বালক>বালোক, রতন>রতোন, যতন>যতোন, কাঁদন>কাঁদোন, মাতম>মাতোম, বেদন>বেদোন, জঙ্গল>জঙ্গোল, ভজন>ভজোন, মোরগ>মোরোগ, ডবল>ডবোল, নিয়ম>নিয়োম ;

ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারণ হয়—গৌরব>গৌরব, সৌরভ>সৌরভ প্রভৃতি শব্দে।

ওপরে উদ্ধৃত একই শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনিতে সঙ্গতি ছাড়াও বাংলায় দূরবর্তী স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্তও দেখা যায়। বাংলায় নির্দেশ ও স্বল্পতাবাচক প্রত্যয় টা, টি, টে, খানা, খানি, টু, টুক্, টুকু, গাছা, গোছা, গাছি। শব্দের শেষে এরা

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যে শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয় তার প্রথম ধ্বনির সঙ্গে এরা এক আশ্চর্য সঙ্গতি সৃষ্টি করে। এটিই নিয়ম। অন্যরকম উচ্চারণ করলে সব চলার মতো তা চলে যায় সত্যি কিন্তু শব্দ ও বাক্যের শ্রুতি ও সামগ্রিক ছন্দোগত (prosodic) সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে না, যেমন:—

দূরান্বয় জনিত স্বরসঙ্গতি

এক+টা>হবে 'এ্যাকটা'। এর 'একটা' উচ্চারণ শ্রুতিকটু শোনাবে। এখানে 'টা'-এর আকারের প্রভাবে 'এক' এর 'এ' 'এ্যা'তে পরিণত হ'য়ে দূরবর্তী স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। তেমনি এক+টি>হবে 'একটি', এ্যাকটি নয়। তিনটা>তিনটে, চারটা> চারটে>চাট্টি, দু'টা>দু'টি, দুটো।

এক+টু>হবে 'একটু', এ্যাকটু নয়।

এক+টুকু>হবে 'একটুকু'।

এক+খানা>এ্যাকখানা, একখানা নয়।

একটু+খানি>এক্‌টুখানি, এ্যাকটুখানি নয়।

এক+গাছা>এ্যাকগাছা, একগাছা নয।

এক+গাছিও তেমনি>এ্যাকগাছিই, একগাছি নয়।

সৌন্দর্য ও শ্রুতি মাধুর্যের দিক থেকে এগুলো বাংলা ভাষায় দূরবর্তী স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্ত। এবং আমার তো মনে হয় এগুলো বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উচ্চারণ।

শব্দের মধ্যে বিশেষত দ্বিতীয় (কি তৃতীয়) অক্ষরে 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনিকে কথ্যবাংলায় প্রথম অক্ষরে উচ্চারণ ক'রে ফেলার একটা রেওয়াজ বাংলা ভাষার মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত আছে। এ রীতিকে অপিনিহিতি (Epenthesis) বলা হয়, যেমন 'ই' দিয়েঃ—

রাতি (rati)>রাইত, রা'ত; রাখিয়া (rakhiya)>রাইখা, রাইখ্যা; কাঁচি (kãchi)>কাঁইচি; আলিপনা>আইলপনা—আ'লপনা; কালি>কাইল>কা'ল; গাঁঠি>গাঁইট; জালিয়া>জাইলা, জাইল্যা; করিয়া>কইরা ইত্যাদি।

'উ' দিয়ে, যেমন:—

সাধু (sadhu) >সাউধ>সাইধ; জলুয়া (jalua) >জউলুয়া; দদ্রু>প্রাকৃত দদ্দু>দাদু>দাউদ>দা'দ; কামরূপ>কাঁবরূ>কাঁবউর>কাউর।

স্বরধ্বনির অপিনিহিতিকে এক ধবনেব আভাসাত্মক স্ববাগম কিংবা ধ্বনি বিপর্যয়ও বলা চলে। চলতি বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনেব এ রূপটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষাতত্ত্বালোচনাব পর্যায়ভুক্ত। ধ্বনি পরিবর্তনেব এ রূপটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শুরু হয়। পূর্ব বাংলার বহু উপভাষায় গ্রামাঞ্চলে অপিনিহিতি এখনও পূর্ণ কি ভগ্নরূপে সমানভাবে বিদ্যমান। পববর্তী স্বরধ্বনি পূর্বাক্ষবে পূর্ণভাবে উচ্চাবিত হ'লে তাকে আমি পূর্ণ অপিনিহিতি বলতে চাই, যেমন কালি>কাইল, বর্তমান যুগে পুরোপুরি 'কাইল' ভাবে উচ্চাবিত না হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে আকারের পব 'ই' তার আভাস রেখে কা'ল হিসেবে উচ্চারিত হয়, এ-ধবনের উচ্চারণকে ভগ্ন বা অর্ধ অপিনিহিতি বলা যায়।

ভাষার বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে শব্দেব ভিতরে যে স্ববসঙ্গতি বা স্বব-সমন্বয়ের কথা বলেছি অপিনিহিতি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার চলিত উপভাষা তথা উভয় বাংলার শিষ্ট উচ্চাবণে অপিনিহিত স্ববেব পববর্তী পরিবর্তনটি আশ্চর্যভাবেই এর আওতাভুক্ত। পরবর্তী অক্ষবের স্বরধ্বনি 'ই' বা 'উ' স্থানচ্যুত হ'য়ে পূর্বাক্ষরে এসে অপিনিহিতির সৃষ্টি করলে তাব পার্শ্ববর্তী পূর্বস্বরের সঙ্গে মিশে উচ্চাবণ সৌকর্যের জন্য নতুন সন্ধিস্ববেব সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গেব শিষ্ট উচ্চাবণে অপিনিহিত স্বর একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে তাব যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—দদ্রু>দাউদ>দা'দ—শেষে হয়েছে দাদ, কিংবা তণ্ডুল>চাউল শেষে হয়েছে চাল, কিংবা রাতি>রাইত>রা'ত হয়েছে 'বাত'। কিন্তু যেখানে অপিনিহিত স্বব পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিশে সন্ধির সৃষ্টি করেছে সে-সন্ধি তথা স্বরসমন্বয় বা সঙ্গতি এসেছে সাধারণ স্বরসঙ্গতির পথ ধরেই। যেমন :—

(১) অ+ই+অ>অ'=ও>ও : চলিল>চইল্‌ল>চ'ল্‌লো; নড়িল>নইড়্‌ল>ন'ড়ল=নোড়লো; বলিব>বইল্‌ব>ব'ল্‌ব, ব'লবো=বোলবো; ধরিব>ধ'রবো>ধোরবো; করিব>কইরব>কোরবো; লক্ষ্য=লখ্য=লক্‌খিয়>লোকখো ইত্যাদি।

(২) অ+ই+আ বা এ>অ'=ও+এ : বলিয়া>বইল্যা>ব'লে=বোলে; ধরিয়া>ধইরা>ধ'রে=ধোরে; করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে=কোরে; বলিলে>বইল্‌লে>ব'ললে=বোল্‌লে ইত্যাদি।

(৩) আ+ই+অ বা ও>এ+ও : সংস্কৃত অবিধবা>(প্রাকৃত) অবিহবা> (অপভ্রংশ) অইহঅ>(পুরানো বাংলা আইহ) আইঅ, আয়া>এও, এয়ো ; বাখিহ, বাখিও>রাইখ্যো ; খাইহ>খেয়ো, খেও।

(৪) আ+ই=এ+ই ; কাঁচি>কাঁইচি>কেঁচি,

(৫) আ+ই=এ : রাতি>রাইতি>রেত; কালি>কাইল>কেল ; গ্রন্থি> গন্থি>গাঁইঠ>গেঁঠ।‡

(৬) আ+ই+আ>এ>এ : রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে ; থাকিযা >থাইক্যা, থেকে ; মাতৃকা>মাইযা>মেয়ে ; চাহিয়া>চাইয়্যা>চেয়ে ; আসিয়া> আইস্যা>এসে ; বাছিয়া>বাইছ্যা>বেছে ; পানিহাটি>*পাইনহাটি, *পাইনাটী>পেনেটী ; লাঠি+ইয়াল>লেঠেল ; বালি+ইয়া>বেলে ; মাটি+ইআ>মেটে ; জাল+ইয়া>জেলে।

(৭) অ, আ, ই, উ, এ বা ও+আই+আ>যথাক্রমে অ'=ও, আ, ই, উ, ই, উ+ই+এ : বলাইয়া > ব'লিয়ে=বোলিয়ে ; নাচাইয়া > নাচিয়ে, ডিঙাইয়া>ডিঙিয়ে ; শুখাইয়া>শুখিয়ে ; দেওয়াইয়া=(দেআইয়া) >দিইয়ে ; শোয়াইয়া>শুইয়ে'।

(৮) অ+ইয়া+ই>অ'=ও+এ+ই : করিয়াছি>ক'রেছি> (কোরেছি) ; বসিয়াছিল>ব'সেছিল।

(৯) অ, আ, আই, ই, উ এ, ও+অ+ইয়া>যথাক্রমে অ'=ও আ, এ, ই, উ, ই, উ+উ+এ ; নাগবিয়া>ন'গুবে, নগুরে' (নোগুবে) ; শহরিয়া> শহুরে', চন্দবিয়া>চন্দুবে (চোন্দবে); কান্দনিয়া>কাঁদুনে ; বাইগনিয়া> বেগুনে' ; লিখনিয়া>লিখুনে ; জুড়ানিয়া>জুড়ুনে ; কোঁদল+ইয়া> কুঁদুলে। গোবর+ইয়া>গুবরে ; বাদল+ইয়া>বাদুলে, এমনিতরো নাটুকে, মাতুনে, কাঠুরে, সাপুড়ে, হাটুরে, ঘেসুড়ে ইত্যাদি।

(১০) অ+উ+আ>অ=ও+ও : জলুযা>জ'লো=জোলো ; পটুয়া> প'টো=পোটো ইত্যাদি।

---

‡ তুলনীয় 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঠকচাচার ভাষা।

(১১) আ+উ+আ> এ+ও : সাথুআ> সাউথুয়া> সাইথুয়া> সেথো ; গাছুয়া>গেছো ; মাছুয়া>মেছো ; চারু>চারুআ (অনাদরে)>চেরো ; মাধু>মাধুয়া (অনাদরে)>মেধো।

ওপরের নিয়ম এবং উদাহরণগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিলে দেখা যাবে অপিনিহিত 'ই'কার এবং 'উ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ কার স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে ও-কারে পরিণত হয়েছে (যেমন : ধরিয়া>ধইরা>ধোরে ; পটুয়া>পোটো) আর আকার রূপ নিয়েছে এ-কারে (যেমন : বাছিয়া>বাইছ্যা>বেছে ; মাতৃকা>মাইআ> মেয়ে)।*

দুই কি ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট মূল শব্দের শেষে এসে ইয়া, ইয়ে, ইলে, ইতে প্রভৃতি প্রত্যয় যখন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তখন তাদের দেখা যায় শব্দের শেষপ্রান্তে ব'সে শব্দগুলোর প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলোকে অভিনব কৌশলে পরিবর্তন ক'রে এক নতুন ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দোস্রোত সৃষ্টি করতে। অভিশ্রুতিজনিত এ স্বরসঙ্গতি চলিত বাংলা ভাষায় শুধু যে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তা নয়, এ রকম ক্ষেত্রে এ স্বরসঙ্গতি শব্দের একটা দূর বিস্তৃত সামগ্রিক ছন্দোশ্রী (prosodic)গত উৎকর্ষেরও পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষা আলোচনায় একই শব্দের বিবর্তনের ইতিহাসে তার পূর্বের স্তরের তুলনায় পরবর্তী স্তরের রূপ বিশ্লেষণে এক ধ্বনির ওপরে আর এক ধ্বনির প্রভাব স্বীকার করা হয়। যেমন হিসাব>হিসেব। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে এখানে পরবর্তী 'হিসাব' শব্দের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'ই'র প্রভাবে পরবর্তী 'আ' 'এ'তে পরিবর্তিত হয়েছে। /ভুলানো/ শব্দটির পরবর্তী স্তরের রূপ/ভুলুনো/তেও তেমনি পূর্ববর্তী 'উ'কারের প্রভাবে পরবর্তী 'আ'কার 'উকারে পরিবর্তিত হয়েছে।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান শব্দের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা না ক'রে যে-কোনো একটি স্তরেরই বিশ্লেষণ করে। এ ভাষাবিজ্ঞান/হিসাব/>হিসেব/-এ পরিণত হয়েছে একথা

---

*স্বরসঙ্গতি অভিশ্রুতির সূত্র ও উদাহরণগুলো প্রধানত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪২, পৃঃ ৯৫-১০৩ এবং অংশতঃ রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, ৪০৮-৪১৪ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

না বলে /হিসাব/ কিংবা /হিসেব/-এর যে-কোনো একটি রূপের সামগ্রিক শব্দ সম্পদ (word property) বিশ্লেষণ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বরসঙ্গতি পর্যায়ে এ যাবৎ যে-সব উদাহরণ দিয়েছি তার বিশ্লেষণ করলে বাংলা শব্দাক্ষরগুলোকে আমরা প্রধানত ও এ ভাবে সাজাতে পারি :—

১। সংবৃত অক্ষরের (close syllable) পর সংবৃত অক্ষরের (close syllable) ব্যবহার, যেমন :—শিশি, মিশি, নিশি, দিশি, ঘুড়ি, মুড়ি, মুছি, মুঠি, ঘুমুনো, ভুলুনো, দুলুনো ইত্যাদি।

২। সংবৃত অক্ষরের (close syllable) পর অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) ব্যবহার, যেমন :—বিলেত, পিপে, ফিতে, বিকেল, হিসেব, পূজো, খুড়ো, মুড়ো, দুলুনো, ঘুমুতে ইত্যাদি।

৩। অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) পর সংবৃত অক্ষরের (close syllable) ব্যবহার, যেমন :—দেখি, মেকি, ঢেঁকি, ফেলুক, মেলুক, দেউটি, ওতি, মোতি, রোতি, কোলু, গোরু, মোরু, জোরু, একটু, একটি ইত্যাদি।

৪। অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) পর অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half open syllable) ব্যবহার, যেমন :—মেয়ে, নেযে, খেয়ে, দেয়ে, গেযে, মেছো, সেথো, চেরো, গেছো, গোদ্দো, পোদ্দো, সোদ্দো, মোদ্দো, পোটো ইত্যাদি।

৫। অর্ধবিবৃত অক্ষরের (half open syllable) পর বিবৃত অক্ষর (open syllable) এর ব্যবহার, যেমন :— খ্যাখা, ন্যাকা, এ্যাকা, এ্যাকটা ইত্যাদি।

৬। বিবৃত অক্ষরের (open syllable) পর বিবৃত অক্ষরের (open syllable) ব্যবহার, যেমন :—গাধা, রাধা, সাচা, সাদা, খাদা, কাটা, মাঠা ইত্যাদি।

উপরিক্ত উদাহরণগুলোতে একই শব্দে পার্শ্ববর্তী অক্ষরগুলোর পারস্পরিক সঙ্গতিজনিত রূপ তাদের সামগ্রিক সম্পদ তথা Prosody-গত।

বাক্যধ্বনির স্রোততরঙ্গ মূলত ভাষার মূলধ্বনি (phoneme) এবং শ্রুতিধ্বনির সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়।* মূল ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান এবং

* Spoken language consists of succession of sounds emitted by the organs of speech and the succession of sounds are composed of (1) speech sounds proper and (2) glides.—Daniel Jones, *English Phonetics*, p. 2.

পদ্ধতি রয়েছে। শ্রুতিধ্বনির তেমন নির্দিষ্ট স্থান ও প্রক্রিয়া নেই। ধ্বনি মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে সেগুলো একটা একটা ক'রে পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় না। ভাষা লিখিত হলে পাশাপাশি দুই শব্দের মধ্যে যে inter word space বা ব্যবধান থাকে, মুখের কথায় এক শব্দের মধ্যেকার পার্শ্ববর্তী ধ্বনিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা, এহেন দু'টি শব্দও বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয় না ব'লে দুই শব্দের মধ্যেকার সেই লেখ্য ব্যবধানও সেখানে দূর হ'য়ে যায়। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা, অসুবিধা এবং ভাব-দ্যোতকতার দিক থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনিস্রোতে বিরাম ও ছেদ পড়ে। সেজন্য ছেদ ও বিরাম প্রভৃতি বিরতি চিহ্ন পড়বার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মুখে ধ্বনিগুলো কোনোটা বা থেঁতলে যায়, কোনোটা তার স্বরূপ বদলায়, কোনোটা বা পড়েই যায়। আর এক শব্দের দুই ধ্বনির মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষ এবং পরবর্তী শব্দ শুরু হওয়ার পূর্বে উচ্চারকেরা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে লেগে অতিরিক্ত নতুন ধ্বনির সৃষ্টি করে। এ ধরনের নতুন ধ্বনিগুলোর নামই glide তথা শ্রুতিধ্বনি।

৩।২, ধ্বনিস্রোতের মধ্যবর্তী শ্রুতিধ্বনি বা glide

শ্রুতিধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জনজাতীয় দুই রকমেরই হ'তে পারে। বর্ণনাত্মক ভাষা বিশ্লেষণে ব্যঞ্জনধ্বনি (যেমন বৈদিক 'সুনর' 'উত্তম নর' অর্থে (সু-ন্ অর্ > সংস্কৃত সুন্দর) কিংবা সংস্কৃত 'বানর' থেকে প্রাচীন বাংলায় বান্দর) 'দ' আর শ্রুতিধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। এ 'দ' শ্রুতিধ্বনি হিসেবে উদ্ভূত হ'য়ে এ শব্দগুলোতে টিঁকে গেছে এবং সেজন্যে শব্দগুলোর একটি নিয়মিত ধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কবিতা আবৃত্তিতে কিংবা গানে যথার্থ শ্রুতি স্বরধ্বনি লক্ষ করা যায় একই শব্দের মধ্যেকার পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনি মিলে দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে, তাদের মধ্যেকার-ব্যঞ্জনের অভাবজনিত ফাঁকটুকু (hiatus)*তে কিংবা অনুরূপভাবের স্বরান্তিক এক শব্দের শেষ এবং আদিস্বর সংযুক্ত পরবর্তী শব্দের

* Hiatus involves the chest arrest of one vowel followed by the even or stopped release of the next, with a cessation of sound between the two vowel. ... A hiatus may be relieved by an intervocalic glide.
—Heffner, *General Phonetics*, p. 184.

মাঝখানে। বাংলায় দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভূত এ-ধরনের শ্রুতি স্বরধ্বনি এ তিনটি। যথা—ই (*j*), য় (*y*) এবং 'ব্' (*w*)।

বাংলায় একই শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যে এবং এক শব্দের শেষ (word final) ও অন্য শব্দারম্ভের (Word Initial) মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভূত শ্রুতি স্বরধ্বনি (vowel glide) প্রকৃতিগত দিক থেকে একই পর্যায়ের অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ শব্দের সামগ্রিক ছন্দোশ্রীগত তথা prosodic. সেদিক থেকে *j* এবং *y* prosody সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ বা প্রবাহকে সামগ্রিকভাবে তালব্যীভূত (yotized) এবং w prosody ওষ্ঠ্যীভূত (labio-velarised) করে। একই শব্দের মধ্যবর্তী vowel glide-এর কথা 'স্বরধ্বনি' এবং 'ধ্বনির অবস্থান' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু চলিত বাংলায় প্রচলিত বিশ্বাস মতে সন্ধি হয় না বলে দুই শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে এ শ্রুতি স্বরধ্বনির উদ্ভব এবং ব্যবহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনো বিশদ আলোচনা হয়নি। এখানে সেই প্রয়াসই করা যাচ্ছে :—

৩/৩ (ক) Word Final + Word Initia

(১) F+I=fi (Prosody).

ই +^j ই = আমি^j ইসবগুল খাই, (আমিয়িসবগুল খাই)

ই +^y এ = ভাই^y এসেছে, (ভাইয়েসেছে)

ই +^y এ্যা = যাই^y এ্যাকবার, (যাইয়্যাকবার)

ই +^y আ = কি^y আর বলি, ভাই^y আমার, (কিয়ার, ভাইয়ামার)

ই +^w অ = ছি^w অমন করতে নেই, (ছিয়মন)

ই +^w ও = বলি^w ওগো শুনছো, (বলিয়োগো)

ই +^w উ = শুনি^w উনি এসেছেন। (শুনিয়ুনি)

(২) F+I=fi (Prosody)

এ +^y ই = কাল এসে^y ইনি (এসেয়িনি) আজ চলে যাবেন,

এ +^y এ = কে^y এলো (কেয়েলো, বলে^y এসেছি (বলেয়েসেছি),

F+I=fi (Prosody)

এ+এ্যা=হুঁ, ছেলে^y^এ্যাকটা (ছেলেয়্যাকটা)

এ+আ=কে^y^আবার (কেয়াবাব)

এ+অ=এ মেয়ে অমন নয় (মেয়েঅমন ইত্যাদি)

এ+ও=কে^w^ও ! (কেয়ো)

এ+উ=কে^w^উনি (কেযুনি)

(৩) *এ্যা+ই=আমার কন্যা^y^ইনি (কন্যায়িনি)

এ্যা+এ=কন্যা^y^এসেছে, (কন্যায়েসেছে)

এ্যা+এ্যা=এমন বন্যা^y^এ্যাকবার হয়েছে (বন্যায়্যাকবার)

এ্যা+আ=কন্যা^y^আমার (কন্যায়ামার)

এ্যা+অ=বন্যা^w^অমন দেখিনি (এ্যাঅ)

এ্যা+ও=তোমার কন্যা^w^ও নাকি (কন্যায়োনাকি)

এ্যা+উ=আপনার কন্যা^w^উনি (কন্যাযুনি) ?

(৪) আ+ই=একজন দাতা^y^ইনি (দাতায়িনি)

আ+এ=(বাবা^y^এসো (বাবায়েসো)

আ+এ্যা=একদা^y^এ্যাক বাঘের গলায় হাড ফুটিয়াছিল (একদায়্যাক)

আ+আ=মা^y^আমার কত ভালোবাসেন আমায় (মায়ামার)

আ+অ=না^w^অমন করতে নেই (নাঅমন)

আ+ও=মা^w^ও বাবা (মাওবাবা) ! লা^w^ওয়াবিশ (লাওয়ারিশ)

* চলিত উচ্চারণে শব্দশেষে 'এ্যা' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ হয় না, কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে কন্যা, বন্যা প্রভৃতি শব্দে এ্যা'র উচ্চারণ পাওয়া যায়।

F+I=fi (Prosody)

আ+উ=রাজা^w^উজির (রাজাউজির)। ওলা^w^উঠা (ওলাউঠা)।

(৫) *অ—

(৬) ও+ই=ডিরোজিও^y^ইন্ধন যুগিয়েছিলেন (ডিরোজিওয়িন্ধন)

ও+এ=আচ্ছা, দিও^w^এবার (দিওয়েবার)

ও+এ্যা=দিও^w^এ্যাকটা (দিওয়্যাকটা)

ও+আ=প্রিয়^w^আমার (প্রিওয়ামার)

ও+অ=সেও^w^অলস নয় (সেওঅলস নয় ইত্যাদি)

গানে—সকল অহঙ্কার, হে আমার ডুবাও চোখের জলে

=[সকলোয়অহঙ্কার, হেয়ামার] ইত্যাদি।

ও+ও=বলো^w^ওগো বলো (বলোয়োগো ইত্যাদি)

ও+উ=বড়ো^w^উপকার হয় (বড়োয়ুপকার ইত্যাদি)

(৭) উ+ই=বুলু^y^ইরান গেছে (বুলুয়িরান ইত্যাদি)

উ+এ=বুলু^w^এসেছে (বুলুয়েসেছে)

উ+এ্যা=টুনু^w^ এ্যাকটা বোকা মেয়ে (টুনুয্যাকটা ইত্যাদি)

উ+আ=টুনু^w^আমার কে (টুনুয়ামার ইত্যাদি)

উ+অ=বুলু^w^অমন লোকই নয় (বুলু অমন ইত্যাদি)

উ+ও=কলু^w^ওরা (কলুওরা)

উ+উ=বাজারে গরু^w^উঠেছে (গরু উঠেছে)

---

* শব্দ শেষে 'অ' উচ্চারিত হয় না।

(৮) F+I=fi (Prosody)

অর্ধস্বরধ্বনি ই, য় এবং ও।

(ক) ই+ =দিই^j ইনাকে (দিইয়িনাকে)

ই+এ=যাই^y এবার (যাইয়েবাব)

ই+এ্যা=যাই^y এ্যাকবার (যাইয়্যাকবার)

ই+আ=ভাই^y আমার (ভাইয়ামার)

ই+অ=ভাই^w অমন হয়না (ভাইয়্যমন ইত্যাদি)

ই+ও=যাই^w ওগো যাই (যাইয়োগো ইত্যাদি)

ই+উ=যাই^w উনাব কাছে (যাইয়ুনার ইত্যাদি)।

(খ) য়+ই=হয়^j ইস্তফা দাও, না হয় ভালো কাজ করো (হয়িস্তফা ইত্যাদি)

য়+এ=জয়^y এবার জয় (জয়য়েবার জয়)

য়+এ্যা=কয়^y এ্যাকটা (কয়্যাকটা)

য়+আ=জয়^y আমার (জয়য়ামার)

য়+অ=জয়^w অমন (জয়য়্যমন)

য়+ও=যায়^w ওগো (যায়য়োগো)

য়+উ=জয়^w উনার (জয়য়ুনাব)

(গ) ও+ই=দাও^y ইনাকে (দাওয়িনাকে)

ও+এ=যাও^w এবার (যাওয়েবার)

ও+এ্যা=দাও^w এ্যাকটা (দাওয়্যাকটা)

F+I=fi (Prosody)

ও^{w}+আ=যাও^{w}আবার (যাওয়াবার)

ও^{w}+অ=যাও^{w}অমন ক'বোনা (যাওঅমন ক'বোনা)

ও^{w}+ও=দাও^{w}ওকে (দাওওকে)

ও^{w}+উ=দাও^{w}উনাকে (দাওউনাকে)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে—

শব্দশেষের এবং শব্দারম্ভের

F + I = fi

(১) ই + ই }
অর্ধস্বর য় + ই } তে *j* (ই) শ্রুতি ;

(২) ই+এ, এ্যা, আ
এ+ই, এ, এ্যা, আ
এ্যা+ই, এ, এ্যা, আ
আ+ই এ, এ্যা, আ
ও+ই
উ+ই
এবং অর্ধস্বর য়+এ, এ্যা, আ | তে 'য়' (*y*) শ্রুতি ;

(৩) ই+অ, ও, উ
এ+অ, ও, উ
এ্যা+অ, ও, উ
আ+অ, ও, উ
ও+এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ
উ+এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ
এবং অর্ধস্বব য়+অ, ও, উ | তে 'ব' (*w*) শ্রুতির

সামগ্রিক সম্পদ (property) তথা prosodic গুণগত ছন্দোশ্রী অনুভব করা যায়।

৩/৩ (খ)

বাংলা সন্ধি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হয়নি। তাছাড়া সংস্কৃতের মতো বাংলায় সন্ধিও হয় না; যাও বা হয় তা লেখায় ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। ফলে বাংলা সন্ধি

সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনো কৌতূহল দেখা যায় না। অথচ বাংলাতেও যে স্বর ও ব্যঞ্জনসন্ধি অপরিচিত নয় ওপরের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হ'য়েছে বলে আশা করি। স্বতঃউৎসারিত ধ্বনির ধারাস্রোতে পাশাপাশি স্বরধ্বনিতে যেমন সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তন আসে শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের ব্যঞ্জনধ্বনিতেও তেমনি তাদের প্রকৃতি অনুসারে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এখানে সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সমস্থানজাত Homorganic ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধি Prosody of Junction : doubling বা দ্বিত্বীভবন

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সমস্থানজাত (Homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব-লাভ করে; তবে একই শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দ্বিত্ব-প্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মতো এদের উচ্চারণ তেমন দৃঢ় (tense) এবং শক্তিসম্পন্ন (energetic) নয়।

সমস্থানজাত (Homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি

শব্দশেষ+শব্দারম্ভ : বহির্বর্তী সন্ধি

F+I = (fi prosody : prosody of Junction)

১। স্বল্পপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণ অঘোষ :—

ক+ক—পাক করা=পাক্‌করা,

অবাক করলে=অবাক্‌করলে,

Prosody of doubling দ্বিত্বীভবন

চ+চ—পাঁচ চোর=পাঁচচোর,

ট+ট—আট টাকা=আট্‌টাকা,

ত+ত—হাত তালি=হাত্‌তালি,

দাঁত তোলা=দাঁততোলা,

প+প—পাপ পুণ্য=পাপ্‌পুণ্য,

রূপ পেতে চায়=রূপ্‌পেতে চায়,

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

২। স্বল্পপ্রাণঘোষ+স্বল্পপ্রাণঘোষ :—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

গ+গ—কোনরাগ্ গাইবো = কোন রাগ্ গাইবো

জ+জ—আজ্ যাবো=আজ্জাবো,

ড়*+ড—ষাঁড়্ ডাকা=ষাঁড়্ডাকা,

দ+দ—বাদ্ দেওয়া=বাদ্ দেওয়া,

ব+ব—সব্ বোন=সব্ বোন

সব্ বাবা=সব্ বাবা

৩। স্বল্পপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণ অঘোষ :—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

ক+খ—পাক্ খাওয়া=পাক্ খাওয়া,

চ+ছ—পাঁচ্ ছেলে=পাঁচ ছেলে,

ট+ঠ—ঘাট্ ঠিক করা=ঘাট্ ঠিক করা,

ত+থ=জাত্ থাকা=জাত্ থাকা,

প+ফ—ধূপ্ ফেলা=ধূপ্ ফেলা,

৪। অল্পপ্রাণঘোষ+মহাপ্রাণঘোষ :—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

গ+ঘ—ও দাগ্ ঘুরে এসো=ওদাগ্ ঘুরে এসো,

জ+ঝ—কাজ্ ঝুলে থাকা=কাজ্ ঝুলে থাকা,

ড*+ঢ—ভাঁড়্ ঢেকে দাও=ভাঁড্ ঢেকে দাও,

দ+ধ—চাঁদ্ ধরা=চাঁদ ধরা,

ব+ভ—হাব্ ভাব=হাব্ ভাব।

ওপরের উদাহরণগুলোতে শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোর জন্য তাদের উচ্চারকেরা মাত্র একবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং একবারই মুক্ত হয় অর্থাৎ ধ্বনি দুটো পৃথকভাবে গঠিত হয় না। তাদের একীভূত অবস্থায় প্রথমাংশ কিছুটা দীর্ঘীকৃত হয় এবং দ্বিতীয়াংশ দ্রুততর মুক্তিলাভ করে।

---

*ট-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনি 'ড' শব্দশেষে ব্যবহৃত হয় না—তার পরিবর্তে তাড়নজাত 'ড়' ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দশেষের 'ড' এর পরে 'ড' দিয়ে শব্দ আরম্ভ হ'লে পূর্ববর্তী ড়>ড হ'য়ে দিত্ব লাভ করে।

F+I

৫। মহাপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণ অঘোষ :—

(Prosody of doubling with lack of aspiration of the first Component)
(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণ-হীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

খ+ক—লাখ্ কথার এক কথা=লাক্কথার এককথা,
ছ+চ—মাছ্ চাই=মাচ্চাই,
ঠ+ট—মাঠ টাকা দিয়ে কেনা=মাট্ টাকা দিয়ে কেনা,
থ+ত—রথ তলা=বত্তলা,
ফ+প—লাফ্ পাড়া=লাপ্ পাড়া।

৬। মহাপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণ অঘোষ :—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণ-হীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

খ+খ—সে তুমি লাখ্ খাও=সে তুমি লাক্খাও,
ছ+ছ—একটা গাছ্ ছিল=একটা গাচ্ছিল,
ঠ+ঠ—কাঠ্ ঠোকা=কাট্ঠোকা,
থ+থ—বথ্ থোওয়া=বত্ থোওয়া,
ফ+ফ—কফ্ ফেলা=কপ্ ফেলা।

৭। মহাপ্রাণ ঘোষ+মহাপ্রাণ অঘোষ :—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঘ+খ—বাঘ খেযে ফেলেছে=বাগ্ খেয়ে ফেলেছে,
ঝ+ছ—মাঝ ছালা=মাজ্ ছালা।
ঢ+ঠ—X
ধ+থ—দুধ থোওয়া=দুধ*থোওযা>দুত্ থোয়া,
ভ+ফ—লাভ ফিবে পাওয়া=লাব্ ফিরে পাওয়া।

৮। মহাপ্রাণ ঘোষ+স্বল্পপ্রাণ ঘোষ :—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঘ+গ—বাঘ গোঙাচ্ছে=বাগ্ গোঙাচ্ছে,
ঝ+জ—মাঝ জায়গা=মাজ্ জায়গা,
ঢ+ড—X
ধ+দ—দুধ দই, দুধ দোওয়া=দুদ্ দই, দুদ্ দোওয়া,
ভ=ব—লোভ বলে লোভ=লোব্ বলে লোভ।

---

*এখানে 'ধ' যে মহাপ্রাণতা হাবিয়ে শুধু 'দ'তে পবিণত হয়েছে তা নয়, পরবর্তী অঘোষ ধ্বনিব প্রভাবে পবাগত সমীভবন (regressive assimilation) অনুসাবে তার ঘোষতাও হাবিয়েছে।

F+I

৯। মহাপ্রাণঘোষ+মহাপ্রাণঘোষ :—

ঘ+ঘ—বাঘ ঘায়েল হয়েছে=বাগ্ ঘায়েল হয়েছে।

ঝ+ঝ—সাঁঝ ঝঞ্ঝা=সাঁজ্ ঝঞ্ঝা,

(শব্দশেষের ব্যঞ্জনধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঢ+ঢ— ×

ধ+ধ—দুধ ধার=দুদ্ ধার,

ভ+ভ—লোভ ভোলা=লোব্ ভোলা।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দশেষে এমনিতেই সম্পূর্ণ কি চারভাগের তিনভাগ মহাপ্রাণতা হারায়, কিন্তু উপরিউক্ত পরিবেশে এ ধ্বনিগুলো শুধু যে সম্পূর্ণরূপে তাদের মহাপ্রাণতাই হারায় তা নয় সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে দ্বিত্বলাভ করে। তবে এদের উচ্চারণ একই শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর তুলনায় তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়।

১০। স্বল্পপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণ ঘোষ :—

ক+গ—এক গলাপানি=এ্যাগ্ গলাপানি,

এক গাল হাসি=এ্যাগ্ গাল হাসি,

চ+জ—পাঁচ জন, পাঁচ জায়গা=পাঁজ্জন, পাঁজ্জায়গা,

ট+ড—পেট ডাকা=পেড্ ডাকা,

Prosody of doubling & Regressive Voicing (দ্বিত্বী ও ঘোষীভবন)

ত+দ—ভাত দাও=ভাদ্ দাও,

হাত দেখা=হাদ্ দ্যাখা,

জাত দেওয়া=জাদ্ দ্যাওয়া,

প+ব—বাপ বাপ=বাব্ বাপ,

বাপ বেটা=বাব্ ব্যাটা।

১১। স্বল্পপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণ ঘোষ :—

ক+ঘ—ডাক ঘর, এক ঘরে=ডাগ্ ঘর, এগ্ ঘরে,

চ+ঝ—পাঁচ ঝাড়=পাঁজ্ ঝাড়,

Prosody of doubling & Regressive Voicing (দ্বিত্বী ও ঘোষীভবন)

ট+ঢ—পেট ঢাকো=পেড্ ঢাকো,

ত+ধ—হাত ধোওয়া=হাদ্ ধোয়া,

প+ভ—বাপ ভাই, পাপ ভয়=বাব্ ভাই, পাব্ ভয়।

দশ ও একাদশ সংখ্যক উদাহরণে শব্দশেষের অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো তাদের সমস্থানজাত শব্দারম্ভের ধ্বনির সঙ্গে শুধু যে একীভূত ও দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তা নয়, পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এগুলো Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের উদাহরণ।

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

১২। মহাপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণ ঘোষঃ—

(স্বল্পপ্রাণতা, দ্বিত্ব এবং পরাগত ঘোষীভবন)

খ+গ—এক্ লাখ গোনা=এক লাগ্ গোনা,
ছ+জ—মাছ্ যায়=মাজ্ জায়,
ঠ+ড—ও মাঠ্ ডেকে নিয়েছে=ও মাড্ ডেকে নিয়েছে,
থ+দ—রথ্ দেখা, সাথ্ দেওয়া=রদ্ দ্যাখা, সাদ্ দ্যাওয়া,
ফ+ব—শাফ্ বকা দেওয়া=শাব্ বকা দেওয়া।

১৩। মহাপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণ ঘোষঃ—

(স্বল্পপ্রাণতা, দ্বিত্ব এবং পরাগত ঘোষীভবন)

খ+ঘ>গ্ ঘ—তোমার লাখ্ ঘড়ি থাক তাতে আমার কি!
=তোমার লাগ্ ঘড়ি থাক ইত্যাদি
ছ+ঝ>জ্ ঝ—গাছ্ ঝেড়ে আম পাড়া=গাজ্ ঝেড়ে আম পাড়া
ঠ+ঢ>ড ঢ—পিঠ্ ঢাকা=পিড্ ঢাকা,
থ+ধ>দ্ ধ—পথ্ ধরে আসা=পদ্ ধরে আসা,
সাথ্ ধরা=সাদ্ ধরা,
ফ+ভ>ব্ ভ—হাফ্ ভালো=হাব্ ভালো।

ওপরের উদাহরণে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো একদিকে যেমন স্বল্পপ্রাণতা লাভ করেছে, তেমনি তাদের পরবর্তী শব্দারম্ভের সমস্থানজাত ধ্বনিগুলোর সমন্বয়ে দ্বিত্ব লাভ ক'রে ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এগুলোও বাংলায় Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের উদাহরণ।

F+I

১৪। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ+স্বল্পপ্রাণ অঘোষ :—

গ+ক>ক্‌ক—রাগ করা=রাক্‌করা
দাগ কাটা=দাক্‌কাটা
জ+চ>চ্‌চ—আজ চলো=আচ্‌চলো
কাজ চালানো=কাচ্‌চালানো
ড+ট— ×
দ+ত>ত্‌ত—ছাদ তোলা=ছাত্‌তোলা
ব+প>প্‌প—ডুব পাড়া=ডুপ্‌পাড়া
সব পাওয়া=সপ্‌পাওয়া
'ভাব পেতে চায়
রূপের মাঝারে অঙ্গ'=ভাপ্‌পেতে ইত্যাদি
(রবীন্দ্রনাথ)

(Prosody of doubling and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব ও পরাগত অঘোষীভবন)

১৫। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ+মহাপ্রাণ অঘোষ :—

গ+খ>ক্‌খ—ভোগ খাওয়া=ভোক্‌খাওয়া
জ+ছ>চ্‌ছ—কাজ ছিল=কাচ্‌ছিল
ড+ঠ— ×
দ+থ>ত্‌থ—ছাদ থেকে পড়া=ছাত্‌থেকে পড়া
ব+ফ>প্‌ফ—খুব ফেলানো=খুপ্‌ফেলানো

(Prosody of doubling and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব ও পরাগত অঘোষীভবন)

ওপরের উদাহরণগুলোতে সাধারণতঃ দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণেই পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী শব্দশেষের ধ্বনিগুলো অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় কিংবা অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার প্রবণতা দেখা যায়।

১৬। মহাপ্রাণ ঘোষ+স্বল্পপ্রাণ অঘোষ :—

ঘ+ক>ক্‌ক—মেঘ করা=মেক্‌করা
ঝ+চ>চ্‌চ—মাঝ চালা=মাচ্‌চালা
ঢ+ট— ×
ধ+ত>ত্‌ত—দুধ তোলা=দুত্‌তোলা
ভ+প>প্‌প—লাভ পাওয়া=লাপ্‌পাওয়া

(Prosody of doubling, de-aspiration and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব, স্বল্পপ্রাণতা এবং পরাগত অঘোষীভবন)

এ-ধরনের উদাহরণে শব্দশেষের ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি প্রথমে মহাপ্রাণতা হারায়, তারপর দ্রুত উচ্চারণে পরবর্তী অঘোষধ্বনির প্রভাবে অঘোষতা ও দ্বিত্বলাভ করে। বাংলায় এগুলোও পরাগত সমীভবন (regressive assimilation) তথা সন্ধির দৃষ্টান্ত।

সমস্থানজাত তরলধ্বনি
(Homorganic liquid sounds)
/র+র/, /ল+ল/ এর দ্বিত্ব

১৭। শব্দশেষে ও শব্দারম্ভের সমস্থান জাত (homorganic) তরল ধ্বনি (১) কম্পনজাত 'র' এবং (২) পার্শ্বজাত 'ল' ও দ্বিত্বলাভ করে। তবে একই শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত 'র' এবং 'ল'র মতো তাদের উচ্চারণ এ পরিবেশে তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়। যেমন—

F+I

কম্পনজাত :—র+র>র্‌র—তার রাগ নেই=তার্‌রাগ নেই,
চার বাত=চার্‌বাত।

পার্শ্বজাত :—ল+ল>ল্‌ল—জ্বাল লাগা=জ্বাল্‌লাগা (তুলনীয়—ছর্‌রা, হর্‌রা, বোল্লা, কল্লা ইত্যাদি)

১৮। বাংলার বিশিষ্ট শিস্ তথা উষ্মধ্বনি 'শ' ও শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভে দ্বিত্বলাভ করে। এরও উচ্চারণ অবশ্য আন্তরশাব্দিক দ্বিত্বপ্রাপ্ত উষ্মধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

সমস্থানজাত উষ্ম
(fricative)
ধ্বনির দ্বিত্ব

যেমন—

F+I

স+শ>শ্‌শ—মাস শেষ=মাশ্‌শেষ (উচ্চারণে)

(উচ্চারণে)
'শ'

হাঁস শীকার=হাঁশ্‌ শীকার (উচ্চারণে)

(তুলনীয়—বিশ্ব(বিশ্‌শো), আশ্বাস(আশ্‌শাস)ইত্যাদি।

F+I

১৯। দন্তমূলীয়—ন+ন>ন্‌ন—তার মান নাই=তার মান্‌নাই,
ওষ্ঠ্য—ম+ম>ম্‌ম—তার নরম মন=তার নরম্মোন

সমস্থানজাত নাসিক্য
(Homorganic nasals)
ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব

'কান্না', 'সম্মান' প্রভৃতি শব্দের 'ন্ন' কি 'ম্ম'-এর অন্তর্বর্তী সন্ধির (Internal Junction) তুলনায় শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভে এ-বহির্বর্তী সন্ধি (External Junction)র উচ্চারণ কোমলতর এবং অপেক্ষাকৃত কমশক্তিসম্পন্ন।

২০। 'র' দন্তমূলীয় কম্পনজাত ধ্বনি 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' দন্তমূলীয় তালব্যধ্বনি। উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে তারা প্রায় সমস্থানজাত। সেজন্য হাল আমলের চলতি উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী 'র' তার পরস্থিত 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ'-এর প্রভাবে যথাক্রমে 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' এ পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে দ্বিত্বলাভ করে; যেমন—মরচে>মচ্চে, চর্চা>চচ্চা, মূর্ছা>মুচ্ছা, সূর্য>(উচ্চারণে) শুজ্জো কিংবা, শুজ্জি, গরজন>গজ্জন, মর্জি>মজ্জি, নির্ঝর>নিজ্ঝর ইত্যাদি। বাংলায় এগুলোও পরাগত সন্ধির দৃষ্টান্ত। শব্দশেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' এর প্রভাবে দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে পরবর্তী ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়ে দ্বিত্ব লাভ করে। যেমন:—

Heterorganic 'র' + চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

র+চ>চ্চ—তার চেহারা>তাচ্চেহারা

র+ছ>চ্ছ—কার*ছেলে>কাচ্ছেলে

র+জ>জ্জ—পার জোয়ার>পাজ্জোয়ার

কার জন্যে, তার জন্যে=কাজ্জন্যে, তাজ্জন্যে,

র+ঝ>জ্ঝ—ঝর ঝর>ঝজ্ঝর

কামের*ঝি=কামেজ্ঝি

২১। 'র' দন্তমূলীয় ধ্বনি আর ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোও দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি। সুতরাং সমস্থানজাত। সেজন্যে দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে শব্দশেষের 'র' শব্দারম্ভের 'ট', 'ঠ' এর প্রভাবে 'ট'এ এবং 'ড' ও 'ঢ' এর প্রভাবে 'ড' এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমন:—

'র+ট বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

র+ট>ট্ট—কার টাকা, কার টোপ=কাট্টাকা, কাট্টোপ

র+ঠ>ট্ঠ—কার ঠিলি=কাট্ঠিলি

র+ড>ড্ড—মার ডাক, ঘোড়ার ডিম=মাড্ডাক, ঘোড়াড্ডিম

র+ঢ>ড্ঢ—তার ঢাকা যাওয়া হবেনা=তাড্ঢাকা যাওয়া হবেনা।

এগুলোও পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত।

*(শব্দশেষের 'ছ', 'ঝ' প্রভৃতি মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ হয় দেখে শব্দারম্ভের 'ছ' ও 'ঝ' এর পরবর্তী 'র' যথাক্রমে 'ঝ' এ পরিবর্তিত না হ'য়ে তাদের স্বল্পপ্রাণ রূপ 'চ' এবং 'জ' এ পরিবর্তিত হয়।)

২২। হাল আমলে দন্তমূলীয় 'র' চল্‌তি ও ফ্যাশান উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী

'র' এবং (Heterorganic) ত-বর্গীয় ধ্বনি : দ্বিত্বীভবন

ত-বর্গীয় 'ত', 'দ' এবং 'ন' এর সঙ্গে যথাক্রমে 'ত' ও 'দ' এবং 'ন'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমন— কর্তা>কত্তা, ভর্তা>ভত্তা, শর্ত>শত্ত, করতেম> কত্তেম, ফুর্তি>ফুত্তি, মর্দা>মদ্দা, ঝর্ণা>ঝন্না, শিরনী>শিন্নী ইত্যাদি। শব্দশেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'ত' ও 'থ' এর প্রভাবে 'ত' এ, 'দ' ও 'ধ' এর প্রভাবে 'দ'এ এবং 'ন' এর প্রভাবে 'ন'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমন :—

F+I: (বহির্বর্তী সন্ধি)

র+ত>ত্‌ত—ধর্ তাকে, মার্ তাকে, মার্ তো দেখি।

=ধত্‌তাকে, মাত্‌তাকে, মাত্‌তো দেখি।

র+থ>ত্‌থ—কার্ থাল=কাত্‌থাল।

র+দ>দ্দ—কার্ দেওয়া, তার্ দেওয়া=কাদ্দেয়া, তাদ্দেয়া।

র+ধ>দ্ধ—কার্ ধান=কাদ্‌ধান।

র+ন>ন্ন—কার্ নৌকা=কান্নৌকা।

তার্ নাম=তান্নাম।

তোমার্ নাম কি=তোমান্নাম কি।

এ পরিবর্তন পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত।

২৩। তরলধ্বনি 'র' এবং 'ল' সমস্থান জাত। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে

'র'+'ল'

শব্দশেষের 'র' সেজন্য শব্দারম্ভের 'ল'-এর প্রভাবে 'ল'-এ পরিণত হয়ে পরাগত সমীভবনঘটিত দ্বিত্বলাভ করতে পারে। যেমন :—

র+ল>ল্ল—কার্ লাশ=কাল্লাশ

টাকার্ লোভ=টাকাল্লোভ

কার্ লেখা=কাল্লেখা

২৪। তরলধ্বনি 'র' এবং উষ্মধ্বনি 'শ' সমস্থানজাত। সেজন্য ফ্যাশান কিংবা

'র'+'শ', 'স'

বিকৃত উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী 'শ' এর প্রভাবে তার পূর্ববর্তী 'র' 'শ'-এ পরিবর্তিত হবার দৃষ্টান্ত বাংলায় অমিল নয়। যেমন—দর্শন—দশ্‌শন,

ঘর্ষণ>ঘশ্‌শন (উচ্চারণে)। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে শব্দশেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'শ'-এর প্রভাবে 'শ' এ পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত সমীভবনজনিত দ্বিত্বলাভ করে। যেমন—

র+শ>শ্‌শ—মার শালাকে=মাশ্‌শালাকে
ধর শালাকে=ধশ্‌শালাকে
চার শো=চাশ্‌শো।

শব্দশেষের 'র'-এর শব্দারম্ভের ক ও প বর্গীয় ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন লাভ করার দৃষ্টান্ত তেমন পাওয়া যায় না। বিকৃত কি ফ্যাশান উচ্চারণের ফলে একই শব্দমধ্যবর্তী 'র' অবশ্য অনেক সময়ে তৎপরবর্তী 'ক', 'খ'-এর প্রভাবে 'ক'-এ, 'গ', 'ঘ'-এর প্রভাবে 'গ'-এ, 'প', 'ফ'-এর প্রভাবে 'প'-এ, 'ব', 'ভ' এর প্রভাবে 'ব'-এ এবং 'ম'-এর প্রভাবে 'ম'এ পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত 'সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যেমন—তর্ক>তক্‌কো, মূর্খ> মুক্‌খু, স্বর্গ>শগ্‌গো (উচ্চারণে), মহার্ঘ>মহাগ্‌ঘো, কর্পূর>কপ্পুর, খর্পর>খপ্পর; গর্ব>গব্‌বো, কোর্ফা>কোপ্‌ফা, গর্ভ>গব্‌ভো, কর্ম>কম্মো, ধর্ম>ধম্মো, মর্ম> মম্মো ইত্যাদি।

র'+ক এবং প-বর্গীয় ধ্বনি

২৫। শব্দারম্ভের 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে শব্দশেষের 'ত' বর্গীয় ধ্বনিগুলো দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে নিম্নলিখিতভাবে দ্বিত্বলাভ ক'রে পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ-পরিবেশের দ্বিত্বপ্রাপ্ত উচ্চারণ তাদের এক আন্তরশাব্দিক দ্বিত্বপ্রাপ্ত ধ্বনিগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক (energetic)।

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) 'ত' ও 'চ' বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

F+I: (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+চ>চ্‌চ—ভাত চাই=ভাচ্‌চাই, বাৎ চিত=বাচ্চিত।

ত+ছ>চ্‌ছ—হাত ছিল=হাচ্ছিল।

থ+চ>চ্‌ছ—সাথ চলা=সাচ্চলা, পথ চলা=পচ্চলা।

থ+ছ>চ্‌ছ—পথ ছাড়ো=পচ্‌ছাড়ো।

(শব্দশেষের অঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি তার মহাপ্রাণতা হারায় ব'লে 'থ' ছ-তে পরিবর্তিত না হয়ে 'চ' এ পরিবর্তিত হয়েছে।)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+জ>জ্জ—জাত যাওয়া=জাজ্জাওয়া (উচ্চারণে)

(তুং সৎ জন=সজ্জন, তৎজন্য=তজ্জন্য)

বাত জাগা=বাজ্জাগা, নাত জামাই=নাজ্জামাই

ত+ঝ>জ্ঝ—পাত ঝাড়া=পাজ্ঝাড়া

পরবর্তী ঘোষধ্বনি 'জ' ও 'ঝ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ত' প্রথমে ঘোষ 'দ'-এ এবং তারপরে 'জ'-এ পরিবর্তিত হয়ে দ্বিত্বলাভ করেছে।

থ+জ>জ্জ—সাথ যাওয়া=শাজ্জাওয়া (উচ্চারণে)

থ+ঝ>জ্ঝ—লাথ ঝাড়া=লাজ্ঝাড়া

এখানে পরবর্তী ঘোষধ্বনি 'জ' ও 'ঝ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি 'থ' ঘোষধ্বনি 'জ'-এ পরিবর্তিত হ'যে দ্বিত্ব সৃষ্টি করেছে।

দ+চ>চ্চ—আমোদ চাই=আমোচ্চাই

দ+ছ>চ্ছ—স্বাদ ছিল=শাচ্ছিলো (উচ্চারণে)

পরবর্তী অঘোষধ্বনি 'চ' ও 'ছ'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষধ্বনি 'দ' অঘোষধ্বনি 'চ' এ পরিবর্তিত হ'য়ে এখানে দ্বিত্ব ঘটিয়েছে।

দ+জ>জ্জ—খোদ জোমিদার=খোজ্জমিদার

(তুং বদ জাত>বজ্জাত)

দ+ঝ>জ্ঝ—ছাদ ঝুলছে=ছাজ্ঝুলছে।

ধ+চ>চ্চ—দুধ চাই=দুচ্চাই

ধ+ছ>চ্ছ—সাধ ছিল=শাচ্ছিলো

অবোধ ছেলে=অবোচ্ছেলে

ধ+জ>জ্জ—সাধ জাগে=শাজ্জাগে

ধ+ঝ>জ্ঝ—দুধ ঝরা =দুজ্ঝরা।

'ধ'+'চ', 'ছ'-তে 'ধ' মহাপ্রাণতা ও ঘোষতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতা লাভ ক'রে অঘোষ 'চ' এ পরিণত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে দ্বিত্বলাভ করেছে; আর 'ধ'+'জ', 'ঝ'-তে 'ধ' শুধু মহাপ্রাণতা হারিয়ে 'জ'-এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

২৬। শব্দশেষে 'চ' বর্গীয় ধ্বনির পরে শব্দারম্ভে 'শ' থাকলে উক্ত চ-বর্গীয় ধ্বনির উষ্মীভবন ঘটে, ফলে পরবর্তী উষ্মধ্বনি 'শ' এর সঙ্গে তার দ্বিত্ব হয়। যেমনঃ—

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) 'চ' বর্গীয় ধ্বনি+উষ্ম 'শ' এর দ্বিত্ব

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+শ>শ্‌শ—পাঁচ শ=পাঁশ্‌শো।

চ+স>শ্‌শ—পাঁচ সের=পাঁশ্‌শের

পাঁচ সিকে=পাঁশ্‌শিকে

ছ+স>শ্‌শ—মাছ সাঁতার=মাশ্‌শাঁতার

জ+শ>শ্‌শ—বাজ শ্যালক=বাশ্‌শ্যালক।

শব্দশেষের 'ত' এর পরের 'শ' দ্রুত উচ্চারণে সময়ে সময়ে তার পূর্ববর্তী 'ত'কে 'শ' এ পরিবর্তিত ক'রে তার দ্বিত্ব ঘটায়। এটিও পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত। যেমন ঃ—

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) ত+উষ্ম 'শ'-এর দ্বিত্ব

সাত+শ>শাশ্‌শো (উচ্চারণে)

২৭। সমবর্গীয় নাসিক্য ও স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্বর্তী সন্ধি (Internal junction)র উচ্চারণ যেমন সংহত (compact) ও দৃঢ় (tense)—(তুলনীয় : বাঙ্ক্ষা, গুঞ্জন, কণ্টক, সন্তাপ, কম্প, গুম্ফ, গম্ভীর প্রভৃতি) শব্দের বহির্বর্তী (external junction) সন্ধিতে তাদের উচ্চারণ তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক কিংবা শক্তিসঞ্জাত (energetic) নয় (তুলনীয়—মন দাও, পান চাই, কোন টাকা, আম বাগান ইত্যাদি)। পরবর্তী আলোচনায় এ মন্তব্য আরও সুস্পষ্ট হবে।

সমস্থানজাত নাসিক্য ও স্পর্শ ধ্বনির সন্ধি

F+I : বহির্বর্তী সন্ধি— (external junction) তুলনীয় :— অন্তর্বর্তী সন্ধি

'ন'+ত-বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

ন্‌+ত—কোন তার, ধান তোলা ,, (সন্তান, কিন্তু ইত্যাদি)

ন্‌+থ—ধান থোওয়া, কোন থালা ,, (পন্থা, মন্থন ইত্যাদি)

ন্‌+দ—মন দাও, পান দেওয়া ,, (মন্দা, মন্দির ইত্যাদি)

ন্‌+ধ—কান ধরা, কোন ধান ,, (সন্ধ্যা, বন্ধ্যা ইত্যাদি)

আমন ধান

'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ', ত-বর্গীয় এ-ধ্বনি কয়টি উচ্চারণ স্থানের দিক দিয়ে দন্ত্য, দন্তমূলীয় নয়, কিন্তু 'ন' দন্তমূলীয় ধ্বনি। সন্তান, কিন্তু প্রভৃতি শব্দের 'ন'+'ত'-এর অন্তর্বর্তী সন্ধিতে মূলধ্বনি 'ন'-এর উচ্চারণ তার সহধ্বনি (allophonic)-জাত দন্ত্যই, দন্তমূলীয় নয়। এ-পরিবেশে তারা একত্রে গঠিত ও মুক্ত হয় ব'লে 'ন্‌ত'-এর উচ্চারণ এখানে দৃঢ় ও একাত্মতাপ্রাপ্ত কিন্তু তাদের বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ন' দন্তমূলীয়ই, দন্ত্য নয়। সেখানে 'ন' এর পরে 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' ধ্বনিগুলো স্বতন্ত্রভাবে গঠিত ও মুক্ত হয়। সেজন্যে এ-বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ন'+'ত'-এর উচ্চারণ তেমন সংহত হ'তে পারে না।

'ন' ও 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে প্রায় সমস্থানজাত।

'ন'+চ-বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

'ন' দন্তমূলীয় আর 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' দন্তমূলীয় তালব্য তথা প্রশস্ত দন্তমূলীয়। এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিভের পাতা দন্তমূলে প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলে বঞ্চনা, মাঞ্জা প্রভৃতি শব্দের পূর্ববর্তী 'ন' এর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সন্ধি স্থাপনের কালে উক্ত 'ন'কেও দন্তমূলীয় তালব্য 'ন' তথা 'ঞ'তে পরিণত করে। এ পরিবেশে আমরা দন্তমূলীয় মূলধ্বনি (Phoneme) 'ন' এর সহধ্বনি (allophone) 'ঞ'কে পাই। সেজন্যে কঞ্চি, বঞ্চনা প্রভৃতি শব্দে 'ন'-এর সহধ্বনি তালব্য 'ঞ'র উচ্চারণও সংহত এবং দৃঢ়। পান্ চাই, পান্ চিবানো প্রভৃতি বহির্বর্তী সন্ধির কালে পরবর্তী শব্দের 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' গঠিত হবার পরে পরেই পূর্ববর্তী 'ন'-এর উচ্চারকেরা (জিহ্বাগ্রভাগ এবং দন্তমূল) স্থানচ্যুত হ'য়ে দ্রুত পরবর্তী ধ্বনি গঠনে অগ্রসর হয়। এ-জন্যেই আমরা এ পরিবেশে তাদের কোমলতর উচ্চারণ অনুভব করি। নিম্নের উদাহরণগুলো বারংবার আওড়িয়ে এ-মন্তব্য পরীক্ষা করা যেতে পারে—

F+I : বহির্বর্তী সন্ধি—	তুলনীয় :—	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ন+চ—পান্ চাই, পান্ চিবানো	,,	কঞ্চি, কাঞ্চন, বঞ্চনা
ন+ছ—কোন্ ছালা, দিন্ ছিল	,,	বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত
ন+জ—জান্ যায়, মন্ জয় করা	,,	জঞ্জাল, সঞ্জাত
ন+ঝ—ঝন্ ঝন, কান্ ঝাঁপি	,,	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট

শব্দমধ্যবর্তী 'ট', 'ঠ', 'ড' এবং 'ঢ'-এর পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ন' এর সহধ্বনি দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ণ'কে পাই। তার কারণ 'ট'-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনি কয়টিও দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি। একই শব্দে 'ন' এবং 'ট'-বর্গীয় ধ্বনি কয়টির অন্তর্বর্তী সন্ধিতে তারা একই সঙ্গে গঠিত ও মুক্ত হয় ব'লে তাদের উচ্চারণও সংহত এবং দৃঢ় কিন্তু বহির্বর্তী সন্ধিতে তারা পৃথকভাবে মুক্ত না হলেও পৃথকভাবে গঠিত হয়। সেজন্য তাদের উচ্চারণও অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় কোমলতর। তুলনীয়:—

'ন'+ট বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

F+I : বহির্বর্তী সন্ধি—	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ন+ট—কোন্ টাকা, কেমন্ টাকা পাও	কণ্টক, ঘণ্টা
ন+ঠ—বাগান্ ঠিকা নেওয়া	কণ্ঠ, কাণ্ঠা
ন+ড—বাগান্ ডেকে নিয়েছি	মণ্ডা, গুণ্ডা, ভণ্ডামি
ন+ঢ—কান্ ঢাকো	×

উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে নাসিক্যধ্বনি 'ঙ' এবং ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলো একই স্থানভুক্ত অর্থাৎ পশ্চাত্তালুজাত। বহির্বর্তী সন্ধিতেও তারা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয় না। তবু অন্তর্বর্তী সন্ধিতে তাদের উচ্চারণ যতটা দৃঢ় এবং একীভূত, বহির্বর্তী সন্ধিতে তেমন নয়, বরং কোমলতর।

পশ্চাত্তালুজাত 'ঙ'+ক-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনির সন্ধি

তুলনীয়:—

বহির্বর্তী সন্ধি—	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ঙ্+ক—রং করা, ঢঙ্ করা	ঝঙ্কার, কঙ্কণ
ঙ্+খ—রং খাওয়া	শঙ্খ,
ঙ্+গ—রং গুলো	রঙ্গ, সঙ্গ, মঙ্গল
ঙ্+ঘ—রং ঘোলা	সঙ্ঘ

সমস্থানজাত 'ম' ও প-বর্গীয় ধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধিঘটিত উচ্চারণ অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় কোমলতর।

ওষ্ঠ্য 'ম'+প-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনির সন্ধি

বহির্বর্তী সন্ধি—	তুলনীয়—	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ম্+প—ঘুম্ পাওয়া, আম্ পাড়া	"	কম্প, ঝম্প।
ম্+ফ—কদম্ ফুল, জাম্ ফুল	"	গুম্ফ, লম্ফ।
ম্+ব—আম্ বাগান, ঘাম্ বেরুনো	"	অম্বর, কম্বল।
ম্+ভ—কাম্ ভয়	"	গম্ভীর।

সমস্থানজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ও স্পর্শধ্বনির অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় বহির্বর্তী সন্ধির উচ্চারণ যে কোমলতর তা ফোনেটিক ল্যাবরেটরীতেও পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। তুলনামূলকভাবে অন্তর ও বহির্বর্তী সন্ধিঘটিত ধ্বনির মৌখিক কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং নিলে দেখা যাবে অন্তর্বর্তী সন্ধির পরস্থিত স্বরধ্বনিটির তরঙ্গভঙ্গ (wave form) গভীর ও বিস্তৃততর। আপেক্ষিকভাবে এ-ধরনের গভীর ও বিস্তৃততর তরঙ্গভঙ্গকে অন্তর্বর্তী সন্ধিঘটিত ধ্বনিগুলোর দৃঢ় ও জোরালো মুক্তির সঙ্গে মেলানো যায়।*

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের ভিন্নস্থান-জাত (Heterorganic) ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী-সন্ধি

Prosody of Junction : অভিনিধান

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনির 'ক', 'ট', 'ত' এবং 'প'র পরে বিভিন্ন বর্গের স্বল্প ও মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো নতুন শব্দগঠন করলে পূর্ববর্তী ধ্বনিটি এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো অভিনিধানপ্রাপ্ত (স্বরবিহীন হলন্ত তথা অসম্পূর্ণ) উচ্চারণ লাভ করে। এদের পরে 'র', 'ল', 'ন', 'ম' এবং 'শ' নতুন শব্দ গঠন করলেও পূর্ববর্তী শব্দশেষের 'ক', 'ট', 'ত' এবং 'প'-এর উচ্চারণ একইভাবে অভিনিধানপ্রাপ্ত হয়। কেবল শব্দশেষের প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি 'চ'-এর পরে 'ট', 'ঠ' এবং 'ত', 'থ' ধ্বনিগুলো এসে দ্রুত উচ্চারণে 'চ'>'স' তে পরিবর্তিত হ'য়ে স-কারীভবন তথা উষ্মীভবনের সৃষ্টি করতে পারে। শব্দশেষের 'ত'-এর পরে শব্দারম্ভের 'শ' কখনও কখনও পূর্ববর্তী 'ত'-কে 'শ'তে পরিবর্তিত ক'রে উষ্মী এবং দ্বিত্বীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আবার 'ত'-র পরে চ-বর্গীয় ধ্বনির ফলেও পরাগত দ্বিত্বীভবনের সৃষ্টি হয়। বহির্বর্তী সন্ধির উদাহরণগুলো থেকে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :—

---

* দ্রষ্টব্য : Hai, M. A., *Study of Nasals and Nasalization in Bengali*, D. U. 1960, p. 222

(ক) F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। ক+চ : শাক চাই = শাক্‌চাই
ক+ট : তামাক টানা = তামাক্‌টানা
ক+ত : এক তোলা = এক্‌তোলা
ক+প : শোক পাওয়া = শোক্‌পাওয়া

২। ক+ছ : শাক ছিটানো = শাক্‌ছিটানো
ক+ঠ : এক ঠাঁই = এক্‌ঠাঁই
ক+থ : এক থাল = এক্‌থাল
ক+ফ : নাক ফুল = নাক্‌ফুল

৩। ক+ব : এক বশি = এক্‌ব্‌শি

৪। ক+ল : এক লাখ = এক্‌লাখ

৫। ক+ন : পাক নাপাক = পাক্‌নাপাক

৬। ক+ম : নাক মুচড়ানো = নাক্‌মুচড়ানো

৭। ক+শ : যাক সে এসেছে = যাক্‌সে এসেছে
নাক শাফ কবা = নাক্‌শাফ করা

(খ)

১। চ+ক : পাঁচ কন্যা = পাঁচ্‌কন্যা
চ+প : পাঁচ পোওয়া = পাঁচ্‌পোওয়া

২। চ+খ : কাঁচ খেতে নেই = কাঁচ্‌খেতে নেই
চ+ফ : পাঁচ ফুচকে = পাঁচফুচকে
চ+র : কাঁচ বেখে দাও = কাঁচ্‌রেখে দাও

F + I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। চ+ল : পাঁচ লাখ = পাঁচ্‌লাখ
৫। চ+ন : পাঁচ নবী = পাঁচ্‌নবী
৬। চ+ম : পাঁচ মেয়ে = পাঁচ্‌মেয়ে

(গ)

ট+ক : পেট কামড়ানো, গাঁট কাটা = পেট্‌কামড়ানো, গাঁট্‌কাটা
ট+চ : পেট চোঁ চোঁ করে = পেট্‌চোঁ চোঁ করে
ট+ত : পাট তোলা = পাট্‌তোলা
ট+প : জট পাকানো = জট্‌পাকানো
ট+খ : আট খানা = আট্‌খানা
ট+ছ : ও জমিতে পাট ছিল = ও জমিতে পাট্‌ছিল
ট+থ : ওখানে সাট থোও = ওখানে সাট্‌থোও
ট+ফ : পেট ফাঁপা = পেট্‌ফাঁপা
৩। ট+র : একটু ছিট রেখো = একটু ছিট্‌রেখো
৪। ট+ল : ও ঘাট লিখে নিয়েছে = ও ঘাট্‌ লিখে নিয়েছে
৫। ট+ন : পেট নাই = পেট্‌নাই
৬। ট+ম : পেট মলা = পেট্‌মলা
৭। ট+শ : লাট সাহেব = লাট্‌সাহেব

(ঘ)

১। ত+ক : হাত করা = হাত্‌করা
ত+ট : সাত টাকা = সাত্‌টাকা
ত+প : পাত পাড়া = পাত্‌পাড়া
২। ত+খ : ভাত খাওয়া, জাত খোয়ানো = ভাত্‌খাওয়া, জাত্‌খোয়ানো

	F+I	:	(বহির্বর্তী সন্ধি)	
	ত+ঠ	:	সাত ঠিলি	=সাত্‌ঠিলি
	ত+ফ	:	বাত ফুবানো	=রাত্‌ফুরানো
৩।	ত+র	:	হাত রাখা	=হাত্‌রাখা
৪।	ত+ল	:	সাত লাথ	=সাত্‌লাখ
৫।	ত+ন	:	হাত নাই	=হাত্‌নাই
৬।	ত+ম	:	বেত মারা	=বেত্‌মারা
৭।	ত+শ	:	সাত শ’	=সাত্‌শো

(ঙ)

১।	প+ক	:	পাপ করা, চুপ করো	=পাপ্‌করা, চুপ্‌করো
	প+চ	:	বাপ চাইলেন	=বাপ্‌চাইলেন
	প+ট	:	বাপ টাকা চান	=বাপ্‌টাকা চান
	প+ত	:	পাপ তবিয়ে নেওয়া	=পাপ্‌তবিয়ে নেওয়া
২।	প+খ	:	খাপ খোলা	=খাপ্‌খোলা
	প+ছ	:	সাপ ছিল	=সাপ্‌ ছিল
	প+ঠ	:	রূপ ঠিকরে পড়া	=রূপ্‌ঠিকবে পড়া
	প+থ	:	চুপ থাকো	=চুপ্‌থাকো
৩।	প+র	:	মাপ রাখা	=মাপ্‌রাখা
৪।	প+ল	:	তাপ লাগা	=তাপ_লাগা
৫।	প+ন	:	মাপ নেওয়া, মাপ নাই	=মাপ নেওয়া, মাপ্‌নাই
৬।	প+ম	:	বাপ মারা গেছেন	=বাপ্‌মারা গেছেন
৭।	শ+শ	:	আলাপ সালাপ করা	=আলাপ্‌সালাপ্‌ করা

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি 'গ', 'দ', 'ব' শব্দারম্ভের স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি এবং 'র', 'ল', 'ন', 'ম' ও 'শ' ধ্বনি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়না। এরকম ক্ষেত্রে তারাও এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে, অন্য কথায় অভিনিধ'নপ্রাপ্ত হয়। শব্দশেষের 'দ', 'ব' এবং তাড়নজাত ধ্বনি 'ড়' পরবর্তী শব্দের অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হলেও তাদের অভিনিধান-প্রাপ্ত অবস্থা থাকে। শব্দশেষের 'জ' সম্পর্কে, অবশ্য এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। 'ড', 'ঢ', 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ', 'ভ' এবং 'র', 'ল' পরে এলে 'জ'-এর আশ্চর্য ভাবে উষ্মীভবন ঘটায়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

(১) শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি

উদাহরণ :

(ক) F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। গ+জ : রাগ জয় করো =রাগ্‌জয় করো
গ+ড : কোন দাগ ডেকেছো =কোন দাগ্ ডেকেছো
গ+দ : দাগ দেওয়া =দাগ্ দেওয়া
গ+ব : ভাগ বসানো =ভাগ্ বসানো
২। গ+ঝ : রাগ ঝেড়ে ফেলো =রাগ্ জেড়ে ফেলো
গ+ঢ : জাগ ঢেকে দাও =জাগ্ ঢেকে দাও
গ+ধ : দাগ ধরে গেছে =দাগ্ ধরে গেছে
গ+ভ : তার রোগ ভয় নেই =তার্ রোগ ভয় নেই
৩। গ+র : তার রাগ রাগ ভাব =তার রাগ্ রাগ ভাব
৪। গ+ল : ও দাগ লেখা হয়েছে =ও দাগ্ লেখা হয়েছে
৫। গ+ন : বাগ নাই =বাগ্ নাই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬। গ+ম : কয়ভাগ মেবেছো =কয়ভাগ্‌মেরেছো

৭। গ+স : ভাগ শালা ভাগ =ভাগ্‌শালা ভাগ

(খ)

১। জ+ক : এক কাজ করো =এক্‌কাজ কবো

২। জ+খ : বাজ খাটানো =রাজ্‌খাটানো

৩। জ+গ : কাজ গুছানো =কাজ্‌গুছানো

৪। জ+ঘ : আজ ঘবে ফিরে যাও =আজ্‌ঘরে ফিরে যাও

৫। জ+ট : বাজ টাকা চায় =রাজ্‌টাকা চায়

৬। জ+ঠ : কাজ ঠিক করেছো =কাজ্‌ঠিক করেছো

৭। জ+প : লাজ পাওয়া =লাজ্‌পাওয়া

৮। জ+ফ : রাজ ফিরিয়ে দেওয়া =বাজ্‌ফিরিয়ে দেওয়া

৯। জ+ব : আজ বড়োদিন =আজ্‌বড়োদিন

১০। জ+ন : কাজ নাই =কাজ্‌নাই

১১। জ+ম : আজ মজলিস বসবে =আজ্‌মজলিস বসবে

(গ)

১। দ+ক : আবাদ করা, খাদ কাটা =আবাদ্‌করা, খাদ্‌কাটা

২। দ+ট : খাদ টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও =খাদ্‌টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও

দ+প : স্বাদ পেয়েছে =স্বাদ্‌পেয়েছে

২। দ+খ্ : পদ খালি হয়েছে =পদ্‌খালি হয়েছে

দ+ঠ : ছাদ ঠিক করা =ছাদ্‌ঠিক করা

দ+ফ : ছাদ ফেটে পানি পড়া =ছাদ্‌ফেটে পানি পড়া

৩। দ+গ : ছাদ গোনা =ছাদ্‌গোনা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

	দ+ড : ছাদ্ ডালে ঢেকে গেছে	=ছাদ্ডালে ঢেকে গেছে
	দ+ব : প্রবাদ্ বাক্য	=প্রবাদ্বাক্য
৪।	দ+ঘ : প্রমোদ্ ঘব	=প্রমোদ্ঘর
	দ+ঢ : খাদ্ ঢেকে দাও	=খাদ্ঢেকে দাও
	দ+ভ : এবার আবাদ্ ভাল হয়নি	=এবাব আবাদ্ ভাল হয়নি
৫।	দ+র : ছাদ্ বেখে অন্য কাজ করো	=ছাদ্বেখে অন্য কাজ করো
	দ+ল : স্বাদ্ লাগে	=স্বাদ্লাগে
	দ+ন : দাদ্ নেওয়া	=দাদ্নেওয়া
	দ+ম : স্বাদ্ মবে গেছে	=স্বাদ্মরে গেছে
	দ+শ : বাদ্ সাধা	=বাদ্সাধা

(ঘ)

১।	ব+ক : ভাব্ করা, বব্ কাটা	=ভাব্করা, বব্কাটা
	ব+চ : সব্ চাই	=সব্চাই
	ব+ট : সব টাকা দিয়েছো	=সব্টাকা দিযেছো
	ব+ত : খুব্ তাপ ছিল	=খুব্তাপ ছিল
২।	ব+খ : খুব্ খারাপ	=খুব্খারাপ
	ব+ছ : সব ছেলে	=সব্ছেলে
	ব+ঠ : খুব্ ঠকেছে	=খুব্ ঠকেছে
	ব+থ : ভাব্ থাকা	=ভাব্থাকা
৩।	ব+গ : খুব্ গাল দাও	=খুব্গাল দাও
	ব+জ : সব জল	=সব্জল

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ব+ড : খুব ডাক	=	খুব্ ডাক
ব+দ : খাব দেখা	=	খাব্ দেখা
৪। ব+ঘ : খুব ঘোরা	=	খুব্ ঘোরা
ব+ঝ : খুব ঝোঁক	=	খুব্ ঝোঁক
ব+ঢ : খুব ঢাক পেটানো	=	খুব্ ঢাক পেটানো
ব+ধ : ভাব ধার কবা	=	ভাব্ ধাব করা
৫। ব+র : সব বাগ আমাব ওপর	=	সব্ বাগ আমাব ওপর
ব+ল : সব লোক	=	সব্ লোক
ব+ন : ভাবনা থাকা	=	ভাব্ নাথাকা
ব+ম : সব মেয়ে	=	সব্ মেয়ে
ব+শ : ভাব সঙ্কোচ কবা	=	ভাব্ শঙ্কোচ কবা (উচ্চারণে)

(ঙ)

১। ড+ক : হাড় কুড়ানো	=	হাড়্ কুড়ানো
ড়+চ : হাড় চোষা	=	হাড়্ চোষা
ড়+ত : কাপড় তোলা	=	কাপড়্ তোলা
ড়+প : কাপড় পবা	=	কাপড়্ পরা
২। ড়+খ : গড় খালি ছিল	=	গড়্ খালি ছিল
ড়+ছ : কাপড় ছিল	=	কাপড়্ ছিল
ড়+থ : ও কাপড় থাক	=	ও কাপড়্ থাক
ড়+ফ : মাড় ফেলা	=	মাড়্ ফেলা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৩। ড়+গ : হাড় গিলছে = হাড়্গিলছে

ড়+জ : কাপড় জামা = কাপড়্জামা

ড়+দ : মাড় দেওয়া = মাড়্দেওয়া

ড়=ব : ওব বড়ো বাড় বেড়েছে = ওর বড়োবাড়্বেড়েছে

৪। ড়+ঘ : ঘাড় ঘোবানো = ঘাড়্ঘোবানো

ড+ঝ : বাদুড় ঝোলা = বাদুড়্ঝোলা

ড়+ধ : কাপড় ধোয়া = কাপড্ধোওয়া

ড়+ভ : ভাঁড় ভেঙেছে = ভাঁড়্ভেঙেছে

৫। ড়+র : কাপড় রেখে দাও = কাপড়্রেখে দাও

ড়+ল : জাড় লাগা = জাড়্লাগা

ড়+ন : মাড় নাই = মাড়্নাই

ড়+ম : মাড় মাড়া = মাড়্মাড়া

ড়+শ : মড় মড় শব্দ = মড়্মড়শব্দ

শব্দশেষের 'ন', 'ম', 'ল' এবং 'স' তাদের পরবর্তী শব্দে 'ঙ' এবং 'ড়', 'ঢ়' ছাড়া সম্ভাব্য সকল ধ্বনির দ্বারাই অনুসৃত হয়। তাদেব সমস্থানজাত ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হ'লে শব্দশেষে তাবা হলন্ত উচ্চাবণ লাভ করে কিন্তু 'অভিনিধান' প্রাপ্ত ধ্বনির মতো তেমন 'পীড়িত' কি 'নিষ্পিষ্ট' হয় না।

(ক)

১। ন+ক : গান করা = গান্করা

ন+খ : জান খেয়ে ফেলা = জান্খেয়ে ফেলা

ন+গ : প্রাণ গেল = প্রাণ্গেল

ন+ঘ : বাগান ঘেরা = বাগান্ঘেরা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

২। ন+প ঃ মন পাওয়া =মন্‌পাওয়া
ন+ফ ঃ প্রাণ ফিরে পাওয়া =প্রাণ্‌ফিরে পাওয়া
ন+ব ঃ পান বানানো =পান্‌বানানো
ন+ভ ঃ কান্ ভারী করা =কান্‌ভারী করা
ন+ম ঃ আপন মা =আপন্‌মা
৩। ন+র ঃ মান রেখো =মান্‌রেখো
৪। ন+ল ঃ কেমন লোক =কেমন্‌লোক
৫। ন+স (শ) ঃ মান সম্মান =মান্‌শম্মান (উচ্চারণে)

(খ)

১। ম+ক ঃ দাম কত =দাম্‌কত
ম+খ ঃ কাম খালি, হারাম খোর =কাম্‌খালি, হারাম্‌খোর
ম+গ ঃ কদম গাছ =কদম্‌গাছ
ম+ঘ ঃ কাম ঘটিত =কাম্‌ঘটিত
২। ম+চ ঃ আরাম চাওয়া =আরাম্‌চাওয়া
ম+ছ ঃ আরাম ছিল =আবাম্‌ছিল
ম+জ ঃ কাম জয় =কাম্‌জয়
ম+ঝ ঃ গবম ঝোল =গবম্‌ঝোল
৩। ম+ট ঃ নরম টমাটো =নরম্‌টমাটো
ম+ঠ ঃ কাম ঠিক হয়েছে =কাম্‌ঠিক হয়েছে
ম+ড ঃ নাম ডাক ছিল =নাম্‌ডাক ছিল
ম+ঢ ঃ রোম ঢোকা =রোম্‌ঢোকা
৪। ম+ত ঃ কাম তোলা =কাম্‌তোলা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ম+থ : নাম থোওয়া =নাম্‌থোওয়া

ম+দ : দাম দেওয়া =দাম্‌দেওয়া

ম+ধ : নাম ধাম =নাম্‌ধাম

ম+ন : দাম নেওয়া =দাম্‌নেওয়া

৫। ম+র : নাম রাখা =নাম্‌রাখা

৬। ম+ল : নাম লেখা, সরম লাগা =নাম্‌লেখা, শরম্‌লাগা

৭। ম+শ : কাম শেষ =কাম্‌শেষ

(গ)

১। ল+ক : জাল করা =জাল্‌করা

ল+খ : টাল খাওয়া =টাল্‌খাওয়া

ল+গ : নীল গাই, মাল গুদাম =নীল্‌গাই, মাল্‌গুদাম

ল+ঘ : লাল ঘোড়া =লাল্‌ঘোড়া

২। ল+চ : মাল চালানো =মাল্‌চালানো

ল+ছ : জল ছড়ানো =জল্‌ছড়ানো

ল+জ : লাল জাল =লাল্‌জাল

ল+ঝ : লাল ঝুলি, জল ঝরা =লাল্‌ঝুলি, জল্‌ঝরা

৩। ল+ট : লাল টিয়া =লাল্‌টিয়া, তুঃ উল্টো, পাল্টা

ল+ঠ : খাল ঠিক করা =খাল্‌ঠিক করা

ল+ড : লাল ডোর =লাল্‌ডোর

ল+ঢ : মাল ঢেকে দাও =মাল্‌ঢেকে দাও

'ল' এবং ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে সমস্থানজাত। কিন্তু উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র। সেজন্য শব্দমধ্যবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বস্থিত 'ল'য়ে তাদের জিভের ডগা পাল্টানো-জনিত প্রতিবেষ্টন-জাত উচ্চারণ প্রকৃতি

সংক্রামিত হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে মূল দন্তমূলীয় 'ল'য়ের একটি স্বতন্ত্র সহধ্বনি (allophone)-র সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে 'ল' এবং 'ট' স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং তাদের উচ্চারকেরা পৃথকভাবে মুক্ত হয় না ব'লে এ-পরিবেশে শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধিজনিত 'ল্ট'-এর সংহত (compact) উচ্চারণ হয়। শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের 'ল'+'ট' প্রভৃতির বহির্বর্তী সন্ধির 'ল' হলন্ত উচ্চারণ পেলেও উচ্চারকেরা পরবর্তী ধ্বনিটি গঠন করতে না করতেই তাদের পূর্ববর্তী সংস্পর্শ (contact) পৃথক হয়ে যায়। সেজন্যে তাদের উচ্চারণ সংহত নয়।

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। ল+ত : পাল্ তোলা = পাল্‌তোলা, তুঃ আলতা, পল্‌তে

ল+থ : লাল্ থাল = লাল্‌থাল

ল+দ : গাল্ দেওয়া = গাল্‌দেওয়া, তুঃ জল্‌দি

ল+ধ : চাল্ ধোওয়া = চাল্‌ধোওয়া

ল+ন : জাল্ নোট = জাল্‌নোট

দন্তমূলীয় ল-এর দন্ত্য সহধ্বনি (allophone)র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে। সেজন্যে শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধি (close sequence)-তে 'ল্ত' এর উচ্চারণ সংহত কিন্তু বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ল' হলন্ত উচ্চারণ লাভ করলেও 'ল' এবং পরবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয় ব'লে তাদের উচ্চারণ শিথিল এবং অপেক্ষাকৃত কোমলতর।

৫। ল+প : কাল্ পাওয়া = কাল্‌পাওয়া

ল+ফ : জাল্ ফেলা = জাল্‌ফেলা

ল+ব : মাল্ বাবু = মাল্‌বাবু

ল+ভ : চাল্ ভালো = চাল্‌ভালো

ল+ম : লাল্ মরিচ = লাল্‌মরিচ

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬।	ল+র :	মাল্ রেখে টাকা দাও	= মাল্‌রেখে টাকা দাও	
	ল+শ :	লাল্ শালু	= লাল্‌শালু	

(ঘ)

১।	শ+ক :	বাস্ করা	= বাশ্‌করা	(উচ্চারণে)
	শ+খ :	ঘাস্ খাওয়া	= ঘাশ্‌খাওয়া	"
	শ+গ :	ঘাস্ গেলা	= ঘাশ্‌গেলা	"
	শ+ঘ :	ঘাস্ ঘনানো	= ঘাশ্‌ঘনানো	"
২।	শ+চ :	বাতাস্ চাই	= বাতাশ্‌চাই	"
	শ+ছ :	ঘাস্ ছেলা	= ঘাশ্‌ছেলা	"
	শ+জ :	ঘাস্ যায়	= ঘাশ্‌জায়	"
	শ+ঝ :	ঘাস্ ঝাড়া	= ঘাশ্‌ঝাড়া	"
৩।	শ+ট :	ঘাস্ টাকা দিয়ে কেনা	= ঘাশ্‌টাকা দিয়ে কেনা	"
	শ+ঠ :	চাষ্ ঠিক হয়নি	= চাশ্‌ঠিক হয়নি	"
	শ+ড :	খাস্ ডাকবাংলো	= খাশ্‌ডাকবাংলো	"
	শ+ঢ :	খাস্ ঢালী	= খাশ্‌ঢালী	"
৪।	শ+ত :	খাস্ তবলচী	= খাশ্‌তবলচী	"
	শ+থ :	আকাশ্ থেকে পড়া	= আকাশ্‌থেকে পড়া	
	শ+দ :	বাঁশ্ দেওয়া	= বাঁশ্‌দেওয়া	
	শ+ধ :	হাঁস্ ধরা	= হাঁশ্‌ধরা	(উচ্চারণে)
	শ+ন :	প্রবেশ্ নিষেধ	= প্রবেশ্‌নিষেধ	
৫।	শ+প :	মাস্ পড়েছে	= মাশ্‌পড়েছে	(উচ্চারণে)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

শ+ফ : শ্বাস্ ফেলা =শ্বাশ্‌ফেলা (উচ্চারণে)

শ+ব : বেতস্ বন =বেতশ্ বন ,,

শ+ভ : আকাশ্ ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে =আকাশ্ ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে

শ+ম : ঘাস্ মশলা =ঘাশ্ মশলা (উচ্চারণে)

৬। শ+ব : শ্বাস্ বোধ =শ্বাশ্ বোধ ,,

৭। শ+ল : খাশ্ লোক =খাশ্ লোক ,,

(৩) ভিন্নস্থান জাত মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+অন্যধ্বনি

'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ' অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়। এ রকম ধ্বনি পরবর্তী শব্দারম্ভের ভিন্নস্থানজাত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি 'র', 'ল', 'ন', 'ম' এবং 'শ' দ্বারা অনুসৃত হ'লে মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। (কেবল 'ছ' পরবর্তী শব্দের 'ট', 'ঠ' এবং 'ত', 'থ' এর পূর্বে সকারীভবন লাভ করতে পারে।) যথা :—

(ক)

১। খ+চ =ক্‌চ : লাখ্ চাই =লাক্ চাই

খ+ট =ক্‌ট : লাখ্ টাকা চাই =লাক্ টাকা চাই

খ+ত =ক্‌ত : রাখ্ তোর কথা =রাক্ তোর কথা

খ+প =ক্‌প : লাখ্ পাওয়ারের যন্ত্র =লাক্‌পাওয়ারের যন্ত্র

২। খ+ছ =ক্‌ছ : টাকা তার লাখ্ লাখ্ ছিল =টাকা তার লাক্ লাক্ ছিল

খ+ঠ =ক্‌ঠ : মুখ্ ঠোকা =মুক্ ঠোকা

খ+থ =ক্‌থ : সে তুমি লাখ্ থোও =সে তুমি লাক্ থোও

খ+ফ =ক্‌ফ : লাখ লাখ্ ফুল =লাক্ লাক্ ফুল

	F+I		: (বহির্বর্তী সন্ধি)	
৩।	খ+র	=ক্‌র :	রাখ্‌ তোর টাকা	=রাক্‌তোর টাকা
৪।	খ+ল	=ক্‌ল :	লাখ্‌ লাখ লোক	=লাক্‌লাক্‌লোক
৫।	খ+ন	=ক্‌ন :	বাথ্‌ নাচন	=রাক্‌নাচন
৬।	খ+ম	=ক্‌ম :	টাকা লাখ লাখ্‌ মারছে	=টাকা লাক্‌লাক্‌ মারছে
৭।	খ+শ	=ক্‌শ :	মাখ্‌ শালা মাখ	=মাক্‌শালা মাক

(খ)

১।	ছ+ক	=চ্‌ক :	গাছ্‌ কাটা	=গাচ্‌কাটা
	ছ+প	=চ্‌প :	মাছ্‌ পেয়েছে	=মাচ্‌পেয়েছে
২।	ছ+খ	=চ্‌খ :	মাছ্‌ খাই	=মাচ্‌খাই
	ছ+ফ	=চ্‌ফ :	গাছ্‌ ফাড়া	=গাচ্‌ফাড়া
৩।	ছ+র	=চ্‌র :	মাছ্‌ রেখো	=মাচ্‌বেখো
৪।	ছ+ল	=চ্‌ল :	গাছ্‌ লাগানো	=গাচ্‌লাগানো
৫।	ছ+ন	=চ্‌ন :	মাছ্‌ নাই	=মাচ্‌নাই
৬।	ছ+ম	=চ্‌ম :	মাছ্‌ মারা ।	=মাচ্‌মাবা

(গ)

১।	ঠ+ক	=ট্‌ক :	কাঠ্‌ কাটা	=কাট্‌কাটা
	ঠ+চ	=ট্‌চ :	কাট্‌ চেলা করা	=কাট্‌চেলা কবা
	ঠ+ত	=ট্‌ত :	পিঠ্‌ তেতে যাওয়া	=পিঠ্‌তেতে যাওয়া
	ঠ+প	=ট্‌প :	কাঠ্‌ পেয়েছো	=কাট্‌পেয়েছো
২।	ঠ+থ	=ট্‌থ :	কাঠ্‌ খড়	=কাট্‌খড়
	ঠ+ছ	=ট্‌ছ :	কাঠ্‌ ছিল	=কাট্‌ছিল

৩০—ধ্ব.বি.

	F+I		: (বহির্বর্তী সন্ধি)	
	ঠ+থ	=ট্থ	: কাঠ থোওয়া	=কাট্থোওয়া
	ঠ+ফ	=ট্ফ	: কাঠ ফাটা	=কাট্ফাটা
৩।	ঠ+র	=ট্র	: কাঠ রেখেছো	=কাট্রেখেছো
৪।	ঠ+ল	=ট্ল	: পাঠ লেখা	=পাট্লেখা
৫।	ঠ+ন	=ট্ন	: ওর পিঠ নেই	=ওর পিট্নেই
৬।	ঠ+ম	=ট্ম	: পিঠ মোড়া	=পিট্মোড়া
৭।	ঠ+শ	=ট্শ	: কাঠ শেষ	=কাট্শেষ

(ঘ)

১।	থ+ক	=ত্ক	: শপথ করা	=শপত্করা
	থ+চ	=ত্চ	: পথ চলা	=পত্চলা>পচ্চলা
	থ+ট	=ত্ট	: রথ টানা	=রত্টানা
	থ+প	=ত্প	: পথ পাওয়া	=পত্পাওয়া
২।	থ+খ	=ত্খ	: রথ খানা	=রত্খানা
	থ+ছ	=ত্ছ	: রথ ছিল	=রত্ছিল
	থ+ঠ	=ত্ঠ	: পথ ঠিক নেই	=পত্ঠিক নেই
	থ+ফ	=ত্ফ	: পথ ফেলে আসা	=পত্ফেলে আশা (উচ্চারণে)
৩।	থ+র	=ত্র	: রথ রেখে আসা	=রত্রেখে আশা ,,
৪।	থ+ল	=ত্ল	: শপথ লাগা	=শপত্লাগা
৫।	থ+ন	=ত্ন	: সাথ নেওয়া	=শাত্নেওয়া (উচ্চারণে)
৬।	থ+ম	=ত্ম	: পথ মেরে আসা	=পত্মেরে আশা (,,)
৭।	থ+স	=ত্শ	: পথ সেরে আসা	=পত্শেরে আশা (,,)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ঙ)

১।	ফ+ক	=প্‌ক	: হাফ্ করে দাও	= হাপ্‌ কবে দাও
	ফ+চ	=প্‌চ	: হাফ্ চাই	= হাপ্‌ চাই
	ফ+ট	=প্‌ট	: কফ্ টাটকা	= কপ্‌ টাটকা
	ফ+ত	=প্‌ত	: কফ তোলা	= কপ্‌ তোলা
২।	ফ+খ	=প্‌খ	: কফ্ খাওয়া	= কপ্‌ খাওয়া
	ফ+ছ	=প্‌ছ	: হাফ ছেড়ে বাঁচা	= হাপ্‌ ছেড়ে বাঁচা
	ফ+ঠ	=প্‌ঠ	: হাফ ঠিক হয়েছে	= হাপ্‌ ঠিক হয়েছে
	ফ+থ	=প্‌থ	: শাফ্ থাকা	= শাপ্‌ থাকা
৩।	ফ+র	=প্‌র	: বরফ্ রাখা	= বরপ্‌ রাখা
৪।	ফ+ল	=প্‌ল	: হাফ্ লেখা	= হাপ্‌ লেখা
৫।	ফ+ন	=প্‌ন	: বরফ্ নাই	= ববপ্‌ নাই
৬।	ফ+শ	=প্‌শ	: শাফ্ সুতরা	= শাপ্‌ সুতবা

'ঘ', 'ঝ', 'ধ', 'ভ' ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়। শব্দশেষে 'ঢ' এর পবিবর্তে 'ঢ়' ব্যবহৃত হয়। তার ব্যবহাব সীমাবদ্ধ হ'লেও 'ঢ়'ও এ-পরিবেশে মহাপ্রাণতা হাবায়। শব্দশেষে 'ঝ'র ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ, তাব কারণ শব্দশেষে 'ঝ' দিয়ে প্রচুব শব্দ পাওয়া যায় না। যে কয়টি শব্দ পাওয়া যায় তাবপবে শব্দাবম্ভের কোনো কোনো ধ্বনি থাকলে 'ঝ' তার স্ববর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি 'জ'তে পবিবর্তিত না হয়ে 'z' জাতীয় উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হযে যায়। এ-সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা কবা হবে। এছাড়া অন্যত্র 'ঝ' সহ 'ঘ', 'ঢ়', 'ধ', 'ভ' তৎপববর্তী শব্দের ভিন্নস্থানজাত সম্ভাব্য স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষ কি অঘোষ ধ্বনি এবং 'র', 'ল', 'ন', 'ম' এবং 'শ' দ্বারা

(৪) ভিন্নস্থানজাত ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি+অন্যধ্বনি

অনুসৃত হ'লে শুধু তাদের মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। যথা—

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :—

১। ঘ+চ = ঘ্‌চ: বাগ্‌ চাই = বাগ্‌চাই
ঘ+ট = গ্‌ট: বাঘ টের পেয়েছে = বাগ্‌টের পেয়েছে
ঘ+ত = গ্‌ত: বাঘ তাকাচ্ছে = বাগ্‌তাকাচ্ছে
ঘ+প = গ্‌প: বাঘ পড়েছে = বাগ্‌পড়েছে

২। ঘ+ছ = গ্‌ছ: বাঘ ছিল = বাগ্‌ছিল
ঘ+ঠ = গ্‌ঠ: বাঘ ঠাঁই ঠিকানা চেনে = বাগ্‌ঠাঁই ঠিকানা চেনে
ঘ+থ = গ্‌থ: বাঘ থাবা = বাগ্‌থাবা
ঘ+ফ = গ্‌ফ: বাঘ ফাঁদে পড়েছে = বাগ্‌ফাঁদে পড়েছে

৩। ঘ+জ = গ্‌জ: বাঘ যায় = বাগ্‌জায় (উচ্চারণে)
ঘ+ড = গ্‌ড: বাগ ডাকে = বাগ্‌ডাকে
ঘ+দ = গ্‌দ: বাঘ দেখা = বাগ্‌দেখা
ঘ+ব = গ্‌ব: বাঘ বেবিযেছে = বাগ্‌বেবিয়েছে

৪। ঘ+ঝ = গ্‌ঝ: বাঘ ঝোঁপে ঢুকেছে = বাগ্‌ঝোঁপে ঢুকেছে
ঘ+ঢ = গ্‌ঢ: বাঘ ঢুকেছে = বাগ্‌ঢু'কছে
ঘ+দ = গ্‌দ: বাঘ দেখা = বাগ্‌দেখা
ঘ+ভ = গ্‌ভ: বাঘ ভয় = বাগ ভয়

৫। ঘ+র = গ্‌র: বাঘ রুখেছে = বাগ্‌রুখেছে

৬। ঘ+ল = গ্‌ল: বাঘ লুকিয়ে গেছে = বাগ্‌লুকিয়ে গেছে

৭। ঘ+ন = গ্‌ন: বাঘ নাই = বাগ্‌নাই

৮। ঘ+ম = গ্‌ম: খোকা বাগ্‌ মারতে যায় = খোকা বাগ্‌মাবতে যায়

৯। ঘ+শ = গ্‌শ: বাঘ শিকার = বাগ্‌শিকার

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(খ) :—

১। ঝ+ক =জ্ক : সাঝ্ঁ কবে এসেছো = শাঁজ্ করে এসেছো

২। ঝ্+ন =জ্ন : মাঝ্ নৌকায় গিয়ে বসো = মাজ্ নৌকায় গিয়ে বশো

(গ) :—

১। ঢ়+ম =ড়্ম : আষাঢ় মাস = আষাড়্ মাস

(ঘ) :—

১। ধ+ক =দ্ক : সাধ্ করে = সাদ্ করে

ধ+ট =দ্ট : দুধ্ টাকা দিয়ে কিনি = দুদ্ টাকা দিয়ে কিনি

ধ+প =দ্প : কাঁধ্ পাতা = কাঁদ্ পাতা

২। ধ+খ =দ্খ : দুধ্ খাওয়া = দুদ্ খাওয়া

ধ+ঠ =দ্ঠ : দুধ্ ঠিকা খাই = দুদ্ ঠিকা খাই

ধ+ফ =দ্ফ : দুধ্ ফুরিয়ে গেছে = দুদ্ ফুরিয়ে গেছে

৩। ধ+গ =দ্গ : দুধ্ গেলা = দুদ্ গেলা

ধ+ড =দ্ড : দুধ্ ডাব = দুদ্ ডাব

ধ+ব =দ্ব : সুবোধ্ বালক = সুবোদ্ বালক

বুধ্ বার = বুদ্ বার

৪। ধ+ঘ =দ্ঘ : দুধ্ ঘোল = দুদ্ ঘোল

ধ+ঢ =দ্ঢ : দুধ্ ঢেকে দাও = দুদ্ ঢেকে দাও

ধ+ভ =দ্ভ : বাঁধ্ ভাঙ্গা = বাঁদ্ ভাঙা

৫। ধ+র =দ্র : দুধ্ রেখো = দুদ্ রেখো

৬। ধ+ল =দ্ল : দুধ্ লেগেছে = দুদ্ লেগেছে

৭। ধ+ন =দ্ন : দুধ্ নাই = দুদ্ নাই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৮। ধ+ম = দ্‌ম : দুধ মরে গেছে = দুদ্‌ মরে গেছে

৯। ধ+শ = দ্‌শ : বাদ সাধা = বাদ্‌শাধা

(ঙ) :—

১। ভ+ক = ব্‌ক : লোভ কবা = লোব্‌ করা

ভ+চ = ব্‌চ : লাভ চাওয়া = লাব্‌ চাওয়া

ভ+ট = ব্‌ট্‌ : লাভ টেকানো = লাব্‌ টেকানো

ভ+ত = ব্‌ত : লোভ তাড়ানো = লোব্‌ তাড়ানো

২। ভ+খ = ব্‌খ : লোভ খাবাপ = লোব্‌ খাবাপ

ভ+ছ = ব্‌ছ : লাভ ছেড়েছি = লাব্‌ ছেড়েছি

ভ+ঠ = ব্‌ঠ : লাভ ঠিক হয়নি = লাব্‌ ঠিক হয়নি

ভ+থ = ব্‌থ : ক্ষোভ থাকা = ক্ষোব্‌ থাকা

৩। ভ+গ = ব্‌গ : লাভ গোনা = লাব্‌ গোনা

ভ+জ = ব্‌জ : লোভ জয় = লোব্‌ জয়

ভ+ড = ব্‌ড : লাভ ডাকা = লাব্‌ ডাকা

ভ+দ = ব্‌দ : ক্ষোভ দেখানো = ক্ষোব্‌ দেখানো

৪। ভ+ঘ = ব্‌ঘ : লাভ ঘুরে আসা = লাব্‌ ঘুরে আশা (উচ্চারণে)

ভ+ঝ = ব্‌ঝ : ক্ষোভ ঝাড়া = ক্ষোব্‌ ঝাড়া

ভ+ঢ = ব্‌ঢ : ক্ষোভ ঢাকা = ক্ষোব্‌ ঢাকা

ভ+ধ = ব্‌ধ : লোভ ধরা পড়েছে = লোব্‌ ধরা পড়েছে

৫। ভ+ব = ব্‌ব : ক্ষোভ রাখা = ক্ষোব্‌ বাখা

৬। ভ+ল = ব্‌ল : লোভ লাগা = লোব্‌ লাগা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৭। ভ+ন = ব্ন : লাভ নেই = লাব্ নেই

৮। ভ+স = ব্স : ক্ষোভ সাবা = ক্ষোব্ শারা (উচ্চারণে)

শব্দশেষেব 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প' স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনিগুলোর পববর্তী শব্দে স্বল্প ও মহাপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনি এলে পববর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পবিবর্তিত হয়। এ-পরিবর্তন Regressive voicing তথা পরাগত ঘোষীভবন পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া শব্দশেষেব ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্তও হয়। এ-পরিবেশের স্পর্শধ্বনি চ-এব দ্বি-ধ্বনি পরিবর্তন (double sound change) অনুসারে ঘোষ উষ্মীভবন ঘটে। উদাহরণ :—

(৫) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি+স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

(ক) :— ক>গ

১। ক+জ = গ্জ : বাক্ জাল = বাগ্ জাল

ক+ড = গ্ড : এক ডাকে আসা = এ্যাগ্ ডাকে আশা (উচ্চারণে);

নাক ডাকা = নাগ্ ডাকা

ক+দ = গ্দ : পাক দেওয়া = পাগ্ দেওয়া

ক+ব = গ্ব : বাক বিশারদ = বাগ্ বিশাবদ

২। ক+ঝ = গ্ঝ : নাক ঝাড়া = নাগ্ ঝাড়া

ক+ঢ = গ্ঢ : নাক ঢেকে শোওয়া = নাগ্ ঢেকে শোওয়া

এক ঢোক = এগ্ ঢোক

ক+ধ = গ্ধ : শাক ধুয়ে ফেলা = শাগ্ ধুয়ে ফেলা

ক+ভ = গ্ভ : এ শাক ভালো না = এ শাগ্ ভালো না

(খ) :— চ>য(z)

১। চ+গ = য্গ : পাঁচ গ্রাম = পাঁযগ্রাম

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+ড = য্‌ড : পাঁচ ডাক =পায্‌ ডাক

চ+দ = য্‌দ : প্যাঁচ দেওয়া =প্যাঁয্‌ দেওয়া

চ+ব = য্‌ব : পাঁচ বাক্স =পাঁয্‌ বাক্স

২। চ+ঘ = য্‌ঘ : পাঁচ ঘব, নাচ ঘর =পাঁয্‌ ঘর, নায্‌ ঘর

চ+ঢ = য্‌ঢ : পাঁচ ঢোক =পাঁয্‌ ঢোক

চ+ধ = য্‌ধ : পাঁচ ধাড়া =পাঁয্‌ ধাড়া

চ+ভ = য্‌ভ : পাঁচ ভবি =পাঁয্‌ ভরি

(গ) :— ট>ড

১। ট+গ = ড্‌গ : আট গ্রাম =আড্‌ গ্রাম

ট+জ = ড্‌জ : ও ঘাট যাও =ও ঘাড্‌ যাও

ট+দ = ড্‌দ : পেট দেখানো =পেড্‌ দেখানো

ট+ব = ড্‌ব : লাট বাহাদুব =লাড্‌ বাহাদুর

২। ট+ঘ = ড্‌ঘ : ঘাট ঘেরা =ঘাড্‌ ঘেরা

ট+ঝ = ড্‌ঝ : সাট ঝেড়ে ফেলা =সাড্‌ ঝেড়ে ফেলা

ট+ধ = ড্‌ধ : পেট ধবা পড়া =পেড্‌ ধরা পড়া

ট+ভ = ড্‌ভ : পেট ভবে গেছে =পেড্‌ ভবে গেছে

(ঘ) :— ত>দ

১। ত+গ = দ্‌গ : জাত গেল =জাদ্‌ গেল

ত+ড = দ্‌ড : সাত ডাক =সাদ্‌ ডাক

ত+ব = দ্‌ব : ভাত বেড়েছো =ভাদ্‌ বেড়েছো

২। ত+ঘ = দ্‌ঘ : সাত ঘর =সাদ্‌ ঘর

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+ঝ = দ্ঝ : পাত ঝাড়া =পাদ্ ঝাড়া

ত+ঢ = দ্ঢ : পাত ঢাকা =পাদ্ ঢাকা

ত+ভ = দ্ভ : জাত ভাই =জাদ্ ভাই

(৬) :—প>অংশত 'ব'-এ পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ দ্রুত কথাবার্তায় এ-পরিবেশে 'প' আংশিক ঘোষীভূত হয় এবং অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে।

১। প+গ =ব্গ : সাপ গেলা =সাব্ গেলা

প+জ = ব্জ : দীপ জ্বালানো =দীব্ জ্বালানো

বাপ জান =বাব্ জান

প+ড = ব্ড : সাপ ডাকা =সাব্ ডাকা

প+দ = ব্দ : শাপ দেওয়া =শাব্ দেওয়া

রূপ দেখা =রূব্ দেখা

২। প+ঘ = ব্ঘ : পাপ ঘর =পাব্ ঘর

প+ঝ = ব্ঝ : ধূপ ঝাড়া =ধূব্ ঝাড়া

প+ঢ = ব্ঢ : পাপ ঢাকা =পাব্ ঢাকা

প+ধ = ব্ধ : বাপ ধন =বাব্ ধন

সাপ ধরা =সাব্ ধরা

শব্দশেষের 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ' মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। তাছাড়া পরবর্তী শব্দ স্বল্প ও মহাপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনিগুলোর দ্বারা আরম্ভ হ'লে পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনও Regressive voicing বা পরাগত ঘোষীভবনের পর্যায়ে পড়ে। শব্দশেষের অন্যান্য ধ্বনির মতো এরাও অভিনিধান জাত উচ্চারণ লাভ

(৬) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

করে। এ-পরিবেশে 'ছ' এর আবার ঘোষ উষ্মীভবন তথা 'য' কারী ভবনের প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ :—

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :—খ>গ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। খ+জ =গ্‌জ : লাখ্‌ জ্বালার এক জ্বালা =লাগ্‌জ্বালার একজ্বালা

খ+ড =গ্‌ড : লাখ্‌ ডাক =লাগ্‌ ডাক

খ+দ =গ্‌দ : লাখ্‌ দাওনা কেন =লাগ্‌দাওনা কেন

খ+ব =গ্‌ব : লাখ লাখ্‌ বাড়ি =লাক্‌লাগ্‌বাড়ি

২। খ—ঝ =গ্‌ঝ : লাখ্‌ ঝাড়ার এক্‌ ঝাড়া =লাগ্‌ঝাড়ার এগ্‌ঝাড়া

খ+ঢ =গ্‌ঢ : সে তুমি লাখ্‌ ঢাকানো কেন, তবু··· =সে তুমি লাগ ঢাকোনা কেন, তবু...

খ+ধ =গ্‌ধ : মুখ্‌ ধোওয়া =মুগ ধোওয়া

খ+ভ =গ্‌ভ : লাখ লাখ্‌ ভেড়া =লাক্‌লাগ্‌ভেড়া

(খ) :—ছ>য (z) (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ছ+গ =য্‌গ : গাছ্‌ গাড়া =গায্‌গাড়া

ছ+ড =য্‌ড : গাছ্‌ ডেকে নিয়েছি =গায্‌ডেকে নিয়েছি

ছ+দ =য্‌দ : মাছ্‌ দিযে ভাত খাও =মায্‌দিয়ে ভাত খাও

ছ+ব =য্‌ব : মাছ্‌ বড়ো =মায্‌বড়ো

২। ছ+ঘ =য্‌ঘ : গাছ্‌ ঘেড়া =গায্‌ঘেরা

ছ+ঢ =য্‌ঢ : শাক্‌ দিয়ে মাছ্‌ ঢাকা =শাগ্‌দিযে মায্‌ঢাকা

ছ+ধ =য্‌ধ : মাছ্‌ ধরা =মায্‌ধরা

ছ+ভ =য্‌ভ : মাছ্‌ ভাজা =মায্‌ভাজা

(গ) :—ঠ>ড

১। ঠ+গ =ড্‌গ : কাঠ্‌ গড়া =কাড্‌গডা

ঠ+জ =ড্‌জ : আমার ও মাঠ্‌ যায যাক =আমাব ও মাড্‌জায় যাক

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ঠ+দ =ড্দ : পিঠ দেখানো =পিড্ দেখানো

ঠ+ব =ড্ব : ও মাঠ বেশ ভালো =ও মাড্ বেশ ভালো

২। ঠ+ঘ =ড্ঘ : কাঠ ঘর =কাড্ ঘব

ঠ+ঝ =ড্ঝ : মাঠ ঝেড়ে নিয়ে এলাম =মাড্ ঝেড়ে নিয়ে এলাম

ঠ+ধ =ড্ধ : পিঠ ধুয়ে দাও =পিড্ ধুয়ে দাও

ঠ+ভ =ড্ভ : ও মাঠ ভালো =ও মাড্ ভালো

(ঘ) :—থ>দ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। থ+গ =দ্গ : শপথ গাওয়া =শপদ্ গাওয়া

থ+ড =দ্ড : রথ ডালে ঢেকে গেছে =বদ্ ডালে ঢেকে গেছে

থ+ব =দ্ব : পথ বেয়ে আসা =পদ্ বেয়ে আসা

২। থ+ঘ =দ্ঘ : পথ ঘাট =পদ্ ঘাট

থ+ঝ =দ্ঝ : লাথ ঝাড়া =লাদ্ ঝাড়া

থ+ঢ =দ্ঢ : পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে=পদ্ ঢেকেছে ইত্যাদি

থ+ভ =দ্ভ : পথ ভোলা =পদ্ ভোলা

(ঙ) :—ফ>ব (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ফ+গ =ব্গ : ববফ গেলা =ববব্ গেলা

ফ+জ =ব্জ : হাফ জয় করা =হাব্ জয় করা

ফ+ড =ব্ড : শাফ ডাক =শাব্ ডাক

ফ+দ =ব্দ : লাফ দেওয়া =লাব্ দেওয়া

২। ফ+ঘ =ব্ঘ : কফ্ ঘড় ঘড় =কব্ ঘডঘড

ফ+ঝ =ব্ঝ : হাফ্ ঝুকি নেওয়া =হাব্ ঝুকি নেওয়া

F+ : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ফ+ঢ=ব্‌ঢ : ববফ ঢাকা = বরব্‌ ঢাকা

ফ+ধ=বধ্‌ : হাফ্‌ ধার = হাব্‌ ধার

শব্দশেষে ও শব্দারম্ভের এ-পরিবেশের সমস্থানজাত পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষ ধ্বনিটি যে প্রায়ই অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। এ-পরিবেশে ভিন্ন স্থানজাত পরবর্তী অঘোষধ্বনির প্রভাবে দ্রুত কথাবার্তায় পূর্ববর্তী যে-সব অভিনিধানপ্রাপ্ত স্বল্পপ্রাণ ঘোষ-ধ্বনি পরাগত অঘোষীভবনের (Regressive devoicing) প্রভাবে বা পর্যায়ে পড়তে পারে নিম্নে তাব উদাহরণ দেওয়া গেলো :—

(৭) বিভিন্নস্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি+স্বর ও মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি

গ>ক (দ্রুত কথোপকথনে)

(ক) গ+চ = ক্‌চ : ভাগ চাই = ভাক্‌চাই

গ+ছ = ক্‌ছ : ফাগ ছড়ানো = ফাক্‌ছড়ানো

গ+ট = ক্‌ট : রাগ টাগ ক'বোনা = রাক্‌টাক্‌ক'রোনা

গ+ঠ = ক্‌ঠ : তার রাগ ঠাওরাতে পারিনি = তার রাক্‌ঠাওরাতে পারিনি

(ক) শব্দশেষের চ-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলো পরবর্তী শব্দের কোনো কোনো ধ্বনির প্রভাবে উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের নিয়মানুসারে frica-tivization, spirantization তথা উষ্মীভবন বলা যায়। এ ধরনের উষ্মীভবনের রূপ দুটো—একটি অঘোষ, অন্যটি ঘোষ। অঘোষ উষ্মীভবনকে 'স'কারী ভবন ('স'কার উষ্মীভবন) এবং ঘোষ উষ্মীভবনকে 'য' (z) কারীভবন ('য'কার উষ্মীভবন) বলা যেতে পারে।

(৮) শব্দশেষের চ-বর্গীয় ধ্বনির উষ্মীভবন (Prosody of spiranti-zation)

'স' কারীভবন :— চ>স ; ছ>স

চ+ট =পাঁচ টাকা = পাঁস্‌টাকা

চ+ঠ =পাঁচ ঠাঁই = পাঁস্‌ঠাঁই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+ত	= পাঁচ তলা	= পাঁস্তলা,	
	নাচ্তে পার	= নাস্তে পারো ,	
	কাঁচ্তে পারা	= কাঁস্তে পারা ইত্যাদি।	
চ+থ	= পাঁচ থালা	= পাঁসথালা, পাঁচ থলি =পাঁস্থলি ইত্যাদি।	
ছ+ট	= মাছ টা	= মাস্টা	
ছ+ঠ	= গাছ ঠিকা	= গাস্ঠিকা	
ছ+ত	= গাছ তলা	= গাস্তলা	
ছ+থ	= গাছ থেকে পড়া	= গাস্থেকে পড়া	

ওপরেব উদাহরণগুলোতে 'স' উচ্চারিত হয় দাঁত এবং দাঁতের গোড়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে। সেজন্যে এই 'স'কে দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় (Pre-alveolar) বলা যেতে পারে। এ-পরিবেশের 'স' বাংলার দন্তমূলীয় মূল উষ্মধ্বনি 'শ' এরই একটি allophonic রূপ বা সহধ্বনি : প্রাক্ দন্তমূলীয় ব'লে এ পরিবেশে যথার্থ 'স' কারীভবনের অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'য'কারীভবন : জ>য (z) ; ঝ>য (z)

১।	চ+গ	= য্গ	: পাঁচ গ্রাম	= পাঁয্গ্রাম
	চ+ঘ	= য্ঘ	: পাঁচ ঘর	= পাঁয্ঘর
	চ+ড	= য্ড	: পাঁচ ডাক	= পাঁয্ডাক
	চ+ঢ	= য্ঢ	: পাঁচ ঢোক	= পাঁয্ঢোক
	চ+দ	= য্দ	: প্যাঁচ দেওয়া	= প্যাঁয্দেওয়া
	চ+ধ	= য্ধ	: পাঁচ ধাড়া	= পাঁয্ধাড়া
	চ+ব	= য্ব	: পাঁচ বাক্স	= পায্বাক্স
	চ+ভ	= য্ভ	: পাঁচ ভরি	= পাঁয্ভরী
২।	ছ+গ	= য্গ	: গাছ গাড়া	= গায্গাড়া
	ছ+ঘ	= য্ঘ	: গাছ ঘেরা	= গায্ঘেরা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ছ+ড = য্‌ড : গাছ্ ডেকে নেওয়া = গায্‌ ডেকে নেওয়া

ছ+ঢ = য্‌ঢ : শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকা = শাগ্ দিয়ে মায্‌ ঢাকা

ছ+দ = য্‌দ : মাছ্ দেওয়া = মায্‌ দেওয়া

ছ+ধ = য্‌ধ : মাছ্ ধরা = মায্‌ ধরা

ছ+ব = য্‌ব : মাছ্ বড়ো = মায্‌ বড়ো

ছ+ভ = য্‌ভ : মাছ্ ভাগ = মায্‌ ভাগ

৩। জ+ড = য্‌ড : বাজ্ ডাকো = রায্‌ ডাকো

(ইংরেজী z এর মতো উচ্চারণ)

জ+ঢ = য্‌ঢ : লাজ্ ঢাকা = লায্‌ ঢাকা

জ+ত = য্‌ত : কাজ্ তোলা = কায্‌ তোলা

লুচি ভাজ্‌তে পারো = লুচি ভায্‌তে পারো

সে আমার ভাজ্‌তে হয় = সে আমার ভায্‌তে > (ভাস্‌তে) হয়

জ+থ = য্‌থ : কাজ্ থুয়ে দাও = কায্‌ থুয়ে দাও

জ+দ = য্‌দ : বাজ্ দরবার = বায্‌ দরবার

মেজ্ দা = মেয্‌ দা

মেজ্ দি = মেয্‌ দি

জ+ধ = য্‌ধ : বাজ্ ধর্ম = বায্‌ ধর্ম

জ+ব = য্‌ব : রাজ্ বাড়ী = বায্‌ বাড়ী

জ+ভ = য্‌ভ : ভাঁজ্ ভাঙা = ভাঁয্‌ ভাঙা

জ+ল = য্‌ল : রাজ্ লক্ষ্মী = বায্‌ লক্ষ্মী

জ+র = য্‌র : রাজ্ রূপ = বায্‌ রূপ

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪।	ঝ+খ=য্খ	ঃ মাঝ খানে	=মায্খানে
	ঝ+গ=য্গ	ঃ মাঝ গ্রাম	=মায্গ্রাম
	ঝ+ঘ=য্ঘ	ঃ মাঝ ঘর	=মায্ঘর
	ঝ+ল=য্ল	ঃ সাঁঝ লাগা	=সাঁয্লাগা
	ঝ+ব=য্ব	ঃ সাঁঝ বাতি	=সাঁয্বাতি
	ঝ+ভ=য্ভ	ঃ সাঁঝ ভর	=সাঁয্ভর

ওপরের উদাহরণগুলোতে প্রশস্ত দন্তমূলীয় 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' ধ্বনিগুলোর ঘোষ উষ্মীভবন (ইংরেজী z এর মতো) বা প্রায়-উষ্মীভবন উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে মূলতঃ দন্তমূলীয়।

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ' ধ্বনির লোপ আধুনিক বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তুলেছে। যেমন, মহাশয়>মশায়, যাহা>যা, তাহা>তা, কাহাদের>কাদের, তাহাদের>তাদের, মহাকাল>মাকাল ইত্যাদি। শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ' লোপ এ ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির গতিশীলতার লক্ষণ। বাক্প্রবাহে শব্দশেষের যে-কোন হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে 'হ' দিয়ে নতুন শব্দের সূচনা হ'লে সেখানে দ্রুত কথোপকথনে কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়—

(৯) অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি+হ =মহাপ্রাণিত (aspirated) ব্যঞ্জনধ্বনি

প্রথমত, এ-পরিবেশেও 'হ'র লোপ সাধিত হয়, তবে শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ'-এর মতো তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে পূর্বধ্বনিতে তার মহাপ্রাণতার প্রভাব রেখে যায়। অন্যকথায়, মহাপ্রাণতা তার সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয় ব'লে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হয়। পূর্ববর্তী ধ্বনিতে এ-মহাপ্রাণতা সংক্রমণকে Regressive assimilation অনুসারে পরাগত মহাপ্রাণিভবন বলা যেতে পারে। যেমন :—

এক্ হারা>এখারা ; সাঁঝ হয়>সাঝয় ; মাছ হয়> মাছয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অন্যভাবে বিচাব কবলে এ-পরিবেশেব 'হ' লোপ এবং শব্দশেষের ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা সংক্রমণকে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লাভ এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনিটির আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন (যেমন রাগ হয়>রাঘয়), কিংবা শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিটিতে মহাপ্রাণতার যথার্থ সংরক্ষণও (যেমন বাঘ হাড় >বাঘাড় ইত্যাদি) বলা যেতে পারে।

পরবর্তী 'হ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী শব্দশেষেব হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণিভবনের সমর্থনে শব্দগুলোর অক্ষর বিভাগেব পবিবর্তনেবও উল্লেখ কবা যায়। 'এক হারা' বাক্যাংশটিতে 'এক্' একটি অক্ষর, পরবর্তী 'হা' এবং 'রা' আর দু'টি স্বতন্ত্র অক্ষর, তেমনি 'বাগ হয়' বাক্যাংশটিতে 'রাগ' একটি একাক্ষরিক শব্দ, 'হয়'ও একাক্ষবিক আব একটি শব্দ। কিন্তু বাক্ প্রবাহে 'একহাবা'>'এখারা'তে এবং 'রাগ হয়'>'রাঘয়'এ পরিবর্তিত হ'লে এ/খা/বা এবং রা/ঘয়/রূপে অক্ষরভাগ বিচিত্র নয়; বরং দ্রুত কথোপকথনে শ্বাসপ্রশ্বাসেব সুবিধা অনুযায়ী এ ধরনের অক্ষরভাগই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

ওপরেব অনুচ্ছেদ দু'টিব সমর্থন শব্দশেষেব যাবতীয় হলন্ত ব্যঞ্জন এবং 'হ' দিয়ে পববর্তী শব্দের মিলনজনিত নিম্নের উদাহরণগুলোতে মিলবে ব'লেই আমার ধারণা:

শব্দশেষের বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি ও শব্দারম্ভের 'হ' এর বহির্বর্তী সন্ধি:

এক হারা>এ্যা/খারা	পাঁচ হারা>পাঁ/ছারা
সুখ হয়>সু/খয়	মাছ হয়>মা/ছয
রাগ হয়>রা/ঘয়	লাজ হীন>লা/ঝীন
বাঘ হাড়>বা/ঘাড়	সাঁজ হয়>সাঁ/ঝয়
রঙ হারা>র/ঙহাবা	
হাট হদ্দ>হা/ঠদ্দ	ভাত হয়েছে>ভা/থয়েছে
কাঠ হয়ে গেছে>কা/ঠয়ে গেছে	কাত হও>কা/থও

ঝড় হয়ে গেছে>ঝা/ঢয়ে গেছে	পথ হারা>প/থারা
	বুঁদ হয়ে থাকা>বুঁ/ধয়ে থাকা
	স্বাদ হয়>শা/ধয়
	ধান হয়েছে>ধা/হ্নয়েছে
বাপ হারা>বা/ফারা	যাব হবে তার হবে>যা/হ্রবে তা/হ্রবে
শাপ হয়ে এলো>শা/ফয়ে এলো	লাল হয়ে গেছে>লা/ল্হয়ে গেছে
সব হয়>শ/ভয় (উচ্চারণে)	ফাঁস হয়ে গেছে>ফাঁ/শ হয়ে গেছে
ক্ষোভ হয়>ক্ষো/ভয়	
ঘাম হয়>ঘা/হ্ময়	

বাক্ প্রবাহে শব্দশেষের ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী শব্দের স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হ'লে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন খাস্ ইংরেজ, রাত ইস্তক, আলাপ্ ইচ্ছা, ভাত আনো, জাড এলো, কাজ আছে, আট আনা, ঘর ওঠানো, একমাস অন্তর ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ-পরিবেশের শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির রূপ পায়—কিন্তু সেগুলো যত না বাক্ প্রবাহের অন্তর্গত, তার তুলনায় বিচ্ছিন্ন শব্দের মধ্যেই গণ্য। যেমন এমন+ই=এমনি, যেমন+ই=যেমনি, তেমন+ই=তেমনি, তোমার+ই=তোমারি, আমার+ই=আমারি, এখন+ই=এখনি, তখন+ই=তখুনি, তখন+ও=তখনো, তার+ও=তারো, বার+এক=বারেক, জন+এক=জনেক, আর+এক=আরেক, আর+ও=আরো।

ব্যঞ্জন+স্বরধ্বনি

এ-পরিবেশের ক্ষেত্রবিশেষে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো ব্যবহৃত হ'তে পারে। /মাথা/, /মুঠি/, /পাঁঠা/ প্রভৃতি শব্দে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা অঞ্চল এবং লোকবিশেষের উচ্চারণে যেমন কিছু পরিমাণে হ্রাস পায় তেমনি কাঠ আনো, কাঠ এনো, শাঁখ এনো, পথ ইশারা প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা হ্রাস পেলেও এক্ষেত্রে একেবারে নিঃশেষ না হবার কথা। কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং এ এ-পরিবেশের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতার স্বরূপ মোটামুটি রক্ষিত হ'তে দেখা যায়।

স্বর+ব্যঞ্জনধ্বনি

বাক্ প্রবাহে শব্দশেষের স্বরধ্বনি এবং শব্দারম্ভের ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন—গুরু গুরু, সরু ধান, গরু মেরে জুতো দান ইত্যাদি।

।

খ. । গ.*

শব্দশেষ ও শব্দারম্ভের বহির্বর্তী সন্ধি ছাড়া বাক্ প্রবাহে বাংলা ধ্বনির আরও কতকগুলো পরিবর্তন দেখা যায়। ধ্বনিলোপ (elision) তার মধ্যে একটি। বড়োদিদি>বড়্দি, ছোটোদিদি>ছোড়্দি, ভাইশ্বশুর>ভাশুর, বড়োদাদা>বড়্দা প্রভৃতি Haplology (syllable syncope) বা সমাক্ষরলোপও এর মধ্যে গণ্য। যা ইচ্ছে তাই> যাচ্ছে তাই, তা না হলে>তানইলে>তান'লে, ফল আহার>ফলার, পাটকাঠি> পাকাঠি, এবং দ্রুত কথনে খাটুনি>খাটনি, পড়ুয়া>পোড়ো, রবীন্দ্রনাথ>রইন্নাথ, জামাইবাবু>জাইউ প্রভৃতি উদাহরণও ধ্বনিলোপের সংজ্ঞাভুক্ত হ'তে পারে। ধ্বনিলোপের পর পার্শ্ববর্তী সমবর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্বও সাধিত হ'তে পারে, যেমন কতোদূর>কতদূর>কদ্দূর; যতোদূর>যত্দূর>যদ্দূর, ভালোলাগা>ভাল্লাগা, বড়োঠাকুর>বড়্ঠাকুর>বট্ঠাকুর, কোথা যাবে>কোজ্জাবে, যতোদিন>যত্দিন>যদ্দিন ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপ (elision) ও সমবর্গীয় পার্শ্ববর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব

'আ' ও 'ই'-লোপ : কাঁচা কলা=কাঁচ্কলা, ঘোড়া সোওয়ার=ঘোড়্সওয়ার। মিশিকালো=মিশ্কালো, নাতিজামাই>নাজ্জামাই, বেশীকম>বেশকম।

বক্তা আবেগপ্রাবল্যে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে ধ্বনি বা অক্ষর বিশেষের ওপর চাপ দেয়। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটির দ্বিত্ব সাধিত হ'তে পারে। যেমন— তুমি 'কিছু' জানো না>তুমি 'কিস্সু' জানো না। 'যতো' পাবো>যত্তো পাবো ইত্যাদি।

* দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৮৫

ঘ. Prosody : সামগ্রিকতা গুণ

যে-কোনো ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে তা লিখিত হোক বা না হোক তা একটানা পংক্তিগত (linear) ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। লেখা হ'লে তো তার পংক্তিধৃত স্বরূপ আমরা দেখতেই পাই। লেখা না হলেও ভাষার ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতের আত্মপ্রকাশের স্বরূপ একটিই। টেপ রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে ভাষার বাগ্‌ধ্বনিকে ধ'রে বারে বারে শুনলে ধ্বনিস্রোতের দীর্ঘতম একক বাক্য এবং নিম্নতম একক এক একটি ধ্বনিকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ ধরনের স্বতন্ত্র ধ্বনিই এক একটি স্বর কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি। আরও দেখা যাবে যে, একটি বাক্য তা ছোটো হোক কিংবা বড় হোক নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রযাসে উচ্চারিত অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বতন্ত্র ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গ'ড়ে উঠছে। এ-তরঙ্গ-ভঙ্গগুলোর প্রত্যেকটিই একটি সিলেবল বা অক্ষর। অক্ষরই সেদিক থেকে বাক্‌প্রবাহের নিম্নতম ইউনিট বা একক। বাক্‌প্রবাহে একটি অক্ষর নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় ব'লে উক্ত নিশ্বাস-নিষিক্ত যাবতীয় গুণই সমগ্র অক্ষরটিকে ঘিরে প্রসৃত হয়। অক্ষর 'আর' কিংবা 'ও' প্রভৃতি একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গ'ড়ে উঠলেও যেমন, 'বাঘ', 'হাত', 'কি', 'ক্লেশ' প্রভৃতি ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গড়ে উঠলেও তেমনি তার অন্তর্নিহিত প্রথম ধ্বনি-নিঃসৃত গুণটি সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য। নিদেনপক্ষে একটি অক্ষর উচ্চারণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই অধ্যাপক ফার্থের পরিভাষায় 'Prosody' নামে পরিচিত।*

---

*"In this analysis, abstractions adequate to a full analysis of the phonological working of the language are made from the phonic data, or the raw material of the actual utterances, and these abstractions fall into the two categories of prosodies and phonematic units. Phonemic units refer to those features or aspects of the phonic material which are best regarded as referable to minimal segments, having serial order in relation to each other in structures. In the most general terms such units constitute the consonant and vowel elements or C and V units of a phonological structure. Structures are not however, completely stated in these terms, a great part, sometimes

এ Prosody অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে শব্দে, এবং শব্দকে অতিক্রম ক'রে বাক্যেও প্রবাহিত হ'তে পারে। একটি অক্ষরের ঘোষতা, মহাপ্রাণতা, অনুনাসিকতা কিংবা এ-ধরনের অন্য কোনো গুণ একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে সমগ্র শব্দটিতে বিস্তৃত হ'তে পারে—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র বাক্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ-রকম ভাবে একই বাক্যমধ্যবর্তী এক শব্দে কিংবা বিভিন্ন শব্দে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গুণ সমন্বয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি বাক্যের এহেন গুণজাত ধ্বনিব্যঞ্জনা বাক্যটির সামগ্রিক ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য, অধ্যাপক ফার্থের ভাষায় Prosodic. তিনি বলেন—

" Lindlay Murrays English grammar (1795) is divided in accordance with good European tradition into four parts, viz, Orthography, Etymology, Syntax and Prosody. Part IV, prosody begins as follows: prosody consists of two parts : the former teaches the true PRONUNCIATION of words, comprising accent, quantity, Emphasis, Pause and Tone, and the latter laws of versification."*

অধ্যাপক ফার্থ শব্দ ও বাক্যের পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণের যাবতীয় তথ্য উদঘাটনের জন্যে মারের 'এ্যাকসেন্ট', 'এম্‌ফ্যাসিস', 'পজ' এবং 'টোন' ইত্যাদিকে শুধু যে prosody-র অন্তর্ভুক্ত করতে চান তা নয়, তিনি পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির অন্যান্য গুণগত পরিবর্তন এবং তার ফলে নতুন গুণের উদ্রেককেও অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক

---

the greater part, of the phonic material is referable to prosodies, which are, by definition of more than one segment in scope or domain of relevance, and may in fact belong to structures of any length though in practice no prosodies have yet been stated as refering to structures longer than sentences. We may thus speak of syllable prosodies, prosodios of syllable groups, phrase or sentence-part prosodies, and sentence-prosodies."

(Robins, R. H., proceedings, University. Durham Philosophical Society, Volume I, series B (Arts), number I, 1957, pp 3-4).

---

* Firth, J. R., Sounds and Prosodies, T. P. S. 1948, p 137

উচ্চারণের ছন্দোগত (Prosodic) বৈশিষ্ট্য আখ্যায় আখ্যায়িত করতে চান। ভাষাবিশেষে অক্ষর ও শব্দ প্রভৃতির সামগ্রিক ছন্দোগত গুণ কি কি রূপে ধরা পরে প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যেই তিনি তার উদ্ঘাটনের প্রয়াসী।

এ-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাংলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে সামগ্রিক উচ্চারণজনিত এ-Prosody গুলো লক্ষ করা যেতে পারে :—

(১) Labio-velarization বা W Prosody : সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন
(২) Palatalization বা Y Prosody : সামগ্রিক তালব্যীভবন
(৩) Prosody of Voicing (V Prosody) : সামগ্রিক ঘোষীভবন
(৪) Prosody of Aspiration (H Prosody) : সামগ্রিক মহাপ্রাণিভবন
(৫) Prosody of Nasalization (N Prosody) : সামগ্রিক নাসিক্যীভবন
(৬) Prosody of Retroflexion (R Prosody) : সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

W prosody
সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন
Labio-Velarization

বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হ'লে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি পাই 'অ'। এটি পশ্চাৎ অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি। এর উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকার ধারণ করে। 'ও' এবং 'উ' উচ্চারণেও ঠোঁট গোল হয়। 'উ' উচ্চারণে ঠোঁট শুধু গোলাকার লাভ করে না, প্রসৃতও হয়। এ-তিনটি ধ্বনিই জিভের পশ্চাদ্ভাগ পশ্চাৎ-তালুর দিকে উঁচু ক'রে উচ্চারণ করা হয়। এ-ধ্বনি কয়টি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করলেও যেমন, কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারণ করলেও তেমনি ঠোঁটের গোলাকৃতির পরিবর্তন হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির ওপরে এ-স্বরধ্বনিগুলোর সংস্পর্শ (contact assimilation)-গত প্রভাব সমগ্র অক্ষরটিকেই গোলাকার ক'রে দেয়। /কুকুর/, /পুকুর/, /ওর/, /অপর/ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শব্দ কয়টির স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতেও যেমন, পূর্ণ শব্দগুলোতেও তেমনি ঠোঁটের বর্তুলাকৃতি রক্ষিত হয়েছে। তাদের বিভিন্ন অক্ষর ও সমগ্র শব্দে ঠোঁটের এ-বর্তুল রূপই এক্ষেত্রে W prosody নামে অভিহিত হ'তে পারে। ধ্বনি-বিজ্ঞানের এ-পরিভাষায় 'অপর' শব্দটিকে $\overset{w}{\overline{\text{অপর}}}$, পুকুরকে $\overset{w}{\overline{\text{পুকুর}}}$, 'ওর'কে $\overset{w}{\overline{\text{ওর}}}$ প্রভৃতি রূপে লেখা যেতে পারে।

Y prosody ব্যঞ্জনধ্বনিতে সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর সংস্পর্শ (Contact assimilation)-গত মিলন। 'ই', 'এ', 'এ্যা', স্বরধ্বনি জিভের সামনের ভাগ সম্মুখ তালুর দিকে উঁচু ক'রে উচ্চারণ করা হয়। সম্মুখ এবং পশ্চাৎ জিহ্বার মিলনস্থানকে তালুর মূর্ধার দিকে উঁচু ক'রে 'আ' উচ্চারণ করা হয়। এ-কয়টি মোটামুটি সম্মুখ স্বরধ্বনি। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা সামনের দিকে প্রসৃত এবং ঠোঁট—হয় নির্লিপ্ত না হয় প্রসৃত হবার কথা। এ ধ্বনিগুলো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হ'লে তাকেও স্বস্থানচ্যুত ক'রে দেয়। এসব স্বরধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এক একটি ব্যঞ্জনধ্বনি—অন্য কথায় এক একটি অক্ষর সামগ্রিক ভাবেই এ কারণে সম্মুখ-প্রসৃত। /কি/, /শিশি/, /ঢেঁকি/, /তারি/, /চিনি/, /তারা/ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ লক্ষযোগ্য। এদের স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতে যেমন, সব কয়টি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণেও তেমনি ঠোঁট নির্লিপ্ত কিংবা প্রসৃত হয়েছে, আর জিভ সামনের তালুর দিকেই গ'ড়ে পড়েছে। অক্ষর কিংবা শব্দ উচ্চারণের এ-ধরনের, সামগ্রিক সম্মুখীভবন (fronting)কে Y prosody নামে চিহ্নিত করা যায়। মা আমার>মায়ামার, কে এলো>কেযেলো, ইনিই তিনি>ইনিযি তিনি প্রভৃতি দুই শব্দের সন্ধিস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যে 'য'-শ্রুতিও সম্পূর্ণ শব্দ কি বাক্যাংশটিকে 'সামগ্রিক সম্মুখীভবন' গুণসম্পন্ন ক'রে তোলে। 'ইনিই তিনি' বাক্যটিকে এ-পরিভাষায়, সেদিক থেকে 'ইনিয়্তিনি' ভাবে লেখা যেতে পারে।

Y prosody
Palatalization
সামগ্রিক তালব্যীভবন

বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই ঘোষধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কয়েকটি ঘোষ এবং কয়েকটি অঘোষ। ঘোষধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীগুলোতে কাঁপন লাগে ব'লে তাদের অনুরণন সংগীতময়। যে কোনো একটি ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত ও মুক্ত হ'লে তার পূর্ণ উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে তা একটি অক্ষর গঠন করে। ঘোষতা তখন সমগ্র অক্ষরটিকেই ঘিরে ধরে। অক্ষরের এহেন সামগ্রিক ঘোষীভবনকে voicing prosody বলা যায়। /আগে/ শব্দটির 'আ' এবং 'গে' দু'টি অক্ষরই ঘোষ, শব্দটির সামগ্রিক উচ্চারণেও সেজন্যে সামগ্রিকভাবে ঘোষতাগুণময়। /আবার/, /আমার

Prosody of
Voicing
সামগ্রিক ঘোষীভবন

তুমি যামা হলে/, /কিংবা/, /এবার আমার বিয়ে হ'লে বউ আন্‌বো ঘরে/প্রভৃতি বাক্যে কি বাক্যাংশে কোনো অঘোষধ্বনি না থাকায় এগুলোর উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রী একটানা প্রকম্পিত হয়ে গেছে। স্বরযন্ত্রের Kymograph tracing নিলে এ-ধরনের বাক্যে স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পনজাত একটানা তরঙ্গভঙ্গের (wave form) সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। শব্দের, বাক্যাংশে কি বাক্যের এই একটানা ঘোষীভবন সামগ্রিকভাবে Voicing prosody-র অন্তর্ভুক্ত। এ পরিভাষায় এগুলোকে আগে, কিংবা, এবার আমার বিয়ে হ'লে বউআনবো ঘরে ভাবে লেখা যায়।
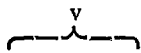
স্বরধ্বনির ওপরে ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ (Contact assimilation)-গত যে-সব প্রভাব দেখা যায় সামগ্রিক মহাপ্রাণতা তার মধ্যে একটি। মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনি 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' কিংবা গলনালীয় স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি 'হ', কিংবা 'হ্ল', 'হ্ম', 'হ্র', প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণে তাদের বিপরীত অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলোর তুলনায় একঝলক বেশী বাতাস বের হয়ে যায়। 'হ' স্পর্শহীন মহাপ্রাণ উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি, না মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি এ নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও বাংলায় পৃথক কোনো মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি নেই। তা, না থাকলেও বাক্‌ প্রবাহে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি কিংবা 'হ' সংশ্লিষ্ট অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলো সামগ্রিক উচ্চারণের দিক থেকে মহাপ্রাণতা লাভ করে। 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, কিংবা 'হ' উচ্চারণে সজোরে বাতাস নির্গমনজনিত মহাপ্রাণতা, এদের নিছক মুক্তি (Release) অংশে, না তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে তা' জোর ক'রে বলা শক্ত ; সেজন্যে মহাপ্রাণতাকে উক্ত যে-কোনো ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট অক্ষরেরই সামগ্রিক সম্পদ (syllabic property) হিসেবে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত ব'লে মনে হয়।

Prosody of aspiration
বা 'H' Prosody :
সামগ্রিক মহাপ্রাণিভবন

স্বল্পপ্রাণ অক্ষরের সঙ্গে বৈপরীত্য যাচাই ক'রে বাংলা শব্দে নিম্নলিখিত পর্যায়ে মহাপ্রাণ অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় :—

(১) একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শুরুতে :—তুলনীয়—খাল, থাল, ঢাল, ঝাড়, হাত, হাল প্রভৃতি শব্দে :—

(২) দ্ব্যক্ষরিক শব্দের শুরুতে :— তুলনীয়—খা/লি, ঢা/লী, থা/লা, হা/লি প্রভৃতি শব্দ।

(৩) ত্র্যক্ষরিক শব্দের শুরুতে :—ঘ/টনা, খা/টিয়া, হা/টুবে প্রভৃতি শব্দ।

(৪) দ্ব্যক্ষর কিংবা ত্র্যক্ষরিক শব্দের মাঝখানে—আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হিসেবে, যেমন—মে/ঠো/, কে/ঠো/, পা/খা/, মা/থা/, কা/ঠু/রে, পা/থু/রে, পা/ঠি/কা, পরি/খা/, বরা/খু/রে, এবং স্পর্শহীন মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি তথা মহাপ্রাণিত (aspirated) স্বরধ্বনি 'হ' হিসেবে যেমন :—আ/হা, আ/হা/রে, পা/হা/ড়ে ইত্যাদি শব্দ।

কাঠ্, খাট্, মাছ্ প্রভৃতি শব্দের বদ্ধাক্ষর-জনিত শেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো অসম্পূর্ণ (স্বরহীন হলন্ত) উচ্চারণ লাভ করে ব'লে শব্দশেষের এ-পর্যায়ে তারা চারভাগের তিনভাগ কিংবা সম্পূর্ণ মহাপ্রাণতাই হারিয়ে ফেলে। সেজন্যে অক্ষর গঠনের দিক থেকে তারা যখন তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এ-ধরনের সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলো মহাপ্রাণিত হয় না, কিংবা হ'লেও সে মহাপ্রাণতার পরিমাণ এত ক্ষীণ যে, তাদের মহাপ্রাণিত অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বলা যায় না। কিন্তু ঘাট, হাত প্রভৃতি একাক্ষরিক

শেষ ও আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণিত অক্ষর

শব্দে প্রথমটি মহাপ্রাণ ধ্বনি ব'লে সম্পূর্ণ অক্ষর এবং সেজন্যেই সম্পূর্ণ শব্দটিরও যেমন মহাপ্রাণিত হয়, তেমনি মেঠো, মাথা, কাঠুরে প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক কি ত্র্যক্ষরিক শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরটি মহাপ্রাণ ধ্বনির সাহায্যে গঠিত হ'লে সম্পূর্ণ অক্ষরটি মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন হয়। ঠিক তেমনি শব্দশেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি একটি বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হ'লে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণধ্বনির মতো তাদের মহাপ্রাণতা রক্ষা করে, ফলে এ-পরিবেশের শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি দ্রুত

কথোপকথনে সামগ্রিকভাবে মহাপ্রাণিত (aspirated) হ'তে পাবে। তুলনীয়—কাঠ এনো>কাঠেনো, শাঁখ আনো>শাঁখানো ইত্যাদি।

বাক্যে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনিব পবে 'হ' দিয়ে নতুন শব্দ আরম্ভ হ'লে উক্ত 'হ' লুপ্ত হয়ে (কিংবা না হয়ে?) তার পূর্ববর্তী ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণিত কবে। এর ফলে এ-পরিবেশেব স্পর্শধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হযে আন্তঃস্ববীয় ধ্বনিব মতো সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ অক্ষরটিকেই সামগ্রিক ভাবে মহাপ্রাণিত ক'রে দেয়। তুলনীয়—বাগ হয়>বা/ঘয়, এক হারা>এ/খাবা, ঝড় হয়েছে>ঝ/ঢযেছে, গাছ হয়>গা/ছয়, বোধ হয়>বো/ধয় ইত্যাদি। এখানকাব উদাহবণগুলোব দ্বিতীয় অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন। অন্য কথায় এ-মহাপ্রাণতা গুণ সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষরটিবই (Property of the whole syllable) বিশেষ সম্পদ।

বাংলায়/পাখ্না/, /মাখনা/, /বধ্না/, /বিঘ্ন/ এবং /ইচ্ছা/, /বুদ্ধি/, / দম্ভ/, /রিক্থ/, /দুগ্ধ/, /উদ্ভিদ/ প্রভৃতি শব্দে দুই স্ববধ্বনিব মাঝখানে—CC—অর্থাৎ পাশাপাশি দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনিব অবস্থান আমরা দেখতে পাই। বাংলায় কিছু শব্দে (যেমন—পাখ্না, বধ্না, বিঘ্ন ইত্যাদি) এদেব প্রথমটিকে মহাপ্রাণ স্পর্শ বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। শব্দশেষেব মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলো পরবর্তী শব্দেব শুরুতে স্বল্পপ্রাণ বর্ণের দ্বাবা অনুসৃত হ'লে যেমন তারা অভিনিধানপ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ কবে, তেমনি এ পর্যায়ের মহাপ্রাণ স্পর্শগুলো অভিনিধানপ্রাপ্ত হয় ব'লে তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। সুতবাং শব্দমধ্যবর্তী—CC-ব প্রথমটিতে বাংলা ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হবার বা না থাকারই কথা। তুলনীয় /রুগ্ন/ (rugna) এবং/বিঘ্ন/ (bighna>bigna) প্রভৃতি শব্দ। 'বিঘ্ন' শব্দটির 'ঘ' এব উচ্চারণ ব্যঞ্জনায় মহাপ্রাণ আমেজ পাওযা গেলেও /রুগ্ন/ এবং /বিঘ্ন/-জাতীয় শব্দেব একই রকম কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং পাওযা যায়। সুতবাং এ-পবিবেশে মহাপ্রাণধ্বনির অস্তিত্ব বাংলায় নেই বলেই আমার ধাবণা।

কিন্তু—CC-র দ্বিতীয়টি ব্যাপকভাবে বাংলার মহাপ্রাণধ্বনি হ'তে পারে। তাতেও এ-পর্যায়েব সমস্থানজাত (homorganic) বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়টি যে পরিমাণে মহাপ্রাণধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ভিন্নস্থানজাত (heterorganic)

স্পর্শধ্বনিগুলোব দ্বিতীয়টিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে সেই পবিমাণে এখানে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায না। তুলনীয়ঃ—

সমস্থানজাত বর্গীয় ধ্বনি	:	ভিন্ন স্থানজাত ধ্বনি
দুঃখ>দুক্‌খো		বিক্‌থ, দুগ্ধ, উদ্ভিদ,
সখ্য>সক্‌খো		অর্থ, গুর্খা, গর্ভ, গুল্‌খি,
সংখ্যা, শংখ, সংখ,		উস্‌খুস্‌, কাষ্ঠ ইত্যাদি।
ইচ্ছা, কুজ্ঝটিকা, বাঞ্ছা, ঝঞ্ঝা,		
পথ্য>পত্‌থো, বুদ্ধি,		
পন্থা, বন্ধন, লম্ফ, গম্ভীব ইত্যাদি।		

এ পবিবেশে ভিন্ন স্থানজাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও যেমন, সমস্থানজাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও তেমনি তাদেব সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণ লাভ কবে। তা হ'লেও সমস্থানজাত ধ্বনি দু'টিব প্রথমটি দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয এবং দ্বিতীয়টিতে তাদের উচ্চাবকেরা সজোবে পৃথক হ'যে যায়। সেজন্যে, তাদেব সংহত শক্তিজাত মুক্তিলাভ অক্ষরটিকে বিপুল পরিমাণে মহাপ্রাণিত কবে দিয়ে যায়।

কতকগুলো কৃতঋণ তৎসম শব্দে শালীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ উচ্চাবণে CC-ব দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি -ন-, -ম- এবং তবলধ্বনি -র-, -ল-, হ'লে সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনিব মতোই মহাপ্রাণিত হয়। তুলনীয়/চিহ্ন/, চিহ্নিত/, /ব্রহ্ম/, এবং /বর্হ (বহ্র)/, /গর্হিত/, /গার্হস্থ্য/, /আহ্লাদ/, /প্রহ্লাদ/ প্রভৃতি শব্দ। ইদানীং এসব শব্দে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোব মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে অঞ্চল ও লোকবিশেষের উচ্চাবণে /চিন্ন/, /চিন্নিত/, /বর্‌র্/, /গর্রিত/ কিংবা /আল্লাদ/-রূপে তারা দ্বিত্বলাভ কবে। কিন্তু আমি এ-সব শব্দেব দ্বিতীয় ধ্বনিটিব সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনিব মতো মহাপ্রাণ উচ্চারণই যথার্থ উচ্চাবণ ব'লে মনে করি। আমার উচ্চাবণে এদের প্রথমাংশ দ্বিত্বলাভ কবে এবং দ্বিতীয়াংশ সজোরে মহাপ্রাণিতভাবে মুক্তিলাভ কবে ব'লে তাদেব সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষবই মহাপ্রাণিভূত হয়। সেজন্য আমাব উচ্চাবণে মহাপ্রাণতা তাদের সংশ্লিষ্ট অক্ষবেবই সামগ্রিক সম্পদ।

'হ্ন', 'হ্ম' দিয়ে শব্দারম্ভের অবশ্য কোনো অক্ষর পাওয়া যায় না, কিন্তু 'হ্লাদিনী' কিংবা 'হ্রদ' প্রভৃতি কৃতঋণ তৎসম শব্দে 'ল্‌হ্‌' এবং 'র্‌হ্‌'র মহাপ্রাণিত রূপ দেখা যায়।

তরলধ্বনি 'র' পরে থেকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant cluster)-র সৃষ্টি করলে এবং বাংলার জাত্‌ শিস্‌ধ্বনি 'শ'-এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি 'স' সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমে এলে শব্দের প্রথম অক্ষরটি মহাপ্রাণিত হ'তে পারে। তুলনীয়—খ্রীষ্টাব্দ, ঘ্রাণ, ধ্রুব, ফ্রক, ভ্রাতা, এবং স্ফুরণ, স্ফুট, স্খলন, স্থাবর প্রভৃতি শব্দ। এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিসৃষ্ট শব্দাক্ষরের সবটুকুই মহাপ্রাণিত হয়। অন্য কথায় মহাপ্রাণতা সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর এবং তাদের সৃষ্ট অক্ষরগুলোর সামগ্রিক সম্পদ।

খাঁটি বাংলা শব্দে একটির বেশী মহাপ্রাণ অক্ষর নেই। সংস্কৃত /ঝঞ্ঝা/, /ভক্ষণ/, /বুভুক্ষা/ প্রভৃতি শব্দে পাশাপাশি দুটি মহাপ্রাণ অক্ষর দেখি। এ-ধরনের অল্পসংখ্যক কয়েকটি কৃতঋণ সংস্কৃত শব্দ ছাড়া বাংলায় একাধিক মহাপ্রাণ অক্ষর-বিশিষ্ট তদ্ভব কি দেশী বাংলা শব্দ আমার চোখে পড়েনি। অভি-ভাষণ, অভি-ধর্ম, ঝন্‌ঝন্‌, ধমাধম্‌ প্রভৃতি যৌগিক কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দে অবশ্য এ মন্তব্য টেকে না। মহাপ্রাণ অক্ষরের পুনরুক্তির অভাব বাংলা সরল তথা তদ্ভব ও দেশী শব্দকে তৎসম এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে পৃথক ক'রে দিয়েছে।

অক্ষরের সামগ্রিক মহাপ্রাণিভবনকে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক ধ্বনিতাত্ত্বিক 'H' prosody-র পরিভাষায় এ-ভাবে দেখানো যেতে পারে :—

h h h h h h

ঝাল, ঘটনা, মাঝি, পরিখা, বুদ্ধি, শাঁখ্‌ আনো > শাঁখানো ইত্যাদি।

'ঙ', 'ন', 'ম'—এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে তাদের উচ্চারকেরা স্বস্থান স্পর্শ করতে না করতেই নরম তালু ঝুলে পড়ে ব'লে ফুসফুস উদ্গত বাতাস নাসাপথে বের হ'তে গিয়ে তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির ওপরেও প্রভাব বিস্তার ক'রে যায়। শুধু তা নয়, তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতেও এ নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হয়। এ প্রভাব সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ (contact assimilation)-জাত। একাক্ষরবিশিষ্ট /নাক/, /কান/ প্রভৃতি শব্দের সামগ্রিক

Prosody of nasalization
N prosody
সামগ্রিক নাসিকীভবন

উচ্চারণে স্বতন্ত্রভাবে নাসিক্য অনুরণনের চিহ্ন (̃) ব্যবহাব কবি বা না করি (এ-ধরনের শব্দে সাধারণ লেখায় অবশ্য আমরা তা করিনা), ওর ভেতরেব নাসিক্যগুণকে আমবা পৃথক ক'রে নিতে পারি না। সেজন্যে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির সামগ্রিক উচ্চারণ, নাসিক্য অনুবণনময় তথা prosodic। /নাক/ শব্দে 'ন'-এব পরবর্তী স্ববধ্বনি 'আ'র সাহায্যে গঠিত সম্পূর্ণ অক্ষর তথা শব্দটি সম্বন্ধে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি /কান/ শব্দে 'ন'-এর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি আ'র সাহায্যে গঠিত অক্ষর-সমন্বিত সম্পূর্ণ শব্দটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এখানে নাসিক্যগুণ সম্পূর্ণ শব্দটিরই সম্পদ (property)। CVC অক্ষরবিশিষ্ট কাঠামোর /মান/, /মন/, /নাম/, /নাঙা/ প্রভৃতি শব্দে যেখানে অক্ষরগুলো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু হয় এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেই শেষ হয় সেখানে দুটি নাসিক্যধ্বনিব মধ্যবর্তী স্বরধ্বনিটিতে নাসিক্যগুণ গভীরতা লাভ কবে। ফলে সমগ্র অক্ষরটিতে এবং সেজন্যই এধরনের একাক্ষরিক শব্দগুলোতে অপরূপ নাসিক্য ব্যঞ্জনাব সৃষ্টি হয়। /নানা/, /মানা/, /নানান/, /মানানো/, /মাননীযা/ প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, কি চতুরক্ষিক শব্দেও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অনুবণন তাদের পূর্বে ও পরে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয়। এ জাতীয় শব্দের Nasal (Kymograph) tracing নিয়ে এ কথার যাথার্থ্য বিচাব ক'রে দেখা গেছে। অক্ষর ও শব্দে এ-ধরনের সামগ্রিক নাসিক্যীভবন সংশ্লিষ্ট মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (Phoneme)-জাত ব'লে শব্দাক্ষবের পরিমাণ-নির্বিশেষে তা' শব্দের শুরুতে, মধ্যে কিংবা অন্তে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিব অবস্থান বিচারে যে-কোন অক্ষবকেই নাসিক্যীভূত করতে পাবে, তুলনীয়— /নাচুনি/, /বিনুনি/, /জননী/, /রমনী/, /মারানী/, /নামুন/, /নামানো/, /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ। সংশ্লিষ্ট nasal phoneme-এর সাহায্যে এ ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হ'লেও সমগ্র অক্ষর কি শব্দের উচ্চারণ থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। একারণে শব্দ ও শব্দাক্ষবের এ-নাসিক্য অনুরণন তখন phonematic না হ'য়ে prosodic property হয়ে দাঁড়ায়। আমাদেব আলোচ্য বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় তখন /মন/, /মামা/, /নামুন/, /নাম নাই/, /জননী/, /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যাংশকে $\overset{N}{\overline{\text{মন}}}$, $\overset{N}{\overline{\text{মামা}}}$, $\overset{N}{\overline{\text{নামুন}}}$, $\overset{N}{\overline{\text{নামনাই}}}$, $\overset{N}{\overline{\text{জননী}}}$, $\overset{N}{\overline{\text{নমনীয়}}}$ ইত্যাদি রূপে লেখা যেতে পারে।

বাংলায় সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়। স্বরধ্বনির নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত-অনুনাসিকতা আভিধানিক পর্যায়ে অনুরূপ অনুনাসিকতাবিহীন শব্দকে অর্থের দিক দিয়ে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় /বাক/এবং /বাঁক/,কাচা/এবং/কাঁচা/, চাচা/ এবং/চাঁচা, /কাদা/ এবং/কাঁদা/, /বাধা/ এবং /বাঁধা/, বাধা/ এবং /বাঁধা/, /কাটা/এবং/কাঁটা/ প্রভৃতি শব্দ। বাংলায় প্রতিটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই অনুনাসিকতা লাভ ক'রে তাদের মৌখিক রূপের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে। এজন্যে অনেকে বাংলার মৌখিক (oral) স্বরধ্বনি-গুলোর তুলনায় তাদের প্রতিটি অনুনাসিক (nasalized) স্বরধ্বনিকে স্বতন্ত্র Phoneme মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করেছেন। বাংলায় এ-ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি অসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিকে মূলধ্বনি বা phoneme হিসেবে গণ্য করা হোক বা না হোক অক্ষরের মধ্যে ব্যবহৃত হলেই স্বরধ্বনির এ অনুনাসিকতাও সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। /বাক/ এবং /বাঁক/ শব্দের নাক ও মুখের Kymograph tracing নিয়ে পরীক্ষা করলে প্রথম শব্দটিতে নাসিক্য অনুরণনজাত চিহ্নের অভাব দেখা যায় অথচ দ্বিতীয়টিতে শুধু সংশ্লিষ্ট 'আ' স্বরধ্বনিটির বেলাতেই নয়, তার পূর্বে 'ব'-এর মুক্তি-অংশ থেকে নাসিক্য অনুরণন শুরু হয়ে 'ক' গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে দেখি। /বাঁক/ শব্দটির আলোচ্য স্বরধ্বনিটির অনুনাসিকতা সেজন্যেই সমগ্র অক্ষরটির এবং এটি একটি একাক্ষরিক শব্দ ব'লে সমগ্র শব্দটিরই একটি বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। এ অনুনাসিকতাও সেকারণে অক্ষর এবং শব্দের সামগ্রিক গুণগত তথা prosodic সম্পদ।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-সংশ্লিষ্ট নাসিক্যীভূত অক্ষর ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান বিচারে $\underline{N}$ শব্দের যে-কোনো স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে। তুলনীয়/জননী/, $\underline{N}$ /অনমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ। কিন্তু নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত অনুনাসিক স্বর-ধ্বনিজাত-অক্ষর শব্দে কেবল যে একটিবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তা-ই নয়, /বিস্ময়/, /আজ্ঞা/, /অবজ্ঞা/, /বিজ্ঞ/ প্রভৃতি কয়েকটি তৎসম শব্দে ছাড়া তাদের অবস্থানও শব্দের প্রথম অক্ষরেই নির্দিষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য, সে-কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জন-

ধ্বনিহীন অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের একটি বিশেষ সম্পদ। /বিস্ময়/ কিংবা /অবজ্ঞা/ প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরের ধ্বনিগত যে অনুনাসিকতা তাও বাংলা বানানের প্রভাবজাত। সেদিক থেকে নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনিহীন-অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরেরই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

বাংলায় শব্দের গোড়াতে 'ন' এবং 'ম' ব্যবহৃত হয়। তুলনীয়: /নাক/ ও /মাস/ শব্দ। শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিই ব্যবহৃত হয়। তুলনীয়: /বাঙা/ ও /বঙ্/, /জানা/ ও /জান/ এবং /ধামা/ ও /ধাম/ প্রভৃতি শব্দ।

শব্দের শুরুতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শব্দের মধ্যেও 'নৃ', 'মৃ' এবং 'ম্ল' এক নিশ্বাস-জাত সংযুক্তভাব সৃষ্টি ক'রে সংশ্লিষ্ট অক্ষরটিকেই সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করতে পারে। তুলনীয়:—/নৃমণি/, /নৃপ/, /অমৃত/, /মৃত/, /অনৃত/, /ম্লান/, /অম্লান/ প্রভৃতি শব্দ। /স্নান/, /স্নিগ্ধ/ প্রভৃতি শব্দে সংযুক্ত 'স্নান' শুধু শব্দের প্রথম অক্ষরকেই নাসিক্যীভূত করে।

শব্দের মাঝখানে—CC—পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার হয়, যথা:—

১। 'ঙ' ছাড়া 'ন' এবং 'ম' এর দ্বিত্ব:—পান্না, কান্না, সম্মান, আম্মা, ইত্যাদি।

২। দ্বিত্বলাভ করলে 'ন' এবং 'ম' দ্বিতীয় স্থানে কয়েকটি সংস্কৃত শব্দে শালীন উচ্চারণে মহাপ্রাণিত হ'তে পারে। যেমন:—চিহ্ন, চিহ্নিত, বহ্নি, অপরাহ্ণ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্ম ইত্যাদি।

৩। সমস্থানজাত স্পর্শধ্বনির পূর্বে সংশ্লিষ্ট-বর্গীয়-নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার। যেমন:—

(ক) ক-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার:—
শঙ্কা, সংখ্যা, সঙ্গ, সঙ্ঘ।

(খ) চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্তদন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—সঞ্চয়, বাঞ্ছা, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা।

(গ) ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—কণ্টক, কুণ্ঠা, খণ্ডন।

(ঘ) ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—সন্তাপ, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা।

(ঙ) প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—কম্পা, গুম্ফ, গম্বুজ, গম্ভীর।

৪। শব্দমধ্যবর্তী ভিন্নস্থানজাত-CC-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' তিনটিই ব্যবহৃত হ'তে পারে, যেমন:—

(ক) -ঙC-বাংতা, রংচঙ, আংটি, আংঠা, চিংড়ি, রংপুর, সংবাদ, সংশয়, সংযোগ, বাঙ্‌লা, হিংসা বংশ, সিংহ, মুংরু, ঠ্যাংড়া ইত্যাদি। (ঙ্‌ এবং অনুস্বার (ং) বাংলায় ধ্বনির দিক থেকে অভিন্ন)।

(খ) —নC—যন্‌কা, ঠুন্‌কো, সান্‌কি, পানকৌড়ি, কান্‌খা, বনগাঁ, তানপুরা, সন্‌বাপ, পন্‌রো, জান্‌লা ইত্যাদি।

(গ) —মC—জুম্‌কো, দম্‌কা, খাম্‌খেয়ালী, বাম্‌গড়, যম্‌ঘর, ঘোম্‌টা, চাম্‌চে, নাম্‌তা, চম্‌চম্‌, গাম্‌ছা, বাম্‌থাল, রাম্‌দা, কাম্‌ধেনু, চাম্‌ড়া, কাম্‌রা, কাম্‌লা, গাম্‌লা, আম্‌ড়া, তাম্‌সা ইত্যাদি।

৫। শব্দমধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থানজাত—CC-র—দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ' শব্দ ও অক্ষর গঠন করে না ব'লে শুধু 'ন' এবং 'ম'-ই এ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়, 'ঙ' নয়। যেমন:—

—Cন—বক্‌না, পাখ্‌না, ভগ্ন, কগ্ন, বিঘ্ন, যাচ্‌না (যাচ্ঞা),
জ্যোছ্‌না, বাজ্‌না, বাট্‌না।
বত্ন, যত্ন, পত্নী, মদ্‌না, বধ্‌না, স্বপ্ন, যাব্‌না,
ওড়্‌না, ডাল্‌না, কর্ণ, রোশ্‌নি, বাহ্‌না ইত্যাদি।

—Cম—তক্‌মা, বাগ্‌মী, মচ্‌মচ, আজ্‌মীর, কর্ম, গুল্ম,
চশ্‌মা, অস্‌মান, গহ্‌মা, ইত্যাদি।

৬। ভিন্ন স্থানজাত (-CC-) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি:—

(ক) জন্ম, তন্ময়. (খ) ওম্‌নি, তেম্‌নি, সাম্‌নে

(গ) বাঙ্‌ময়, রঙ্‌ময় ইত্যাদি।

উপরিউক্ত এক থেকে ছয় সংখ্যক উদাহরণে দ্বিত্বপ্রাপ্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং সমস্থানীয় স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণই বেশ জোরালো এবং সংহত। অন্যান্য উদাহরণে—CC-র প্রথম কিংবা দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কোমল এবং sequential বা পারম্পর্যগত।

এদের উচ্চারণ পদ্ধতি উদাহরণ বিশেষে যেমনই হোক না কেন—CC-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে তার পূর্ববর্তী অক্ষরকে এবং দ্বিতীয়টি তার পরবর্তী অক্ষরকে সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করে। কিন্তু /তন্ময়/, /জন্মায়/, /কান্না/, প্রভৃতি শব্দে—CC-র দুটোই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ব'লে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী অক্ষরকে তারা সমান-ভাবেই অনুনাসিক অনুরণনে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। এরকম উদাহরণে নাসিক্যগুণ সেজন্যে সমগ্র শব্দবিশেষেরই ধ্বনিসম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

ব্যাঙ্ক, ল্যাম্প, পাম্প্‌ প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেই শব্দশেষে—NC (নাসিক্য ও অন্যব্যঞ্জন)-র সংস্থান দেখি। এগুলোতেও নাসিক্য অনুরণন সমগ্র শব্দেরই ধ্বনিগুণ।

বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জনবহির্ভূত-অনুনাসিকতা কেবল মাত্র শব্দের প্রথম অক্ষরের গুণ হলেও রেঁায়া, চুঁয়া, প্রভৃতি একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে প্রসৃত হ'য়ে গিয়ে সমগ্র শব্দটিতেই নাসিক্য অনুরণনের সৃষ্টি করে।

বাংলায় পার্শ্বজাত তরলধ্বনি 'ল'-এর সঙ্গেই কোনো নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনি-বিবর্জিত-অনুনাসিক অক্ষর সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না।

বাংলার ট-বর্গীয় 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', এবং তাড়নজাত 'ড়' ও 'ঢ' ধ্বনি দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়া প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণ-ঘটিত এধ্বনিগুলোর তুলনায় খাঁটি মূর্ধন্যধ্বনি নয়। এতদঞ্চলের এ-ধ্বনিগুলোকে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লাগিয়ে যে-ভাবে উচ্চারণ করা হয় বাংলায় সেভাবে করা হয় না। বাংলায় এদের উচ্চারণ-স্থান

Prosody of Retroflexion
R Prosody
সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

দন্তমূলই। তবু বাংলাতেও এদের উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় জিভের ডগা দুমড়ে যায় ব'লে এসব ধ্বনির মুক্তি-ঘটিত পরবর্তী স্বরধ্বনিটিও তাদের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি গাঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে। এ-ধ্বনিগুলো উচ্চারণের এ-ব্যঞ্জনা মুখগহ্বরে জিভের প্রতিবেষ্টন-জনিত রূপেরই সৃষ্টি। এদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে প্রতিবেষ্টনজাত গাঢ় ব্যঞ্জনা যেমন প্রসৃত হ'য়ে যায়, তেমনি শব্দ-মধ্যবর্তী যে-কোনো ট-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা তার পূর্ব বর্তী স্বরধ্বনি গঠনের সময়ই প্রতিবেষ্টিত রূপ ধারণ করতে উদ্যত হয় ব'লে শব্দ-মধ্যবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূ্র্বের ও পরের অক্ষরে সমানভাবেই এ ধ্বনি-নিঃসৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যায়। ট-বর্গীয় এবং 'ড়', 'ঢ়' ধ্বনির উচ্চারণগত এ-গাঢ় ব্যঞ্জনা সমগ্র অক্ষরেরই স্বাদ। এ স্বাদ আমাদের ব্যাখ্যা মতে Prosody of Retroflexion বা R Prosodyর অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ ও অনুকরণে লেখা ব'লে বাংলা ব্যাকরণগুলোতে 'ষ'কেও মূর্ধন্য ধ্বনির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনি-বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি 'ষ' বলে স্বতন্ত্র বা কোনো মূলধ্বনি বাংলায় নেই। আছে দন্তমূলীয় 'শ' ধ্বনি।

বাংলায় স্পর্শধ্বনির সঙ্গে নিম্নলিখিত পরিবেশে অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হয়:—

১। প্রথম অক্ষরে:— টাক্, ঠিক, ঠক্, ডাল্, ঢাল্ ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় অক্ষরে:—কাটা, কাঠা, মাঠা, গাড়ী, গাঢ়ো ইত্যাদি।

৩। তৃতীয় বা শেষ অক্ষরে:—কাবাটি, পাহাড়ী, শাশুড়ি, মারাঠি ইত্যাদি।

৪। শব্দের closed বা বদ্ধাক্ষর হিসেবে:—কাঠ, মাঠ, লাট, ভাট, ভাঁড়, ঠোঁট, কপাট, পাহাড়, আষাঢ় ইত্যাদি।

বাংলায় নির্দিষ্ট কতকগুলো শব্দেই পাশাপাশি দুটো অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হ'তে পারে, যেমন:—

১। ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে:—টিকেট, টম্যাটো, ডাকোটা ইত্যাদি।

২। নামবাচক বিশেষ্যে:—টাটানো, টোটা, টেরিটি, ঢেঁড়োস ইত্যাদি।

৩। কতকগুলো অভদ্র শব্দে:—ঠেঁটা, ঠুঁটো, ডাঁটা, ট্যাঁঠা ইত্যাদি।

৪। কতকগুলো ধ্বন্যাত্মক ও দ্বৈতশব্দে:—ঠুন্‌ঠুন্, ঢংঢং, ডিম্‌ডিম্, টম্‌টম্, টক্‌টক্, টুক্‌টুকে, টস্‌টস্, টিক্‌টিকি, টল্‌মল্, টাল্‌মাটাল্, টুন্‌টুনি ইত্যাদি।

৫। সাধারণ কতকগুলো শব্দে :—টুঁটি, ঠাট্টা, ডাণ্ডা ইত্যাদি।

এছাড়া (ভাড়াটে প্রভৃতি দু-একটি উদাহরণ ছাড়া) শালীন শব্দে বাংলায় প্রথমে কি মধ্যাক্ষবে কিংবা শেষাক্ষরে যেখানেই মূর্ধন্যধ্বনির আমদানি হোক না কেন, একটি শব্দে একাধিক মূর্ধন্যীভূত অক্ষব চোখে পড়ে না। শুধু তা-ই নয় মহাপ্রাণ অক্ষরের পব মূর্ধন্যীভূত অক্ষর বাংলায় ব্যবহৃত হয় (তুলনীয় থাঁটি, ভাড়াটে ইত্যাদি) কিন্তু তাব বিপরীত অর্থাৎ মূর্ধন্যীভূত অক্ষরেব পবে মহাপ্রাণিত অক্ষর বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা।

ইংরেজী কৃতঋণশব্দে 'র' পরে এসে 'ট' ও 'ড'-এব সঙ্গে শব্দের প্রথম অক্ষরকে মূর্ধন্যীভূত করে, যেমন :—ট্রাম, ড্রাম ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যাক্ষরে —CC— পর্যায়ে 'ন' পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে (যেমন—ঘণ্টা, লুণ্ঠন, মণ্ডা প্রভৃতি শব্দ), 'ল' পববর্তী ট-এর সঙ্গে (যেমন উল্টা, পাল্টা, গিল্টি ইত্যাদি) এবং 'ষ'ও পরবর্তী ট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোকে অর্থাৎ ট-বর্গীয় ধ্বনি সংশ্লিষ্ট-অক্ষরের পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনিকে প্রতিবেষ্টিত করে। সেজন্যে এসব ক্ষেত্রেও অক্ষরের মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ সমগ্র অক্ষরেব এবং সেজন্যেই সমগ্র শব্দের সামগ্রিক ধ্বনিসম্পদ; অন্য কথায় তাদেব prosodic গুণ।

বাংলা ব্যাকবণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে লিখিত হয় ব'লে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'ণত্ব' ও 'ষত্ব' বিধানগুলো বাংলার ঘাড়ে মান্ধাতার আমল থেকে চেপে ব'সে আছে। সে বিধানগুলো প্রধানতঃ এরূপ :—

ণত্ব-বিধান : ১। ট-বর্গেব পূর্বে মূর্ধন্য-ণ হয়, যেমন :—বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, খণ্ডন, চণ্ড ইত্যাদি।

২। ঋ, ঋৃ, র, ষ এব পরে প্রত্যয়েব দন্ত্য-ন, মূর্ধন্য-ণ হয়, যেমন :—ঋণ, ঘৃণা, কৃষ্ণ, (<√কৃষ্+ন), বর্ণ (< √ বৃ=বর্+ন), বিষ্ণু (<√বিষ্+নু), পূর্ণ (<√পৃ=পূব+ন) ইত্যাদি।

৩। একই পদের মধ্যে প্রথমে-ঋ, ঋৃ র, ষ- ও পরে স্ববর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য-, ব-, হ-কার অনুস্বারের ব্যবধান এবং তাবপরে দন্ত্য-ন থাকলে উক্ত দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ হয়ে যায়, যেমন :—দর্পণ, শ্রাবণ, হরি, রুক্মিণী, বিষাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষ্মণ ইত্যাদি।

৪। ঋ, র, ষ এর পরে উপরিউক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া অন্যধ্বনির ব্যবধান থাকলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়না ; যেমন :—মর্দন, দর্শন ইত্যাদি।

ষত্ব-বিধান : ১। ঋ ও র এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয় ; যেমন—ঋষি, বৃষ, ঋষভ, বর্ষা, বর্ষ ইত্যাদি।

২। অ, আ ভিন্ন স্বর এবং ক ও র পদস্থিত এই কয়টি বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স এলে উক্ত 'স' মূর্ধন্য-ষয়ে পরিবর্তিত হয় ; যথা—কল্যাণীয়েষু, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

৩। উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয় ; যথা—অভি+√সিচ্ > সেক+অ= অভিষেক ; স্থা+অন=স্থান ; কিন্তু অধি+স্থান=অধিষ্ঠান, প্রতি+স্থিত=প্রতিষ্ঠিত ; সিদ্ধ কিন্তু নিষিদ্ধ, নিষেধ ; সন্ন কিন্তু নিষণ্ণ ইত্যাদি।

৪। দু'টি পদ সমাসবদ্ধ হয়ে এক শব্দে পরিণত হ'লে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদের শেষে -ই, উ, ঋ, ও- থাকলে, পরবর্তী পদের আদ্য দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষযে পরিবর্তিত হয় ; যথা—যুধি+স্থির= যুধিষ্ঠির, সু+স্থু=সুষ্ঠু, মাতৃ+স্বসা=মাতৃষসা, পিতৃ+স্বসা= পিতৃষসা, সু+সমা=সুষমা, সু+সেন=সুষেণ, বি+সম= বিষম, গো+স্থ=গোষ্ঠ ইত্যাদি।*

সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়মগুলো বেশ জটিল এবং সাধারণের জন্যে বিভীষিকাপূর্ণ। বাংলা বানান সংস্কৃতের গতানুগতিক পদ্ধতিতে শেখানো হয় ব'লে বানান আয়ত্তকরণের জন্যে এখনো হয়তো এসব দুরূহ সূত্রের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান এক ধ্বনির অন্যধ্বনিতে পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে না, ধ্বনি যে ভাবে মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় এ-বিজ্ঞান তারি যথাযথ বিশ্লেষণ করে। একারণে বর্ণনাত্মক

---

*ণত্ব ও ষত্ব বিধানের সূত্র ও উদাহরণগুলো ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (২য় সং) পৃ. ১১০-১১৪ থেকে সংগৃহীত।

বাংলা ব্যাকরণেও এসব ক্ষেত্রে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তনের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভংগী থেকে বাংলায় ণত্ব ও ষত্ব বিধান-শাসিত বানান এবং তার সূত্রাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

সংস্কৃত ণত্ব ও ষত্ব বিধানমতে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার কথা না ব'লে আমাদের আলোচ্য prosodic পদ্ধতির সাহায্যে মূর্ধন্যীভূত সামগ্রিক অক্ষর ও শব্দের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।* তুলনীয় সংস্কৃত উচ্চারণ মতে /শ্রাবণ/, /ব্রাহ্মণ/, /বিষণ্ণ/, /বিষ্ণু/, /ঋণ/, /পাঠ/, /তণ্ডিস্থান/ প্রভৃতি শব্দ। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূর্ধন্যধ্বনি উচ্চারণে মূর্ধায় জিহ্বার ডগা প্রতিবেষ্টিত হয়ে যে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, তা-ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র শব্দে এবং কোনো শব্দে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোতে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষর ও সেজন্যে সমগ্র শব্দ-টিরই বিশেষ ধ্বনিসম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও অক্ষরগুলো'র সামগ্রিক মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ R prosody চিহ্ন দিয়ে

R R R R R R

এভাবে দেখানো যেতে পারে, যেমন:—শ্রাবন, ব্রাহ্মণ, বিষণ্ণ, বিষ্ণু, ঋণ, তণ্ডিস্থান ইত্যাদি।

সংস্কৃতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'শ', 'ষ' ও 'স' ধ্বনিগুলো আভিধানিক পর্যায়ে শব্দ সৃষ্টি করে। বাংলায় 'ঋ', 'র', 'ষ', 'ণ', জাতীয় কোন মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। এখানে একটি 'শ' এবং একটি 'ন' ই আছে। সেজন্য এসব ধ্বনি সমন্বিত মূর্ধন্যীভূত সংস্কৃত অক্ষরের নিয়মগুলো বাংলায় চলেনা। কেবল মাত্র শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে -CC-পর্যায়ের দ্বিতীয় ধ্বনিটি ট-বর্গীয় হ'লে কষ্ট, কাষ্ঠ, অষ্ট, মুণ্ডা, আণ্ডা, লণ্ঠন প্রভৃতি শব্দে Contact assimilation-এর ফলে 'ষ' এবং 'ণ' এর উচ্চারণ দেখা যায়। এ পরিবেশের মূর্ধন্যীভূত 'ষ' এবং 'ণ'-এর উচ্চারণও সেজন্যে আমাদের মতে prosodic এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনির পূর্ব ও পরের অক্ষরে প্রসৃত।

বাংলায় এ-ধরনের সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন এক বাক্যে পাশাপাশি বহু শব্দেই ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন—/বড়ো হাড়টা ঠিক বসেছে/, /ওর বড়ো বাড় বেড়েছে/,

---

*দ্রষ্টব্য :—W.S. Allen—Some Prosodic Aspect of Retroflexion and Aspiration In Sanskrit ; BSOAS 1951 XIII/4.

কাল ওই ওড়ে বড়ো ঝড় হয়েছে/ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সমগ্র বাক্য ঘিরে প্রতি-বেষ্টিভূত ব্যঞ্জনাই বহুল পরিমাণে ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিসম্পদের সৃষ্টি করে।

নিছক একটি উপাদানে তৈরী একটি ব্যঞ্জনের যে স্বাদ বহু উপাদানে তৈরী সে-ব্যঞ্জনের স্বাদ তার তুলনায় বহুগুণে মিষ্টতর। তা যেমন রসনাকে তৃপ্তি দেয় তেমনি মনের আনন্দেরও কারণ ঘটায়। ধ্বনি মানুষের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে না, জিহ্বার লালাও ক্ষরণ করে না, কিন্তু যা করে তাতে মানুষের আত্মা উল্লসিত হয়, পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদে তার মনপ্রাণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। মানুষের বাগ্‌ধ্বনির অবিরল ধারাস্রোতে এক একটি অক্ষর ও শব্দে একাধিক গুণ সমন্বয়ে বহু উপাদান সমন্বিত ব্যঞ্জনের মতো আন্তর prosodic সমন্বয় অপরূপ স্বাদের সৃষ্টি হ'লে তার আত্মা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়। বাংলা শব্দাক্ষর, এবং শব্দে নিম্নলিখিত এ-ধরনের একাধিক সামগ্রিকতা বা prosody-র সমন্বয়ই আমাদের এ-কথার যাথার্থ্য বিচারের জন্যে যথেষ্ট:—

১। V+H Prosody :—ঘর, রঘু, বাঘা, গাধা ইত্যাদি।

২। H+N Prosody :—খুঁটি, হাঁড়ি, ঝাঁটা, ছিট ইত্যাদি।

৩। R+H Prosody :—ঠাকুর, ঠোকর, কাঠা, মেঠো ইত্যাদি।

৪। R+V Prosody :—ঢাকা, ঢেকুর, গাঢ়ো ইত্যাদি।

৫। V+H+N+R Prosody :—ভাঁড়, হাঁড়ি, ঘণ্টা, ঢেঁঢরা ইত্যাদি।

অষ্টম অধ্যায়

ধ্বনিগুণ
[Sound attributes]

ভাষার মূল ধ্বনিতে। তবু ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার করতে গেলে ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়না। প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনি বাক্যের মধ্যে এক প্রাণ হয়ে সামগ্রিকতা লাভ করে। গতানুগতিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও বিধেয়মূলক কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, ক্রিয়া ইত্যাদি কারক বিভক্তি সম্পন্ন ব্যাকরণের আইনকানুন-যুক্ত বৃহৎ বাক্যই হোক কিংবা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী একাক্ষবিক শব্দবিশিষ্ট নেহাত একটি ছোট বাক্যই হোক, বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনি মানুষের মুখ-নিঃসৃত হ'তে গিয়ে জীবন্ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে নানাভাবে স্পন্দিত হয়। সেজন্যে বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনির দুটো রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা ভাষাব মূলধ্বনিগত তার স্বতন্ত্র রূপ আর একটা মানুষের ব্যবহাবিক জীবনের প্রয়োজনে উত্থিত জীবন্ত মানুষের আবেগানুভূতির স্পর্শ পাওযা তার সামগ্রিক রূপ। এ দুই রূপে প্রত্যেকটি ধ্বনি গুণান্বিত হয়।

সাধাবণভাবে প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণের স্থান এবং উচ্চারণের প্রক্রিয়া উক্ত ধ্বনির স্বতন্ত্র বং ও রূপ (tamber)-কে অন্যান্য ধ্বনি থেকে বিশিষ্ট ক'বে তোলে। এ যাবৎ ধ্বনিব সেই বিছিন্ন রূপেরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে আমরা দেখেছি, উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ অন্য একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আবার এক স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের প্রত্যেকটিই উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এজন্যে উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে যেমন দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চাবিত ধ্বনির ওষ্ঠতাকে

তাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক গুণ ব'লে আমরা মেনে নিয়েছি, ধ্বনির দন্ত্যত্ব, দন্ত মূলীয়ত্ব, দন্ত্যওষ্ঠত্ব, দন্তমুলীয়তালব্যত্ব এবং পশ্চাত তালব্যত্ব প্রভৃতি স্থানবাচক বৈশিষ্ট্য তেমনি ধ্বনির স্থানবাচকতা গুণ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। স্থানবাচকতা ধ্বনির পৃথকীকরণ-জনিত গুণ নির্ণয়ে সহায়ক হ'লেও তা ধ্বনিগুণের স্থূলতর দিক উদ্‌ঘাটিত করে। এর তুলনায় উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত গুণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। তার কারণ এক স্থানজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রত্যেকটি থেকে পৃথক হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক, চ, ট, ত এবং প —বর্গীয় যে কোন এক বর্গের একটি ধ্বনি যে উক্ত বর্গের আর একটি থেকে আলাদা হয় তা তার ঘোষতা কিংবা অঘোষতার বৈপরীত্যে, মহাপ্রাণতা কিংবা স্বল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যে। অঘোষতা ঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা 'ক', 'গ', 'ঘ', প্রভৃতি ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিয়ামক হিসেবে পৃথক ভাবে যেমন এদের প্রত্যেকটির গুণ নির্ণায়ক, তেমনি স্পর্শতা (plosivity), উষ্মতা (friction), স্পৃষ্টঘৃষ্টতা (affriction), পার্শ্বত্ব (laterality), অনুনাসিকত্ব (nasality), তাড়নত্ব (flapness), কাঁপুনি (rolling) প্রভৃতি গুণ প্রত্যেকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক। এ-সব ধ্বনিগুণের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে কিংবা গোটাদুয়েক মিলিতভাবে ধ্বনির নিম্নপর্যায়ে অর্থাৎ বাক্যঅসংলগ্ন ভাষার মূল-ধ্বনিকে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক ক'রে দেয়। কিন্তু এটা বাহ্য।

ধ্বনি বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে জীবন্ত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের তাড়নায় রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি অনুভূতির ধারণক্ষম আধার হিসেবে কিংবা ক্ষুৎপিপাসাজনিত মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জৈব জীবনের বাহন হিসেবে ধ্বনিতে জীবন সংক্রামিত হয়ে উঠে তখন প্রত্যেকটি ধ্বনিতে তার স্বতন্ত্র রূপের অতিরিক্ত অনির্বচনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কিসের সাহায্যে এ বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার স্বাদ আমরা পাই? বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠ্‌লে নানা সুর ধ্বনিত হয় এবং সে সুর অনুরণিত হয়ে শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, মনকে মুগ্ধ করে। মানুষের মুখনিঃসৃত কথার মধ্যে ধ্বনিতে ধ্বনিতে আঘাত সংঘাতে এমনি শত সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে। সে সুর বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি। তাতে পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের আভাস পরিস্ফুট হয়। তারই সাহায্যে ভাষার মধ্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির তথা জীবনের আভাস পাই। ভাষায় জীবন্ত

মানুষের কণ্ঠধ্বনির এ-ছাপ কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও স্থূল, কোথাও তীক্ষ্ম, কোথাও প্রলম্বিত—কোথাও জোরালো, আর কোথাও নিস্পন্দ। নদীস্রোতে যেমন নানা তরঙ্গ উঠে, মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিতেও তেমনি সেই তরঙ্গেরই লীলা। তা-ই ভাষা ধ্বনিগুণের সূক্ষ্ম ও জটিলতম দিককে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়। ধ্বনির এ সূক্ষ্ম সুন্দর সামগ্রিক গুণ একদিকে যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি বিশেষণাতীত। এদিক থেকে সামগ্রিক ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে দৈর্ঘ্য (length), ঝোঁক (stress), শ্রুতদ্যোতকতা (prominence), জোর (emphasis), ধ্বনিতরঙ্গ (intonation) প্রভৃতি গুণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে দৈর্ঘ্যের কথা ধরা যাক। বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে শব্দার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে-কোনো অক্ষর (syllable) কিংবা ধ্বনি দীর্ঘায়িত হতে পারে। কোনো কথা লিখতে গেলে যেমন একটা হরফের পর আর একটা হরফ আসে সেটাকে পড়তে গেলে প্রত্যেকটি হরফের অন্তর্নিহিত ধ্বনি সময়স্রোতে উন্মুক্ত হতে গিয়ে এক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ হ'লেও কিছু না কিছু সময় নেয়। এদিক থেকে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই (তা স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি যা-ই হোক না কেন) duration বা স্থিতিগত একটা দিক আছে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির স্থিতিগত বা পরিমাণগত দিক প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। মূলধ্বনি (phoneme) হিসাবে কোনো কোনো ভাষার স্বরের দীর্ঘতা তার হ্রস্বধ্বনির তুলনায় তার কালপরিমাণকে বিশেষভাবে স্পষ্ট ক'রে তোলে।

ধ্বনির duration

প্রসঙ্গক্রমে মূলধ্বনি হিসেবে ইংরেজীর 'feel', 'seed', 'seat' প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ 'i :' (ঈ) এবং 'fool', 'cool' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ ' :' (ঊ)র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজীতে আভিধানিক পর্যায়ে দীর্ঘ 'i ' এবং দীর্ঘ 'u :' হ্রস্ব 'i' এবং হ্রস্ব 'u' সমন্বিত শব্দকে অর্থের দিক থেকে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় 'feel' এবং 'fill', 'fool' এবং 'full' শব্দাবলী। বাংলা হরফে হ্রস্ব ই এবং ঈ, হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ আমরা লিখলে মূলধ্বনি হিসেবে 'ঈ' এবং 'ঊ' এর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ ইংরেজীর মতো বাংলার হ্রস্ব 'ই' এবং 'ঈ' কিংবা হ্রস্ব 'উ' এবং 'ঊ' দিয়ে অন্যান্য ধ্বনি ঠিক রেখে দুটো স্বতন্ত্র শব্দ আমরা পাই না। বাংলার স্বরধ্বনিতে মূল স্বরধ্বনি হিসেবে হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ 'ই' এবং হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ 'উ' এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে শুধু 'ই'

জাতীয় একটি ধ্বনির এবং 'উ' জাতীয় আর একটি ধ্বনির। বাংলায় মূলধ্বনি হিসেবে 'ই' এবং 'উ'-এর দীর্ঘত্ব কোনো স্বতন্ত্র ধ্বনিগুণের সৃষ্টি করে না। তা না করলেও বাংলার 'এ', 'এ্যা', 'আ', 'অ', 'ও' এবং 'ও'-র মতো 'ই' এবং 'উ'-এরও পরিমাণগত একটা অবস্থিতি আছে। তা-ই তার স্বাতন্ত্র্যগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বরূপ, তার 'tamber'। বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে প্রয়োজনানুসারে এদের প্রত্যেকটিই নানা মাপজোখের দীর্ঘত্বই গ্রহণ করতে পারে। বাংলা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে শেষের সিলেবলের যে-কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণই সময়ের দিক থেকে দীর্ঘতম আর তার পূর্ববর্তী সিলেবলের স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক ভাবে হ্রস্বতা লাভ করে—ফলে শব্দের প্রথম সিলেবলের স্বরধ্বনিই হয় হ্রস্বতম, এ-কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরধ্বনির এ দীর্ঘত্ব মূলধ্বনিগত নয়। ইংরেজীতে মূলধ্বনি হ্রস্ব 'i' এবং দীর্ঘ 'i:' এর মধ্যে এবং মূলধ্বনি হ্রস্ব 'u' এবং দীর্ঘ 'u:' এর মধ্যে সময় ঘটিত দীর্ঘত্বের যে-তফাৎ এখানকার হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের মধ্যে সে-তফাৎ নয়। বাংলা বাক্যে হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক বাহন হিসেবে প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই তার মূলধ্বনিগত (phonemic) স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অগণিত মাপজোখের (infinite shades of length) দীর্ঘত্বের পরিচয় বহন করতে পারে।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য

স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অ-স্পৃষ্ট (non-plosive) ব্যঞ্জনধ্বনির এবং স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব নানা মাপে ছোট বড় করা যায় কিন্তু অ-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির যে-দীর্ঘত্ব তা অনায়াসলভ্য ব'লে স্বরধ্বনির বহুভঙ্গিম লীলায়িত রূপেই আমরা বেশী ক'রে মুগ্ধ হই; আর ভাবাবেগের টানাপোড়েনে স্বরধ্বনিকেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর কিংবা হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর ক'রে বাগ্‌ধ্বনির লীলারস আস্বাদন করি। বাংলাভাষার শব্দ ও সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনিই প্রধানভাবে সহায়তা করে—অন্য কথায় স্বরধ্বনিই বাংলা সিলেবল তথা অক্ষরের আধার (nucleus) ব'লে প্রয়োজনানুযায়ী উক্ত স্বরধ্বনিকে টেনে ছোট বড়ো করা যায়। সেজন্যে কি স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা বক্তৃতায়, কি কোনো গদ্যাংশের পাঠে কিংবা কবিতার আবৃত্তিতে শব্দান্তর্গত অক্ষরের মাত্রার নির্ভর-স্থল স্বরধ্বনিতে হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘতার লীলা আস্বাদন-যোগ্য। এভাবে স্বরধ্বনি সময়ের পরিমাণ (duration)-গত দিক থেকে মাত্রার নিয়ামক হয় ব'লে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির দীর্ঘতা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

উদাহরণ স্বরূপ দূরত্ববাচক 'ওই' সর্বনামটির বিশ্লেষণ করা যাক। এটি মূলতঃ দ্বিস্বর (diphthong) ধ্বনি। এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনি 'ও' স্বতন্ত্র কোনো 'ও' ধ্বনির তুলনায় সামান্য একটু দীর্ঘ হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু এ শব্দটির সাহায্যে সাধারণ দূরত্ব বোঝাতে গেলে এ-দ্বিস্বরধ্বনির প্রথমাংশ 'ও'-কে একটু টেনে 'ও-ই' ভাবে ছেড়ে দিলেই চলে। কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান যতই বেশী হ'তে যাবে ততই দেখা যাবে 'ও'-র দীর্ঘতার মাত্রাও ক্রমেই 'ও······ই', 'ও······ই', 'ও······ই' ভাবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠছে। কোনো রূপকথায় এ-পরিবেশ (context of situation) ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে দেখা যাবে 'ওই' শব্দের 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত হ'তে না হ'তে 'ও······ই' রূপে এমনভাবে দীর্ঘায়িত হ'যে উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত 'ও'-র পর একটানা একটা লম্বমান সুরের রেশ ছাড়া কানে যেন আর কিছুই ভেসে আসতে চায় না। এমনিভাবে সমাজ-জীবনের অবস্থাবৈচিত্র্যে ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য শেষ পর্যন্ত সুরের সূক্ষ্ম পাড়ে পরিণত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে 'আ' স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের তারতম্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পরিবেশটা এরকম ক্ষেত্রে সোহাগের, স্নেহের, আদর-আবদার কিংবা প্রেমের হ'তে হবে। বক্তা (speaker) এবং শ্রোতা (hearer) সমাজ-জীবনের এমন একটা সুন্দর মুহূর্তের রূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এমন এক মধুর মাহেন্দ্রক্ষণের অবতারণা করেছে যার নিবিড়তম স্বাদ শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবে; বাইরে থেকে অন্য কারুর পক্ষে তার মাধুর্যের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হবে না। এরকম ক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কের (social context) নিতান্ত মামুলি কথাতেও যে কত রস, কত স্বাদ এবং কত আনন্দ আছে তার উপভোগের অধিকার এক্ষেত্রে শুধু বক্তা ও শ্রোতারই। ধরা যাক বক্তা এক্ষেত্রে স্ত্রী আর শ্রোতা স্বামী। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে সাংসারিক সম্পর্কের দাবীতে নয় বরং হৃদয় সম্পর্কের দাবীতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা পাওনা আদায় করতে গিয়ে কিছু টাকাই চেয়ে বসলেন। বললেন, 'দাওনা—দাও' তারপর শুরু হলো আদর ও আবদারের পালা—'দা—ও', 'দা—ওনা'—, 'দা-া-া-ও', 'লক্ষ্মী, দা......ও!' এক্ষেত্রের 'দ' ধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ' হৃদয়াবেগের এবং স্নেহ-সোহাগের আধার হিসেবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর আর সেজন্যে মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠবে না কি? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যকে শুধু হ্রস্বের তুলনায় দীর্ঘ 'আ' কিংবা 'প্লুত

আ', ব'লেই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যেব পবিমাপে কি আব এর দীর্ঘতা ধরা যাবে? এ-থেকে কি প্রতিপন্ন হয় না যে ভাষা মানুষেব হৃদয়ানুভূতিতে সিক্ত ও সমৃদ্ধ হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠলে তাতে জীবনের রূপ যে কত ভাবে তরঙ্গায়িত হয়, তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ধ্বনিতে জীবনের এ-রস সংক্রমণে ধ্বনিব যে দৈর্ঘ্য পবিস্ফুট হয় তা তার সামগ্রিক রূপেব আব তা-ই ধ্বনির ব্যাখ্যাতীত সামগ্রিক গুণেবও।

বাংলা ভাষায় একটি সার্থপর্বে একটা না হয় বড় জোর দুটো প্রস্বনযুক্ত (stressed) অক্ষর পাই। অর্থেব গুরুত্ব বা তারতম্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট অক্ষব ও তৎসমন্বিত স্বরধ্বনির ওপরে প্রস্বনেব পরিমাণ বিচাবে নিম্নের এ কযটি পবিমাপক গুণ লক্ষ করা যায়:—

স্বরধ্বনিব গুণবাচকতা
vocal qualifiers

(১) /জোরালো প্রস্বর (over loud)/, যেমন 'এটা আপ/নাঃর?' এখানে প্রস্বন পড়েছে 'না'-র ওপব।

(২) /স্বরধ্বনিব অতিরিক্ত (over long) দৈর্ঘ্য/ সাধারণতঃ গল্প বলার সময় কিংবা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে এ দৈর্ঘ্যের বিশেষ ব্যবহার হয়। যেমন—

'সাবি সারি আম, জা: ম, লীচু, আনাব:: স।'

কিংবা ঐ......অ......ই (দূবত্ব ব্যঞ্জক)।

(৩) /তড়িৎ ছাটাই করা—over clipped/

বিরক্তি-বোধক ভাব প্রকাশে 'হ্' ধ্বনি দিয়ে শব্দশেষের অক্ষব বন্ধ ক'বে দেওয়ার জন্যে অতি ছাটাই ভাব, যেমন—'না-হ্', 'যাঃ' ইত্যাদি।

(৪) /সুউচ্চ—over high/ সাধারণ পীচ্ বা মাড় থেকে কোনো একটি অক্ষরকে অতিবিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ওপরে তুলে ধরার জন্যে, যেমন—'আমি তখন আঃরো ছোট।'

(৫) /সুদৃঢ় (over tense)/

বিরতির পরবর্তী প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিতে এবং কণ্ঠ্যগুণপ্রাপ্ত স্ববধ্বনিতে এ দৃঢ়তা ধবা পড়ে। যেমন—'ত্তা বেশ'; কিংবা 'আ-চ্ছা', অগত্যা গ্রহণ বা সমর্পণ অর্থে স্ববধ্বনির এ-গুণবাচকতা পরিলক্ষিত হয়।

(৬) /সুবর্তুল (over round)/

যে-কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে বর্তুলাকৃতি ঠোঁটের রূপ আদর ও স্নেহজ্ঞাপক। যেমন—'না-ব'-'না' সাধারণভাবে উচ্চারণে ঠোঁট নির্লিপ্ত থাকে, কিন্তু বর্তুলাকৃতি ঠোঁট ক'রে উচ্চারণ করলে আদর প্রকাশ পায়।

(৭) /সুপ্রসৃত (over front)/

বর্তুলাকৃতির স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট প্রসৃত হ'লে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও মুখ-ভ্যাংচানো বোঝায়। যেমন—'বড়্ডো লেগেছে'—র বিকৃত উচ্চারণ 'ব্যড়্ডো ল্যাগেছে।'

(৮) /প্রবল ঘোষ (over breathed)—ঘোষ মহাপ্রাণিত/

যেমন: 'নহা-হ্-অ'। 'দ্হআ-ও' ইত্যাদি আকুল অনুনয় বা কান্নাভরা অনুরোধ অর্থে।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যতটা সহজবোধ্য এবং সুস্পষ্ট ভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির ততটা নয়। তাই অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য সাধারণ্যে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম, শব্দের গোড়াতে তার তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের শেষে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম। উদাহরণ স্বরূপ 'থাকুক' (thakuk) এ-শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি 'থ', আন্তঃস্বরীয় 'ক' এবং শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জন 'ক্' এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করলে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অমুক্ত ব'লে উচ্চারকেরা তদবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে ব'লে এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য অনুভব করা যায়। আবার শব্দমধ্যবর্তী অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর। তুলনীয় 'উপ্‌টান', 'বাগ্‌ঝাল', 'তচ্‌নচ', 'সাত্‌পাঁচ', 'শাক্‌ভাত' প্রভৃতি শব্দ। এ-শব্দগুলোর অভিনিধানপ্রাপ্ত 'প্' 'গ্', 'চ্', 'ত্', 'ক্' ধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্', 'ল্', 'চ্', 'ত্' আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির দৈর্ঘ্য

শব্দের শুরুতে 'স্ক', 'স্খ', 'ষ্ট', 'স্ত', 'স্থ', 'স্প', 'স্ফ', 'স্পৃ', 'স্ত্র', 'ক্র' (কৃ), 'খৃ' (খৃ), 'গ্র' (গৃ), 'ঘৃ' (ঘৃ), 'জৃ', 'ট্র', 'ড্র', 'ত্র' (তৃ), 'থৃ', 'দ্র', 'ধৃ' (ধৃ), 'প্র' (পৃ), 'ফ্র', 'ব্র' (বৃ), 'ভ্র' (ভৃ), 'ম্র' (মৃ), 'শ্র' (শৃ), 'নৃ', 'ক্ল', 'গ্ল', 'প্ল', 'ফ্ল', 'ব্ল', 'ম্ল' এবং 'শ্ল'—নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এই একপ্রাণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো

এ-পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় দীর্ঘতব কিন্তু শব্দেব মাঝখানে যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রথমটিব দৈর্ঘ্য যেমন সাধাবণ কথা-বার্তায় তেমনি ভাষার আলঙ্কারিক ব্যবহারেও অধিকতব শ্রুতিব্যঞ্জক (prominent), সেজন্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব এ দৈর্ঘ্য শব্দেব শুরুতে তেমন নয় ববঞ্চ শব্দের মাঝখানেই বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রথমটিব দৈর্ঘ্য

বাংলার শব্দ-মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এ-ধরনের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'র' (্র) ও 'ল'-ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তথা তরলধ্বনি-জাত এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো যেমন— -ক্র- (আক্রোন্ত-আক্‌ক্রান্ত), -কৃ- (আকৃতি-আক্‌কৃতি), -গ্র- (আগ্রহ-আগ্‌গ্রহ), -গৃ- (জাগৃতি-জাগ্‌গৃতি), -ঘ্র- (আঘ্রাণ-আগ্‌ঘ্রাণ), -ছ্র- (উচ্ছ্রয়), -ছৃ- (উচ্ছৃঙ্খল), -জ্র- (বজ্র-বজ্‌জ্র), -ত্র- (পুত্র-পুত্‌ত্র), -তৃ- (পিতৃ-পিত্‌তৃ) -দ্র- (ভদ্র-ভদ্‌দ্র), -দৃ- (আদৃত-আদ্‌দৃত), -ধৃ- (বিধৃত-বিদ্‌ধৃত), -নৃ- (অনৃত-অন্‌নৃত), -প্র- (আপ্রাণ-আপ্‌প্রাণ), -ব্র- (অব্রাহ্মণ-অব্‌ব্রাহ্মণ), -বৃ- (আবৃত্তি-আব্‌বৃত্তি), -ভৃ- (পবভৃত-পরভ্‌ভৃত), -ম্র- (আম্র-আম্‌ম্র), -মৃ- (অমৃত-অম্‌মৃত), -শ্র- (আশ্রয়-আশ্‌শ্রয়), -ক্ল- (শুক্ল-শুক্‌ক্ল), -প্ল- (আপ্লুত-আপ্‌প্লুত), -ম্ল- (অম্লান-অম্‌ম্লান); (২) দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন -ক্ক- (পক্ক-পক্‌কো), -ক্‌খ- (সখ্য, সক্‌খো), -গ্‌গ- (ভাগ্য, ভাগ্‌গো), -চ্‌চ- (উচ্চারণ), -চ্‌ছ- (আচ্ছা), -জ্জ- (সজ্জা, শয্যা-শজ্‌জা), -জ্‌ঝ- (সহ্য, সজ্‌ঝো), -ট্‌ট- (অট্টালিকা), -ড্‌ড- (বড্‌ডো), -ড্‌ঢ- (বুড্‌ঢা), -ত্‌ত- (সত্য-সত্‌তো, উত্তরণ-উত্‌তরণ), -ত্থ- (পথ্য, পত্‌থো), -দ্দ- (মোদ্দা), -দ্‌ধ- (বুদ্ধি-বুদ্‌ধি), -প্‌প- (গপ্‌প) -ব্‌ব- (সব্‌বাই), -ব্‌ভ- (গব্‌ভ), -শ্‌শ (আশ্বাস-আশ্‌শাস), -ল্‌ল- (বোল্‌লা), -ল্‌লহ- (আহলাদ-আল্‌লহাদ), -র্‌র- (ছর্‌রা), -র্‌রহ- (বর্হ-বর্‌রহ), -ন্ন- (পান্না), -ন্‌নহ- (বহ্নি-বন্‌নিহ), -ম্‌ম- (সম্মান), -ম্‌মহ- (ব্রাহ্মণ-ব্রাম্‌মহণ); (৩) এবং শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত (homorganic) এ-নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো, যেমন -ঙ্ক- (ঝঙ্কার), -ঙ্খ- (সংখ্যা), -ঙ্‌গ- (সঙ্গ), -ঙ্ঘ- (সঙ্ঘ), -ঞ্চ- (বঞ্চনা), -ঞ্ছ- (বাঞ্ছা), -ঞ্জ- (সঞ্জাত), -ঞ্ঝ- (ঝঞ্ঝা), -ণ্ট- (বণ্টন), -ণ্ঠ- (লণ্ঠন) -ণ্ড- (আণ্ডা), -ন্ত- (পান্তা), -ন্থ- (পান্থ), -ন্দ- (মন্দ), ন্ধ- (সন্ধান) -ম্প- (ঝম্প), -ম্ফ- (গুম্ফ) -ম্ব- (গুম্বজ), -ম্ভ- (গম্ভীব),

উল্লিখিত '্', '্' ও 'ল'-ফলাজাত তবলধ্বনি নিঃসৃত এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আঘ্রাণ=আগ্/ঘ্রাণ, শুক্ল=শুক্/ক্ল, সত্য=সত্/তো, আশ্বাস=আশ্/শ্বাস প্রভৃতি)শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে(সিলেবলে) বিভক্ত হয়ে গিয়ে তাব প্রথমভাগ পূর্ববর্তী অক্ষব এবং দ্বিতীয় ভাগ পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক-প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে উচ্চাবিত হয়। এজন্যে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় (organs of speech) গুলো কিছুক্ষণেব জন্য অর্গলবদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য সময়ের দিক থেকে এগুলোব উচ্চাবণেব কালপবিমাণই বিশেষভাবে দীর্ঘ, অন্ততঃ তার দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ। এ-কারণেই বোধ হয় আগের দিনে পুত্র, পত্র প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত পদ্ধতির বানানে এ-ধবণের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব বক্ষা করা হ'ত। এ-সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রথমটি দুই অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। এজন্যে তার প্রথম ভাগ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আব দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র ভাবে দীর্ঘতা লাভ করে; তাব দ্বিতীয় ভাগেব তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ দৈর্ঘ্য যেমন কানেও ধরা পড়ে, kymograph tracing-এও তেমনি তাব পরিমাপ করা যায়।

শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি-সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুনাসিক ধ্বনিটি (তুলনীয় ঝঙ্কাব=ঝঙ্/কার, ঝঞ্ঝনা=ঝন্/ঝনা, ঝম্প=ঝম্/পো প্রভৃতি শব্দ)-ব উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয়গুলোর অনুরূপ অবস্থা হয় ব'লে এ পরিবেশে এগুলোব কালপরিমাণও রীতিমতো দীর্ঘ। ওপবে আলোচ্য শব্দমধ্যবর্তী এ-তিন শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কোন্ প্রথম ধ্বনিটির উচ্চাবণের কালপবিমাণ দীর্ঘতম তার গাণিতিক হিসাব করা যায় এদের প্রত্যেকটিব kymograph tracing নিলে। অনুভূতিব সাহায্যে বিচার ক'রে বড্ডো, সত্তা, গদ্য, মিথ্যা প্রভৃতি দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটিব কালপবিমাণই আমার কাছে দীর্ঘতম বলে মনে হয়েছে।

ভাষা কথা হয়ে ফুটে উঠ্‌লে তাব অন্তর্নিহিত ধ্বনিগুণ ব্যাখ্যায় যে অসুবিধা, কাব্য সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-মাধুর্যেব ব্যাখ্যা তাব চেয়েও কঠিনতব। তবু মানুষের প্রয়াসের শেষ নেই। অধরাকে ধববার জন্য অনির্বচনীয়কে বচনে বিন্যস্ত ও প্রত্যক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করবাব জন্যে সমালোচনাব সৃষ্টি। কবিতার যে ছন্দ আলোচনা তাও

এ প্রয়াসজাত। বাংলা কবিতার মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বর ব্যঞ্জনধ্বনির লীলা উপলব্ধির জন্যে মাত্রাবিন্যাসের আয়োজন করা হয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বর, হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বর এবং দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম স্বরে দু' মাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুরূপ ক্ষেত্রে শব্দশেষে সর্বদা দুই মাত্রা, শব্দমধ্যে কিংবা শব্দের শুরুতে সচরাচর একমাত্রা, ক্ষেত্রবিশেষে দু'মাত্রা এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই একমাত্রা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হ'লে দু'মাত্রা ধরা হয়। মাত্রা ত ধ্বনির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ, সময়ের গোনাগুন্‌তির হিসেবে তার নিম্নতম unit বা একক। এসব ক্ষেত্রে এক মাত্রা না ধ'রে দু' মাত্রাই বা ধরা হয় কেন, আবার দু'য়ের অধিক মাত্রাই বা ধরা হয় না কেন?

বাংলা কবিতায় মাত্রার কালপরিমাণ

সংস্কৃতের ছন্দ Quantitative কিন্তু বাংলার মতো এক দুই মাত্রায় তার শেষ নয়। প্রয়োজনানুসারে মাত্রার ভগ্নাংশেরও সেখানে স্বীকৃতি আছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় মাত্রার ভগ্নাংশ স্বীকার করা যে যায় না তা নয়; কবিতার চরণের প্রত্যেকটি সিলেবল্‌ই যে হিসাবমাফিক এক কিংবা দু'মাত্রার ছাঁদে মেপে পড়া হয় তা-ও নয়। হয়তো যেটি দু'মাত্রার অক্ষর সেটিকে অন্য একটি দু'মাত্রার অক্ষরের তুলনায় কিছু বেশী কিংবা কম সময়ে পড়া হয় কিন্তু হিসেবের দিক থেকে পুরো একটি মাত্রার ভগ্নাংশ স্বীকার করতে গেলেই অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেজন্যে পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে শ্রুতি বিচারে এক এবং দু'মাত্রার অক্ষরই বাংলা ছন্দের পূর্ণতার গতি নিয়ামক হয়ে রয়েছে।

বাংলা ছন্দের বিভিন্ন নামকরণ এবং বৈচিত্র্য সবটাই নির্ভর করছে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরের মাপের ওপর। তা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর হওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বরই হোক কিংবা দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষ স্বরধ্বনিটির ব্যঞ্জনান্তিক (consonantal) ব্যবহারের জন্যই হোক, সর্বত্র এক নীতিই ক্রিয়া করে। এ-ধরনের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে টেনে পড়ার অবকাশ থাকে ব'লে তার পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধিত হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম ক্ষেত্রে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিজনিত বদ্ধাক্ষর তথা closed syllable কে মুক্ত বা open syllable-এর তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া হয় ব'লেই বদ্ধাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে

দু'মাত্রা ধরা হয় আর মুক্তাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে একমাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্তে পড়ার ভঙ্গীর ওপর নির্ভর ক'রে এসব ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বিশেষতঃ শব্দের শুরুতে কিংবা মধ্যে একমাত্রা ধরা হয় কিন্তু ছড়ার ছন্দ স্বববৃত্তে ধরা হয় একমাত্রা। এসব ক্ষেত্রে মাত্রার যে হিসাব তা সর্বত্রই স্ববধ্বনি-কেন্দ্রিক। এ হিসাবে ব্যঞ্জনধ্বনিকে তেমন আমল দেওয়া হয় না। তাব মানে কি এই যে, কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো duration নেই? মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনি কি কোনো কাজেই আসে না?

বাংলায় স্বরধ্বনি syllable তথা অক্ষর গঠন করে ব'লে open syllable বা মুক্তাক্ষবে (তুলনীয় আ, ও, খা, যা, বা, কি, কে, রো প্রভৃতি) স্বরধ্বনিই যেমন time marker বা মাত্রার ধারক হয় তেমনি closed syllable বা বদ্ধাক্ষরে [তুলনীয় কাজ্, কাম, বুদ্‌ধি (বুদ্ধি), পত্‌ত্র (পত্র), দ্যায়্, ওই্ প্রভৃতি] শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনান্তিক হওয়ার জন্যে তার পূর্ব স্বরই মাত্রাবাহক বা time marker রূপে পরিগণিত হয়। সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির duration থাকা সত্বেও মুক্তাক্ষরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির duration ছোট বড়ো হয়ে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এ-কারণেই মনে হয় ধ্বনিব duration বা অবস্থিতি সবটাই যেন স্বরধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির যেন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্তু এব সবটুকু সত্য নয়। ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি স-ব্যঞ্জন উচ্চাবিত হয়। সুতরাং সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনিরও যে duration আছে তা স্বীকাব না ক'রে উপায় নেই। ব্যঞ্জনধ্বনির duration ঘটিত length স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে কানে ধরা

কবিতায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব প্রথমটিব দৈর্ঘ্য

পড়ে শব্দমধ্যবর্তী এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটি প্রথমভাগে— -'ক্র'-, -'(কৃ)'-, -'গ্র'-, -'(গৃ)'-, -'খ্র'-, -'ছ্র'-, '(ছৃ)'-, -'জ্র'-, -'ত্র'-, -'(তৃ)'-, -'দ্র'-, -'(দৃ)'-, -'ধ্র'-, -'নৃ'-, -'প্র'-, -'ব্র'-, -'(বৃ)'-, -'ভৃ'-, -'ম্র'-, -'(মৃ)'-, -'শ্র'-, -'ক্ল-, -'প্ল', -'ম্ল, দ্বিত্বপ্রাপ্ত এ-ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোব প্রথমটিতে— -'ক্ক'-, -'ক্খ'-, 'গ্‌গ'-, -'চ্চ্'-, -'চ্ছ', -'জ্জ'-, -'জ্ঝ'-, -'ট্ট'-, -'ড্ড'-, -'ড্‌ঢ'-, -'ত্‌ত'-, -'ত্‌থ'-, -'দ্দ'-, 'দ্‌ধ'-, -'প্‌প'-, -'ব্‌ব'-, -'ব্‌ভ-', -'শ্‌শ'-, -'ল্‌ল-', -'ল্‌লহ'-, -'র্‌র-', -'র্‌রহ'-, -'ন্ন'-, -'ন্‌নহ'-, -'ম্ম'-, -'ম্‌মহ'- এবং

সমস্থানজাত এ-নাসিক্য ও বর্গীয ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোব প্রথম নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে যেমন— -'ঙ্ক'-, -'ঙ্খ'-, -'ঙ্গ'-, -'ঙ্ঘ'-, -'ঞ্চ'-, -'ঞ্ছ'-, -'ঞ্জ'-, -'ঞ্ঝ'-, -'ণ্ট'-, -'ণ্ঠ'-, -'ণ্ড'-, -'ন্ত'-, -'ন্থ'-, -'ন্দ'-, -'ন্ধ'-, -'ম্প'-, -'ম্ফ'-, -'ম্ব'-, -'ম্ভ'- এবং শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থিত অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটিতে। যেমন— -ক্‌ত- (ভক্ত), -দ্‌গ- (উদ্‌গার), -প্‌ত- (তপ্ত), -ক্‌দ- (বাক্‌দত্ত) জাতীয় ধ্বনি-সমন্বিত শব্দে।

ঐ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোব প্রথমটিতে দৈর্ঘ্য যে এদেব উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা আবৃত্তির সময়ে প্রতিটি ধ্বনি সাধারণ কথার তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ব্যঞ্জিত হয় আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় রুদ্ধাবস্থায থেকে তাদের উচ্চাবণকে সুস্পষ্টতব ক'বে তোলে ব'লে কবিতায় এসব ক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কালপরিমাণজনিত দৈর্ঘ্য স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনিটিব দৈর্ঘ্য তার পববর্তী ধ্বনিটির তুলনায় যে দ্বিগুণ তা যেন অনুভূতি-সাপেক্ষ তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষিত। কিন্তু দ্বিত্বপ্রাপ্ত অ-স্পৃষ্ট (যেমন—শ, স, র, ল, ন, ম, ঙ প্রভৃতি) ধ্বনির উচ্চারক-দেব সন্নিহিত অবস্থায় বাতাস বেব হয়ে গেলেও তাদের উচ্চাবকরা তদ্‌গত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে ব'লে তাদের প্রথমটির দৈর্ঘ্যও পববর্তীটিব তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

শব্দমধ্যবর্তী এ-ধবনের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন তার পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ—অনেকক্ষেত্রেই যেমন দ্বিগুণ—তেমনি শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিও শব্দের অন্যত্র অবস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিব তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ। বাক্, থাকুক্, মাপ্, শরম্, নানান্ প্রভৃতি শব্দের শেষ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ অনুভব কবার প্রয়াস পেলেই একথাব যাথার্থ্য উপলব্ধি কবা যাবে।

সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা ধ্বনির এসব ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যজনিত আনুপাতিক যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ কবা যায, কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে কিংবা গদ্যের পঠন পাঠনেও বলাবাহুল্য তা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

(আমি) বসুধা বক্ষে | আগ্নেয়াদ্রি | বাড়ব-বহ্নি | কালানল্ ০০
(আমি) পাতালে মাতাল | অগ্নি পাথার | কলরোল্-কল | কোলাহল্ ০০
(ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম)

ব্রাহ্মণ যুবা | যবনে মিলেছে—পবন্ মিলেছে | বহ্নি সাথে ০
এ কোন্ বিধাতা | বজ্র ধরেছে | নব সৃষ্টির্ | প্রলয়্ রাতে ০
(ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—মোহিতলাল)

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ একী | সন্ন্যাসী ০
বিশ্বময়্ | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে ০০
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিশ্বাসি ০
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে ০০
(পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | কায়
(কত) কুলবধূ | ছিঁড়ে শাড়ি | কুলের কাঁ | টায়
(চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম)

পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি | নির্বাক বিস্ময় ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু | পুষ্প শরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে | পূজা উপচার

| | ||

তূণ শূন্য কবি। | নিরস্ত্র মদন্ পানে

| | |

চাহিল সুন্দরী শান্ত | প্রসন্ন বয়ানে ॥

(অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

|| | | ||

রাজশক্তি | বজ্র সুকঠিন

| | || | || || ||

সন্ধ্যারক্ত রাগ্ সম | তন্দ্রাতলে হয়্ হোক্ লীন্,

|| || | ||

কেবল্ একটি দীর্ঘশ্বাস।

| | || || ||

নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ

|| ||

এই তব মনে ছিল আশ।

(প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

উপরিউদ্ধৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'বক্ষে', 'আগ্নেয়াদ্রি', 'অগ্নি', 'ব্রাহ্মণ', 'বহ্নি', 'বজ্র', 'সুস্থির', 'পঞ্চ', 'দগ্ধ', 'সন্ন্যাসী', 'বিস্ময়', 'নিশ্বাসি', 'অশ্রু', প্রভৃতি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং 'কালানল্', 'কোলাহল', 'পবন্', 'প্রলয়', 'তার', 'সংকেত', 'শংকিতা', 'বীথিকায়', 'কূলের', প্রভৃতি হলন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর ছন্দের হিসেবে দু'মাত্রার এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'পরক্ষণে'র 'ক্ষ' ধ্বনির পূর্ব স্বর, 'বিস্ময়'র 'স্ম'য়ের, 'পুষ্প'র 'ষ্প'র, 'সমর্পিল'-এর 'র্প'র, 'পদপ্রান্তে'র 'প্র'র, 'শূন্য'র 'ন্য'র, 'নিরস্ত্র'র 'স্ত্র'র, 'শক্তি'র 'ক্ত'র, 'বজ্র'-এর 'জ্র'র, 'নিত্য'র 'ত্য'র, 'উচ্ছ্বসিত'-এর 'চ্ছ্ব', প্রভৃতি ধ্বনির পূর্বস্বর ছন্দের হিসেবে একমাত্রার হলেও যথারীতি আবৃত্তির সময়ে

কান সজাগ ক'রে রাখলে দেখা যাবে এ-সব ধ্বনির পূর্ব স্বরের দৈর্ঘ্য দুই কিংবা এক মাত্রার যেমনিই হোক না কেন, এ-দৈর্ঘ্য যতটা না স্বরভিত্তিক তার চেয়েও বেশী ক'রে এ-সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম ধ্বনি কিংবা হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিভিত্তিক। এ-সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে উচ্চারকেরা কিছুক্ষণের জন্যে আটকে গিয়ে তাদের ওপরে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের আরোপ করে। এ-ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারকদের আটকে দিয়ে যথাযথ উচ্চারণ করতে পারলে তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনির ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্যের স্বাদ পাওয়া যায়। এ ভাবে ধ্বনির পূর্বাপর ঝঙ্কারে কবিতায় 'ধ্বনিরাত্মা সর্বস্ব' অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট কবিতা-সৃষ্টিতে যদিও বা ধ্বনিই একমাত্র উপকরণ নয় তবু ধ্বনির উদাত্ত গম্ভীর ও মনোহর ব্যঞ্জনাগুণই এ-ভাবে পাঠক ও শ্রোতার চিত্তে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস'-এর উদ্রেক করে। এজন্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি বা 'নাদকে' ব্রহ্মনামে অভিহিত করেছেন এবং ধ্বনিগুণের এ রসানন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

বাংলা বাক্-প্রবাহে দু'রকম পর্ববিন্যাস দেখি। একটি সার্থপর্ব এবং অন্যটি শ্বাসপর্ব। অর্থের দিক দিয়ে বাক্য যেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখানে পূর্ণ যতি পড়ে। বাক্-প্রবাহের পর্ব ও পর্বাঙ্গভাগের দিক দিয়ে পূর্ণ যতিটির স্থান সার্থ পর্বভুক্ত। কথা বলতে গিয়ে মানুষের ফুস্‌ফুস্ একটানা সক্রিয় থাকতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা অনুসারে বাক্প্রবাহে স্থানে স্থানে উঠানামা তথা ক্ষুদ্র বিরতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাক্‌প্রবাহের বৃহত্তর সার্থপর্বের অঙ্গীভূত এ বিরতিগুলোই শ্বাসপর্ব। যে শব্দ দিয়ে বাংলা বাক্যের সূচনা হয় তার প্রথম অক্ষরটি (syllable) তার পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় কিছুটা উঁচু স্বরগ্রামে শুরু হয়। শ্বাস পর্বশেষের পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষরটি সম্পর্কেও এ-কথা খাটে। এদিক থেকে বাংলা বাক্-প্রবাহে বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে এবং দীর্ঘ বাক্যের শ্বাসপর্ব-শেষে পরবর্তী শ্বাসপর্বেরও প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত লক্ষ করা যায়। এ শ্বাসাঘাতের আর এক নাম stress.

দৈর্ঘ্যের মতো stress ধ্বনিকে গুণময় করে। ধ্বনির নানাগুণে বাক্‌প্রবাহ গুণান্বিত হয়। বাক্‌প্রবাহের অন্যান্য গুণ থেকে ধ্বনিসংশ্লিষ্ট শ্বাসক্ষেপণের জোরটুকুকে কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে যা পাওয়া যায় তাকেই stress বা accent নামে

অভিহিত করা যায়। বাংলায় stress-কে ঝোঁক, প্রস্বন, প্রচাপন, শ্বাসাঘাত, বল ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করবার বিবিধ প্রয়াস করা হয়েছে।

ঝোঁক : stress

ধ্বনি বা অক্ষরের (syllable) প্রচাপন গুণ যত না শ্রুতিগ্রাহ্য তার চেয়েও বেশী ক'রে বক্তার সক্রিয় প্রয়াসজাত (—a subjective activity of the speaker)। সেজন্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ কিংবা শব্দাক্ষর উচ্চারণ করবার সময় তার পরিমাণ অনুযায়ী বক্তারও চোখমুখের ভঙ্গী বিকৃত হয়। তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট ধ্বনি, অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণে বক্তার শ্বাসক্ষেপণের বেগ বা চাপ এজন্যে অনুভূতির তারতম্য অনুসারে লঘু-গুরু রূপ লাভ করে।

ইংরেজীতে (ˈincrease) (ˈinkri:s,n) inˈcrease (inkriˈ:z,v), ˈimport (ˈimpo:t,n), imˈport (impo:t,v), ˈpresent (preznt,n) preˈsent (priˈzent,v) ˈinsult (insʌlt,n), inˈsult (inˈsʌlt,v) প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যেখানে একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অর্থ হতে দেখি। ইংরেজী, জার্মান, স্পেনীয়, গ্রীক এবং সোয়াহিলী প্রভৃতি ভাষায় বিচ্ছিন্ন শব্দে (words in isolation) এ-ধরনের শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের সাহায্যে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং পৃথক পৃথক শব্দে শ্বাসাঘাতের বহুল প্রচলন থাকায় এগুলোকে 'stress language' বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা বলা হয়।

বাক্যে পার্শ্ববর্তী শব্দ কিংবা শব্দাবলীর তুলনায় কোনো শব্দের অর্থে আবেগের গভীরতা কিংবা কোনো বৈপরীত্য (contrast) সৃষ্টির জন্যে সাধারণতঃ শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হয়। বাক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে সেজন্যে শব্দের নির্ধারিত শ্বাসাঘাত কখনও লুপ্ত হয়, কখনও স্থান পরিবর্তন করে আর কখনও বা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইংরেজীর মতো বাংলা Stress বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়। এমন কি বাংলায় একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে ইংরেজীর মতো বিভিন্ন অর্থ উদ্রিক্ত করার অবকাশও নেই। সেজন্যে জাপানী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলাকে Stressless language তথা শ্বাসাঘাতহীন ভাষা বলা হয়। শব্দের মধ্যে stress-এর অবকাশ থাক বা না থাক শ্বাসাঘাতহীন ভাষাগুলোতে যে তাই ব'লে শ্বাসাঘাতের কোনো অবকাশ নেই, তা সত্য নয়। এ-ধরনের ভাষায় শব্দের নিজস্ব শ্বাসাঘাত না থাকলে বাক্যে

জীবন্ত অনুভূতিব দ্যোতক হিসেবে কোনো না কোনো শব্দের বিশেষ ধ্বনি কিংবা অক্ষবের নিশ্বাসের কোনো না কোনো প্রকাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব জনিত চাপ না প'ড়ে পারেনা। এ চাপটুকুই তাকে তার পার্শ্ববর্তী অন্য ধ্বনি ও শব্দাংশেব তুলনায় বিশিষ্ট ও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক ক'বে তোলে। এ-বকম পরিবেশেই বিশেষ কোনো শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হবাব পূর্বে যেমন ছিল তাব তুলনায় বাক্যেব ভেতরে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ ধাবণ কবে এবং মূল অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ বাচক কিছু পরিস্ফুট না ক'রে তুললেও আভিধানিক অর্থেব অতিরিক্ত কোনো রূপকার্থ প্রকাশ করে কিংবা ব্যক্তিহৃদয়েব জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে গভীবতা লাভ কবে। তুলনীয় 'তুমি যাও' এ বাক্যটির সাধারণ উচ্চারণ। বক্তা স্বাভাবিক ভাবে এ-কথাটি উচ্চারণ কবলে শ্রোতার সহজ ভাবে চলে যাবাব কথাই বোঝাবে কিন্তু বক্তা ক্রোধান্বিত অবস্থায় সেই মুহূর্তে শ্রোতাব উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত মনে ক'বে যদি উগ্র ভাবে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা হ'লে তার কণ্ঠস্ববের জোবের সঙ্গে সমস্ত শরীবেব ভাবও গিয়ে পড়বে 'যাও' শব্দটির প্রথম ধ্বনি 'যা'ব ওপর। ফলে ধ্বনিটি শুধু যে প্রচাপিতই হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্ববধ্বনি 'আ'-ও পার্শ্ববর্তী স্ববধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রলম্বিত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চাবিত 'যাও' এব তুলনায় এ 'যা—ও'কে বিশেষিত ক'রে তুলবে। এ-ভাবে আগের ও পরের 'যাও' মূলতঃ এক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও আবেগের তারতম্যজনিত এ-দু'বকম উচ্চাবণে তাবা দু'টি ভিন্ন শব্দ হয়ে উঠবে।

পূর্ববাংলাব আঞ্চলিক উচ্চারণে আভিধানিক পর্যায়ে পৃথক শব্দে শ্বাসাঘাত দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বিশেষ কবে কলকাতার শ্যামবাজারী standard dialect ভাষীদের মুখে শব্দের প্রথম অক্ষবে শ্বাসাঘাতের প্রচলন আছে। এ শ্বাসাঘাত প্রবল না হ'লেও খুব যে দুর্বল তাও নয়। মাথা, হাত, মনোরঞ্জন এবং এ-ধবনের অগণিত শব্দেব উচ্চারণ খেয়াল ক'বে শুনলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। বাংলা শব্দের আদ্যাক্ষরেব এ-ঝোঁক যত না বীতির শাসনানুগ, তারও চেয়ে বেশী কথা বলার সূচনাজনিত প্রয়াস বা impetus-জাত। স্বতন্ত্র শব্দের এ-ধবনের ঝোঁক বাক্যের মধ্যে লুপ্ত হ'তে পারে কিংবা ভাবার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে-কোনো শব্দে কোনো পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দেব তুলনায় বেশী চাপ খেয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পাবে। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এ প্রশ্নবোধক বাক্যটির তিনটি শব্দের প্রত্যেকটিকে

পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে তাদের পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় প্রথম অক্ষরে আপেক্ষিক শ্বাসাঘাত লক্ষ করা যাবে, কিন্তু এ বাক্যে স্বাভাবিক প্রশ্নবোধক উচ্চারণে প্রথম শব্দ দু টির তুলনায় তৃতীয় শব্দ 'যাচ্ছ'-এর ওপরে ঝোঁকটা বেশী পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ-কথা প্রমাণিত হবে যে, বাংলা ইংরেজীর মত stress language না হ'লেও অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক ইংরেজী শব্দে যে-ধরনের stress ব্যবহৃত হয় বাংলা শব্দে সে-রকম stress ব্যবহৃত না হ'লেও এবং একই ইংরেজী শব্দে stress-এর স্থান বদল হ'লে শব্দগত দিক থেকে তার যেমন দু'টো অর্থ হয় (তুঃ 'present এবং pres'ent ইত্যাদি) বাংলাতে সে-ধরনের stress না থাকলেও বাংলা একেবারে stress বর্জিত ভাষা নয়। জীবন্ত ভাষা হিসাবে কোন ভাষা সম্পূর্ণ stress বর্জিত হ'তে পারে কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। মানুষের মুখে ভাষা কথা হয়ে উঠ্‌লে, অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের হৃদয়ের জাবক রসে ভাষা বঞ্চিত হ'তে গেলেই তা নিছক একটানা স্রোতময় হয়ে বেরুতে পারেনা...তার উত্থান-পতন থাকবেই। এ-উত্থান-পতনই ধ্বনির তরঙ্গমালা। এ-তরঙ্গ আবেগের দোলায়, প্রেম-প্রীতির অনুভূতিতে, ক্রোধ ও হিংসা দ্বেষের গ্লানিতে নানাভাবে উঁচুনীচু গতিময় হয়ে ওঠে। মুখনিঃসৃত কথার প্রকাশ-ভঙ্গীর সেই পার্থক্য ভাষার শব্দাবলীর কোনটাকে জোরের সঙ্গে, কোনটাকে ধীরমন্থর গতিতে, কোনটাকে দীর্ঘায়িত ক'রে আর কোনটাকে ঝটিতে বের ক'রে দেয়। তাতেই শব্দাবলীতে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থও অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে। মানুষের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো শব্দ এ-কারণে শ্রুতিব্যঞ্জনার দিক থেকেও অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে।

শব্দ ও শব্দের অক্ষর বিশেষের এ-প্রাধান্য সংঘটিত হয় ভাষাবিশেষে নিছক stress-এর সাহায্যে কিংবা length-এর সাহায্যে, আবার ভাষাবিশেষে stress ও length উভয়ের সাহায্যেই। বাংলা ভাষায় আবেগের প্রকম্পনজনিত ভাবানুভূতির প্রাধান্য ও তারতম্য কিংবা শব্দার্থের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় নিছক stress বা ঝোঁকের সাহায্যে ততটা নয় যতটা উভয়েরই মিলিত দ্যোতনায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা 'অদ্ভুত' কিংবা 'প্রকাণ্ড'-এর যে কোনো একটি শব্দের বিশ্লেষণই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে। কমপক্ষে দু'জন মানুষ না হলে কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনের কোনো পরিবেশই সৃষ্টি করা যায় না। তাতে একজন কথা বলে আর একজন শোনে। এ ধরনের পরিবেশ-

বিশেষে বক্তা যদি শ্রোতাকে লক্ষ ক'রে তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে 'প্রকাণ্ড' শব্দটি উচ্চাবণ কবে তাহ'লে তাব অর্থ একটা statement বা বর্ণনাব মতো শোনাবে কিন্তু 'প্রকাণ্ড' শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষব (syllable) 'কা' শুরু হ'তে না হ'তে তাব উপরে যদি তাব নিশ্বাসের কিছু বেশী চাপ পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ক' এব সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির 'আ' যদি 'প্রকা...ও'! ভাবে তার অনুভূতির প্রকাশের বাহন হিসেবে যথারীতি প্রলম্বিত হয়ে যায় তা হ'লে সেখানে কি আমরা বক্তার অনুভূতি-লব্ধ বিস্ময়বোধেব সঙ্গে পরিচিত হবোনা? দু'বারে দু'ধবনের উচ্চারণে 'প্রকাণ্ড' শব্দটির মূলধ্বনি কয়টিব (প্-ব্-অ-ক্-আ-ণ্-ড্-অ) পরিবর্তন হয়নি অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বারেব দ্বিতীয় সিলেবলের উচ্চারণের তারতম্য অর্থাৎ প্রথম বারে সেখানে stress এবং length বর্জিত উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় বারেব ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যসমন্বিত উচ্চারণ শব্দটিতে দু'টি অর্থের আবোপ কবেছে। 'বালা' (bala) এবং 'মালা' (mala) শব্দ দু'টিতে তিনটি ধ্বনি a, l এবং a একই অথচ প্রথমধ্বনি দু'টি 'ব্', (b) এবং 'ম্', (m) ব্যবহৃত হওয়াব জন্যে আমবা স্বতন্ত্র অর্থবোধক দু'টি শব্দ পাচ্ছি। এ কারণেই 'ব' এবং 'ম' দুটো মূলধ্বনি বা স্বতন্ত্র phoneme। 'প্রকাণ্ড' শব্দটিব এ ক্ষেত্রে দুই রকম উচ্চারণে দ্বিতীয়বারের ঝোঁক ও দৈর্ঘ্য তার ওপরে স্বতন্ত্র অর্থেব আরোপ করায় এ ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যও এখানে একরকম 'phoneme' এর কাজ করছে। বাংলাতে এ-কাবণে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দার্থের বিশ্লেষণে stress কিংবা length পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে Secondary phoneme তথা অতিরিক্ত 'ধ্বনিমূল' হিসেবে গ্রহণযোগ্য। 'Every word used in a new context is a new word' এ-কালেব ধ্বনিতাত্ত্বিকেবা এ-কথা যে জোরের সঙ্গে বলেন তার যাথার্থ্য তাঁরা খুঁজে পান stress, length, emphasis প্রভৃতি ধ্বনিগুণের মধ্যে। বাংলা বাগ্ধ্বনি প্রবাহে শব্দার্থের বিশ্লেষণে এবং তার সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনে ধ্বনিব attributes গুণগত দিক থেকে strees, length, emphasis ও intonation-এরও আমাদের ভাষায় তাই আশ্চর্য স্বীকৃতি দেখতে পাই।

Secondary phoneme.
অতিরিক্ত ধ্বনিমূল

এখানেই intonation* বা ধ্বনিতবঙ্গের কথা আসে। বাংলায় ধ্বনিতরঙ্গের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

*"Intonation is the term given to the rise and fall in the pitch of the voice in speech. Change in pitch is due to differing rates of vibration of the vocal cords." The Phonetics of English. Ida ward 1944, p 169.

প্রসঙ্গত কলমুখরিত নদীস্রোতের সঙ্গে ভাষার ধ্বনিতরঙ্গের তুলনা ক'রে এ-আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। নদীতে কোনো আলোড়নের সৃষ্টি না হ'লে নদীর পানি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমতল ভূমির মতো যেমন সটান ঘুমিয়ে থাকে, মানুষের মুখে কথা হতে ফুটে না উঠলে ভাষা আছে কি নেই তেমনি তার অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যায় না। কোনো কারণে একটু আলোড়িত হ'লে নদীর পানিতে যেমন অগণিত ছোট বড়ো স্পন্দনের সৃষ্টি হয়; তেমনি মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই হোক কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশের বাহক হিসেবেই হোক, মানুষের মুখনিঃসৃত হ'তে গেলেই ভাষা নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনা। তাতে দোলা লাগে। একটানা নিশ্বাসের সাহায্যে শব্দগুলো লেখ্য-পংক্তির মতো কিংবা বলাকার শ্রেণীর মতো লম্বমান রেখা টেনে এগিয়ে যায় না। নিশ্বাসের ভাঙাচোরায়, ভাবের ওঠানামায় শব্দগুলোও তরঙ্গিত হয়ে এগিয়ে চলে। বাক্‌প্রবাহের এ-স্পন্দনই ভাষার প্রাণ, তার জীবন্ত (anima-voce) রূপ। সেজন্যে ভাষা জীবন্ত মানুষেরই। মৃত মানুষের কোনো ভাষা নেই। তাই জীবন্ত মানুষের ভাষায় নিশ্বাসের কিংবা ভাবাবেগের নিয়মিত ওঠানামাজনিত সমমাপের ব্যবধান তথা rhythm বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। সমমাপের তরঙ্গায়িত এ-ব্যবধান, অন্যকথায় rhythm বা ছন্দস্পন্দনই বাকস্রোতকে প্রাণবন্ত ক'রে ধ্বনিতরঙ্গ, বা intonation-এর সৃষ্টি করে।

intonation
ধ্বনিতরঙ্গ

যে-কোনো একটি বাক্যে কোনো একটি শব্দ বা অক্ষর বিশেষের ওপরে তার পার্শ্ববর্তী শব্দ বা অক্ষরের তুলনায় আপেক্ষিক জোর (emphasis, weight), ঝোঁক, কিংবা দৈর্ঘ্যের আরোপ সেই বাক্যে নানা ধরনের ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'ও খেয়েছে' এই একটি ছোট বাক্যই বিশ্লেষণ করা যাক:—

(১) ও খেয়েচে। • • . .

এ বাক্যের দুটো শব্দে চারটি অক্ষর (syllable) আছে। মাঝামাঝি স্বরগ্রামে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটি আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি সিলেবলকে ধীরে

ধীরে নীচের দিকে যদি নামিযে দিয়ে উচ্চাবণ করা হয় তাহ'লে 'ও খেয়েছে' (ওর খাওয়া হয়েছে) এ সংবাদ পরিবেশন ছাড়া এতে আর কিছু পবিস্ফুট হবেনা।

(২) ও'খে—য়েচে।

এবাবের উচ্চাবণে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরে চাপ দিয়ে তাব অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত ক'রে শেষেব অক্ষর দু'টিকে হাল্কাভাবে ছেড়ে দিলে তাতে যে ধ্বনিতবঙ্গেব সৃষ্টি হবে তাব ফলে বক্তার বর্ণিত ব্যক্তির খাওয়া যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে সন্দেহেব কোনো অবকাশ থাকবে না। (তার শ্রোতার মনে আলোচ্য ব্যক্তিটিব খাওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ছিল।)

(৩) আব শ্রোতাটিব মনে কোন সন্দেহ থাকলে কিংবা তাব খাওয়া তার বিশেষভাবে কাম্য হ'লে এবং এ-বিষযে বক্তাকে বাববাব প্রশ্ন করলে বক্তা তার সন্দেহ ভঞ্জন ক'বে বারবার বলাব জন্য নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে এ বাক্যটির যে উচ্চারণ করবে তাতে

(৩) ও'খেয়েচে—।

এ রূপ নেবে। এতে দ্বিতীয় অক্ষবটি দ্রুত ঝোঁকেব সঙ্গে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যযুক্ত হবে, তৃতীয় অক্ষর সঙ্কুচিত হবে আর শেষ অক্ষর 'চে' হবে প্রলম্বিত।

(৪) 'ও খেয়েচে।

এ বাক্যের এ-ধরনেব উচ্চাবণে প্রথম অক্ষবে বক্তার ফুস্‌ফুস্ নিঃসৃত বাতাসের চাপ এবং তার সামান্য প্রলম্বন আব দ্বিতীয় শব্দেব অক্ষর তিনটিব আপেক্ষিক নিম্নগামিতা এমন একটি ধ্বনিতবঙ্গের সৃষ্টি করেছে যাতে শ্রোতার 'ও নয় বরং অন্য কেউ খেযেছে'—এ বিশ্বাস ও সন্দেহের হয়েছে সম্যক নিরসন। আলোচ্য ব্যক্তিটির প্রতি শ্রোতার বিশ্বাস ভাঙতে এবং তার মনেব সন্দেহ নিবসন করতে বক্তাকে 'ও' অক্ষরটির ওপরে কিছু নিশ্বাসজনিত প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে।

তাব শ্রোতার এ ধবনের উক্তিতেও যদি সন্দেহেব নিবসন না হয় তাহ'লে ক্রমেই বক্তাব ক্রোধের মাত্রা বাড়বে, আব সঙ্গে সঙ্গে 'ও'-র ওপরে তাব ঝোঁকেব আর তাব অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যেব মাত্রা বাড়তে থাকবে। বক্তা ও শ্রোতাব মধ্যে এ-ধরনের কথা কাটাকাটিব অবতাবণা অন্যান্য দর্শক ও শ্রোতাব জন্যে বিশেষ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। এ-উক্তির সত্যতা পাঠকেরা যাচাই ক'বে দেখতে পাবেন।

(৫) ও খেয়েচে? ˙ • . ⁄

প্রশ্নবোধক এ-উক্তিতে বক্তাই এবারে ওদেব আলোচ্য ব্যক্তিটিব খাওয়া না খাওয়া সম্পর্কে হয়েছে সন্দিহান। তাব শ্রোতার কাছ থেকে এবারে সে জবাব চায়—হয় হাঁ বোধক কিংবা না বোধক। এবারে বাক্যটিব দ্বিতীয় অক্ষবে সামান্য ঝোঁক, তৃতীয় অক্ষবের সঙ্কোচন আব চতুর্থ অক্ষরের শেষ এবং ওপবের দিকে উত্থান—সব মিলে এমনই এক ধ্বনিতরঙ্গেব সৃষ্টি করেছে যা ওপরে বর্ণিত চারটি থেকে একে স্বতন্ত্র ক'বে দিয়েছে।

(৬) ও খেয়েচে। • • . ⁀

এবাবেব উচ্চাবণে এতে যে-ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রকাশ পাচ্ছে বক্তার বিস্ময়। প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হয়ে পরের তিনটিতে ক্রমেই নীচে নেমে গেছে। আব চতুর্থ অক্ষরটি হঠাৎ নেমে গিয়ে শেষ হবাব পূর্ব মুহূর্তে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীকে ওপরে ওঠবার জন্যে যেন ধাক্কা দিয়ে গেছে। ধ্বনিতরঙ্গের এ-রূপটি বক্তার মনে শুধুই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, কোনো দুঃখ বা ক্রোধ নয়।

(৭) ও'খেয়েচে !! ˙ • ╲ ⁄

এ-ভাবের উচ্চাবণে অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষরটিতে নিশ্বাসের দ্রুত চাপ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শেষ অক্ষরকে শুরু ক'বে ওপবেব দিকে তার গতিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর করলে বিস্ময়ের সঙ্গে বক্তার ক্রোধও প্রকটিত হবে। ও যদি সত্যি সত্যি খেয়েই থাকে তবে বক্তা যেন এবাবে তাকে দেখে নেবার প্রতিজ্ঞা করেচে।

(৮) ও 'খেযেচে।

এ উক্তিতে অপূর্ব এক ধ্বনিতবঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। স্বরতবঙ্গ এখানে প্রথম অক্ষবটিব মাঝামাঝি স্ববগ্রামে সৃষ্টি হয়ে দ্রুত নেমে আসতে লেগে শেষ অক্ষবে যেখানে শেষ হচ্ছিল সেখানে ঝটিতে খাঁজে নেমে গিয়ে তাকে শেষ না হ'তে দিয়ে রীতিমতো ওপবের দিকে টেনে তুলেছে। ধ্বনি প্রবাহের এ ছন্দস্পন্দে বক্তা যেন তার শ্রোতার কাছ থেকে আলোচ্য ব্যক্তিটিব খাওয়াব সংবাদে তার আগ্রহেব অবসান হওয়ায় বিশেষ ভাবে আনন্দিত হয়েছে। বাক্যটির এ-ধ্বনিতবঙ্গে এমন একটি পবিবেশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে রুগ্ন ও মবণাপন্ন ছেলে কি মেযেব পবিচর্যাবত মা ও বাবাকে দেখা যাচ্ছে। রোগী খাওযা-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তার বলে গেছেন যদি কোনো একটি পথ্য রোগী খেতে পারে তা হ'লে এ যাত্রা সে বক্ষা পাবে। মা বোগীব শিয়রে দণ্ডায়মান। বাবা কোথাও গিয়েছিলেন অন্য কোনো তদ্বিরে। ফিবতে একটু দেরী হয়েছে। ফিবতে না ফিরতে সন্তান সেবা-রতা স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের সন্তানেব পথ্যটুকু খাওয়াব সংবাদ তিনি পেলেন। এ সংবাদে মা বাবা উভয়ের চেহারায আশার আলো দেখা যাবে নাকি?

(৯) 'ও খে—যে চে

এ-ভাবে প্রথম অক্ষবে একটু ঝোঁক দিয়ে পববর্তী অক্ষবগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিযে শেষটিতে সামান্য একটু তরঙ্গ তুলে তাকে নামিয়ে দিলে যে ধ্বনি প্রবাহেব সৃষ্টি হবে সেটাতে বক্তাব আবদারেব ও অভিযোগের সুর শোনা যাবে। এ বকম একটা পবিবেশেব কথা স্মরণ করা যাক যেখানে দু'ভাই কিংবা দু'বোন (দু'বোনের উদাহবণই অধিকতর প্রযোজ্য) একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিল। মা দুটো সন্দেশ রেখেছিলেন দু'জনেব জন্যে। স্কুলে যাবাব সময় তাদেব ব'লে দিয়েছিলেন ফিবে এসে দু'জনেই যেন খায। তাদেব মধ্যে একজন কিছু আগে এসে দুটো সন্দেশই খেযে ফেলে। আর একজন কিছু পরে ফিবে এসে সন্দেশ খেতে গিয়ে দেখে যদি একটুও তার থাকত! মাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'তোমাব ছোট বোনটি আগে এসে খেয়ে ফেলেছে।'

এ সংবাদে বড বোনের রাগ হওয়াব কথা ছিল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি তাব প্রসন্ন দৃষ্টি ও স্নেহের প্রকাশ মাব প্রতি এ-ধ্বনিতবঙ্গে এমনি ভাবে ভেঙে পড়েছে—'ও খে—য়ে—চে।' তাতো হবেই ওতো তোমার সুয়ো মেয়ে, ওকে তো প্রশ্রয় দেবেই,—তা ভালো, কি আব কবা!'

(১০) ও খে' য়ে—চে

এখানে প্রথম অক্ষবটি মাঝামাঝি স্ববগ্রামে শুরু হয়ে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি অক্ষরেব প্রথমটিতে দ্রুত নেমে গিয়ে দ্বিতীয অক্ষবে আবাব প্রথম শব্দেব প্রথম অক্ষর যে স্বরগ্রামে শুরু হয়েছিল সেখানে উঠে গিয়ে তৃতীয অক্ষবে নীচের দিকে ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হযে গিয়েছে। ফলে এমন এক ছন্দস্পন্দময় ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে যাতে শ্রোতাব ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে বক্তাব মুখ ভেঙচে শ্রোতা যেন জোবের সঙ্গে বলতে চায় 'ও কিছুতে খায়নি' সে নিজে খেয়ে 'ও'র ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়।

(১১) এ-বাক্‌ভঙ্গীতে ধ্বনিতরঙ্গ প্রথম অক্ষরটিতে অপেক্ষাকৃত সামান্যতম উঁচু এবং পরবর্তী অক্ষবটিতে অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরগ্রামে কিংবা উভয় অক্ষবই পাশাপাশি একই প্রকাব মাঝামাঝি স্ববগ্রামে শুরু হয়ে পরবর্তী অক্ষবগুলোতে একই ভাবে বিস্তৃত হয়ে যায়। এতে শেষ অক্ষবটি পূর্ববর্তী অক্ষরগুলোব তুলনায় কিছুটা টানা সুরে উচ্চাবিত হয়। এ-বাক্‌প্রবাহ বাক্যের অসম্পূর্ণতার পরিচয়বাহী;

যথা—ও খেযেচে এর অর্থ ও খেয়েচে, তবে…

উদাহরণ আর বাড়ানোব প্রয়োজন করে না। এ বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গেব আরও রকমফেব কবলে আরও নানা ছন্দস্পন্দেব সৃষ্টি হ'তে পাবে এবং প্রত্যেক বারই ছোট্ট এ বাক্যটুকু থেকে স্বতন্ত্র অর্থ নির্গত হ'তে পারে।

জীবন্ত মানুষের মুখেব ভাষার ধ্বনিতবঙ্গ এ-কাবণেই ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যের মতো অতিরিক্ত ধ্বনিমূল (Secondary phoneme)-এর পর্যায়ভুক্ত। বাংলা ভাষায় intonation বা ধ্বনিতরঙ্গেব ব্যবহারিক রূপ থেকে এ সত্যেব সমর্থন পাই।

Pitchও ধ্বনিগুণের পর্যায়ভুক্ত। কথার 'tone' বা স্বরগ্রামেব অবস্থানের অন্য নাম pitch, সংস্কৃতে উদাত্ত (high), অনুদাত্ত (low) এবং স্বরিত (mid) স্বরগ্রামের

ব্যবহার রয়েছে। কথা শুরু করা কিংবা কোনো লেখ্য বিষয় পাঠ করার সময় স্বরগ্রামের কোন্ পর্যায়ে কোন্ শব্দ বা অক্ষর আরম্ভ করা হচ্ছে—উঁচুপিচ্ বা 'high tone'-এ, নীচুপিচ্ বা 'low tone'-এ, না মধ্যপিচ্ বা 'level tone'-এ—গানের মীড়ের মতো কণ্ঠস্বরের ওঠানামাজনিত অবস্থানের সেই মাপই 'pitch'। এ-মাপ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে এবং তার প্রকৃতিবিচারে যে বিশেষভাবে সহায়তা করে ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

Pitch : মীড

বাঙালীর মুখনিঃসৃত ভাষা কাব্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'লে তাতে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত শ্রুতিব্যঞ্জকতা, অর্থের প্রাধান্য, স্বরগ্রামের অবস্থিতি, ছন্দস্পন্দ প্রভৃতি গুণের অতিরিক্ত শব্দঝঙ্কারজনিত আরও কতকগুলো ধ্বনিগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলোও ধ্বনিকে নানাভাবে স্পন্দিত ক'রে সুদূর-সঞ্চারী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুণের সামগ্রিক মাধুর্য ব্যাখ্যায় কোন্ উপাদান বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধ্বনিতাত্ত্বিকদের পক্ষেও কম শক্ত নয়। বাক্‌প্রবাহে কোথায় কোন্ গুণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ধ্বনিতাত্ত্বিক তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন কিন্তু গুণে গুণে মিলিত হয়ে ভাষায় যে নিরুপম ব্যঞ্জনা-ঝঙ্কার ও রসমাধুর্যের সৃষ্টি হয় তা কোনো একটি বিশেষ গুণজাত নয়। সেখানে stress, quantity (length-shortness), duration, prominence, pitch, rhythm ও intonation প্রভৃতি যাবতীয় গুণই—"all playing together like a chime of bells—are concordant and not quarrelsome elements in the harmony" sweetness and attributes of a language. এমন হ'লে মানুষের মুখের কথা এবং কবিতার ভাষা একাকার হ'য়ে যায়। বাংলা ভাষার ধ্বনিমাধুর্যের আবিষ্কারের ব্যাপারেও এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

নবম অধ্যায়

ধ্বনি-তরঙ্গ

সীমা রেখা নির্ধারক

বাক্‌প্রবাহে যতি সাধারণত দুই প্রকার; (১) শ্বাস যতি (২) সার্থ যতি। শ্বাস যতি পূর্ণ যতি নয়, আংশিক যতি। এ-যতিতে বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলো নিষ্ক্রিয় হয় না, প্রতি সেকেণ্ডের এক-শতাংশ সময়ের মতো কিছু সময়েব জন্য স্তব্ধগতি হয়ে থাকে মাত্র। এ যতিজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে আপাতত/।/ব্যবহার কবছি।

অর্থ এবং শ্বাস দু-ই যেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখানকার যতিটি সার্থ যতি, সেখানে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। অর্থাৎ সেখানে বাক্‌ প্রত্যঙ্গগুলোব বিশ্রামজনিত একটা পূর্ণ নিস্তব্ধতাব সৃষ্টি হয়। পূর্ণচ্ছেদ বোঝাতে এখানে/।।/ ব্যবহার কবা যেতে পারে।

ধ্বনিগত সীমানা নির্ধারণে প্রস্বনও অন্যতম উপাদান। প্রস্বনের চিহ্ন /।/, বাক্‌ প্রবাহের একটি সার্থ পর্বে কোনো প্রস্বন না-ও পড়তে পারে, পড়লে একটি কিংবা খুব বেশী হ'লে দু'টিব বেশী পড়ে না। তুলনীয় 'তিনি ˈতবু এলেন,' 'তিনি তবু ˈএলেন' আব বিরক্তিব সঙ্গে বললে 'তিনি ˈতবু ˈএলেন'-ধরনের বাক্য পাওয়া যেতে পারে।

বাক্‌-প্রবাহে পূর্ববর্তী আপেক্ষিক উচ্চতর অক্ষর এবং পববর্তী প্রস্বনজনিত গুরু অক্ষরের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী এক বকম যতি পাওয়া যায়। এটি প্রস্বনের সীমানা নির্ধারক যতি, শ্বাস কিংবা সার্থ যতির সীমানা নির্ধারক নয়। /+/ চিহ্ন দিয়ে এ-যতিটি বুঝানো যেতে পারে। তুলনীয়—'পৃথিবীটা +ˈকার বশ' এবং 'পৃথিবী +ˈটাকার বশ।'

অক্ষবের আধার (nucleus) স্বরধ্বনির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য /ঃ/ ধ্বনিতরঙ্গে শব্দের সীমানা নির্ধাবক হ'তে পারে। সাধারণতঃ শব্দের শেষ অক্ষবে এ-দৈর্ঘ্য পরিলক্ষিত হয়। একই শব্দের উচ্চারণ পার্থক্যে এতে স্বতন্ত্র অর্থবোধক দু'টি শব্দ সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে একই ধরনের শব্দেব প্রথম অক্ষব দীর্ঘায়িত উচ্চাবণ করলে এক অর্থ-বোধক একটি শব্দ পাওয়া যাবে, অথচ দীর্ঘায়িত উচ্চাবণ না কবলে স্বতন্ত্র অর্থবোধক অন্য শব্দের সৃষ্টি হ'তে পারে, যেমন 'ˈপাঃ টা সরাও' আর 'পাটা সরাও।'

ধ্বনিতরঙ্গের রূপরেখা
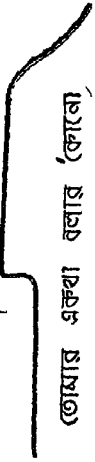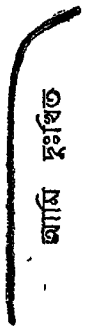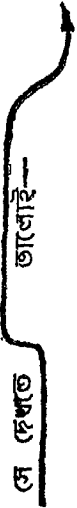
ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণই ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে বোধ হয় দুরূহতম কাজ। বাংলা ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে সার্থক ও সর্বাঙ্গীন আলোচনা এ-যাবৎ হয়নি। কোনো ভাষার সম্ভাব্য সকল প্রকার ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ কবার পরও পরবর্তী গবেষকদের জন্য আবিষ্কারযোগ্য বহু নতুন তথ্য থেকে যায়। যে-কোনো ভাষাতেই উক্ত ভাষাভাষীদের মুখে পরিবেশ অনুযায়ী ধ্বনিতরঙ্গের যাবতীয় বৈচিত্র্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তার যথাযথ বিশ্লেষণ এবং আক্ষবিক রূপায়ণ সহজসাধ্য নয়। পূর্ববর্তী 'ধ্বনিগুণ' অধ্যায়ে 'ও খেয়েছে'—এ বাক্যটির সাহায্যে বিভিন্ন অর্থবোধক গোটা দশ-এগাবো অতিবিক্ত ধ্বনিমূল-ভিত্তিক (supra-segmental) ধ্বনিতরঙ্গেব পরিচয় দিযেছি।

কিন্তু এগুলোই যে শেষ এবং এদেব অতিরিক্ত স্বতন্ত্র অর্থবোধক আর কোনো প্রকার ধ্বনি রেখ-ভঙ্গী (contour) বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এমন কথা আমি বলিনা। ওপবে যে গোটা দশ এগাব তবঙ্গভঙ্গীর উল্লেখ করা হয়েছে তাব সমর্থন ও বিশ্লেষণে আরও বিভিন্ন প্রকার ভাবাবেগ সমন্বিত বাক্যের ধ্বনি তরঙ্গেব উদাহবণ দেওয়া প্রযোজন মনে করি। সাধারণ বর্ণনা, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহ, সোহাগ, বিস্ময়, আপত্তি, আদেশ, অনুবোধ প্রভৃতি ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পরিবেশের গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দের অক্ষর-বিশেষে জোর পড়ে; কখনও তাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের স্বরধ্বনিও দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। এমন ভাবেই তো বাক্‌প্রবাহেব মধ্যে অগণিত ও বিচিত্র বেখাভঙ্গীর ও ধ্বনি-তবঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভাষাব সাহায্যে মানুষেব আবেগানুভূতির প্রকাশেব রূপ অন্তহীন হ'লেও বাক্যশেষে উত্থানপতন মূলক কয়েকটি নির্দিষ্ট রেখাভঙ্গীর মধ্যেই বাক্‌প্রবাহের ধ্বনিতবঙ্গ সীমিত হয়।

অবস্থাভেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত স্বরগ্রাম অর্থাৎ উঁচু, নীচু এবং মাঝামাঝি স্বরগ্রামে বিভিন্ন ভাষায় বাক্যেব সূচনা হয়ে থাকে। বাংলায় যে এব ব্যতিক্রম হয় তা নয়, তবু সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা বাক্য শুরু হয সাধাবণতঃ মাঝামাঝি স্ববগ্রামে। তা হ'লেও যে-কোনো নির্দিষ্ট স্ববগ্রামের কথাবার্তাতেই আবাব উঁচু, নীচু ও সমতল মীড়েব অবকাশ রয়েছে।

বিভিন্ন ভাবাবেশ-শাসিত বাংলা বাক্‌প্রবাহ কত যে বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গভঙ্গী সমন্বিত হয় এখানে তার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াব প্রয়াস পাচ্ছি—

বাক্যের ধরন	ধ্বনি-তরঙ্গের রূপ তথা রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
১. সাধারণ বর্ণনা ঘটিত বাক্যাংশ ও বাক্য	আসছি	১.১ সাধারণ বর্ণনা	দ্রুত অবতরণমুখী
	তোমাকে ! 'লাল শাড়িতে বেশ মানায়	১.২. বৈপরীত্যজনিত বর্ণনা : অন্যান্য শাড়ির তুলনায় লাল শাড়িতে শ্রোতাকে বক্তার বেশী ভালো লাগে	অবতরণমুখী— এ ধরনের বাক্‌প্রবাহে পূর্ববর্তী অক্ষরের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির প্রথম অক্ষর কিছু উঁচুতে ওঠে এবং উক্ত শব্দটিতে আপেক্ষিক ভাবে জোরও পড়ে কিছু বেশী।
	চমৎ 'কার	১.৩ সন্তোষ ও সমর্থন ঘটিত বর্ণনা	
	খুব 'ভালো।	,,	
	ধন্যবাদ	,,	অবতরণমুখী— গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরটি কিছু উঁচুতে শুরু হয় এবং প্রলম্বিত হয়।

বাক্যেব ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পবিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি
	তোমার একথা বলার কোনো অধিকার নেই	১.৪ প্রতিবাদ বা উত্তেজনাজনিত বর্ণনা	অবতরণমুখী ; গুরুত্বপূর্ণ শব্দেব প্রথম অক্ষর উঁচুতে ওঠে এবং আপেক্ষিক ভাবে উক্ত অক্ষরটিতে জোরও পড়ে কিছু বেশী।
	আমি দুঃখিত	১.৫ দুঃখ প্রকাশ-ঘটিত বর্ণনা	অবতরণমুখী
	সে দেখতে ভালোই—	১.৬ মনে দ্বিধা বেখে সমর্থন-জনিত বর্ণনা। অর্থ, দেখতে ভালোই তবে দোষও কিছু আছে। খুব যে এমন সুশ্রী তা বলা যায় না।	অবতবণমুখী, শেষ শব্দের প্রথম অক্ষব তাব পূর্ববর্তী অক্ষরেব তুলনায় কিছু উঁচুতে শুরু হয এবং শেষ অক্ষব নিম্নগামী ও প্রলম্বিত হয়ে শেষের দিকে কিঞ্চিৎ আবোহণমুখী হয়ে ওঠে।

বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
২. প্রশ্নোত্তরে হাঁ/না ছাড়া কি, কে, কারা, কেন, কেমন, কেমন করে, কখন, কিসে, কোথায় প্রভৃতি সর্বনাম সংঘটিত সাধারণ প্রশ্ন	কি ? কে ? কারা ? কেমন করে ? ইত্যাদি	২ ১ সাধারণ প্রশ্ন	অবতরণমুখী
	তুমি কিসে এলে ?	,,	,,
	তোমার , নাম কি ,	,,	,,
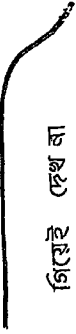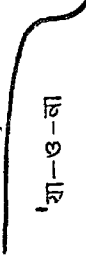
বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৩. প্রশ্নোত্তরে হাঁ/না ছাড়া কি কে প্রভৃতি উপরোক্ত সর্বনাম সংঘটিত অন্যান্য প্রশ্ন-বোধক বাক্যে সাধারণ প্রশ্নের তুলনায় আগ্রহ ও কৌতূহল ইত্যাদি প্রকাশ পেলে—	তোমার নাম কি ?	৩.১ সাধারণ প্রশ্নের তুলনায় সমধিক আগ্রহের প্রকাশ	শেষাক্ষর আরোহণমুখী
	তুমি কিসে এলে ?	,,	,,
	মনি কোথায় রে ?	,,	,,
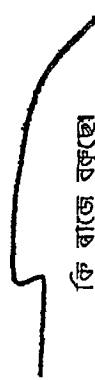
বাক্যের ধরন	বেথভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
কি, কেমন ইত্যাদিব সাহায্যে প্রশ্নঘটিত বাক্য	কি, কেমন আছ?	৩ ২ আবেগমাখানো প্রশ্ন। বহুদিন পব আপন জনের মিলনজাত পবিবেশ	শেষাক্ষর আরোহণমুখী
৪. প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে না বা কি যোগ	এটা তোমাদের বাড়ী না?	৪·১ বক্তার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শ্রোতার কাছ থেকে সে একটা হঁা বোধক সমর্থন প্রত্যাশী।	,,
	মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি হবে, তাই না?	,,	,,
৫. বর্ণনাঘটিত বাক্যের সাহায্যে প্রশ্ন	তোমার ঘড়িটা এখানে ফেলে গেছিলে?	৫·১ কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসা উত্তর হঁা, কি না, হ'তে পাবে।	,,
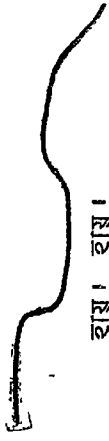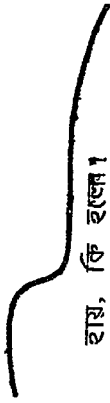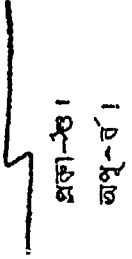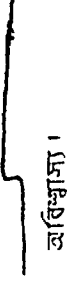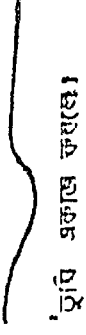
বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পবিবেশ	ধ্বনি-তবঙ্গেব প্রকৃতি বর্ণনা
৬. প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না হয় এমন বাক্য	আমার সঙ্গে দেখা করবে ?	৬·১ সাধারণ প্রশ্ন, উত্তর হ্যাঁ কিংবা না	শেষাক্ষর আরোহণমুখী
	ভেতরে আসতে পারি ?	৬·২ ,, প্রশ্নটি অনুবোধ জ্ঞাপকও হ'তে পারে।	,,
	চা খেতে আসছো তো ?	৬·৩ প্রশ্নের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ; উত্তর হ্যাঁ/না হ'তে পাবে এমন প্রশ্নই বটে, তবে প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাব মধ্যে এমন সম্পর্ক আছে যাতে সে আশা কবে শ্রোতা অবশ্যই আসবে।	অবতবণমুখী হ'তে হ'তে শেষেবদিকে আরোহণমুখী।

বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যেব ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গেব প্রকৃতি বর্ণনা
৭° আদেশঘটিত বাক্য	যাও	৭°১ সাধারণ আদেশ	অবতরণমুখী
	ভাত খাও	,,	,,
	'যা—ও	৭°২ ক্রোধ বা বিরক্তি জাত আদেশ	,, উদাত্ত স্বরগ্রামে শব্দটির সূচনা। সংশ্লিষ্ট অক্ষরেব শুরুতে প্রস্বন, ফলে স্বর-ধ্বনি প্রলম্বিত। দ্রুত অবতরণমুখী।
	তোমাকে 'যে—তে হবে	৭°৩ ,,	,, ক্রোধ বা বিবক্তিব মাত্রা অনুসারে সংশ্লিষ্ট অক্ষবেব উচ্চতার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বাক্যেব ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তবঙ্গেব প্রকৃতি বর্ণনা
	গিয়েই দেখ না	৭.৪ অনুনয় সূচক আদেশ	অবতবণমুখী
	'যা–ও–না	,,	,, প্রধান শব্দেব প্রথম অক্ষরের সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি-প্রলম্বিত।
	যাও 'না	৭.৫ বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্ক অনুযায়ী শেষেব 'না'ব প্রলম্বনেব মাত্রা নির্ধারিত হয়।	অবতবণমুখী

বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
	মাথা 'বাঁচিয়ে যেও	৭·৬ সাবধানতা-জনিত আদেশ	অবতরণমুখী
৮· বিরক্ত ও ঘৃণাজনিত বাক্য	কি বিশ্রী	৮·১ বিরক্তি ও অধীরতা	,, দ্বিতীয় অক্ষর প্রথমটির তুলনায় উচ্চ স্বরগ্রামে শুরু হয়ে প্রলম্বিত হয়।
	কি বাজে বক্‌ছো	,,	,,

বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পবিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৯· দুঃখ ও হতাশাজনিত বাক্য	হায়। হায়।	৯·১ দুঃখ শোকাহত	দ্রুত অবতরণমুখী, শেষাক্ষরের সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি দীর্ঘায়িত।
	হায়, কি হলো!	৯·২ ,,	,,
	আ –ঃ	৯·৩ ,,	,,

বাক্যের ধরন	রেখভঙ্গী	বাক্যের পবিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি
১০° বিস্ময় ঘটিত বাক্য	প্রকা–ন্ড। অপূ–র্ব!	১০·১ সাধাবণ বিস্ময়	উচ্চ সমতল। বিস্ময়েব মাত্রা অনুসারে শেষ অক্ষবের স্বর-ধ্বনি প্রলম্বিত হয়।
	কি সুন্দর মেয়ে!	১০·২ আনন্দসূচক বিস্ময়	,,
	অবিশ্বাস্য।	১০·৩ অবিশ্বাসজনিত বিস্ময়	উচ্চ সমতল। অবিশ্বাস ও বিস্ময়েব মাত্রা বেশী হলে অন্ত্যপূর্ব অক্ষরটি শেষ অক্ষবেব তুলনায় উচ্চ ও দীর্ঘায়িত হয়।
	তুমি একাজ করলে!	১০·৪ আশ্চর্যজনকতা; সমর্থনযোগ্য নয়	উচ্চ সমতল সংশ্লিষ্ট অক্ষবের সূচনা উদাত্ত স্বরগ্রামে।

বাক্যের ধ্বন	রেখভঙ্গী	বাক্যের পরিবেশ	ধ্বনি-তরঙ্গের প্রকৃতি
	তুমি 'এ কাজ করলে	১০.৫ ,,	উচ্চ সমতল। সংশ্লিষ্ট অক্ষরের সূচনা উদাত্ত স্বরগ্রামে।
১১. অসম্পূর্ণ বাক্য	এক ছিল রাজা। আর ছিল —	১১.১ সাধারণ বাক্য; প্রথমটি সম্পূর্ণ, পরেরটি অসম্পূর্ণ। এ রেখভঙ্গী সাধারণত গল্প কাহিনীতে পাওয়া যায়।	অবতরণমুখী সমতল।
	সারি সারি তাল তমাল আর—		,,

ধ্বনি রেখ-ভঙ্গীর সংখ্যা

বাংলা বাক্যে পরিবেশ, অর্থ ও ভাব অনুযায়ী অগণিত তরঙ্গভঙ্গীর অবকাশ থাকলেও ধ্বনিতরঙ্গ প্রধানত এ-ধরনের গোটা ছয়েক অতিরিক্ত মূলধ্বনিমূলক (Supra-segmental phoneme) রেখ-ভঙ্গীকে (contour) অবলম্বন করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোচ্য এ-ছয়টি রেখ-ভঙ্গী এ-চারটি স্বরগ্রামের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে, যথা—

১. উদাত্ত [উচ্চ : আপেক্ষিক ভাবে সর্বোচ্চ]
২. নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন : সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নীচু] } মধ্য বা
৩. উচ্চ অনুদাত্ত [অর্থাৎ সর্বনিম্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ] } স্বরিত
৪. অনুদাত্ত [সর্বনিম্ন : আপেক্ষিক ভাবে সর্বনিম্ন]

উদাহরণ :— (ক) ওখানে একটা বাঘ ছিল
(খ) তবে তুমি যা—ও
(গ) আস্‌সালামো আলায়কুম—ইত্যাদি
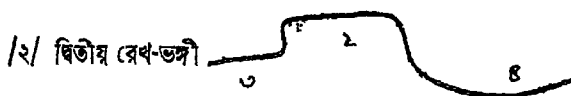
উদাহরণ :— (ক) সে কি, তুমি আসবে না?
(খ) তুমি বলো না গো।
(গ) এটা তোমাদের বাড়ী না? ইত্যাদি

উদাহরণ :— (ক) তুমি যাবে?
(খ) ভেতরে আসতে পারি? ইত্যাদি

/৪/ চতুর্থ রেখ-ভঙ্গী ৩ ২ ১

উদাহরণ :— (ক) তুমি কখন এলে ?

(খ) ওকে কতকগুলো দিয়েছো ?

(গ) কি এনেছেন আব্বা ?

/৫/ পঞ্চম রেখ-ভঙ্গী ৩ ২
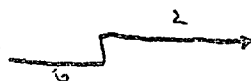
উদাহরণ :— (ক) হায়্ হায়্ ?

(খ) আ—া !

(গ) সা—প। ইত্যাদি

/৬/ ষষ্ঠ রেখ-ভঙ্গী

এক ছিল বন। সেখানে— ইত্যাদি

এ কয়টি রেখ-ভঙ্গীর প্রতিটিতেই ৩ হলো যথার্থ রেখ-ভঙ্গীর সূচনা বা পূর্ব এলাকা **(pre-contour zone).**

/১/ এ অবতরণমুখী ২-৪ রেখ-ভঙ্গী বিবরণমূলক, পূর্ণতাবাচক, আদেশ, অনুরোধ, সম্বোধন, অভিবাদনসূচক প্রভৃতি বাক্যের জন্য।

/২/ এ যৎকিঞ্চিৎ আরোহণমুখী ২-৪ রেখ-ভঙ্গী অনুনয়, আবেগ, অতিপরিচয় ও সখ্যজনিত মিষ্টতাপ্রসূত সাধারণ ও প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য।

/৩/ এ আরোহণমুখী ৩-২ নিম্ন উদাত্ত রেখ-ভঙ্গী হাঁ কিংবা না উত্তর প্রত্যাশামূলক প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য।

/৪/ এ আরোহণমুখী ২-১ রেখ-ভঙ্গী কি, কেন, কে, কখন, কেমন, কোথায়, কতকগুলো প্রভৃতি সর্বনাম যোগে আগ্রহসূচক প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত প্রশ্নবোধক বাক্যেরও কিছু অংশ উচ্চারিত হবার অপেক্ষা রাখে। যেমন প্র:—কতকগুলো? উ:—অনেকগুলো ইত্যাদি।

/৫/ এ নিম্ন উদাত্ত সমতল রেখ-ভঙ্গী ব্যবহৃত হয় হর্ষ-বিষাদ-বিস্ময় ও উত্তেজনাসূচক প্রভৃতি বাক্যে।

/৬/ এ সর্বনিম্ন অনুদাত্ত রেখ-ভঙ্গীর সমতলরূপ বাক্যের অসম্পূর্ণতা জ্ঞাপক। অর্থাৎ বাক্যটি প্রত্যাশাময়।

ধ্বনি-তরঙ্গের এ ছয়টি রেখ ভঙ্গী উচ্চ, মধ্য ও নিম্ননীড়ে লীলায়িত হ'লেও বাক্যের পরিবেশ ও অর্থ অনুযায়ী এ-তিনটি নীড়ের প্রতিটিতেই আরোহণমুখী, অবরোহণমুখী এবং সমতলমুখী রেখ-ভঙ্গীর অবকাশ রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলা বাক্-প্রবাহে দীর্ঘ যৌগিক কিংবা জটিল বাক্যে ধ্বনিতরঙ্গ শ্বাসপর্বের অক্ষরগুলোতে মধ্যস্বরগ্রামে সমান স্তরে থাকতে থাকতে কিংবা ক্রমশঃ নিম্নগামী হ'তে হ'তে শেষ অক্ষরে পৌঁছে কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত হয়; তারপর পরবর্তী নতুন শ্বাসপর্বটির প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে কিছুটা শ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে আপেক্ষিক ভাবে উচ্চ স্বরগ্রামে কিংবা অবস্থাভেদে পূর্ববর্তী পর্বটির শেষ অক্ষরের পরিত্যক্ত স্বরগ্রামেই শুরু হয়। এ-ধরনের দীর্ঘ বাক্যের শেষ সার্থ পর্বটি অবশ্য সাধারণ বর্ণনা, বিস্ময় কিংবা প্রশ্নবাচকতা অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই তাদের আপন আপন ধ্বনিতরঙ্গ ধর্মের অনুগামী হয়।

ওপরের এ-সুদীর্ঘ জটিল বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ এ-ভাবে করা যায়:

৩ ২—৪ /৬/ ৩ ২ —৪ /৬/

এ ছাড়া ঃ, ।বাংলা + বাক্‌ প্রবাহে | দীর্ঘ ।যৌগিক + কিংবা জটিল বাক্যে : |

৩ ২——৪ /৬/ ৩ ২ —৪ /৬/

ধ্বনিতরঙ্গ + শ্বাস পর্বের + অক্ষরগুলোতে মধ্যস্ব রগ্রামে + ।সমানস্তরে থাকতে

৩ ২ — ৪ /৬/ ৩ ৪

থাকতে | ꜝ কিংবা + ক্রমশঃ নিম্নগামী হ'তে হ'তে | ꜝশেষ অক্ষরে পৌঁছে

২—৪ /১/ ২ —৪ /৬/

+ ꜝকিঞ্চিৎ প্রলম্বিত হঃয় ॥ ꜝতারপঃর + পরবর্তী + নতুন ꜝশ্বাসপর্বটিঃর +

৩ ২ —৪ /৬/ ৩ ২ —৪/৬/

ꜝপ্রথম শব্দের ꜝপ্রথম অক্ষরটিতে – কিছুটা + ꜝশ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে |

৩ ২ —৪ /৬/ ৩ ২ ২

ꜝআপেক্ষিক ভাবে + উঁচু স্বরগ্রামেঃ কিংবা অবস্থাভেদে + পূর্ববর্তী পর্বটির + ꜝশেষ

২ —৪/১/

অক্ষরের + পরিত্যক্ত স্বরগ্রামেঃই + ꜝশুরু হয় ॥

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত থেকে :—

৩ ২ ২ — ৪/৬/ —৪ —৪

ꜝস্রোতস্বিনী + প্রাতঃকালে | ꜝআমার + বৃহৎ খাতাটি | ꜝহাতে করিয়া + আসিয়া

—৪/৬/ ৩ ২ ১ /৪/ ২ —৪ ২

+ কহিল ꜝএসব তুমি ꜝকিঃ লিখিয়াছ ॥ ꜝআমি + যে সকল কথা | কস্মিনকালে

—৪ ২ —১ /৪/

+ বলি নাঃই | তুমি + ꜝআমার মুখে + কেন বসাইয়াছে ।

৩ ২ —৪ /৬/ ৩ ২-৪ /৬/

ꜝসমীর + এতক্ষণ + আমার + ꜝখাতাটি পড়িতেছিল ॥ ꜝশেষ করিয়া + কহিল |

১ /২/ ৩ ২ ১

এ + ꜝকিঃ করিয়াছ ? তোমার + ডায়ারির + ꜝএ লোকগুলো কি + ꜝমানুঃষ | না +

১ /৫/

যথার্থই ꜝভূঃত ?

দশম অধ্যায়

বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা

পৃথিবীতে এখনও কিছু ভাষা আছে, আজ পর্যন্ত যার লেখার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। লিখিত হোক বা না হোক, বাগর্থবোধক ধ্বনিই প্রতিটি ভাষার মূল উপাদান। ভাষা মানুষের মুখে ধ্বনিরূপে ফুটে ওঠে এবং উচ্চারিত হওয়া মাত্রই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। সেজন্যে ধ্বনিকে কোনো রূপের মাধ্যমে ধ'রে রাখবার, তাকে প্রতীকে চিহ্নিত করবার জন্যে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। অন্য কথায় ধ্বনি বিশেষকে রঙে রেখায় চিহ্নিত করার জন্যে বর্ণের সৃষ্টি। এজন্যে ধ্বনির প্রতীকের একটি নাম বর্ণ। এই বর্ণকে আমরা letter, হরফ এবং অক্ষরও বলে থাকি। ধ্বনিচিহ্ন বা হরফের বিবর্তন কাহিনী এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলায় কোন্ ধ্বনির কি প্রতীক ব্যবহৃত হয়, কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে বাংলা ধ্বনি ও বানানের সঙ্গতি রক্ষা ক'রে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা যেতে পারে, বর্তমান প্রবন্ধে সে-আলোচনাই করা যাবে।

আমাদের আলোচনা অনুযায়ী বাংলার মূল স্বরধ্বনি (phoneme) হচ্ছে এগুলো :—'ই', 'এ', 'এ্যা', 'আ', 'অ', 'ও', 'ও', 'উ'।—৮টি

মূল অর্ধস্বর ধ্বনি :—'ই্', 'এ্-(য়্)', 'ও্', 'উ্'।—৪টি

মূল দ্বৈতস্বর ধ্বনি :—'ইই্', 'ইউ্', 'এই্', 'এও্', 'এউ্', 'এ্যাও্', 'এ্যায়্', 'আই্', 'আও্', 'আউ্', 'আয়্', 'আও্', 'অয়্', 'ওও্', 'ওউ্', 'ওই্', 'ওয়্', 'উই্', 'উউ্'।—১৯টি

মূল স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই অনুনাসিক হ'তে পাবে। তাদের অনুনাসিকতার চিহ্ন—ঁ।

অসংযুক্ত মূল ব্যঞ্জনধ্বনি :—'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প'
'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ' 'ফ'
'গ', 'জ', 'ড', 'দ', 'ব'
'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ'
'ঙ', 'ন', 'ম'
'র', 'ল', 'শ', 'হ', 'ড়', 'ঢ়'—২৯টি।

যথার্থ মূলধ্বনি (Phoneme) না হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ তৎসম শব্দে যে সব ধ্বনির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান তা হচ্ছে 'হ্ন', 'হ্র', 'হ্ল', 'হ্ম', 'ঃ'। এদের মধ্যে শোয়া (শোওয়া), রোয়া, (রোওয়া) প্রভৃতি খাঁটি তদ্ভব শব্দেও শ্রুতিধ্বনি হিসেবে অন্তঃস্থ 'ব'; যেয়ে, মেয়ে, গিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শব্দে শ্রুতিধ্বনি হিসেবে 'য়' এবং আঃ, উঃ প্রভৃতি শব্দে আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ 'হ' তথা 'ঃ' ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত এবং সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্ততা বাদ দিলে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা আমাদের পূর্বে আলোচনা মতে ৩৬টি :— স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, শ্ল, স্প, স্ফ, স্প্র, (স্প্র), স্ত্র, ক্র, (ক্র), খ্র (খ্র), গ্র (গ্র), ঘ্র (ঘ্র), ছ্র (ছ্র), জ্র (জ্র), ট্র (ট্র), ত্র (ত্র), থ্র, দ্র (দ্র), ধ্র (ধ্র), ন্র, প্র, (প্র), ফ্র ব্র (ব্র), ভ্র (ভ্র), ম্র (ম্র), শ্র (শ্র), স্র (স্র), ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল এবং ম্ল।

দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো :—

-ক্ক, -চ্চ, -ট্ট, -ত্ত, -প্প, -গ্‌গ, -জ্জ, -ড্‌ড, -দ্দ, -ব্ব, -ক্‌খ, -চ্ছ, খ্‌, জ্‌ঝ, -দ্‌ধ, -ব্‌ভ, -ড্‌ঢ, -শ্‌শ, -ল্ল, -ল্‌লহ, -ব্‌র, -র্‌রহ, ন্‌ন -ন্‌নহ, ম্ম, -ম্‌মহ=২৬টি।

সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো :—

—ঙ্ক, -ঙ্খ, -ঙ্গ, -ঙ্ঘ, -ঞ্চ, -ঞ্ছ, -ঞ্জ, -ঞ্ঝ, ণ্ট, -ণ্ঠ, -ণ্ড, -ন্ত, -ন্থ, -ন্দ, -ন্ধ, -ম্প, -ম্ফ, -ম্ব, -ম্ভ=১৯টি

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে :—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ=১১টি।

স্বরচিহ্ন বা কাবাদিঃ—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ=১০

ব্যঞ্জন বর্ণঃ— ক, খ, গ, ঘ, ঙ

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

ত, থ, দ, ধ, ন

প, ফ, ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, শ

ষ, স, হ, য়, ড়

ঢ়, ৎ, ং, ঃ, ঁ=৪০টি।

দুই বর্ণঘটিত যুক্তাক্ষর :—

—ক্ক, - ঙ্ক, - ল্ক, - স্ক

—ক্ষ

—ঙ্খ, - স্খ

—ঙ্গ, - ড়্গ, - দ্গ, - ল্গ

—ঙ্ঘ, - দ্ঘ

—চ্চ, - ঞ্চ, - শ্চ

—চ্ছ, - ঞ্ছ, - শ্ছ

—ঞ্জ, - ব্জ, - জ্জ, - জ্‌ঝ

—ঞ্ঝ, - জ্ঞ্‌, - জ্ঞ

—ষ্ট, - স্ট, - ক্ট, - ট্ট, - ণ্ট, - প্ট, - ল্ট

—ণ্ঠ, - ষ্ঠ

—ণ্ড, - ড্ড, - ন্ড

—ণ্ঢ, - ষ্ণ, - হ্ন, - ক্ষ্ণ, - গ্ণ

—ক্ত, - ত্ত, - স্ত, - ন্ত, - প্ত

—ত্থ, - স্থ, - ন্থ

—দ্দ, - ন্দ, - ব্দ

—দ্ধ, - ন্ধ, - ব্ধ, - গ্ধ

—গ্ন, - ত্ন, - হ্ন, - ঘ্ন, - প্ন, - ম্ন, - শ্ন, - স্ন, - ন্ন, ধ্ন

—ষ্প, - স্প, - ল্প, - ম্প, - ম্প।

—স্ফ, - ষ্ফ, - ল্ফ।

—ক্ব, - গ্ব, - জ্ব, - ট্ব, - ণ্ব, - ত্ব, - থ্ব, - দ্ব, - ধ্ব, - ন্ব, - ম্ব, ল্ব, - শ্ব, - স্ব।

—ন্ত, - ন্ত।

—ক্ম, - গ্ম, - ত্ম, - দ্ম, - ন্ম, - ণ্ম, - ম্ম, - হ্ম, - ঙ্ম, - ল্ম, - শ্ম, - ষ্ম, - স্ম,-

—ধ্ম, - ট্ম, - ড্ম।

—ক্য, - খ্য, - গ্য, - ঘ্য - চ্য, - জ্য, - ট্য - ঠ্য, - ড্য, - ঢ্য, থ্য, -

ত্য, - ধ্য, - ন্য, - প্য, - ফ্য, - ব্য, - ভ্য, - ম্য, - য্য, - ল্য, - শ্য, - ষ্য, -

স্য, - হ্য।

—ক্র, - খ্র, - গ্র, - ঘ্র, - ট্র, - ড্র, - ত্র, - থ্র, - দ্র, - ধ্র, - প্র, - ফ্র, - ব্র,

ভ্র, - ম্র, - শ্র, - স্র, - হ্র।

—কৃ, - তৃ - দৃ, - ধৃ, - নৃ, - পৃ, - বৃ, - ভৃ, - মৃ - শৃ, - হৃ।

—ক্ল, - গ্ল, - প্ল, - ক্ল, - ব্ল, - ম্ল, - ল্ল, - শ্ল, - স্ল, হ্ল।

—র্ক, - র্খ, - র্গ, - র্ঘ, - র্চ, - র্ছ, - র্জ, - র্ঝ, - র্ট, - র্ড, - র্ণ, - র্ত - র্ৎ, - র্থ,

র্দ, - র্ধ, - র্ন - র্প, - র্ফ, - র্ব, - র্ভ, - র্ম, - র্য, - র্ল, - র্শ, - র্ষ, - র্স, - র্হ।

— ক্স, - প্স, - ন্স।

তিন হরফ ঘটিত সংযুক্তাক্ষর :—

ক্ল্য, ক্ষ্য, ক্ষ্ম, ক্ষ্ন, ক্তৃ, ক্ত্র, ক্ষ্ব, গ্ন্য, গ্র্য, র্ঘ্য, জ্জ্য, জ্ঝ্র, ঙ্গ্য, র্চ্য, র্ধ্ব, ন্ত্র, ন্ত, দ্ব্য, ন্ত্ব, ন্দ্ব, ন্ধ্য, ন্ত্য, ন্ত্র, ন্ধ্র, ত্র্য, স্ত্য, ন্দ্য, র্তৃ, র্থ্য, দ্ব্য, র্দ্র, ন্ন্য, র্দ্য, র্দ্ব, গ্ন্য, র্চ্ছ, চ্ছ্ব, চ্ছ্র, র্জ্জ, ধ্রু, ত্ম্য, স্প্র, র্ব্য, ম্ব্র, র্ব্র, শ্রু, র্শ্ব, দ্রু, ক্ষৃ স্প্র, ঙ্ক্য, ষ্ম্য, ষ্ঠ্য, ষ্ট্র, ষ্ট্য, র্ষ্ণ, ন্ত্র, ষ্মৃ, স্ত্য, স্তৃ, স্পৃ, স্প্র, ষ্ঠ্য, র্ণ্য, ঙ্ক্র, র্য্য।

চার হরফঘটিত সংযুক্তাক্ষব :—র্দ্ধ, ক্ষ্ম্য (সৌক্ষ্ম্য), ন্ত্র্য (স্বাতন্ত্র্য)।

কাবাদি চিহ্নযুক্ত হলে হাতের লেখা এবং ছাপার হরফে নিম্নেব গোটা তেতাল্লিশ বর্ণ রূপ পরিবর্তন ক'বে এ-ধবনের রূপ ধারণ কবে :—

গু, শু, স্থ, রু, ন্ধ, দ্রু, ত্রু ভ্রু, হু, হৃ, হৃ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ট্ট, ষ্ঠ, গু, ষ্ণ, র্ত্ত, ক্ত, শু, ত্র, ত্রু, ম্র, ক্র, ভ্র হৃ, হৃ ঞ্চ, ন্ধ, ন্ধ, ঞ্জ, জ্ঞ, ক্ষ, হ্ম, ত্ত, ষ্ঠ, শ্য, ষ্য, স্য।

ধ্বনির প্রতিলিপি অনুযায়ী স্ববর্ণের সংস্কার করতে হ'লে প্রথমেই ঈ এবং ঊ বাদ দিতে হয়, কারণ মূলধ্বনি হিসেবে বাংলায় 'ঈ' এবং 'ঊ'র কোনো অস্তিত্ব নেই; আছে শুধু 'ই' এবং 'উ'। এমন কি হ্রস্ব 'ই' এবং হ্রস্ব 'উ'-ও নেই। ইংরেজীর fill ও feel এবং full ও fool প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি হ্রস্ব দীর্ঘের বৈপরীত্যে যেমন স্বতন্ত্র অর্থবোধক নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়, বাংলায় মূল স্বরধ্বনিগুলোর হ্রস্বতা এবং দৈর্ঘ্য দিয়ে তেমন স্বতন্ত্র শব্দ পাওয়া যায় না। বাংলার প্রতিটি স্বরধ্বনিই দুই বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের তুলনায় একাক্ষরিক শব্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যে নিছক উচ্চারণগত (phonetic), মূলধ্বনিগত (phonemic) নয় এ থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বীকার করলে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যেই একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ প্রতীক ব্যবহার করতে হয়। তা যখন সম্ভব নয়, তখন শুধু ঈ এবং ঊ-ই বা রাখা কেন? সুতরাং এ দু'টি বাদ দিয়েই বাংলা স্বরবর্ণমালা নির্ধারণ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার চিহ্ন 'ী' এবং 'ূ'-ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

ঈ, ঊ-র সংস্কার

কোনো ভাষাতেই তার যাবতীয় দ্বিস্বর (diphthong) ধ্বনির কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না, তার কারণ দ্বিস্বর ধ্বনি একটি মূল স্বর ও আর একটি অসম্পূর্ণ স্বর, এই দুই স্বর ধ্বনির সংযোগে গঠিত। যে দুই স্বরধ্বনি দ্বিস্বরধ্বনি গঠনে সহায়তা করে তাদের আপন আপন প্রতীকই উক্ত সংশ্লিষ্ট দ্বিস্বর ধ্বনির রূপায়ণের জন্যে যথেষ্ট। তার অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার করলে ধ্বনিটি যথাযথভাবে রূপায়িত হ'তে পারে বটে, কিন্তু তার প্রয়োজন করে না। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ নামক আমরা দ্বিস্বর ধ্বনির দু'টি চিহ্ন পাই অথচ বাংলার নিয়মিত দ্বিস্বর ধ্বনির সংখ্যা উনিশটি। যদি বাকী সতেরটির জন্যে স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার না করেও বাংলা ধ্বনির সংশ্লিষ্ট দ্বৈতস্বরগুলোর ধ্বনিবাচকতা রক্ষা পায়, তাহলে ঐ (ৈ) এবং ঔ (ৌ) মাত্র এ-দুটির জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন কি? এ চিহ্ন দু'টি ব্যবহার না করলে এ চিহ্ন-অভ্যস্ত চোখে আপাতত লাগতে পারে, কিন্তু বাংলা বানানে দই (দোই), কই (কোই), বই (বোই) ইত্যাদি শব্দে ঐ (ৈ) এর বদলে অই (ওই) এবং বউ (বোউ), মউ (মোউ) প্রভৃতি শব্দে ঔ (ৌ)-এর বদলে অউ (ওউ)-এর ব্যবহার আমাদের চোখে সয়ে গেছে বৈকি! বাংলা লিপি মিতলেখনের (economy

ঐ এবং ঔ-র সংস্কার

of space) আদর্শ উদাহরণ এবং সেদিক থেকে ৈ এবং ৌ চিহ্নও উক্ত মিতলেখনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সংস্কার করতে হ'লে স্বল্পতম গ্রহণ বর্জন স্বীকার না ক'রে উপায় কি? তাহ'লে দ্বৈত স্বরধ্বনির ঐ, ঔ এবং তাদের কার চিহ্ন ৈ ৌ বাদ দিলে স্বরধ্বনির ধ্বনিমূলক প্রতিলিপি এবং তাদের যে কার-চিহ্ন রাখতে হবে সেগুলো:—ই (ি), এ (ে), এ্যা (্যা), আ (া), অ, ও (ো), ও' ('), উ (ু)। এর মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে এ-র অস্তিত্ব থাকার দরুন 'এ্যা' ধ্বনিটির জন্যে অতিরিক্ত ধ্বনি চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। 'এ্যা' ধ্বনিটি রূপায়িত করবার জন্যে শুধু তার কার চিহ্ন '্যা'-ই যথেষ্ট হ'তে পারে। খ্যালা, ক্যানো প্রভৃতি শব্দে খ ও ক-র পরে ্যা দিয়ে যেমন 'এ্যা' ধ্বনিটি পাওয়া যেতে পারে, তেমনি এ-র পরে ্যা যোগ করলেই উক্ত স্বরধ্বনির প্রতিলিপি নির্ণীত হবে। বাংলা বানানে ্যা-বোধক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে ক্যা, খ্যা, লেখা হবে, না গতানুগতিক ধারায় কে, খে-ই রাখা হবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ধ্বনি প্রবাহে ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাংলায় ি এবং ে-কার চিহ্ন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির আগে এবং ো চিহ্নটি দ্বিখণ্ডিত ক'রে আগে ও পরে লেখা হয়। এ জন্যে এ-কালে ধ্বনি অনুযায়ী ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে লেখার কথা হ'লে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরে সংস্থাপন করার কথা অনেকেই বলেছেন। এ সম্পর্কেও পরে আমাদের বক্তব্য পেশ করা যাবে। চলিত বাংলায় 'কোনে' ও 'ক'নে' প্রভৃতি শব্দে 'ও'-র সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে অবিশ্রুত ও'র অস্তিত্ব আছে। বাংলা স্বরবর্ণমালার সংস্কার করতে হ'লে এ-র অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবে এ্যা হরফটির যেমন প্রয়োজন করে না, তেমনি ও-র অতিরিক্ত ও' না রেখে শুধু চিহ্ন হিসেবে ঊর্ধ্ব কমাটি ব্যবহার করলেই চলতে পারে। তাহ'লে নিম্নতম ধ্বনিভিত্তিক স্বরবর্ণ এবং তাদের কার চিহ্নাদি এভাবে দাঁড় করানো যায়:—

স্বরবর্ণ:—ই এ আ অ ও উ

কারচিহ্ন:—ি ে ্যা া ো' ু

স্বরবর্ণগুলোর পরে পরে এদের এভাবে সাজানো যেতে পারে:— ই-ি, এ-ে, ্যা, আ-া, ও-ো,' উ-ু।

বাংলার মূল অর্ধ স্বরধ্বনি 'ই্', 'এ্ (য়্)', 'ও্' এবং 'উ্'। এই্, যায়্, যাও্, কুউ্ প্রভৃতি শব্দে এদের উচ্চারণ হলন্ত হওয়া সত্ত্বেও হস্ চিহ্ন দিয়ে এগুলো লিখিত

হয়না এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে লেখার প্রয়োজনও করে না। সুতরাং স্বরচিহ্ন ই, ও, এবং উ-ই এ-অবস্থায় ব্যবহৃত হ'তে পারে। মেয়ে (meye), গিয়ে (giye) প্রভৃতি শব্দে ধ্বনি হিসেবে 'য়' শ্রুতির অস্তিত্ব দেখি। এ-ধ্বনিটি বাংলায় য় বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। 'এ' অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক হিসেবে য় বর্ণটি গ্রহণ করলে তার সাহায্যে মেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি শব্দের 'য়' শ্রুতি এবং হওয়া, খাওয়া, নেওয়া প্রভৃতি শব্দ শেষে অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতিও লেখা যাবে। সুতরাং বাংলা বর্ণমালায় 'য়'-র অবস্থানের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। এরই সঙ্গে আসে স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার প্রতীক চন্দ্রবিন্দু ঁ-র কথা। চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্রভাবে কোনো ধ্বনি নেই। যে-কোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করবার জন্যে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। এটিকে সেজন্যে diacritical mark ধ্বনিহীন-চিহ্ন বা স্বরধ্বনিকে অনুনাসিকতার ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে কারাদি চিহ্নেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

য় এবং ঁ

Phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী যে-কোন একটি মূল ধ্বনি বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। একটি মূলধ্বনির উচ্চারণগত এ-সামান্য তারতম্য বিশেষ ভাবে পরিবেশ দ্বারা শাসিত। অর্থাৎ এক পরিবেশে তার যে স্বাতন্ত্র্যটুকু লক্ষিত হয় তা অন্য পরিবেশে নয়, আবার অন্য এক পরিবেশে যে স্বাতন্ত্র্য দেখি তা পূর্ব বর্ণিত পরিবেশে পাইনা। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এক মূলধ্বনির উচ্চারণগত বিবিধ পার্থক্য diacritical mark তথা অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন দিয়ে হয়ত বা চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় সূক্ষ্ম লেখন-পদ্ধতি (narrow transcription) অনুসারে এক দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি n এর অগ্রদন্তমূলীয় রূপের জন্যে পেট-কাটা n, খাঁটি দন্তরূপের জন্য n এর নীচে চিহ্ন দিয়ে (n̲) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে মূল ধ্বনিচিহ্ন না বাড়লেও অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্নের ব্যবহার বর্ণমালাকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করে বৈকি। সেজন্যে সাধারণ লেখন-পদ্ধতি পরিবেশ অনুযায়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনি মূলক না হয়ে নতুন শব্দসৃষ্টির দিক থেকে 'ক' থেকে 'চ' পৃথকধ্বনি কিংবা 'ম' থেকে 'ন' পৃথকধ্বনি—এ-ধরনের পার্থক্যের ভিত্তিতে Broad transcription নীতি অনুসারে মূল ধ্বনিভিত্তিক হয়ে থাকে। আমাদের বাংলা লেখন-পদ্ধতি কি স্বরবর্ণে কি ব্যঞ্জনবর্ণে এ-ধরনের মূলধ্বনিভিত্তিক তথা phonemic নীতির ভিত্তিতে তৈরী। তাতে সংস্কৃত বানান ও লেখন-পদ্ধতির অনুসরণে মূল বাংলা ধ্বনির অতিরিক্ত

গুটিকতক অপ্রয়োজনীয় বর্ণের সমাবেশ যে নেই তা নয়। বাংলা বর্ণমালায় ঋ, ঞ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ং, ৎ এবং ঃ আমাদের এ কথার সাক্ষ্য দেবে। স্বরবর্ণ হিসেবে বাংলায় ঋ-র কোনো অস্তিত্ব নেই। ঋ- হরফটি 'রি' (র্+ই) ধ্বনির প্রতীক। সুতরাং স্ববর্ণে ধ্বনিগত দিক থেকে ঋ রাখাব প্রশ্ন ওঠেনা। বানানের দিক থেকে ঋ এবং তাব কার ৃ বাখা না রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঞ হরফটির সম্পর্কেও একথা খাটে। এ হরফটিকে আমরা 'ইঁয়ো' নামে অভিহিত করি। কিন্তু তা স্বতন্ত্র কোন ধ্বনির প্রতীক নয়। মিঞা প্রভৃতি শব্দে ঞ অনুনাসিক স্বরধ্বনি 'আঁ'র দ্যোতক, 'যাচ্ঞা' শব্দে 'না'র দ্যোতক, 'জ্ঞান' শব্দে 'গ্যাঁ'র দ্যোতক 'বিজ্ঞ' শব্দে 'গ্‌গোঁ'ব দ্যোতক, আর ব্যঞ্জনা লাঞ্ছনা প্রভৃতি শব্দে 'ন্' এর দ্যোতক। এক এক জায়গায় ঞ হরফটিব এক এক রকম উচ্চাবণ দেখতে পাই ব'লে ধ্বনি অনুসারে শব্দের প্রতিলিপিকরণ দেখাতে গেলে ঞ কোথাও টেকেনা। কিন্তু প্রচলিত বানান সংস্কারেব কথা বিবেচনা করতে গিয়ে ঞ রাখা না রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্য।

বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ নামক দু'টি ন বয়েছে। কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এক দন্তমূলীয় ন ছাড়া মূলধ্বনি হিসেবে অন্য কোনো ন-য়ের অস্তিত্ব নেই। সুতবাং স্বতন্ত্র মূলধ্বনি হিসেবে ণ নেই তা অবিসংবাদিতভাবে সত্য এবং সেজন্যে সহজে এবং নিশ্চিন্তে যদি কোনো হরফ বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া যায় তা হলে তা হবে এ মূর্ধন্যটি। কণ্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড প্রভৃতি তৎসম শব্দে

ন ণ

ট-বর্গীয় ধ্বনিব পূর্বে দন্তমূলীয় 'ন' এব সহধ্বনি হিসেবে 'ণ'-এর অস্তিত্ব অবশ্য দেখা যায়। সে-বকম কাঞ্চন, বাঞ্ছা, মাঞ্জা, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দে চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দন্তমূলীয় 'ন'-এর এবং স্নান, স্নেহ প্রভৃতি শব্দে অগ্রদন্তমূলীয় ন-র এবং সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দন্ত্য ন-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। স্নান প্রভৃতি শব্দে দন্তমূলীয় ন-এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি এবং সন্তাপ, পন্থা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দন্ত্য সহধ্বনির কোনো চিহ্ন আমাদের বর্ণমালায় না থাকায় আমরা যখন তাদের আপন আপন পবিবেশে যথার্থ উচ্চারণ করতে অপরাগ হইনা, তখন চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ন-এর স্বরূপ বাচকতার জন্যে ঞ এবং ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনির জন্য ণ ব্যবহারেব প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এ-পরিবেশে উক্ত সহধ্বনি নির্ণায়ক প্রতিলিপি ব্যবহৃত হোক বা না হোক বাঙালী তাদেব যথার্থ উচ্চাবণই কববে। সুতবাং অবাধে বাংলা বর্ণমালা থেকে ণ কে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

আগেই বলেছি বাংলা বর্ণমালা মূলধ্বনিবাচক, তাদের সহধ্বনিবাচক নয়। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাই ল-বর্ণটিতে। উচ্চাবণগত দিক থেকে আল্‌তা, বাল্‌তি প্রভৃতি শব্দে 'ত'-এর পূর্বে ল সরাসরি দন্ত্য এবং উল্টা, পাল্টা প্রভৃতি শব্দে ল-র উচ্চারণ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য প্রকৃতির কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় মূলধ্বনি 'ল'-র এ সহধ্বনিগুলো চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এক দন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'ল' দিয়ে বিভিন্ন পবিবেশে বাঙালী তার বিভিন্ন সহধ্বনির যথাযথ উচ্চারণই করতে পারে। ভর্তা, স্বার্থ, মর্দা, মূর্ধা প্রভৃতি শব্দে 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' এই ত-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে 'র'-র উচ্চারণও তার দন্ত্যসহধ্বনি বাচক। বাংলা লিপিতে তারও কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন নেই। তবু বাঙালী তার যথাযথ উচ্চাবণই করে। এ-থেকে দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন'-র প্রতিলিপি এক ন দিয়ে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য এবং প্রশস্ত দন্তমূলীয় রূপেরও উচ্চারণ যে বাঙালী যথাযথ ভাবে কবতে পারে তা স্বতঃপ্রতিপন্ন হয়। বাংলা ধ্বনিগত দিক থেকে ণ এবং ঞ হরফ দু'টি এ-কারণেই যে অপ্রয়োজনীয় তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চলিত বাংলার বিশটি স্পৃষ্টধ্বনির মধ্যে প্রতি বর্গেব দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিব মহা-প্রাণতার জন্য যথাক্রমে তাদের স্ব বর্গীয় প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। বাংলা বর্ণমালাকে স্বল্পসংখ্যক করার জন্যে কেউ কেউ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ না লিখে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের পার্শ্বে মহাপ্রাণতার চিহ্নরূপে একটা হ বসিয়ে খ=ক্‌হ, ঘ=গ্‌হ ইত্যাদি রূপে দেখিয়ে তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চান। রোমান লিপিতে অবশ্য kh, gh রূপে 'খ', 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনি চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে। ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় যেগুলো রোমান লিপি দিয়ে লেখা হয় তাতে এ-ধরনের মহাপ্রাণ ধ্বনি নেই ব'লে এদেশীয় এ-মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রতিলিপির পার্শ্বে একটি মহাপ্রাণবোধক 'h' চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা করা হয়। উপমহাদেশের বাংলা প্রভৃতি সংস্কৃতভিত্তিক ভাষায় এ-মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো অখণ্ড ও অবিভাজ্য ধ্বনি ব'লে স্বতন্ত্রভাবে

খ, ঘ প্রভৃতি মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি

তাদেব প্রতিবর্ণীকরণেব ব্যবস্থা হযেছিল। সেদিক থেকে বাংলার বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয ও চতুর্থ ধ্বনির বর্তমান প্রতিলিপি খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ-র সংক্ষেপ-করণ কিংবা তাদেব স্বল্পপ্রাণ ধ্বনিব পার্শ্বে একটা অতিবিক্ত হ বসিয়ে দিয়ে ভিন্নভাবে প্রতিবর্ণীকরণ ধ্বনিগত দিক থেকে অচল এবং দৃষ্টিগত দিক থেকে অসহ্য। সেজন্যে এদের কোনো সংস্কাব চলবে না।

চলতি বাংলাব ধ্বনিতে হাওয়া (ha^{w}a), (পোয়া) (po^{w}a), দেওয়া (de^{w}a), যাওয়া (ja^{w}a), মেওযা (me^{w}a) প্রভৃতি শব্দে 'ব' শ্রুতিহিসেবে অন্তঃস্থ-ব-র অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ধ্বনিটিকে চিহ্নিত কববাব জন্যে বাংলায কোনো হরফের ব্যবহার নেই। বাংলা বর্ণমালায় যে অন্তঃস্থ ব আছে বর্গীয় ব থেকে তাব আকৃতি অভিন্ন ব'লে ধ্বনিগত দিক থেকে এই দুই ব-র একটি অতিরিক্ত এবং সেজন্যেই অপ্রযোজনীয় হয়ে উঠেছে। বর্ণমালাব সংস্কার করতে হ'লে সেজন্যে অন্তঃস্থ ব-টিকে সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য বানান ধ্বনিমূলক কবতে হ'লে ব-শ্রুতিবাচক ধ্বনিব প্রতিলিপি হিসেবে আসামীব পেটকাটা 'ব' কিংবা হিন্দীর মতো একটি গোল ব-ব আমদানী করা যেতে পাবে। তাতে একটি বর্ণ বাড়বে বই কমবে না। সুতবাং নতুন ধ্বনিচিহ্ন বাড়িয়ে লাভ নেই।

অন্তঃস্থ ব

অন্তঃস্থ য সম্পর্কেও এ-রকম প্রশ্ন ওঠে। ইংবেজী z কিংবা আরবী ز কি ذ জাতীয় ধ্বনিবই যথার্থ প্রতিলিপি বাংলা অন্তঃস্থ য; অথচ চলিত বাংলায় এ ধ্বনিটি নেই। আমবা যে, যখন প্রভৃতি শব্দ য দিয়ে লিখি কিন্তু উচ্চাবণ কবি প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘোষ স্পর্শজাতীয় ধ্বনি 'জ'ব। সুতবাং ধ্বনিগত দিক থেকে চলিত বাংলাব কোনো শব্দেই য-ব দবকাব করেনা বলে বাংলা শব্দে জ-বোধক ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণেব জন্যে য বাদ দিয়ে জ ব্যবহার কবাই ভালো; তবে ইংবেজী প্রভৃতি বিদেশী ধ্বনির এবং বাঙালী মুসলমানেব জীবনে আববী পাবসী শব্দে z বোধক ধ্বনিটির রূপায়ণেব জন্যে য বাখা না রাখা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য।

অন্তঃস্থ য

চলিত বাংলায় পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিসধ্বনি হিসেবে মূলধ্বনি পাই একমাত্র 'শ'-কে। কিন্তু সংস্কৃত বানানের ভিত্তিতে বাংলা বর্ণমালায় শ, ষ এবং স এ-তিনটি হরফেব প্রচলন আছে। বাংলা বানানেও এ-তিনটিই ব্যবহৃত হয়। কষ্ট, কাষ্ঠ প্রভৃতি শব্দে ষ 'শ'-রই দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনি এবং হস্ত, স্থান, স্তন প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয়

ধ্বনির পূর্বে স-ও 'শ'-রই দন্ত সহধ্বনি। শ্রাবণ, শ্রীল, স্নেহ, স্পর্শ, প্রশ্ন প্রভৃতি শব্দে বানান যা-ই লিখিনা কেন 'শ'-র একটি অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করতে হ'লে মূল ধ্বনির প্রতিনিধি হিসেবে শ রেখে ষ ও স-কে বাদ দেওয়া যায়। স্থান, স্তন, স্নান, কষ্ট, বেষ্টিত প্রভৃতি শব্দ শ দিয়ে শ্থান, শ্তন, কশ্ট ইত্যাদি লিখলেও উচ্চারণ সৌকর্যের দিক দিয়ে তাদের পরিবেশজাত শ-র সহধ্বনিমূলক উচ্চারণ করা হবে এবং কিছু-দিন যেতে না যেতে এ-বানানও আমাদের চোখ-সহ হয়ে যেতে পারে। এ প্রস্তাব মতে সে, আসে প্রভৃতি শব্দকে শে, আশে ধরনে লিখতে হবে। তাতে আসা (come) এবং আশা (hope) দুটোই 'আশা' লিখিত হলে বাক্যের পরিবেশই তাদের উদ্ধারে সহায়তা করবে।

শ, ষ, স

বাংলায় ধ্বনিগত দিক থেকে ঙ এবং ং অভিন্ন। বাংলায় যে তিনটি মূল অসংযুক্ত অনুনাসিক ব্যঞ্জন ধ্বনি পাই তার মধ্যে পশ্চাত্তালুজাত ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি একটি। তাকে ঙ এবং ং এ দুটোর মধ্যে যে-কোনো একটি চিহ্নে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কারণ বাংলার বহির্বর্তী হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার ং এর মতো বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে-কার নাসিক্যধ্বনি চিহ্নের মতো বাংলায় অনুস্বারের ব্যবহার হয়না। অবশ্য বাংলায় ং-এর ধ্বনি কিংবা (কিম্বা) শব্দটিতে ছাড়া সর্বত্রই ঙ-র প্রতিরূপ। এবং কিংবা শব্দটির ধ্বনিমূলক বানান কিম্বা এখন বেশ প্রচলিত। বাংলা হরফ সংস্কার করার প্রস্তাব করলে কেউ ং এবং কেউ ঙ রাখতে চান। বাংলা পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিটি ক বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলোর অনুগামী ব'লে তাকে ঙ দিয়ে লেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। তাতে কঙ্ক, সঙ্গ, সঙ্ঘ, সঙ্গে প্রভৃতি শব্দে ঙ দিয়ে লেখা যেমন অধিকতর চক্ষুসহ হয়, তেমনি রাঙা, রঙীন, সাঙাত, আঙুল প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী অসংযুক্ত এ-নাসিক্য ধ্বনিটিতে কার চিহ্ন বসানোও সহজ হয়; অনুস্বারে কার চিহ্ন ং ং, ব্যবহারের মত দৃষ্টিকটু ঠেকেনা। এজন্যেই আমি ং এবং ঙ-র মধ্যে ঙ রাখার পক্ষপাতী।

ঙ, ং

খণ্ড ৎ-এ 'ত'-এর অতিরিক্ত কোনো ধ্বনি নেই। সেজন্যে বাংলা বর্ণমালায় ৎ রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অত্যন্ত সহজে এটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

ত, ৎ

ড ও ঢএর মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেকেই ড় রেখে ঢ বাদ দিতে চান। তাঁদের মতে আষাঢ, দৃঢ গাঢ় প্রভৃতি শব্দে এ-তাড়িত ধ্বনিটির দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপটি মহাপ্রাণতা হারিয়ে আষাড় (আষার), দৃড় (দৃর), গাড (গার) রূপে উচ্চারিত হয় এবং অনেকেই স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টিকারী 'ড়' ও 'ঢ়'-র ধ্বনিগত পার্থক্য রক্ষা করেন না ব'লে ড় কিম্বা র-র অতিরিক্ত ঢ ব্যবহারের যৌক্তিকতা মানতে চান না। কিন্তু চলিত বাংলায় 'গাড়' (উচ্চারণ গাড়ো) এবং 'গাঢ' (উচ্চারণ গাঢো) প্রভৃতি শব্দে মূলধ্বনি (phoneme) হিসেবে এ-দু'টি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য না মেনে উপায় আছে বলে মনে হয় না। এজন্যেই বাংলা বর্ণমালায় ড়-র অতিরিক্ত ঢ় রাখা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ড, ঢ

ঃ এর যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় নেই। ক্রমশঃ, আপাতঃ, প্রধানতঃ, সাধারণতঃ প্রভৃতি শব্দে এ-কালে যে বিসর্গ উচ্চারিত হয় না তা-ই নয়, বানানেও দেখানো হয় না। আঃ। ওঃ। উঃ। ইঃ। প্রভৃতি অব্যয়ে ঃ লেখা হয় বটে কিন্তু তা আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ শিসধ্বনি; ঃ নামক অতিরিক্ত চিহ্ন ব্যবহার না করে মহাপ্রাণ অঘোষ হ্ দিয়ে তার প্রতিবর্ণীকরণ করা যেতে পারে। দুঃখ, মনঃপুত প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে বিসর্গের ব্যবহার পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণকে দ্বিগুণ ক'রে দেয়। সুতরাং এ-সব ক্ষেত্রে বিসর্গ না রেখে তাদের ধ্বনি অনুগামী বানান দুক্খ, মনোপুত কিংবা মনপ্‌পুত লেখাই শ্রেয়।

এযাবৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের (কি বাংলাদেশ, কি পশ্চিম বঙ্গের) ভাষাঘটিত কোনো জরিপ হয় নি। গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁর Linguistic Survey of India গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বাংলার উপভাষার যে-বিবরণ দিয়েছেন তা যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। ভাষার অঞ্চলগত সীমানা (isogloss) নির্ধারণ ক'রে হাল আমলের বর্ণনাত্মক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষাগুলোর জরিপ করলে চলিত বাংলার ধ্বনি সমষ্টির সঙ্গে তাদের ধ্বনিগুলোর আশ্চর্য তারতম্য ও পার্থক্য দেখা যাবে। আর এ পার্থক্য লক্ষিত হবে বিশেষভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক উপভাষাগুলোতে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার গ্রামাঞ্চলে, নোয়াখালী সন্দ্বীপের অধিকাংশ স্থানে এবং সিলেট, চট্টগ্রামে চলিত বাংলার প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট 'চ,' 'ছ,' 'জ,' 'ঝ' ধ্বনির শিসজাত

উচ্চারণ, সিলেট, ঢাকা শহরের কুট্টিদের মুখে এদের যথার্থ ঘৃষ্ট স্পৃষ্ট উচ্চারণ, সিলেট,

আঞ্চলিক ধ্বনির প্রতিলিপিকরণ

চট্টগ্রামে 'খ' ধ্বনির শিসজাত আরবী خ-র মতো উচ্চারণ, নোয়াখালীতে 'ফ', 'ভ'-র দন্ত্যৌষ্ঠ্য শিসজাত উচ্চারণই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ হ'লেই আমাদের ভাষার এ-উপভাষাগুলোর ধ্বনি ও গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো এবং তখনই এদের ধ্বনিগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কেও একটি স্থির নির্দেশ দেওয়া যেতে পারবে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপির (International phonetic script) সাহায্যে একটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্বমূলক একটি বর্ণের ব্যবহার যে কোনো সময়েই করা যায়। কিন্তু প্রচলিত বাংলা লিপির সাহায্যে কিভাবে তা করা যাবে, সমস্যা সেখানেই।

চ, ছ

বাংলাদেশের প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ-বর্গীয়-শিসধ্বনিগুলোকে এখানকার অনেকেই ছ-দিয়ে লিখতে চান। আবার ইসলাম, মুসলিম, ইনসান প্রভৃতি আরবী শব্দের س-এর প্রতীক হিসেবেও ছ ব্যবহার করতে চান। কিন্তু চলিত বাংলাতে ছ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব'লে যত কিছু মতবিরোধ এবং গোলযোগের সূত্রপাত হ'তে দেখি। এরকম ক্ষেত্রে চলিত বাংলার মূলধ্বনির প্রতীক হিসেবে 'স' বর্জন ক'রে (কেননা সেখানে শ-ই একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ধ্বনি) আরবী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার س-এর প্রতীক হিসেবে এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক ছ-জাতীয় শিসধ্বনি হিসেবে স ব্যবহার করা যায়। অন্যত্র শিসজাত ফ ও খ-র নীচে ফুট্‌কী জাতীয় কোনো চিহ্ন দিয়ে কিংবা ভাষাতত্ত্ব ঘটিত কোনো গ্রন্থের মুখবন্ধে তাদের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে চলিত বাংলার সাধারণ খ-ফ প্রভৃতি বর্ণ দিয়েই কাজ চালানো যেতে পারে। সাধারণ বইপুস্তকে অবশ্য এসব উল্লেখ ক'রে লেখন-রীতি ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই।

চলিত বাংলায় 'ন', 'ল', 'ব', এবং 'ম' মূলধ্বনি কয়টির একটি ক'রে মহাপ্রাণ রূপ আছে। তারা তাদের স্বল্পপ্রাণ রূপের সঙ্গে শব্দের অর্থগত দিক দিয়ে কোনো বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং তারা মূলধ্বনি নয়; তবু চিহ্ন, অপরাহ্ন, আহ্লাদ, হ্রদ, বহ্ব এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক তৎসম শব্দে হ্ন, হ্ল, হ্ব এবং হ্ম এ মহাপ্রাণ ধ্বনি কয়টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধ্বনি প্রকৃতির দিক থেকে এরা খ, ছ, ঠ, থ, ফ প্রভৃতি বর্গীয় স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতোই কিন্তু এগুলো একটি বর্ণে চিহ্নিত না হয়ে এ-ধরনের সংযুক্ত

বর্ণ সহযোগে লিখিত হয় ব'লে সাধারণ্যে এবা সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবেই পরিচিত। হরফ সংস্কার করতে হ'লে এদের ধ্বনিরূপ অনুযায়ী খ, ছ, ঠ, থ ইত্যাদি বর্ণের মতো কোনো একটি বর্ণে চিহ্নিত করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তাব ; কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ নতুন হরফের সৃষ্টি কবতে হয়। সেক্ষেত্রে আবার অন্যান্য সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। সেজন্যে তাদের বর্তমান রূপের সঙ্গে যোগ বেখে হ্ন-কে ন্‌হ, হল-কে ল্‌হ, হ্ম-কে ম্‌হ দিয়ে লেখাব প্রস্তাব কবি। কেউ কেউ হ্ন-কে হ্ন এবং হ্ম কে হ্ম রূপে লিখতে চান। হ্র বা হ্ব কোনো পরিবর্তন না ক'রে শুধু হ্ন-কে এ ভাবে বিকৃত না ক'বে হ্‌-ভাবে লিখতে হবে। তা হ'লে চিহ্ন, আহলাদ, ব্রহ্মা প্রভৃতিব লেখ্য রূপ দাঁড়াবে চিন্‌হ, চিনি্‌হত, আল্‌হাদ, ব্রম্‌হা। আর হৃত বা হৃদয় হবে হৃত এবং হৃদয়।

হ্ন, হ্ণ, হল, হ্র, হ্ম

আমরা দেখেছি বাংলায সংযুক্ত বর্ণ আছে প্রায আড়াই শ'র মতো, কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা মতো শব্দেব শুরুতে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ৩৬টি এবং শব্দের মাঝখানে ২৮টি। সে যা হোক এ-সংযুক্ত বর্ণগুলো বাংলা লেখন-প্রণালীর দোষ ও গুণেব আকর হয়ে বয়েছে। একালে সেজন্য বাংলাব সংযুক্ত বর্ণ সম্পর্কে নানা তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সংযুক্ত বর্ণেব বিরুদ্ধ পক্ষের অভিযোগ—একটি শিশুকে বাংলা হরফ আয়ত্ত করতে হ'লে প্রচলিত বর্ণমালায় ১১টি স্ববর্ণ, কাবাদি ১০টি এবং গু, শু ন্ধ প্রভৃতি আকৃতি পবিবর্তনকারী গোটা ৩২ হরফেব অতিরিক্ত শও আড়াইয়েক সংযুক্ত বর্ণেব সঙ্গে তাব পবিচয় থাকা দরকার। তা বহু সময় সাপেক্ষ এবং যথারীতি অসুবিধাজনক। এছাড়া তাঁদেব মতে ছাপা ও টাইপের কাজেও যুক্তবর্ণগুলো অসুবিধার সৃষ্টি কবে। এ-অসুবিধা থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ কেউ সংযুক্ত বর্ণগুলোকে রোমান লেখন-পদ্ধতি অনুসারে যেমন স্থান, পরীক্ষা, রবীন্দ্র প্রভৃতি শব্দে স্‌থান, পরীক্‌খা, রবীন্‌দ্‌র্‌অ রূপে ভেঙে লিখতে চান আর কেউ কেউ বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত 'অ' ধ্বনিটিকেও সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন-বর্ণেব পরে লিখে কারাদি চিহ্ন ব্যবহার না ক'রে, সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলোকে একেবারে ভেঙে দিয়ে 'শ্রীকান্ত'কে 'শরইকআনতঅ' 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে 'রওবঈনদরঅনআথ ঠআকউর' রূপে লিখতে চান। এভাবে লিখলে তাঁদেব মতে আর কোনো সমস্যাই থাকবে না এবং যে কারুর পক্ষেই বাংলা লেখন আয়ত্ত-করা সহজসাধ্য হবে।

লেখন পদ্ধতি হয় পদানুসারী, না হয় মূলধ্বনির ধর্মানুসারী হয়। একটি বর্ণ ন্যূনতম অর্থসূচক একটি রূপ-মূলের (morpheme) প্রতীক হয়ে দাঁড়ালে তাকে পদ-ধর্মানুসারী তথা morphemic লেখন-পদ্ধতি বলা যায়। চীনে ভাষার লেখন-পদ্ধতি এ-ভাবেই পদানুসারী। কিন্তু একটি বর্ণ একটি মূলধ্বনির (phoneme) যাবতীয় অন্তর্ধ্বনিসহ তার সমগ্র ধ্বনিধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হ'লে তাকে ধ্বনিমূলক বা phonemic লেখন-পদ্ধতি বলা যায়। Phonemic লেখন-পদ্ধতিতে একটি ধ্বনির প্রতীক হিসেবে a, k, m, n প্রভৃতি রোমান বর্ণমালার একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হ'তে পারে। এ-রকম হ'লে সে-লেখন পদ্ধতিকে নিছক হরফ ভিত্তিক বা alphabetic বলা হয়ে থাকে। আবার দেবনাগরী লেখন-পদ্ধতি অনুসারে এক বা একাধিক ধ্বনির জন্য একটি বর্ণের ব্যবহার করলে তাকে অক্ষর ভিত্তিক বা syllabic বলা হয়।

বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী বর্ণমালার আদর্শে গঠিত। এ-আদর্শ অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলোর প্রত্যেকটিই একটিমাত্র ধ্বনির প্রতীক। কিন্তু বর্ণমালায় ঙ, ঞ, য়,

বাংলা বর্ণমালা alphabetic না syllabic

ং, ঃ এবং ৎ ছাড়া যাবতীয় ব্যঞ্জনবর্ণই একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং 'অ' স্বরধ্বনির দ্যোতক; অন্য কথায় এ ক'টি ছাড়া বাংলা বর্ণমালার এক একটি বর্ণ একদিক দিয়ে যেমন ধ্বনিমূলক তেমনি অ, আ, ই কিংবা ক, খ, জ, ঝ প্রভৃতি যাবতীয় বর্ণই এক একটি অক্ষর বা সিলেবলকে ধারণ ক'রে রয়েছে। এজন্যে বাংলা বর্ণমালাকে ইংরেজীতে alphabet (বর্ণমালা) বা syllabary (অক্ষরমালা) দু-ই বলা যায়।

ধ্বনিবাচকতা এবং মিতলেখনের দিক থেকে অক্ষর-ভিত্তিক বর্ণমালা যে কোনো ভাষার জন্যেই আদর্শস্থানীয় হ'তে পারে। বাংলা লিপিও এদিক থেকে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বর্ণমালায় মূলধ্বনি ধর্মানুসারী তথা phonemic আদর্শস্থানীয় হয়েও ভাষার প্রতিলিপি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে গিয়ে এর কিছু অসঙ্গতি এ-লিপির পক্ষে পূর্ণ অক্ষরভিত্তিক হবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আর এ-অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে 'অ' ধ্বনিটিকে নিয়ে। শব্দের শুরুতে ছাড়া স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে 'অ' ধ্বনির প্রতীক হিসেবে অ-হরফটির কোথাও ব্যবহার হয় না। অতি, অভ্যাস প্রভৃতি শব্দে আবার 'ও' স্বরধ্বনিরও প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যবহৃত হবার জন্যে তার স্বতন্ত্র কোনো কার-চিহ্নও নেই।

অন্যান্য স্বরবর্ণগুলোও শব্দের শুরুতে তাদের স্বমূর্তিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে তাদের ি, ু, ে কারাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ব'লে তারা কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাদের ধ্বনি সংশ্লিষ্ট কারাদি চিহ্নের সাহায্যে যথাযথ রূপায়িত হয়। কিন্তু বর্ণমালায় প্রায় প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' হ'লেও শব্দের মধ্যে ক চ প্রভৃতি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই ন্যূনপক্ষে চারিটি ধ্বনির প্রতীক হ'তে পারে। যেমন ক=ক্, কঅ, কো, কো'; চ=চ্, চঅ, চো, চো'। তুলনীয় বাক্, ভক্ত (ভক্তো) ; কথলা মঅবা ; করি (কোরি), কল্য (কোল্লো) ; করে (কোরে) ; গলে (গোলে) ইত্যাদি। নিয়মানুগতার দিক থেকে এ-রকম ব্যবহার জটিলতাবই সৃষ্টি করে। এ-ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা লিপি মূলধ্বনিমূলক (phonemic) এবং একই সঙ্গে প্রধানত হরফ ভিত্তিক (alphabetic) এবং অক্ষরভিত্তিক (syllabic) দুই-ই। আর তার এ-ধ্বনিবাচক হরফ ভিত্তিকতা এবং অক্ষর ভিত্তিকতা দু'টি বৈশিষ্ট্যই বাংলা লিপিকে মিতলেখনে (economy of space)-র দিক থেকে আদর্শস্থানীয় ক'রে তুলেছে। কত, দ্রুত, ক্ষয় প্রভৃতি শব্দের লেখন-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কত শব্দটির ক্+অ+ত্+অ ; দ্রুত শব্দটির দ্+র+উ+ত্+অ এবং ক্ষয় শব্দটির ক্+ষ+য় ধ্বনি অত্যন্ত অল্পপরিসরে দুই দু'টি মূলবর্ণেই প্রতিফলিত হয়। এবং উক্ত মূলবর্ণ দু'টির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মূলশব্দটির যাবতীয় ধ্বনিও উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে বাংলা শব্দের লেখন-দ্রুতি (speed) এবং পঠনশীলতা (legibility) আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলা লেখন-পদ্ধতি (১) ধ্বনির যথার্থ প্রতিরূপ (২) মিতলেখন এবং (৩) দ্রুত পঠনশীলতা এ তিনটি মূলনীতির উপরে ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলায় ল-ফলা, ্র-ফলা, ৃ-কার স্ক, স্থ প্রভৃতি এবং দ্বিত্ববোধক যেসব সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রচলন দেখি সেগুলো বাংলা সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতার প্রতিলিপি হিসেবে আশ্চর্য ধ্বনিমূলক। প্লাবন, ত্রাণ, স্ত্রী, মৃত্যু, অস্পৃশ্য প্রভৃতির সঙ্গে প্‌লাবন, ত্‌রান, স্‌তরী, মীরীত্‌তু ইত্যাদির বা ম্‌রীত্‌তু তুলনা করলে পরবর্তী লেখন-পদ্ধতিতে বাংলা ধ্বনির সংযুক্ততা ও একাত্মতা যে বজায় নেই তা সহজেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয়ত,

সংযুক্তাক্ষর

স্বল্পপরিসরে বহুকথা লিখনোপযোগী লিপিহিসেবে বাংলা যুক্তাক্ষরের উপযোগিতা অতুলনীয় ; মৃত্যু এবং মীরীত্‌তু, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও রওবইনদরঅনআথ ইত্যাদির তুলনা থেকেই তা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত, একটি

ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে একটি বর্ণ (যেমন অ, আ, ই, ক্, চ্ ইত্যাদি), আবার শব্দের আদিতে বা শেষে অ-ধ্বনির কোনো প্রতিরূপ ব্যবহার না ক'রে কত, কর, কদা, ক্র প্রভৃতি শব্দে একটি অসংযুক্ত কি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে অ-বোধক এক একটি অক্ষর (সিলেবল্) এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলোতে একাধিক ধ্বনি অল্প পরিসরে একত্রে পাওয়ায় বাংলা বাক্‌প্রবাহের পঠনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এজন্যে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির দিক থেকেই সংযুক্তাক্ষর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অন্যথায় সংযুক্তাক্ষরগুলোকে ভেঙে লিখলে বাংলা হরফের পঠনশীলতা ও লেখনক্ষমতা ক'মে যাবে, মিতলেখন ব্যাহত হবে। বিশেষত শব্দের আদিতে এমনকি মাঝখানেও সংযুক্ত ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যাবেনা। সর্বোপরি অগণিত শব্দের চেহারা পালটে যাবে। এ পাঁচটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও শেষোক্তটিই যুক্তাক্ষর বর্জনের সবচেয়ে বিপক্ষে দাঁড়ায়।

সভ্য জগতে প্রত্যেক ভাষার শব্দাবলীরই একটি শ্রুতিগত এবং একটি চক্ষু গ্রাহ্যরূপ আছে। শত শত বছর ধ'রে একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উক্ত ভাষার শব্দাবলী যেমন ধ্বনিত হয়ে আসে, তেমনি তাদের লেখ্যরূপও যুগে যুগে সে-ভাষাভাষীদের চক্ষুসহ হয়ে যায়। তার চক্ষুগ্রাহ্য চেহারার আমূল পরিবর্তন করতে গেলেই সে-ভাষাগোষ্ঠির সংস্কারে আঘাত লাগে। তাই পরবর্তী পরিবর্তন উন্নত ধরনের কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক হ'লেও ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবশত সে-সংস্কার তারা গ্রহণ করেনা। এজন্যেই ইংরেজী বানান অদ্ভুত রকমের অ-ধ্বনিতাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের বানানের পরিবর্তন করে না। বার্ণার্ড শ'র উইল থাকা সত্ত্বেও তা আন্তর্জাতিক ধ্বনিভিত্তিক হরফে লেখা হয় না। অন্যান্য দেশে এমনকি আমাদের দেশেও সহজতর ও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক রোমান হরফ গ্রহণ করা হয় না এবং প্রচলিত হরফ সংস্কার করতে গিয়ে ে, ৈ, িকারাদি হরফের বাম থেকে ডানে (যেমন ক১, কি ইত্যাদি) কিংবা তাদের মাথায়, (যেমন ক১, খ১ ইত্যাদি) বসানো হয় না। এমনকি আমাদের বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে তিব্বতী হরফের অনুকরণে অ, আ, অি, অী, অু, অূ, অৃ, অে, অৈ, অো, অৌ রূপে অ-মাতৃক করে লিখে অন্ততঃ গোটা নয়েক হরফ কমিয়ে দিতে গিয়েও দেওয়া যায় না।

বাংলায় যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দ সংখ্যা হচ্ছে ৯২৪৪।* আমার মনে হয় এ ধরনের যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দের সংখ্যা বাংলায় আরও কিছু বেশী হবে। বাংলায় যুক্তাক্ষর বর্জন করলে প্রায় হাজার দশেক শব্দের লেখ্যরূপ পালটে যাবে বলে আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারকে তা ভীষণভাবে আঘাত করবে। স্বভাবতঃ ঐতিহ্যপ্রিয় বাংলা ভাষাভাষীগোষ্ঠী বাংলা হরফের এ সংস্কার কিছুতেই গ্রহণ করবে না।

তবে বাংলা সংযুক্তাক্ষরগুলোর কিছু যে সহজীকরণ করা যায় না তা নয়। অক্ষরের সংযুক্ততার দিক দিয়ে বাংলায় আড়াইশ'র মতো সংযুক্ত অক্ষর থাকলেও পৃথক পৃথক রূপের দিক থেকে তাদের মোট সংখ্যা সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশের বেশী নয়। যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনিসৃষ্টির উপকরণ তরল ধ্বনি 'ল' 'র' ্র, ্ এবং শিস ধ্বনি 'শ' এবং তার সহধ্বনি 'স' ও 'ষ' র অতিরিক্ত ক থেকে ল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত হরফই ফলা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে তাদের সংখ্যা এভাবে ফেঁপে উঠেছে। এর ওপরে অসংযুক্ত কি সংযুক্ত কতকগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ু কার, ূ কার এবং ৃ কার যুক্ত হয়ে গু, শু, রু, রূ, হৃ প্রভৃতি ধরনে তাদের রূপ বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলা লেখন-পদ্ধতিকে জটিলতর ক'রে তুলেছে।

এদিক থেকে কিছু সংস্কারের অবকাশ থাকলেও ব-ফলা, রেফ এবং য-ফলার সংক্ষিপ্ত রূপ ্ ´ এবং ্য রাখতে হবে। ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের সংক্ষিপ্ততা এবং মিত-লেখনের দিক থেকে এ-সংকেত তিনটি অত্যন্ত উপযোগী।

বাংলায় স্বরধ্বনি হিসেবে ঋ-র অস্তিত্ব না থাকলেও এবং ঋ সম্বলিত শব্দ মাত্র ১৩টি হলেও ৃ কার যুক্ত শব্দ সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশোর মতো। তা ছাড়া তৎসম শব্দে ৃ কার না রাখলে শুধু যে দৃষ্টিকটু ঠেকবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঋণ, ঋতু, কৃত, মৃত, প্রকৃত-র মতো শব্দে ধ্বনিপ্রকৃতিও ব্যাহত হবে। সুতরাং ঋ ও ৃ কার রাখা শেষপর্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

ঋ, ৃ

চঞ্চু, বাঞ্ছা, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে ঞ সম্বলিত যুক্তাক্ষরে ঞ বাদ দিয়ে চন্‌চু, বান্‌ছা, গন্‌জনা, ঝন্‌ঝা রূপে ভেঙে লিখলেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞ হরফটি রাখলে ভালো হয়।

ঞ, জ্ঞ

*হরফ সমস্যা, ফেরদৌস খাঁ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪।

ক্ষ

ক্ষ-হরফটি সম্পর্কেও একথাই খাটে। শব্দেব শুরুতে এর উচ্চারণেব প্রতীক খ এবং মাঝখানে ক্‌খ না লিখে এব যথার্থ রূপ ক্ষ রাখা মিতলেখনের দিক থেকেই অধিকতব সঙ্গত।

য, হ্য

য-ফলাতো থাকবেই কিন্তু হ্য টিকে ধ্বনিমূলক করে সহ্য, বাহ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি শব্দকে সজ্‌ঝ, বাজ্‌ঝ, অগ্রাজ্‌ঝ ভাবে লেখাই সুবিধাজনক হবে ব'লে আমাব বিশ্বাস।

এছাড়া গু, শু, রু, ক্রু, ত্র, ভ্র, ক্রু, ত্র, দ্রু, ব্রু, ব্র, হ্ন, হ্ল, ঙ্গ, ঙ্ক, জ্ঞ, ঙ্খ, ত্ত, র্ত্ত, ত্ব, ক্ত, ত্থ, ন্ত্র, ন্থ, ষ্ট, স্ত, ঙ্ক, ন্ধ, ন্ধ, ন্ধ, ট্ট, ষ্ণ, ণ্ঠ, শু, ক্ষ, চ্ছ, শ্ম্য, য্য, স্থ এ-ধবনেব হরফগুলোর একটিও রূপ বদল কবতে পারবে না। লাইনো টাইপে প্রচলিত অসংযুক্ত হবফকে অক্ষুণ্ণ রেখে গ্‌ু, শ্‌ু, ব্‌ু, র্‌ু ইত্যাদি রূপে তাদের যেমন পরে উ-কাবাদি চিহ্ন ব্যবহার কবা হয় তেমনি ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ক্ত, ম্ব, ঙ্ক, ত্থ, ন্থ প্রভৃতি সংযুক্ত হবফেব চেহারা বিকৃত না কবে তাদেরকে ঙক, ঙখ, ঙগ, ঙ্ঘ, কৃত, ম্‌ব,

হরফেব আকৃতি পরিবর্তন

ন্‌ড, ত্‌থ, স্‌থ ইত্যাদিরূপে প্রথমটি হস্‌ চিহ্ন দিয়ে কিংবা মাত্রা না দিয়ে প্রথমটিকে ছোট ক'বে পাশাপাশি লেখা যেতে পারে। ত্র, ভ্র, ক্র, ক্রে প্রভৃতি র-ফলা সংশ্লিষ্ট যুক্তাক্ষর ত্‌র, ভ্‌র, ত্‌রু, ক্‌র ইত্যাদি রূপে সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। যাচ্‌ঞা-কে জাচ্‌না লিখতে হবে।

ব-ফলা

জ্বালা, শ্বাস, শ্বাপদ প্রভৃতি শব্দেব গোড়ায় বাংলা ব-ফলার যেখানে কোনো উচ্চারণ নেই সেখানে ব-ফলা ফেলে দিয়ে শব্দের মাঝখানে অম্বয়, বিশ্ব, বিল্ব, নিশ্বাস, আশ্বাস প্রভৃতি শব্দের ব-ফলা যেখানে তার সংশ্লিষ্ট ধ্বনিকে ডবল ক'রে দেয়, কিংবা বিম্ব, লম্বা প্রভৃতি শব্দে যেখানে 'ব'-র উচ্চাবণ অক্ষুণ্ণ থাকে সে-সব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ধ্বনি অন্তঃস্থ ব-ব জন্য নতুন চিহ্ন আমদানি না ক'রে প্রচলিত বর্গীয় ব-ফলার ব্যবহাব অক্ষুণ্ণ রাখাই শ্রেয়।

ৃ-কার ও র-ফলা, য-ফলা, ব-ফলা, ক্ষ এবং জ্ঞ ছাড়াও বাংলা লেখন-রীতিতে ক, খ, গ, ঘ, চ, ট, ত. থ, ন, প, ফ, ম, ল, শ, (স) ফলা আছে। উচ্চারণ সৌকর্য, মিতলেখন এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তাদের ব্যবহাব অক্ষুণ্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে শ্মশান এবং পদ্ম প্রভৃতি ম-ফলা সম্বলিত শব্দে যেখানে ম-এর কোনো উচ্চারণই

নেই সেখানে শশান এবং পদ্দ আর আত্মা, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দে যেখানে ম-ফলা

ম-ফলা

পূর্বস্বরকে অনুনাসীকৃত করে সেখানে আঁত্‌তা, মহাঁত্‌তা লেখা এবং গুল্ম, বল্মীক, কাশ্মীর প্রভৃতি শব্দে ম-ফলা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।

ওপরের আলোচনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত বাংলা হরফের যা চেহারা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এগুলো :—

স্বরবর্ণ :—অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, ও

কার চিহ্ন :—া, ি, ু, ে, ্যা, ো, এবং ও'র জন্যে কমাব ব্যবহাব।

সাধারণ ব্যবহাবের জন্যে নয়, ববঞ্চ পাণ্ডিত্যমূলক উদ্দেশ্যে বিদেশী ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের (transliteration) জন্য ঈ (ী), ঊ (ূ) রাখা যেতে পারে।

কার চিহ্নের রূপ ও স্থান বদল না কবে তাদের প্রচলিত ব্যবহারই রাখতে হবে।

অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ :—

ক খ গ ঘ
চ ছ জ ঝ
ট ঠ ড ঢ
ত থ দ ধ
প ফ ব ভ
য় র ল শ হ
ঙ ন ম ড় ঢ়
ং ঃ ঁ

বিদেশী ধ্বনির প্রতিবর্ণীকবণেব জন্য স এবং ষ রাখা যেতে পারে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ :—হ্ল, হ্র, ন্‌হ, ম্‌হ, ক্ষ, জ্ঞ।

ু, ́, ্য এবং ৃ-কার ছাড়া কোনো বর্ণেব রূপ বিকৃত না ক'রে অন্যান্য ফলাব ব্যবহার যেমন :—ক্ক, ঙ্ক, ল্ক, শ্ক, ঙ্খ, শ্খ, ঙ্গ, ড়্গ, গ্ন, দ্গ, জ্ঞ, দ্ধ, ন্চ, শ্চ, চ্চ, ন্ছ, শ্ছ, চ্ছ, ন্জ, জ্জ, জ্জ্র, ঞ্ঝ, ন্ঝ, চ্ন, শ্ট, ক্ট, ট্ট, ণ্ট, প্ট, ল্ট, ণ্ঠ, শ্ঠ, ন্ড, ড্ড, ক্ত, ত্ত, শ্ত, স্ত, প্ত, ত্থ, শ্‌থ, ন্থ, ন্দ, দ্দ, ব্দ, দ্ধ, ন্‌ধ, ব্‌ধ, গ্‌ধ, গ্ন, ত্ন, ম্ন, প্ন, স্ন, শ্ন, ন্‌ন, ধ্ন, ল্ন, শ্প, প্ল, ম্প, শ্ফ, স্ফ, ল্‌ফ, ক্ব, গ্ব, ছ্ব, জ্ব, ট্ব, ন্ব, ত্ব, থ্ব, দ্ব,

ধ্ব, স্ব, ম্ব, শ্ব, হ্ব, ব্ব, ন্তু, স্তু, ত্ম, দ্ম, ন্ম, স্ম, ঙ্ম, ল্ম, গ্ম, শ্ম, ক্ম, ট্ম, ক্ল, গ্ল, প্ল, ব্ল, ক্ল, ম্ল, স্ল, শ্ল, হ্ব। এ-সব ফলা বিশিষ্ট হরফ বিকৃত না হ'লে নতুন ক'রে শিখতে হবেনা। ধ্বনির সংযুক্ততা এবং একাত্মতার দিক থেকে ক্ষেত্রবিশেষে ওপর-নীচে কিংবা পাশাপাশি লিখলেই চ'লে যাবে।

বানান সংস্কার

শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং উচ্চারণ সাধারণত এ দুইয়ের প্রতি লক্ষ রেখেই বাংলা বানান গৃহীত হয়েছে। বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে বিশেষভাবে সংস্কৃতানুসারী বানানই প্রচলিত। তদ্ভব এবং দেশজ শব্দে প্রায়োচ্চারণগত বানান দেখা যায়। ধ্বনিভিত্তিক বানান লেখার প্রয়াস বহুকাল আগেই দেখা যায়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান সংস্কার গৃহীত হওয়ার পরেও উচ্চারণ ও বানানের অসঙ্গতি এখনও কমেনি। তবু সংস্কৃত পণ্ডিতী রীতি কণ্টকিত বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাদি সেকালে বিপ্লবাত্মক ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক গৃহীত বানানই 'চলন্তিকা' অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল:—

(১) রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন, (২) অ-সংস্কৃত শব্দে ণ ব ন, (৩) ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ-র ব্যবহার, যথা:—অহঙ্কার—অহংকার, ভয়ঙ্কর—ভয়ংকর, সঙ্খ্যা—সংখ্যা, সঙ্ঘ—সংঘ ইত্যাদি (৪) শব্দের শেষে সাধারণত হস্‌ চিহ্ন না দেওয়া যথা—মত, গভীর, অচল, ওস্তাদ কাগজ, জজ, চেক ইত্যাদি। হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হলে হ এবং বিদেশী শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে হস্‌ চিহ্নের ব্যবহার যেমন শাহ্‌, তখত্‌, বণ্ড্‌ ইত্যাদি।

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা এবং বিশেষণ বাচক শব্দের শেষে ঈ-র এবং অন্যত্র প্রধানতঃ ই-র ব্যবহার যেমন বাঘিনী, কলুনী, কাবুলী, বাঙালী, পাকিস্তানী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি। ঝি, দিদি, বিবি এ বিধি-বহির্ভূত।

(৬) কাজ, জাউ, জুতো, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জোড়া, জোঁয়াল প্রভৃতি শব্দে য না লিখে জ-এর ব্যবহার।

(৭) সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝানোর জন্যে অতিরিক্ত ও-কার, কমা বা অন্য চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন। অর্থ গ্রহণে বাধা হলে গোটা কতক শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য ও মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা যেমন, কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পণ্ডিত ইত্যাদি) অর্থে।

(৮) মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তাদের তদ্ভব শব্দে শ, ষ এবং স-এর ব্যবহার। যেমন আশু থেকে আঁস, আমিষ থেকে আঁষ, শস্য থেকে শাঁস, মশক থেকে মশা, পিতৃস্বসা থেকে পিসী। ব্যতিক্রম মনুষ্য থেকে মিনসে এবং শ্রদ্ধা থেকে সাধ। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী s স্থানে স, sh স্থানে শ'র ব্যবহার যেমন আসল, ক্লাস, পুলিস, পেনসিল, খুশী, চশমা ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্), ভিস্তি (বিহিশতী) ইত্যাদি। কতকগুলো বিদেশী শব্দে মূলানুসারী বর্ণের প্রচলন যেমন—পুলিশ/পুলিস, শহর/সহর, শয়তান/সয়তান ইত্যাদি। শব্দে যেখানে মূলানুসারী বানানের পরিবর্তে শ/স উভয়েরই ব্যবহার রয়েছে সেখানে সামঞ্জস্যের জন্য যে-কোনো একটি ব্যবহারের বিধান সুপারিস করা হয়েছে।

(৯) নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দে cut এর u ধ্বনিকে বিবৃত অ-র মতো ধরে নিয়ে শব্দের আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কারের বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন ক্লাব (club), সার (sir), কাট্‌লেট্ (Cutlet), সার্কাস (Circus), ফোকাস (focus), রেডিয়ম (radium) ইত্যাদি।

(১০) cut এর বক্র আ বা বিকৃত এ-র উচ্চারণের জন্য বাংলা আদ্য অক্ষরে অ্যা এবং মধ্য অক্ষরে ্যা-র বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন অ্যাসিড (acid) কিন্তু হ্যাট (hat)।

(১১) মূলশব্দের উচ্চারণে ঈ, ঊ থাকলে বাংলা বানানে তার ব্যবহার যেমন ঈস্ট (east), ঊস্টার (worcester)।

(১২) ইংরেজী f ও v স্থানে বাংলায় ফ ও ভ-এর ব্যবহার যেমন ফুট (foot), ভোট (vote)।

(১৩) w স্থানে উ বা ও। যেমন উইলসন (Wilson), উড্ (wood), ওয়ে (way) ইত্যাদি।

(১৪) st স্থানে স্ট, যেমন স্টোভ (stove), স্টক (stock) ইত্যাদি।

সেকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বাংলা বানানের জন্য ওপরের নিয়মকানুন যথেষ্ট বৈপ্লবিক ছিল ; কিন্তু সর্বত্র যে উচ্চারণ অনুসারী ছিল একথা বলা যায় না। বাংলা বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা উচিত এমন মত রবীন্দ্রনাথও পোষণ করতেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার সব চেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে, উচ্চারণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় এমনকি একই শব্দের একই ধ্বনির উচ্চারণ একই সময়ে বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন ভাবে শোনা যায়। সে-রকম ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখলে একদিক দিয়ে যেমন বহু শব্দের চেহারা পাল্টাবে, অন্যদিক দিয়ে হয়তো তেমনি প্রতি শতাব্দী পরে পরেই ধ্বনি অনুযায়ী বানান লেখার প্রয়াস দেখা দেবে। সে-রকম হলে পরিণামে বাংলা শব্দের বুৎপত্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করা রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। সেজন্যেই শব্দের বুৎপত্তি ও উচ্চারণগত রূপ—এ দু'ই দিকের প্রতি নজর রেখেই এ-যাবৎ বাংলা শব্দের বানান লেখা হয়ে এসেছে।

তবু বর্তমান কালের চলিত বাংলা ধ্বনি ও হরফ এ যাবৎ যেভাবে বিশ্লেষণ ক'রে এসেছি সেভাবে বানান সংস্কার করতে চাইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলীর অতিরিক্ত এ-নিয়মগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :—

(১) বিদেশী শব্দের ঈ এবং ঊ-র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রতিবর্ণীকরণে ঈ এবং ঊ র ব্যবহার ছাড়া দেশী, বিদেশী, তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই ই-ি এবং উ-ু র ব্যবহার, যেমন গাভি, বুদ্ধিজিবি, নিড়, অনুসারি, অনুরূপ ইত্যাদি।

(২) 'এ্যা' ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে শব্দের প্রথম অক্ষরে বিকল্পে এ্যা-র সীমিত ব্যবহার। শব্দমধ্যবর্তী 'এ্যা' ধ্বনির রূপায়ণেও য্যা-র সীমিত ব্যবহার। যেমন একা কিন্তু খ্যাকা, দেখা কিন্তু হ্যাট্ ইত্যাদি।

(৩) 'অ' ধ্বনির প্রতীক অ হরফটির দ্বারা ক্ষেত্র-বিশেষে 'অ', 'ও' এবং ও' এ-তিনটি ধ্বনিই চিহ্নিত করা হয়।

অ-কারণ, অ-যাত্রা, অভাব কিংবা করা, ঘর, কলা, জল, গলানো প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে 'অ' ধ্বনিরই প্রতীক কিংবা শব্দের আদ্য অক্ষরে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটি যেখানে অ সেখানকার বর্তমান বানানই থাকবে।

অভিভাবক, অতি, মতি, গরু, সরু, বক্ষ, লক্ষ্য প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে 'ও' ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও বর্তমান বানানই চলতে পারে, কারণ সেখানে ও-(া না লিখলেও, ই, উ এবং ক্ষ কিংবা য-ফলার পূর্বে স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে অ-র উচ্চারণ ও-ই করা হবে। অবশ্য আঞ্চলিক উচ্চারণে এগুলোকে অ^অতি গ^অতিও পড়া হয় কিন্তু চলিত বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেকেই এর স্বাভাবিক উচ্চারণই ক'রে থাকেন।

ধন, মন, জন এবং সাগর, মকর, মাকড়সা প্রভৃতি শব্দে শেষ বা মধ্যাক্ষরের ধ, ম, ন এবং গ, ক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত অ-র উচ্চারণ যেখানে 'ও' সেখানেও প্রচলিত বানানই থাকতে পারে। হস্ত, শব্দ, বাল্য, বিল্ব, বিশ্ব, পদ্ম প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে সংযুক্ত হরফ সম্বলিত অ যেখানে 'ও'-র প্রতীক সেখানেও (া-চিহ্ন না দিয়ে বর্তমান বানানই ব্যবহারযোগ্য।

ছিল, গেল, কত, মত, বড়, কব, মাব, সারান, ধরান প্রভৃতি শব্দে শেষাক্ষরের সংশ্লিষ্ট অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে যেখানে অ-র উচ্চারণ 'ও' হয়, শুধু সেখানে (া ব্যবহাব বিধেয়। যেমন ছিলো, গেলো, কতো, মতো, বড়ো, মাবো, মারানো, ধরানো ইত্যাদি। এ-রকম হ'লে মত, মার, সাবান, ধরান প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে হস্ চিহ্ন ব্যবহাব না করলেও পূর্ববর্তী শব্দের তুলনায় তাদের অর্থ-বৈপরীত্য রক্ষা পাবে।

প'ড়ো, ধ'রো, হ'লে, ম'লে, ম'রো প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষরেব সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের অ যেখানে অভিশ্রুত ও'র প্রতীক সেখানে অর্থ-গ্রহণে অসুবিধা হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত সপ্তম বিধান অনুযায়ী ঊর্ধ্ব কমার সীমিত ব্যবহার গ্রহণযোগ্য।

(৪) ঋ এবং ৃ-কার থাকতে হবে। তবে বিদেশী শব্দে ৃ-কার না দিয়ে ্র-ফলা দিয়ে লিখতে হবে, যেমন ব্রিটিশ, খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জন বর্ণে যে-কোনো রকম স্বরধ্বনিযুক্ত হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ কোনো রকমেই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবে না, যেমন শ্‌ু, ত্‌্রু, ব্‌ু, গ্‌ু, ত্‌্রান, ভ্‌্রুকুটি ইত্যাদি।

(৬) অনুস্বার লুপ্ত হবে, সুতরাং সর্বত্রই ঙ দিয়ে লিখতে হবে, যেমন—রঙ্, বাঙ্লা বঙ্কিম; বঙ্গ, আঙুল ইত্যাদি।

(৭) ঞ লুপ্ত হবে, কিন্তু গ্য ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফের প্রতীক হিসেবে জ্ঞ রাখা যেতে পারে। যেমন—জ্ঞান, বিজ্ঞ।

(৮) ক্ষমা, বক্ষ প্রভৃতি শব্দের জন্যে ক্ষ থাকতে হবে।

(৯) ণ লুপ্ত হবে। সুতরাং কণ্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড, গণ্ড প্রভৃতি তৎসম শব্দ ও কনটক, কনঠ, কানড, গনড রূপে ন দিয়ে লিখতে হবে।

(১০) ষ লুপ্ত হবে। অপ্রচলিত ধর্মীয় এবং বিদেশী শব্দে s ধ্বনির প্রতীক হিসেবে স-র সীমিত ব্যবহার ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার বিধেয়। প্রচলিত বানানের দিক থেকে এ-সুপারিশটিই বিপ্লবাত্মক। কারণ এতে সে, আসে, আসা, বসে, শত, আশা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই শ দিয়ে শে, আশে, আশা, (hope এবং come অর্থে) বশে, শত রূপে লিখিত হবে। Phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী 'শ'ই চলিত বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিসধ্বনি ব'লে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্ত্য সহধ্বনি স'-রও স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনি-চিহ্ন ব্যবহার না করে এমনকি বাশ্‌তব, বশ্‌তু, আশ্‌থা, শ্নান প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ এবং শে্টাভ, শ্‌টক, কাশ্‌ঠ ইত্যাদি বিদেশী শব্দও শ দিয়ে লিখিত হবে।* এ-বিধান গৃহীত হলে আরবী, ফারসী س এবং ইংরেজী s এর জন্য বাংলাদেশে আর ছ ব্যবহার করতে হবেনা। তখন ইছলাম, মুছলমান, কেচ্ছা, ছয়লাপ তছনছ, ছহি প্রভৃতি শব্দ ছ দিয়ে না লিখে স দিয়ে ইস্‌লাম, মুসলমান, কেস্‌সা, সয়লাপ, তস্‌নস্‌, সহি লেখা যেতে পারে।

(১১) আরবী ফারসীর ذ, ز এবং ظ ধ্বনি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দের Z ধ্বনির প্রতীক হিসেবে য রেখে তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই জ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে যায়, যে, যাওয়া ইত্যাদি জায়, জে, জাওয়া লিখতে হবে। অবশ্য জাহাজ, হাজার, জোর, জুলুম, জেব্রা প্রভৃতি যে-সব আরবী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং জ দিয়েই লিখিত হয়ে আসছে সেখানে য লেখা অবিধেয় হবে।

(১২) তৎসম শব্দে য ফলা (্য) এবং ব-ফলা যেখানে উচ্চারণে দ্বিত্ব বোধক সেখানে তারা অব্যাহত থাকবে ; যেমন—সভ্য বাল্য, বাক্য, আশ্বাস, বিদ্বান, সত্বর ইত্যাদি।

(১৩) কিন্তু উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখানে তাদের উচ্চারণ পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদবেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে।

(১৪) শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব-ফলার কোনো উচ্চারণই বাংলায় নেই, সেখানে ব-ফলা ছাড়াই শাপদ, শাশ লেখা বিধেয়। স্বত্ব, স্বত্বাধিকারী এবং সত্ত্বে

---

* বিকল্প ব্যবস্থা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রভৃতি শব্দেও পূর্ব নিয়ম ব্যবহার্য কিন্তু সত্ত্বেও শব্দে ত্ত্ব ব্যবহার না করে ত্ব-ফলা ব্যবহার করলেই চলবে। প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী এ শব্দগুলোর বানান হবে শত্ব, শত্বাধিকারী এবং শত্বেও ইত্যাদি।

(১৫) পুত্র, উজ্জ্বল প্রভৃতি ত্র এবং জ্জ্ব না লিখে শুধু ত্‌ এবং জ্ব লেখাই বিধেয়।

(১৬) ওপরে আলোচিত বিধানগুলো ছাড়া অন্যান্য নিয়মাবলী হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এবং এ যাবৎ প্রচলিত আধুনিক বানানেব মতো।

ওপবে উদ্ধৃত বিধান অনুযায়ী বাংলা বানান গৃহীত ও লিখিত হলে তার রূপ কি দাঁড়াবে নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেলো :—

(১) কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীব সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া সীতাকে তরণীতে আবোহণ করাইলেন এবং কিযৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পাবে উত্তীর্ণ কবিলেন। সীতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবাব উপক্রম করিলেন। (বিদ্যাসাগব)

এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে :—

কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙ্‌যোগ হইল। লক্ষণ শুমন্ত্‌রকে সেই শথানে রথ রাখিতে বলিয়া শিতাকে তরনিতে আবোহন করাইলেন এবঙ্‌ কিয়তক্ষন মধ্যেই তাঁহারে ভাগিরথির অপর পারে উত্তির্ণ কবিলেন। শিতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্‌ত নিতান্ত উতশুক হইয়া তদভিমুখে প্রশথান কবিবাব উপক্‌রম করিলেন। (বিদ্যাশাগর)

(২) তথাচ সাধুর সংবিৎ ব্রহ্মেব সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার উপমা ভালেরির স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ, যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞাণতরুর মূলে পাহারা জাগে, এবং তৎসত্ত্বেও সত্য আব সৌন্দর্যের সন্ধানে বেবিয়ে, আমবা যখন সেই শেষ নাগকে পেরিয়েই বাস্তবিক অবগতির সামনে আসি, তখন সদাচাবের মতো লৌকিক ব্যাপারে আমরা তার বিষদংশন সইব কোন্‌ লোভে ? বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদে এ প্রশ্নের সদুত্তব পাওয়া না গেলে বাকলির প্রজ্ঞাবাদকে আব দোষ দেওয়া চলে না; এবং তার পরে আমাদের মানতেই হয় যে সত্য কেন, যে-বস্তু সত্যের আধাব, তার অস্তিত্ব সুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞান-সাপেক্ষ। (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে :—

তথাচ শাধুর শঙবিত ব্রম্‌হের শঙ্গে তুলনিয় নয়, তার উপমা ভালেবির শাবলম্‌বী

ভুজঙ্গ্ গ জে নিজের পুচ্ছকে উপজিব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞান তরুর মূলে পাহারা জাগে; এবঙ্ তত্ শত্বেও শত্য আর শৌন্দর্জের সন্ধানে বেরিয়ে, আমরা জখন শেই শেশ-নাগকে পেরিয়ে বাশ্তবিক অবগতির সামনে আশি, তখন শদাচারের মতো লউকিক ব্যাপারে আমরা তার বিশদঙশন শইব কোন্ লোভে? বশতু শাতন্ত্র বাদে এ প্রশ্নের শদুত্তর পাওয়া না গেলে বাক্লির প্রজ্ঞাবাদকে আর দোশ দেওয়া চলেনা; এবঙ্ তার পরে আমাদের মানতেই হয় জে শত্য কেনো, জে বস্তু শত্যের আধার তার অশ্তিত্ব শুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞান শাপেক্ষ। (শুধিন্দ্রনাথ দত্ত)

(৩) কৌতূহল অবসান

কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল, শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কন কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফনা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
(রবীন্দ্রনাথ)

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে লিখিত হলে অংশটুকুর রূপ দাঁড়াবে:—

কউতুহল অবশান

কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রান
মাশির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মশৃন চিক্কন কৃশ্ন কুটিল নিশ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব শর্পশম ক্রুর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফনা
ফুঁশিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
(রবিন্দ্রনাথ)

পূর্বে ব্যাখ্যাত phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শিসধ্বনি 'শ'-ই মূলধ্বনি এবং 'ষ' ও 'স' তার allophone বা সহধ্বনি। বাংলা লিপি ও বানান মূলধ্বনি ধর্মানুসারী করার জন্যেই 'শ'-এর সহধ্বনি 'ষ' ও 'স'-এর কোনো প্রতিলিপি না রেখে সর্বত্রই মূলধ্বনি 'শ'-এর প্রতিলিপি শ হরফটি রাখার আমি সুপারিশ করেছি। এ-সুপারিশ মতে স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্প্, স্প্র, স্ফ, স্র, স্ব, স্ত্র-ধ্বনি সমন্বিত সংযুক্ত হরফগুলোও শ্‌ক, শ্‌খ, শ্‌ত, শ্‌থ, শ্ন, শ্‌প, শ্‌পৃ, শপ্র, শ্‌ফ, শ্র, শ্‌ত্র ভাবে লিখিত হবার কথা বলেছি। এ ভাবে লিখলে ধ্বনিপ্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হবেনা, কারণ এ-সব পরিবেশে বানান যা-ই লিখিনা কেন বাঙালী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিসধ্বনির পরিবেশ ভিত্তিক অগ্রদন্তমূলীয় 'স' উচ্চারণই করবে। কিন্তু এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রথমদিকে আমাদের চক্ষুসহ হবে না বলে অনেকে আপত্তি করতে পারেন। তাঁদের মতকে গুরুত্ব দিতে হলে এরও এ-ভাবে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়ঃ—

আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী s ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে স রাখার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হলে বাংলা বর্ণমালায় শ ও স দুটো হরফই থাকে। স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে না হলেও বাঙালীর চোখ শ ও স-র হরফগ্রাহ্য রূপের সঙ্গে পরিচিত বলেই স্ক, স্খ স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্ব, স্পৃ, স্প্র, স্ফ, স্ত্র প্রভৃতি বাংলা লিপি ও বানানে প্রচলিত এ-হরফগুলোতে 'স' ধ্বনিটিকে মূলধ্বনি 'শ'-র অগ্রদন্তমূলীয় রূপ না বলে অগ্রদন্তমূলীয় 'স'কেই মূলধ্বনি হিসেবে ধরে এ-পরিবেশ-গুলোতে তার অপরিবর্তিত ধ্বনি রূপের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, বলা যেতে পারে। আবার 'আস্তে' এবং 'আসতে' (to come) কিংবা 'কাস্তে' ও 'কাশতে' (to cough) শব্দে কেউ কেউ 'স' ও 'শ' কে স্বতন্ত্র অর্থ-সৃষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে চান। এ-রকম হলে ও কয়টি সংযুক্ত বর্ণের ব্যাপারে বাঙালীর এত কালের অভ্যস্ত চোখ ও কান কিছুটা রেহাই পায়। তাতে প্রচলিত বানানে 'শ্রাবণ', 'বিশ্রী', 'শ্রী 'শ্লীল', 'শ্লেষ', 'প্রশ্ন' প্রভৃতি শব্দে 'শ' এর সহধ্বনি হিসেবে 'স'কে শ দিয়েই রূপায়িত করতে হবে। অন্য কথায় এ-সব ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই রক্ষিত হবে কিন্তু অন্যান্য সংযুক্তাক্ষরে স যেখানে দন্ত্য কিংবা অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনির প্রতিরূপ কিংবা ষ্টেশান, ষ্টোভ, ষ্টক্ প্রভৃতি শব্দে ট-এর সঙ্গে যেখানে বানানে ষ থাকলেও অগ্রদন্তমূলীয় 'স' ধ্বনি শোনা যায় সেখানেও স-ই ব্যবহৃত হবে। ষ সংযুক্ত বর্ণগুলো এবং বিদেশী ধ্বনির অনুলিপি

সংক্রান্ত পবিবেশ ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার্য। তেমন হলে বৈপ্লবিক কোনো পবিবর্তন হবে না এবং অন্যান্য সুপাবিশ সাধাবণ্যে সহজে গৃহীত হবে।

এ বিকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ওপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলো যেভাবে লিখিত হতে পাবে তাব একটিব অনুলিপি দেওযা গেল :—

(১) কিয়তক্ষন পবেই তবনির শঙ্‌যোগ হইল। লক্ষন শুমন্তকে শেই শথানে বথ বাখিতে বলিযা শিতাকে তরনিতে আবোহণ কবাইলেন এবং কিয়তক্ষন মধ্যেই তাঁহাবে ভাগিবথিব অপব পাবে উততির্ণ কবিলেন। শিতা, তপোবন দেখিবাব নিমিত্‌ত নিতান্ত উতশুক হইযা তদভিমুখে প্রশথান কবিবাব উপক্রম কবিলেন। (বিদ্যাশাগব)

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে ধ্বনিবিজ্ঞানের কয়েকজন শিক্ষক একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সঙ্ঘ (International Phonetic Association) স্থাপন করেন। তাঁরা রোমান বর্ণমালার যৎসামান্য রদবদল ক'রে একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। Broad transcription অর্থাৎ যে-কোনো ভাষার একটি phoneme তথা মূলধ্বনির জন্য একটি মাত্র বর্ণ ব্যবহারের নীতিতে রচিত গোটা ৬৩ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং গোটা ২৮ স্বরবর্ণের সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর যাবতীয় ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ করাই এ বর্ণমালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

কোনো একটি ভাষার অধিকাংশ ধ্বনির সঙ্গে অন্য যে-কোনো ভাষার অধিকাংশ ধ্বনির আপাতঃ সাদৃশ্য দেখা যায়। সেজন্যে তাঁদের আবিষ্কৃত এত অল্পসংখ্যক স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে এত অধিক সংখ্যক ভাষার যাবতীয় ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ তাঁরা সম্ভবপর ব'লে মনে করেছেন। কোনো ভাষার মূলধ্বনির সহধ্বনি, কিংবা কোনো ভাষার উপভাষার (dialect) ধ্বনি কিংবা কোনো ভাষার কোনো ধ্বনির বিশেষ পরিবেশজাত উচ্চারণকে সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত করার জন্য কোথাও কোথাও narrow transcription বা সূক্ষ্ম অনুলিখনের প্রয়োজনে মূল বর্ণমালার বাইরে কিছু diacritical mark তথা অতিরিক্ত ধ্বনি চিহ্ন ব্যবহারের ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় রয়েছে। সে কারণে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা ধ্বনিলিপি বললে রোমান হরফের সামান্য রদবদলের সাহায্যে গঠিত গোটা ৬৩ ব্যঞ্জনবর্ণ, গোটা ২৮ স্বরবর্ণ এবং কিছু কিছু জোড়-বর্ণ ও অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্ন ইত্যাদি সবই বোঝায়।

নিম্নে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত সংশোধিত ধ্বনিমূলক বর্ণমালার একটি চার্ট দেওয়া হলো :—

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

অর্ধ দৈর্ঘ্য নির্দেশক চিহ্ন ˑ ~ স্বরধ্বনির অনুনাসিকত্ব সূচক চিহ্ন
পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্দেশক চিহ্ন ঃ

	উদাহরণ	
বর্ণ	বাংলা	ইংরেজী
i	চিনি (cinɪ)	ıt (it)
i :	তিন (tiˑn)	seat (siːt)
e	এসে (eʃe)	let (let)
e :	তেল (te:l)	×
æ	বেলা (bæla)	cat (kæt)
æ	এক (æ k)	×
a	আমি (amı)	×
a	আম (a:m)	father (fa ðə)
ɔ	বলো (bɔlo)	hot (hɔt)
ɔ :	সব (ʃɔ:b)	saw (sɔ:)
ʌ	...(হিন্দী sʌb)	hut (hʌt)
o	মতি (moti)	so (sou)
ə	... ...	matter (mætə)
ə :	... ...	girl (gə:l)
u	উরু (uru)	put (put)
u :	উট (u: ṭ)	shoe (ʃu:)
k	কলা (kɔla)	cat (kæt)
kh	খাল (kha:l)	
g	গাল (ga:l)	goat (gout)
gh	ঘর (ghɔ:r)	

বর্ণ		বাংলা	ইংরেজী
c	Plosive	চর (cɔːr)	×
ch		ছিল (chilo)	×
j		জন (jɔːn)	×
jh		ঝাউ (jhau)	×
tʃ ts	Affricate	চাচা (ঢাকাই কুট্টি উপভাষা: tsaːtsa)	chair (tʃɛə)
tʃh, tsh		ছাইল্যা (,, tshaillɛ)	×
dz		জা'ল্যা (" dzaillɛ)	jail (dʒeɪl)
dzh		ঝাউ (" dzhau)	×
c̣	Fricative	চাচা (পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা সাসা (উচ্চারণ) c̣ac̣a)	
c̣h		ছাওয়াল (" chaoal)	
z		যাই (" zai)	
zh		ঝারি (" zhari)	
ṭ		আটা (aṭa)	take (ṭeik)
ṭh		ঠিলি (ṭhili)	×
ḍ		ডাক (ḍaːk)	dog (ḍɔːg)
ḍh		ঢাক (ḍhaːk)	×

বর্ণ	বাংলা	ইংরেজী
t̪	তান (ta:n)	
th	থাক (tha:k)	
θ		thin (θin)
d	দেরী (deri)	
ð	... ...	their (ðeə)
dh	ধার (dha:r)	
p	পানি (pani)	pot (pɔ:t)
ph	ফুল (phul)	
f	... ...	fine (fain)
b	বলা (bɔla)	ball (bɔ:l)
bh	ভালো (bhalo)	
v	... ...	very (veri)
ŋ	রং, রঙীন (rɔ:ŋ, roŋi:n)	sing (siŋ)
ɲ	মিঞা (miɲa)	
ɳ	উড়িয়া 'কোন' (koɳo)	
n	নানা (nana)	man (mæn)
m	মান (ma:n)	,,
r	রোল (ro:l)	role (roul)
l	লাল (la:l)	let
ɽ	বাড়ি (baɽi)	
ɽh	গাঢ় (gaɽho)	

বর্ণ	বাংলা	ইংরেজী
ʃ	শেষ (ʃe:ʃ)	shall (ʃæl)
s	আস্তে (aste)	sin
h	হয় (hɔy)	hat (hæt)
ʒ	— —	pleasure (pleʒə)
j	ইয়ার (ja:r)	yes (jes)
w	হাওয়া (hawa)	wood (wud)
x	ফারসী খুব (xub)	
ɣ	ফারসী (ɣ aib)	
ɸ	ফু : (ɸuh)	
~	চাঁদ (cãd)	

একটি উদাহরণ :—

মন মস্ত লোক—সে কী না পারে। সে দক্ষিণা হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্ হন্ করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেটা তাহাকে করিতে হইবে। তাহাতে দক্ষিণা বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায়—

mo:n mɔsto lo:k—ʃe ki:na pare। ʃe dokkhina hawakeo ʃɔmpurno ɔggrajjho koria hɔn hɔ:n koria bɔ ɽ o bajare chu ʈ ia colia Jaite pare | pare ʃikar korilam, kintu tai bolia ki ʃe ʈ a tahake korite hojibe | tahate dokkhina bataʃ baʃay gia moria thakibena, kintu khoti ʈ a kahar hojibe ?

পরিশিষ্ট

॥ কয়েকটি Kymograph tracing বা ধ্বনি পরিমাপক যন্ত্রলিপি ॥

[ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস নাসাপথ দিয়ে প্রবাহিত হ'লে N লাইনে প্রকম্পনের সৃষ্টি হয়। N লাইন সেজন্য নাসিক্যধ্বনি ও নাসিক্যীভবনের প্রতিলিপি।

L লাইন স্বরযন্ত্র (Larynx) তথা Vocal cords বা স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পন ও প্রকম্পনহীনতাজাত যথাক্রমে ঘোষতা ও অঘোষতার প্রতীক।

M লাইনটি মুখের ধ্বনির প্রতিলিপি।

প্রতিটি শব্দ কিংবা বাক্যের নীচে যে তৃতীয় লাইনটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটি হচ্ছে সময়জ্ঞাপকচিহ্ন বা time-marker. প্রতি সেকেণ্ডে এতে ১০০টি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তার ফলে প্রতিটি ধ্বনি উচ্চারণের স্থিতিকাল বা duration উক্ত চিত্রগুলো থেকে সহজেই নির্ণয় করা যায়।]
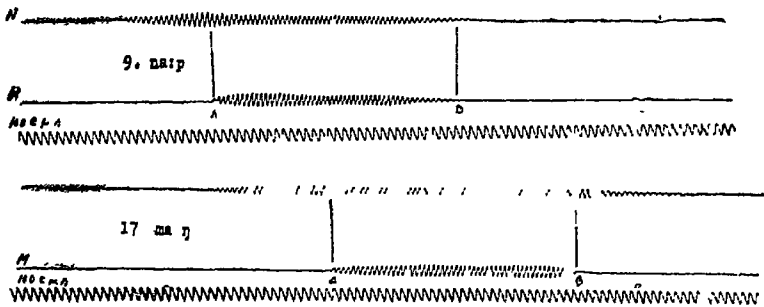
৯ ও ১৭নং চিত্রে M লাইনের A এবং B পয়েন্টের মধ্যবর্তী অংশকে মুখের মুক্ত অবস্থাজাত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

১৭নং চিত্রে A এবং B পয়েন্টের মধ্যবর্তী অংশে 'মাঙ্' শব্দের 'আ' উচ্চারণের জন্যে মুখ যখন মুক্ত ছিল তখন ওপরের N লাইনে দেখা যায় এই A ও B পয়েন্টের মধ্যবর্তী অংশে এবং তার পূর্বে ও পরেও নাসাপথ ছিল উন্মুক্ত। ৯নং চিত্রের 'নাপ' শব্দ উচ্চারণেও N লাইনের A পয়েন্টের পূর্ব থেকে শুরু ক'রে 'প'-এর জন্য মুখ বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত

নাসাপথ মুক্ত ছিল। এ-থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ-দুটি একাক্ষরিক শব্দে নাসিক্যগুণ সমগ্র শব্দেরই সম্পদ তথা 'Prosodic feature.'

N

16 ṭi:k

M

100 c.p.s.

N

18 ṭĩ:k

M

100 c.p.s.
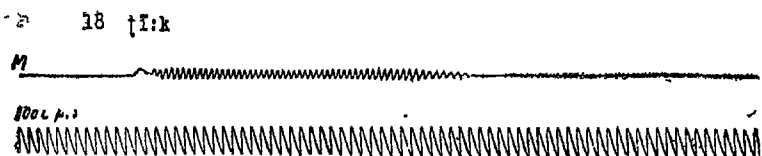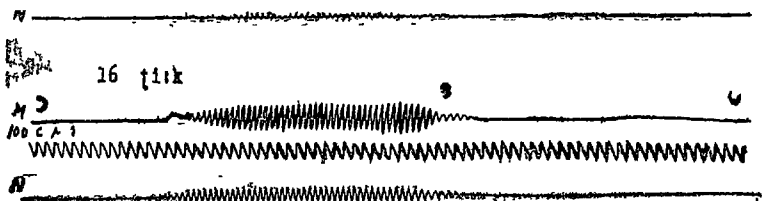
এ চিত্র দু'টিতে কোন নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি নেই। ১৬নং চিত্রে N লাইনে তেমন কোন প্রকম্পন নেই, অথচ ১৮ নম্বরে রয়েছে। তার অর্থ ১৮নং চিত্রে 'টিঁক' শব্দের স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক এবং অক্ষরের মূলাধার স্বরধ্বনি বলে এ-অক্ষরটিও অনুনাসিকৃত।

25 bonnhi:

M

100 c.p.s.
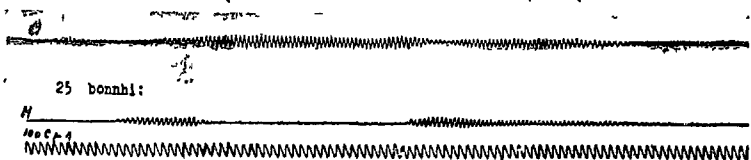
২৫নং চিত্রেও 'বহ্নি' শব্দের M লাইনে 'ও' স্বরধ্বনিটি উচ্চারণের বরাবর ওপরে N লাইনে কম্পন অনুভূত হয়েছে। 'হ্ন'-উচ্চারণের বরাবর N লাইনের এ-কম্পন বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে শব্দটির শেষ ধ্বনি 'ই'-উচ্চারণের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসৃত হয়ে গেছে।

L

kāl

M

L

khāl

M
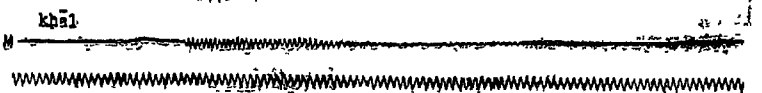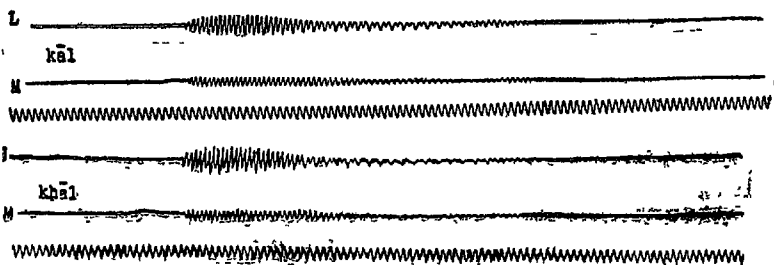
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র দু'টিতে 'কাল' ও 'খাল' শব্দে L লাইনের প্রকম্পন 'আ' এবং 'ল' তথা একত্রে 'আল'-এর ঘোষতা বাচক। 'খাল' শব্দের 'খ' যে মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি তা বোঝা যাচ্ছে M লাইনে 'খ'-এর ছাড়মুহূর্তে (release-এর জন্যে যেখানে একটু বাঁক্ খেয়ে ওপরে উঠে গেছে) 'কাল' শব্দেব চিত্রের 'ক' ধ্বনিব ছাড়-মুহূর্তের তুলনায় বেশী বাঁক খেয়ে ওপরে ওঠা থেকে।

L
pāṭ
M

L
pāṭh
M
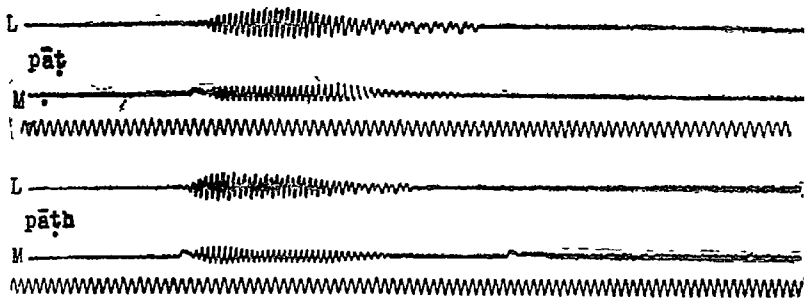
এ-চিত্র দু'টিতে L-লাইনেব প্রকম্পন স্বরধ্বনি 'আ'-ব ঘোষতাবাচক। এ-চিত্র দু'টিতে যথাক্রমে 'পাট' ও 'পাঠ' শব্দ উচ্চাবণে 'ট'-এব জন্য মুখ বন্ধ হ'লেও দেখা যাচ্ছে L-লাইনেব প্রকম্পন আরও কিছু দূর অগ্রসব হয়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় স্বরধ্বনির ঘোষতা গুণ অক্ষবের সামগ্রিক সম্পদ হিসেবে শব্দ শেষের এ অঘোষ ধ্বনি দুটোর প্রথম দিক থেকে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশকে ঘোষীভূত করেছে। 'কাঠ' শব্দের চিত্রে M-লাইনে 'ঠ'-এর ছাড় (release) অংশে সামান্যতম বাঁক থেকে বোঝা যায় শব্দ শেষেব মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনি মহাপ্রাণতা হারালেও বিশেষতঃ অঘোষ ধ্বনিব বেলায় তাদেব মহাপ্রাণতাব সামান্যতম রেশ বাকী থাকে।

L
pākna
M

L
pākhnā
M
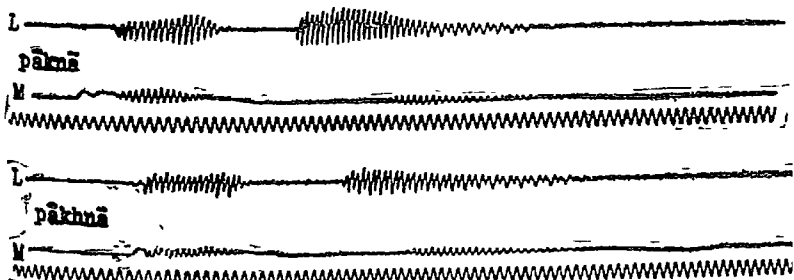
পূর্ব পৃষ্ঠার এ দুই চিত্রের M-লাইন থেকে দেখা যাচ্ছে 'পাকনা' এবং 'পাখনা' শব্দ দু'টিতে দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথমটি (যথাক্রমে 'ক' ও 'খ') স্পৃষ্ট ধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মুক্তিঘটিত স্বর চিহ্নের কোনো পরিচয় এখানে নেই। এখানে তাদের উচ্চারণ অভিনিধানজাত অসম্পূর্ণ, অমুক্ত।

L

pāṭ gudām

M

L

kāṭh gudām

M
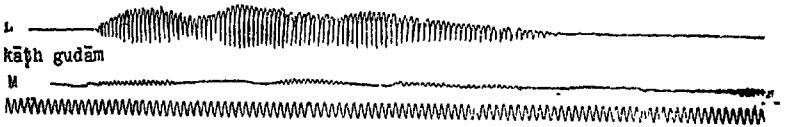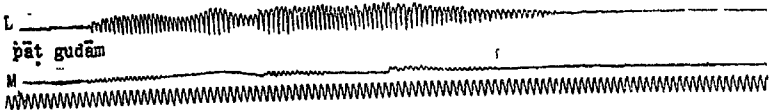
উপরোক্ত 'পাট গুদাম' ও 'কাঠ গুদাম' বাক্যাংশ দু'টির L এবং M লাইন বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। M লাইনে 'ট' ও '(ঠ)' এবং 'গ' এর মাঝখানে 'ট', (ঠ)-এর মুক্তিজাত স্বরচিহ্নের কোনো কম্পন তথা নিদর্শন নেই। সেজন্যে তাদের উচ্চারণ এখানে অমুক্ত, অভিনিধানপ্রাপ্ত। M-লাইনে শব্দ মধ্যবর্তী 'ট' 'ঠ' 'গ' এবং 'দ'-এর উচ্চারণ-বরাবর যেখানে কোনো কম্পনজাত তরঙ্গ নেই L-লাইনে সেখানেও স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত তরঙ্গ বিদ্যমান। এ-থেকে এ-ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, চিত্র দু'টিতে 'পাট'-এর 'প' এবং 'কাঠ'-এর 'ক' উচ্চারণের পর থেকে স্বরতন্ত্রীদ্বয় একটানা প্রকম্পিত হয়ে গেছে। 'পাট' এবং 'কাঠ' শব্দের 'ট' এবং 'ঠ' অঘোষধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও বাক্‌প্রবাহের মধ্যে পড়ে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও এখানে ঘোষতাগুণ লাভ করেছে। এ-পরিবেশে বাক্যাংশ দু'টি শুরু হওয়ার পর থেকে ঘোষতাগুণ তাদের বাকী অংশের সবটুকুরই Prosodic বা সামগ্রিক সম্পদ। এরই নাম বাক্যাংশের ঘোষীভবন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী
[BASIC BIBLIOGRAPHY]

A. General

1 Bloomfield. Leonard. Language, New York N. Y. Holt, 1933

2. Carrol, John B. *The Study of Language*. Cambrıdge, Mass Harvard Unıv. Press, 1963.

3. Chatterji, S.K.—*Indo Aryan and Hındı*, Ahmedabad, Gujrat Vernacular Socıety, 1942.

4 Dil, Anwar, S. (ed.) *Readıngs ın Modern Linguıstics* 1964, LRGP, Lahore.

5. Firth, J R. *Speech*, London . Benn's Sıxpenny Lıbrary, 1930.

6. Fırth, J. R. *Papers in Linguıstıcs*. 1934-51 Oxford Unıversity Press 1957.

7. Firth, J. R. *Word Palatograms and Artıculations*, B S. O. A. S. Vol. XII, Parts 3 & 4, 1948, pp 857 864

8. Gardiner, Alan *The Theory of Speech and Language* Oxford : 2nd ed. 1951.

9. Greenberg, Joseph H. *Essays ın Lınguıstıcs*. Chicago, 1956

10. Hall, Robert A , Jr. *Leave youı Language Alone!* Ithaca, N Y. : Linguıstıcs, 1950.

11. Hıll, A. A. *Introduction to Lınguistıc Structures* N Y 1958

12. Hockett, C. F. *A Course ın Modern Lınguıstıcs*. N. Y. Macmıllan and Co., Ltd , 1958.

13. Joos, Martin (ed) *Readings ın Lınguıstıcs*, Washıngton, D. C. : American Council of Learned Socıeties, 1957.

14. Meıllet, *Langues Indo-Europeenes*, 3rd ed.

15. Palmer, Leonard Robart. *An Introductıon to Modern Linguistics*. London : Macmıllan & Co., Ltd., 1936.

16. Pei, Marıo A. And Gaynoı. *Dıctionary of Linguıstıcs*. New York : Philosophical Library, 1954.

17. Plke, K. L. and E. V. Pike. *Live Issues in Descriptıve Lınguistıc Analysis* (a bibliography) Glendale, California : Summer Institute of Linguistics, 1955.

18. Sapir, Edward. *Selected Writings of E. S*, ed. D. G. Mandelbaum. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1949.
19. Schlauch, Margaret *The gift of tongues.* New York, 2nd ed. 1955.
20. Sturtevant, Edgar H. *An Introduction to Linguistic Science.* New Haven, Conn.: Yale University Press, 1947.
21. Ullmann, Stephen *Principles of Semantics.* Glasgow : Jackson, 1951.

B. Descriptive Linguistics : General

22. Allen, W. S. *Phonetics in Ancient India,* London, Oxford Univ. Press, 1953.
23. Armfield Noel. *Phonetics for Missionaries.*
24. Bithell, Jethro, *German Pronunciation And Phonology,* Methuen, London, 1952.
25. Bloch, Bernard & G. L. Trager. *Outline of Linguistic Analysis.* LSA Special publication. Baltimore, Md. Waverley Press, 1942.
26. Gleason, H. A., Jr. *An Introduction to Descriptive Linguistics.* New York : Holt, 1955.
27. Gleason, H. A, Jr. *Workbook in Descriptive Linguistics* New York, Holt, 1955.
28. Groot, A W. de. *Instrumental Phonetics ; its value for Linguistics.* Amsterdam, 1928.
29. Heffner, R. M. S. *General Phonetics.* Amsterdam : North Holland Publishing Co., and Madison, Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1950.
30. Hockett, C. F. *A Manual of Phonology,* IJAL Supplement. Baltimore Md. Waverley Press, 1955.
31. Jakobson, R, C. G. M. Fant, & M. Halle. *Preliminaries to Speech Analysis.* Cambridge, Mass : Mass. Institute of Technology, 1952.
32. Jakobson, R. & M. Halle. *Fundamentals of Language.* Hague, Netherlands : Mouton & Co., 1956.
33. Jones, D. *The Phoneme ; its nature and use.* Cambridge, England : Heffer, 1950.

34 Joos, Martin *Acoustic Phonetics.* Language Monograph 23. Baltimore, Md. Waverly Press, 1948

35 Kaiser, L. (ed.) *Manual of Phonetics* Amsterdam, 1957

36. Martinet, *A Phonology as Functional Phonetics* London : Oxford University Press, 1949.

37. Marty, F. L. *Methods and Equipment for the Language Laboratory* Audio-Visual Publ. Middlebury, Vt. U. S. A. 1956

38 Negus, V. E *The Mechanism of Larynx.*

39. Pike, K L. *Phonemics.* Ann Arbor, Michigan : University of Michigan Press, 1947

40. Pike, K. L. *Phonetics.* Ann Arbor, Michigan : University of Michigan Press, 1943.

41. Pike, K. L. *Tone Language.* Ann Arbor, Michigan : University of Michigan Press, 1948.

42. Potter, R. K. G. A. Kopp, & H. C. Green. *Visible Speech.* New York : Van Nostrand, 1947.

43. Ripman Walter, *General Phonetics*

44. Rousselot, L' Abbe' *Principes de phone' tiqve expe'rimentale.* Tome I & II Paris, 1924.

45. Scripture, E. W. *The Elements of Experimental Phonetics* 1901

46. Smalley William. *Manual of Articulatory Phonetics* 2 vols. and workbook, Practical Anthropology, Box 307, Tarry Town, N. Y.

47. Stevens, S. S. and H. Davies *Hearing, its Psychology and Physiology.* New York : Wiley, 1938

48 Stetson, R. H. *Motor Phonetics.* Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1951.

49. Sweet, Henry. *A Handbook of Phonetics.* Oxford, 1877.

50. Trager, G. L (Ed.) *Materials for Phonetic Instruction.* Washington, D. C. Foreign Service Institute, 1952.

51. Twaddell, W. F. *On Defining the Phoneme.* Language Monograph 16. Baltimore, Md. Waverley Press, 1935. (Out of Print; reprinted in Joos (ed.) Readings in Linguistics, 1957)

52. Varma, Siddheswar. *Critical Studies in the Phonetic Observation of Indian Grammarians*, London, 1929.

Sample Descriptive Statements

53. Chatterji, S. K *The Origin and Development of the Bengali Language* in 2 vols Calcutta, 1926
54. Chatterji, S K *A Bengali Phonetic Reader*, London, 1928.
55. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৪২।
56 Cohen, A *The Phonemes of English*. Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff, 1952
57 Francis, W N *The Structure of American English*. New York, 1952
58 Fries, C. C *The Structure of English* New York : Harcourt, Brace, 1952
59. Gairdner, W H. T. *The Pronunciation of Arabic* London Oxford University Press, 1935.
60. Hai, M. A & Ball, W. J—*The Sound Structures of English & Bengali*, University of Dacca, 1961.
61. Hai, M. A *A Study of Nasals and Nasalization in Bengali*, University of Dacca, 1960
62. Jones, D. *An Outline of English Phonetics*. 8th ed. Cambridge, England : Heffer, 1956
63. Kenyon, J. S. *American Pronunciation* : a Text-book of Phonetics for students of English 8th ed. Ann Arbor, Mich.: Gegorge Wahr, 1940.
64. Pike, K L. *The Introduction of American English*. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1945.
65. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৫৮ সন।
66. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৫ সন।
67. Sweet, Henry. *A New English Grammar*, Oxford, 1892-98.
68. Thomas, C K *An Introduction to the Phonetics of American English* New York · Ronald Press, 1947.
69. Ward, Ida C *The Phonetics of English*. 3rd ed Cambridge, England Heffer, 1960.
70 Fries, C. C *Teaching and Learning English as a foreign Language*. Ann Arbor, Michigan : Univ of Michigan Press, 1945

71. Lambert, H. M. *Introduction to the Devanagari Script* London : Oxford Univ. Press, 1953.
72. Varma, Dhirendra, *La Language braj*. Paris: Adrien-Maisnneuve, 1935.
73. *Bell Telephone Laboratories Action picture of sounds* 16 mm. : ; sound ; black-and-white moving pictures of the amplitude section from a sound spectrograph. (Obtainable from precision Film Laboratories, Inc. 21 West 46th St, New York 36, N. Y)
74 *Bell Telephone Laboratories. High-speed Motion pictures of the human vocal chords.* 16 mm. silent: black and-white: about 30 minutes (Obtainable at about 35 00 from Movielab Film Laboratories, attention : Mr. Cardasis. 619 West 54th St., New York, N Y.)
75. *The Cardinal vowel Record.* Double-side record, No, B804. Gramophone Co. 363 Oxford St., London. W.

Serial Publications

76. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪, ১৩৬৭, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।
77. Language, vol, 36, No. I, 1960.
78. Proceedings of the International Philological Congress, London, 1935.
79. Proceedings, Philosophical Society Durham University, vol I, Series B, (Arts) No. I, 1957.
80 Transactions of the Philological Society, London, 1948.

পরিভাষা

A

Ablaut	অপিশ্রুতি	Alternant (substitute)	পরিবর্তক
Abruptness	আকস্মিকতা	Alternation	পরিবর্ত
Abstract	নির্বস্তু	Alveolæ	দন্তমূল সমূহ
Accent	স্বরাঘাত	Alveolar	দন্তমূলীয়
Accentuation	স্বরচিহ্ন	Alveolo-palatal	দন্তমূলীয় তালব্য, তালব্যদন্তমূলীয়
Accurate	যথাযথ	Alveolo-retroflex	দন্তমূলীয় মূর্ধন্য
Acute	উদাত্ত	Ambiguous	দ্ব্যর্থক
Acoustic	শ্রুতিগত	Analogy	সাদৃশ্য
Acoustics	শ্রুতি বিজ্ঞান	Analogous	সদৃশ
Action	কার্য	Analysis	বিশ্লেষণ
Actor	কর্তা	Analytical	বিশ্লেষণধর্মী
Adam's apple	কণ্ঠমণি	Anaptyxis	বিপ্রকর্ষ
Adaptation	স্বাঙ্গীকরণ	Anima-Voce	জীবন্ত রূপ
Adapted	স্বাঙ্গীকৃত	Antecedent	পূর্ব পদ
Affirmative	অস্ত্যর্থক	Antonym	বিপরীতার্থক শব্দ
Affix	প্রত্যয়	Aphesis	আদিস্বর লোপ
Affricate	ঘৃষ্ট	Apostrophe	ঊর্ধ্বকমা
Affrication	ঘৃষ্টতা	Apical	জিহ্বাগ্রজ
Agreement	অন্বয়	Arbitrary	অনিয়মিত
Allophone	সহধ্বনি ; অন্তর্ধ্বনি	Archaic	অপ্রচলিত
Allophonic	সহ ধ্বনিজাত	Article	উপশব্দ
Allomorph	সহরূপমূল	Articulation	উচ্চারণ
Allomorphic	সহরূপমূলীয়	Articulator	উচ্চারক
Alphabet	বর্ণমালা	Articulatory	উচ্চারণীয়
Alphabetic	বর্ণমালাক্রমিক		
Alphabetic script	ধ্বনিভিত্তিক বর্ণ বা লিপি		

Assibilation	উষ্মীভবন	Aspirate	মহাপ্রাণ
Assimilation	সমীভবন	Aspirated	মহাপ্রাণিত
Association	অনুষঙ্গ	Attribute	গুণ
Assonance	ধ্বনিসাম্য	Attributive use	বিশেষণীয় ব্যবহার
Asyllabic (non-syllabic)	অমাত্রাক্ষরিক		

B

Back	পশ্চাৎ	Blade of the tongue	জিভের পাতা
Back vowel	পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	Blurred	জড়িত, অস্পষ্ট
Back of the tongue	পশ্চাৎ জিহ্বা	Bound form	বদ্ধরূপ
Base	শব্দমূল, পদমূল (বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে)	Breath	শ্বাস
		Breathed	অঘোষ
		Breath force	শ্বাসচাপ
Balance	ভাবসাম্য	Breath sound	শ্বাসধ্বনি
Bar	পর্ব	Broad transcription	ধ্বনি প্রতিলিপি
Beat	পর্বাংশ		
Binary	যুগ্ম	Bronchial tubes	শ্বাসনালী
Bilabial	ওষ্ঠ্য		
Bilingual	দ্বিভাষী	Buccal cavity	মুখগহ্বর

C

Cacuminal	মূর্ধন্য	Classification	শ্রেণী বিভাগ
Cacophony	শ্রুতিকটুতা	Clause	খণ্ড বাক্য
Cæsura	যতি	Clear sound	স্বচ্ছ ধ্বনি
Cardinal	মৌলিক সংখ্যা শব্দ	Closed	ব্যঞ্জনান্ত
Cardinl vowel	মৌলিক স্বরধ্বনি	Closed syllable	বদ্ধাক্ষর
Carrying power	বহন ক্ষমতা	Close sequence	অন্তবর্তী ক্রম
Centre	কেন্দ্র	Cluster	গুচ্ছ, সংযুক্ত
Cerebral	মূর্ধন্য	Colloquial	কথ্য
Cerebralization	মূর্ধন্যীভবন	Collocation of Parts of speech	পদক্রম
Circumflex	স্বরিত		

Commentary ভাষ্য
Communication যোগাযোগ
Compact সংহত
Compactnss সংহতি
Comparative তুলনামূলক
Comparative degree তরাতিশায়ণ
Comparative grammar তুলনামূলক ব্যাকরণ
Comparative linguistics তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
Comparative philology তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (ঊনবিংশ শতাব্দীর)
Compound যৌগিক, সমাসবদ্ধ
Compound form যৌগিক রূপ
Compound word সমাসবদ্ধ শব্দ
Complement পরিপূরক
Complementary distribution প্রতিপরিপূরক অবস্থান
Complex জটিল
Complexities জটিলতা
Comprehensive সামগ্রিক
Concave অবতল
Concord সমন্বয়
Concrete মূর্ত
Conditional আপেক্ষিক
Connected speech বাক্‌প্রবাহ
Conjunct সংযুক্ত
Constituent অংশীভূত
Consonant ব্যঞ্জনধ্বনি
Consonantal ব্যঞ্জনান্ত
Consonant cluster সংযুক্ত ব্যঞ্জন
Contact সংস্পর্শ
Contamination সংমিশ্রণ
Contact assimilation সংস্পর্শগত মিল
Context প্রসঙ্গ
Content বিষয়বস্তু
Continuant প্রলম্বিত ধ্বনি
Continuous অসম্পন্ন বর্তমান
Cotinuity সাতত্য
Contour ধ্বনিরেখ ভঙ্গী
Contraction সংকোচ
Cotrast বৈপরীত্য
Contrast and compare বৈপরীত্য ও তুলনা
Conversion পরিবর্তন
Copula সংযোজক
Correlation নিত্যসম্বন্ধ শব্দ
Correlatives নিত্য সম্বন্ধীয়
Correspondence সমসূত্রতা
Corroboration অর্থান্তরন্যাস
Couplet দ্বিচরণ শ্লোক

D

Dark sound গম্ভীর ধ্বনি
De-aspirated মহাপ্রাণতাহীন
Definite নির্দিষ্ট
Definitive নির্দেশক

Definite article নির্দেশক উপশব্দ
Delabialization অনৌষ্ঠ্যীভবন
Demonstrative অভিনির্দেশক
Dental দন্ত্য
Dentilabial দন্তৌষ্ঠ্য
Descriptive বর্ণনামূলক
Descriptive grammar বর্ণনামূলক ব্যাকরণ
Descriptive linguistics বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব
Detached বিচ্ছিন্ন
Devocalization, Devoicing অঘোষীভবন
Diachronic বিবর্তনমূলক
Diachronic linguistics বিবর্তনমূলক ভাষাতত্ত্ব
Dia-critic mark অতিরিক্ত চিহ্ন
Diagram নক্সা
Dialect উপভাষা
Dialectology উপভাষাতত্ত্ব
Dialect geography উপভাষার ভূগোল
Diaphragm মধ্যচ্ছদা
Diction শৈলী
Dimension আয়তন

Diminutive সংকোচক
Diphthong দ্বৈতস্বরধ্বনি, দ্বিস্বর-ধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি
Disguised preposition শূন্যবিভক্তি
Discursive অবান্তর
Dissimilation বিষমীভবন
Dissonance ব্যঞ্জনমাত্রিক
Distich দ্বিচরণ শ্লোক
Disyllabic দ্ব্যক্ষরিক
Distribution অবস্থান
Distribution of sound ধ্বনির অবস্থান
Divisible বিভাজ্য
Dorsum পশ্চাৎ জিহ্বাজাত
Dorsal পশ্চজ্জিহ্বা
Dorso-alveolar প্রশস্ত দন্তমূলীয়
Doubling দ্বিত্বীভবন
Double consonant যুগ্মব্যঞ্জন
Double word যুগ্ম শব্দ
Doublet যমজ
Double sound change দ্বিধ্বনি পরিবর্তন
Duration স্থিতিকাল

E

Economy স্বমিতি
Element উপাদান
Elison ধ্বনিলোপ
Ellipsis অনুক্ততা
Elliptical অনুক্ত

Emphasis জোর
Emphatic জোরাল
Emphatic Lengthening প্রবলতাজনিত দীর্ঘত্ব
Endocentric অন্তর্মুখী

Energetic	ওজস্বী
Environment	পরিবেশ
Epenthesis	অপিনিহিতি
Epigram	প্রবচন
Epiglottis	অধিজিহ্বা
Ethical maxim	নৈতিক আপ্তবাক্য
Ethnology	নৃতত্ত্ব
Ethnolinguistics	নৃ-ভাষাতত্ত্ব
Etymology	ব্যুৎপত্তি তত্ত্ব
Euphemism	সুভাষণ
Euphony	অনুরণন
Euphonic combination	সন্ধি
Exocentric	বহির্মুখী
Exclamation	আশ্চর্য্যবোধক
Exclamatory sentence	আশ্চর্য্যবোধক বাক্য
Experimentation	পরীক্ষণ
Experimental	পরীক্ষামূলক
Explicable	ব্যাখ্যাসাধ্য
Explosion	স্ফুরণ
Extant	প্রাপ্তব্য
External	বহির্গত
External juncture	বহিঃ সন্ধি
Extension	সম্প্রসারণ
Expression	প্রকাশ

F

Facetious	কৌতুককর
Falling diphthong	পতনশীল দ্বৈতস্বরধ্বনি
Final	অন্ত্য
Flapness	তাড়নত্ব
Flapped	তাড়িত
Flapped sound	তাড়নাজাত ধ্বনি
Flexional language (agglutinating, amalgamating language)	সংশ্লেষণাত্মক ভাষা
Food passage	খাদ্যনালী
Foot	পর্ব
Folk-etymology	লোক নিরুক্তি
Foreign loan word	বিদেশী কৃত ঋণ শব্দ
Form	রূপ
Formation	গঠন
Fortis	দৃঢ়
Formative	গঠনকারী
Fractional	ভগ্নাংশক
Free form	অনাবদ্ধ রূপ বা ছত্র
Free variants	ধ্বনি বা রূপ বিকল্প
Free variation	স্বতো বিভেদ
Frequency	পৌনঃপুনিক
Fricative	উষ্ম, শিস
Friction	উষ্মতা
Front	সম্মুখ
Front close	সম্মুখ সংবৃত
Front half open	সম্মুখ অর্ধ বিবৃত
Front vowel	সম্মুখ স্বরধ্বনি
Function	ব্যবহার
Fusion	সমন্বয়

G

Geminated	যুগ্মীভূত
Gemination	যুগ্মীভবন
Generator	উৎপাদক
Genealogical classification	বংশানুক্রমিক শ্রেণী বিভাগ
Glide	শ্রুতি
Glossary	শব্দ তালিকা
Glottal	কণ্ঠনালীয়
Glottalization	কণ্ঠনালীয়ভবন
Glottis	স্বরতন্ত্রীমধ্যবর্তী পথ
Grade	পর্যায়, ক্রম
Grammatical feature	ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
Grammatical term	ব্যাকরণ পরিভাষা
Graphemics	লিপিতত্ত্ব
Groove	সংকীর্ণ
Guttural	কণ্ঠমূলীয়

H

Half open	অর্ধবিবৃত
Half close	অর্ধ সংবৃত
Haplology	সমাক্ষরলোপ
Hard palate	শক্ত তালু
Hard sound	শ্বাসধ্বনি
Harmony of vowel	স্বর-সঙ্গতি
Heterogenic	অসমস্থান বা ভিন্নস্থান জাত
Hiatus	স্বরচ্ছেদ
High	ঊর্ধ্ব
Historical grammar	ঐতিহাসিক ব্যাকরণ
Historical Linguistics	ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব
Holophrase	শব্দ বাক্য
Homograph	সাদৃশ্যমূলক-বিচ্যুতি বা বর্জন
Homophone	সমধ্বনি
Homorganic	সমস্থান-জাত
Homonym	সমধ্বন্যাত্মক শব্দ
Honorific	সম্মানসূচক
Hybrids	মিশ্র শব্দ

I

Idiogram	ভাবলিপি
Idiom	বাগ্‌বিধি
Idiomatic	বাগ্‌বিধিসম্মত
Idiolect	ব্যক্তিবিশেষের বাক্‌রীতি
Illustration	নিদর্শনা
Immediate constituents	অব্যবহিত উপাদান
Imitative word	ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বৈত
Impreratıve	অনুজ্ঞা
Imperative mood	আদেশক ভাব
Imperfect	অসম্পূর্ণ
Incomplete articulation	অসম্পূর্ণ উচ্চারণ
Inclusive	অন্তর্গত

Incorporating language	সংহতিমূলক ভাষা
Independent	স্বতন্ত্র
Indivisible	অবিভাজ্য
Infection	সংক্রমণ
Infix	অন্তঃপ্রত্যয়
Inflected	সাধিত
Inflection	বিভক্তি
Informant	সংবাদদাতা
Inherent	অন্তর্নিহিত
Initial	আদি
Innovation	সৃষ্টি
Injunctive	নির্বন্ধ
Institutionalised	ঐতিহ্য-ভিত্তিক
Interrogative	প্রশ্নবোধক
Interdental	আন্তর দন্ত্য ধ্বনি
Interpolation	প্রক্ষেপ
Interword	আন্তর শাব্দিক
Intervocal	আন্তঃ স্বরীয়
Internal Juncture	অন্তর্বর্তী সন্ধি
Intonation	স্বরতরঙ্গ
Intonation pattern	স্বরভঙ্গী
I. P A (International Phonetic Alphabet)	আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা
Isolating	বিশ্লেষক
Isolating language	বিশ্লেষক ভাষা
Isogloss	সমশব্দ রেখা
Isograph	সমভাষা চিত্র
Isophone	সমধ্বনি রেখা
Isomorph	সমরূপ রেখা
Isosyntagmic lines	সমবাক্ রেখা
Isotonic lines	সমস্বর রেখা

J

Jargon	আবল তাবল
Jugglery	মার প্যাঁচ
Juncture	সংযোগস্থল
Juxtaposition	সন্নিধি

K

Kymograph tracing	ধ্বনি-পরিমাপক যন্ত্র-লিপি
Key word	কুঞ্জি শব্দ

L

Labial	ওষ্ঠ্য
Labialization	ওষ্ঠ্যীভবন
Labio-dental	দন্তৌষ্ঠ্য
Labio-velar	পশ্চ জিহ্বোষ্ঠ্য
Lambdaism	লকারীভবন
Language boundary	ভাষা সীমা রেখা
Language family	ভাষাগোষ্ঠী

Language of colonization	ঔপনিবেশিক ভাষা
Language shift	ভাষা পরিবর্তন
Language strata	ভাষা স্তর
Language system	ভাষা রীতি
Larynx	স্বর-যন্ত্র
Laryngeal	স্বর-যন্ত্রীয
Lateral	পার্শ্বিক
Laterality	পার্শ্বতা
Law of differentiation	বিষমীকরণ সূত্র
Law of irradication	মূল সম্প্রসারণ সূত্র
Lax	শিথিল, কোমল
Legibility	পঠন-যোগ্যতা
Length	দৈর্ঘ্য
Lengthened grade	বর্ধিত ক্রম
Lenis	কোমল
Letter	বর্ণ, হরফ, লিপি
Level of articulation	উচ্চারণ ক্রম
Lexical	আভিধানিক
Lexical category	আভিধানিক শ্রেণী বিভাগ
Lexical form	আভিধানিক শব্দ
Lexical meaning	আভিধানিক অর্থ
Lexicalized	অভিধানগত
Lexicography	অভিধান রচনা
Lexicology	অভিধান-তত্ত্ব
Lexicon	অভিধান
Liaison	যোগাযোগ, সংযোগ
Linear phoneme	সমান্তরাল ধ্বনিমূল
Linear writing	সমান্তরাল লিপি
Lingua franca	আন্তর্জাতিক ভাষা
Linguist	ভাষাতাত্ত্বিক
Linguistic analysis	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
Linguistic areas	ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল
Linguistic comparison	ভাষাতাত্ত্বিক তুলনা
Linguistic form	ভাষাতাত্ত্বিক রূপ
Linguistic geography	ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল
Linguistic minority	সংখ্যালঘু ভাষাভাষী
Linguistic typology	ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পরিচয়
Linguistician	ভাষাতত্ত্ব-বিশারদ
Linguistics	ভাষাতত্ত্ব
Liquid	তরল
Literal	আক্ষরিক
Literate	অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন
Loan word	কৃতঋণ শব্দ
Logogram	শব্দ লিপি
Logography	শব্দ লিপি তত্ত্ব
Logo-syllabic writing	শব্দাক্ষরিক লিপি
Low	নিম্ন
Lung	ফুসফুস

M

Main clause	মূল বাক্যাংশ
Malapropism	অপপ্রয়োগ
Manner of Articulation	উচ্চারণ রীতি
Medial	মধ্য
Medial accent	মধ্য স্বরাঘাত
Member	সভ্য
Mentalistic theory	মানসতাত্ত্বিক মতবাদ
Metaphor	রূপক
Metathesis	বিপর্যয়
Metalinguistics	পরিভাষাতত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা
Metanalysis	বিষমচ্ছেদ
Metonymy	লক্ষণা
Metrics	ছন্দঃ প্রকরণ
Microlinguistics	সূক্ষ্ম ভাষাতত্ত্ব
Mid-circumflex	মধ্য স্বরিত
Mid-vowel	মধ্য স্বরধ্বনি
Mid-palatal	মধ্য তালব্য
Middle	মধ্য
Mimesis	অনুকৃতি
Mixed language	মিশ্র ভাষা
Monophone	একক ধ্বনি
Monopthong	একক স্বর
Mono-syllabic	একাক্ষরিক
Mono-syllabication	একাক্ষরিকতা
Moon-dot	চন্দ্র বিন্দু
Mora	মাত্রা
Morpheme	রূপমূল
Morphemic	রূপমূলক
Morphophonemics	রূপধ্বনি প্রকরণ
Morphology	রূপ প্রকরণ, রূপতত্ত্ব
Morphological classification	রূপতাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাগ
Moulding	রূপায়ণ
Mutual assimilation	অন্যোন্য সমীভবন

N

Narration	উক্তি
Narrative	বর্ণনামূলক
Narrow	সংকীর্ণ
Narrow transcription	সূক্ষ্ম অনুলিখন
Nasal	নাসিক্য
Nasal consonant	নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি
Nasality	অনুনাসিকতা
Nasalised	নাসিক্যীভূত
Nasalized vowel	অনুনাসিক স্বরধ্বনি
Nasalization	নাসিক্যীভবন
Naso-pharynx	নাসাপথ
Native speaker	মাতৃ ভাষাভাষী
Naturalized word	স্বাঙ্গীকৃত শব্দ
Negative	নেতিবাচক

Neologism শব্দোদ্ভটতা
Neutral vowel মধ্যস্থ স্বর
Nomenclature নাম করণ
Nominal বিশেষ্য বাচক
Non compound সমাস বিহীন
Non distinctive অচিহ্ন
Non phonemic অধ্বনি মূলীয়
Nonpersonal নৈর্ব্যক্তিক
Nonsense প্রলাপ
Non standard অপ্রচলিত
Non syllabic অনাক্ষরিক
Normal grade সাধারণ ক্রম
Nucleus মূলাধার

O

Observation বীক্ষণ
Obsolete word অপ্রচলিত শব্দ
Occidental পাশ্চাত্ত্য
Octave অষ্টক
One effort articulation এক প্রযাসজাত উচ্চারণ
Onomatopoetic word ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বৈত
Open মুক্ত
Open stress মুক্ত শ্বাসাঘাত
Open syllable মুক্তাস্বর
Open vowel বিবৃত স্বরধ্বনি
Opposition বৈপরীত্য
Oral মৌখিক
Oral cavity মুখ গহ্বর
Oral vowel মৌখিক স্বরধ্বনি
Order succession অনুক্রম
Organs of speech বাক্ প্রত্যঙ্গ, বাগ্‌যন্ত্র
Orthography বর্ণ বিন্যাস
Over-clipped তড়িত-ছাটাই
Over-front সুপ্রস্থত
Over-high সুউচ্চ
Over-breathed প্রবল ঘোষ
Over-round সুবর্তুল
Over-loud জোরাল প্রস্বন
Over-long সুদীর্ঘ
Over-tense সুদৃঢ়

P

Palatal তালব্য
Palato-alveolar তালব্য দন্তমূলীয়
Palato-dental তালব্য-দন্ত্য
Palato-guttural কণ্ঠ-তালব্য
Palatal law তালব্য রীতি
Palatal vowel তালব্য স্বর
Palatalization তালব্যীভবন
Paradigm পদ প্রকরণ
Paradigmatic পদ প্রকরণ-জাত
Parallel সমান্তরাল
Paraphrase শব্দান্তর
Parent language মূলভাষা
Parenthesis অনুবাক্য
Paronyms সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

Pattern	ধবন
Pause	যতি, বিরাম
Peak	শীর্ষ
Pharyngeal	গলনালীয
Pharynx	গলনালী
Philology	তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (ঊনবিংশ শতাব্দীর)
Phoneme	ধ্বনিমূল, মূলধ্বনি
Phonemic	মূলধ্বনি-জাত
Phonemics	ধ্বনিবিচার
Phonemic analysis	ধ্বনিবিচার বিশ্লেষণ
Phonemic transcription	ধ্বনিমূলভিত্তিক লিখন
Phonetic	ধ্বনিগত
Phonetics	ধ্বনিবিজ্ঞান
Phonetician	ধ্বনিবিজ্ঞানী
Phonetic change	ধ্বনি পরিবর্তন
Phonetic law	ধ্বনিসূত্র
Phonetic script	ধ্বনিলিপি
Phonetic transcription	সূক্ষ্মধ্বনিভিত্তিক লিখন
Phonology	ধ্বনিতত্ত্ব
Phrase	বাক্যাংশ
Pictogram	চিত্রলিপি
Pitch	মীড়
Pitch accent	মীড স্বরাঘাত
Pliable	নমনশীল, নমনীয
Plosive	স্পৃষ্টধ্বনি, স্পর্শধ্বনি
Plosive like	স্পৃষ্টপ্রায
Plosivity	স্পর্শতা
Plural	বহুবচন
Point of articulation	উচ্চারণ স্থান
Polyglot	বহুভাষী
Polysyllabic	বহু আক্ষরিক
Post alveolar	পশ্চাদ্দন্তমূলীয
Post palatal	পশ্চাজ্জিহ্ব্য, পশ্চাত্তালুজাত
Post velar	উত্তর-জিহ্বামূলীয়
Positive	অস্তিবাচক
Positive function	সক্রিয অবস্থা
Pre-alveolar	অগ্রদন্তমূলীয
Pre-palatal	অগ্রতালব্য
Prefix	উপসর্গ, উপপ্রত্যয
Progressive assimilation	প্রগত সমীভবন
Progressive dissimilation	প্রগত বিষমীভবন
Prominence	প্রাধান্য
Prothesis	স্বরাগম
Prosodic mark	সামগ্রিক ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন
Prosody	সামগ্রিকতাগুণ, ছন্দঃ প্রকরণ
Prosody of Labio Velarization	সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন
Prosody of Palatalization	সামগ্রিক তালব্যীভবন
Prosody of nasalization	সামগ্রিক নাসিক্যীভবন
Prosody of voicing	সামগ্রিক ঘোষীভবন

Prosody of Retroflexion	সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন
Punctuation	যতিবিধান

Q

Quantitative	পরিমাণগত
Quipu	গ্রন্থিলিপি
Quadrisyllabic	চতুরাক্ষরিক
Quadrisyllable	চতুরাক্ষর
Qualifier	বিশেষণীয়
Quantity	মাত্রা
Question mark	প্রশ্নবোধক চিহ্ন
Quotation mark	বন্ধনীচিহ্ন

R

Reciprocal assimilation	অন্যোন্য সমীভবন
Recursive	অবরুদ্ধ
Redundant	বাহুল্য, আতিশয্য
Reduplication	দ্বৈত
Reference	প্রসঙ্গ
Regressive	পরাগত
Regressive assimilation	পরাগত সমীভবন
Regressive devoicing	পরাগত অঘোষীভবন
Regressive dissimilation	পরাগত বিষমীভবন
Regressive harmony	পরাগত সমীভবন
Regressive voicing	পরাগত ঘোষীভবন
Relative	সংযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত
Relative clause	সংযুক্ত উপবাক্য
Relative degree	সম্পর্কিত পরিমাণ
Release	মুক্তি, ছাড়
Resonance	ব্যঞ্জনা
Resonant	রণিত
Retracted vowels	প্রসৃত স্বর
Retroflex	মূর্ধন্য
Rhotacism	রেফীভবন, রকারী-ভবন
Rhythm	ছন্দঃ
Rolled	প্রকম্পিত
Rolling	কাঁপুনি
Root	ধাতু, পদমূল (বর্ণনা-মূলক ভাষাতত্ত্বে)
Root base	ধাতুমূল
Root-inflexion	ধাতু সম্প্রসারণ, গুণ-বৃদ্ধি সম্প্রসারণ
Round	বর্তুল
Rounded	কুঞ্চিত
Rounding	বর্তুলাকার

S

Sandhi — সন্ধি
Sandhi-form — সন্ধিরূপ
Script — লিপি, বর্ণ, হরফ
Secondary accent — অপ্রধান স্বরাঘাত
Secondary phoneme — আনুষঙ্গিক ধ্বনিমূল, গৌণ ধ্বনিমূল
Segmental phoneme — বিভাজিত ধ্বনিমূল
Semantics — শব্দার্থ তত্ত্ব, বাগর্থ বিজ্ঞান
Semantic change — অর্থ পরিবর্তন
Semantic extension — অর্থ সম্প্রসারণ
Semantic shift — অর্থান্তর
Sememe — অর্থমূল
Semicolon — অর্ধযতি চিহ্ন
Semiconsonant — অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনি
Semi vowel — অর্ধস্বর ধ্বনি
Sentence — বাক্য
Sentence phonetics — বাক্য ধ্বনিতত্ত্ব
Sentence stress — বাক্য প্রস্বন
Sentence type — বাক্য প্রকার
Sentence word — শব্দ বাক্য
Sequence — অনুক্রম
Sequence utterance — কথন ক্রম, উক্তি ক্রম, বাক্ ক্রম
Series — ক্রম, সারি
Shibboleth — বাগ্ বৈশিষ্ট্য
Shortening — সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপ
Sibilant — শিসধ্বনি, উষ্মধ্বনি
Sign — চিহ্ন, প্রতীক
Sign language — প্রতীক ভাষা
Slang — অশিষ্ট বুলি
Slender consonant — তরল ব্যঞ্জন ধ্বনি
Slender vowel — তরল স্বরধ্বনি
Slit fricative — প্রশান্ত উষ্মধ্বনি
Slit spirant — প্রশান্ত উষ্মধ্বনি
Soft palate — কোমল তালু
Soft sound — কোমল ধ্বনি
Sonant — ঘোষ
Sonorus — অনুরণনশীল
Sonorization — অনুরণনশীলতা
Sound — ধ্বনি
Sound attributes — ধ্বনি-গুণ
Sound box — ধ্বনিমঞ্জুষা
Sound change — ধ্বনি-পরিবর্তন
Sound shift — ধ্বন্যন্তর
Sound spectograph — ধ্বনি পরীক্ষার যন্ত্র বিশেষ
Sound types — ধ্বনি-প্রকার
Sound unit — একক ধ্বনি
Speed — গতি
Speech — কথা, ভাষা
Speech-centre — বাক্ কেন্দ্র
Speech-community — ভাষা সম্প্রদায়
Speech-island — ভাষা-দ্বীপ (উপভাষায়
Speech mechanism — বাগ্ যন্ত্র

Speech sound — বাগ্ ধ্বনি
Spelling — বানান
Spelling pronunciation — বানান উচ্চারণ
Spirant — উষ্ম
Spirantization — উষ্মীভবন
Spread — প্রসৃত
Spoken — কথ্য
Spontaneous cerebralization — স্বতোমূর্ধন্যীভবন
Spontaneous nasalization — স্বতো নাসিক্যীভবন
Sporadic — অনিয়মিত
Standard colloquial — চলিত ভাষা
Standard language — সাধু ভাষা
Statistics — পরিসংখ্যান
Stem — ক্রিয়া-মূল (ধাতু) (ক্রিয়াতে), শব্দ-মূল (শব্দে); পদ-মূল (পদে)
Stem base — পদমূল বা ক্রিয়ামূল শব্দ
Stem compound — যৌগিক মূল
Stop — স্পৃষ্ট
Stress — শ্বাসাঘাত, প্রস্বন, ঝোঁক
Stream of speech — বাক্ প্রবাহ
Stress accent — শ্বাস ও স্বরাঘাত
Stress group — প্রস্বন গুচ্ছ
Stress unit — প্রস্বন মূল, একক প্রস্বন
Strong grade — সাধারণ বা গুণিত ক্রম
Structure — গঠন বিন্যাস
Structural linguistics — গঠন বিন্যাসমূলক ভাষাতত্ত্ব
Style — শৈলী
Substitute — পরিবর্ত, বিকল্প
Substitution within a text — পাঠ প্রতিকল্পন পদ্ধতি
Supra segmental phoneme — অতিবিভক্ত ধ্বনিমূল
Syllable — অক্ষর
Syllabary — অক্ষর মালা
Syllabic — অক্ষর ভিত্তিক
Syllabic script — অক্ষর লিপি
Syllabic syncope — সমাক্ষর লোপ
Syllabic peak — আক্ষরিক উচ্চতা
Syllabic sign — আক্ষরিক চিহ্ন
Syllabic stress — আক্ষরিক প্রস্বন
Syllabic writing — আক্ষরিক লিখন প্রণালী
Syllabicity — আক্ষরিকতা
Syllabication — অক্ষরীকরণ
Syllabification — অক্ষর ভাগ, অক্ষর বিভাজন
Symbol — প্রতীক
Syncronic — সমকালীন (আধুনিক)
Syncronic grammar — সমকালীন ব্যাকরণ
Syncronic linguistics — সমকালীন ভাষাতত্ত্ব
Syncope — মধ্যস্বর লোপ
Syntactic, Syntactical — বাক্য রীতির, পদক্রমিক

Syntactic category	বাক্য রীতি শ্রেণী, পদক্রম শ্রেণী
Syntactic construction	বাক্য গঠন রীতিক, পদ গঠন বিন্যাস
Syntactic order	পদ ক্রম
Syntagmatic	বাক্ প্রবাহক্রম
Syntax	পদক্রম, বাক্যরীতি

T

Taboo	নিষিদ্ধ
Tagmeme	রূপমূল (অর্থবহ সর্ব ক্ষুদ্র রূপতাত্ত্বিক অংশ)
Tamber	রূপ
Tap	মৃদু স্পর্শ
Taxeme	সর্বক্ষুদ্র রূপ মূল
Teeth ridge	দন্ত-মূল
Tempo	গতি
Temporal affix	সাময়িক প্রত্যয়
Tense	কাল, দৃঢ়
Tinues	শক্ত
Tetraphthong	চতুঃস্বরিক
Tetra-syllabic	চতুরাক্ষরিক
Terminal stress	অন্ত্যাক্ষরিক প্রস্বন
Tone	স্বর
Tone language	স্বর প্রধান ভাষা
Toneme	স্বর মূল
Tongue root	জিহ্বা-মূল
Tongue tip	জিহ্বা-ডগা
Transcription	প্রতিলিপি, বর্ণান্তর
Transferred meaning	পরিবর্তিত অর্থ
Transition	সংক্রমণ
Transliteration	অনুলিখন
Trill	কম্পন জাত
Trilled	কম্পিত ব্যঞ্জন
Triphthong	ত্রিস্বরিক
Triplets	ত্রয়ী
Trisyllabic	ত্র্যক্ষরিক

U

Ultimate constituent	অন্ত্য উপাদান
Ultimate syllable	অন্ত্যাক্ষর
Umlaut	অভিশ্রুতি
Unaccented	অনুদাত্ত, স্বরাঘাত হীন
Unaspirated	স্বল্পপ্রাণ
Unit	একক
Unvoiced	অঘোষ
Unvoicing	অঘোষীভবন
Utterance	কথন, উক্তি, বাক্
Uvula	আল জিহ্বা
Uvular	আলজিহ্ব্য

V

Variant	বিকল্প
Variation	ধ্বনি বা রূপ বিকল্প
Velar	জিহ্বামূলীয়, পশ্চাতালুজাত

Vertical উর্ধ্বাধঃ
Vibration কম্পন, স্পন্দন
Visible speech দৃশ্যমান বাক্
Vocabulary শব্দাবলী
Vocal cords স্বরতন্ত্রী, কণ্ঠতন্ত্রী
Vocal organ স্বরযন্ত্র
Vocal lips স্বরোষ্ঠ
Vocalization ঘোষীভবন
Vocalic consonant অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন
Vocal qualifiers স্বরধ্বনির গুণবাচকতা
Voiced ঘোষ
Voiceless অঘোষ
Voicing ঘোষীভবন
Vowel স্বরধ্বনি
Vowel contraction স্বরসংকোচ
Vowel gradation গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ
Vowel harmony স্বরসঙ্গতি, স্বর সাম্য
Vowel mutation স্বরপরিবর্তন
Vowel quality স্বর গুণ

W

Wave form তরঙ্গভঙ্গ
Weak দুর্বল
Weak grade স্বাঘাত ক্রম
Weak sound তরল ধ্বনি
Whispered vowel ফিস্‌ফিসে স্বরধ্বনি
Widened meaning সম্প্রসারিত অর্থ
Wind pipe বায়ুনালী
Word শব্দ
Word-Building শব্দ গঠন
Word class শব্দ-প্রকার
Word group শব্দ-শ্রেণী
Word order শব্দ-ক্রম
Word property শব্দ-সম্পদ
Word stress প্রস্বন শব্দ
Word writing শব্দ লিপি
Writing লিখন
Writing system লিখন প্রণালী

Y

Yotized তালব্যীভবন

Z

Zero শূন্য
Zero Affix শূন্য বিভক্তি

নির্ঘণ্ট

স

হ

A

B

C